সুলতানী আমলে
মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ

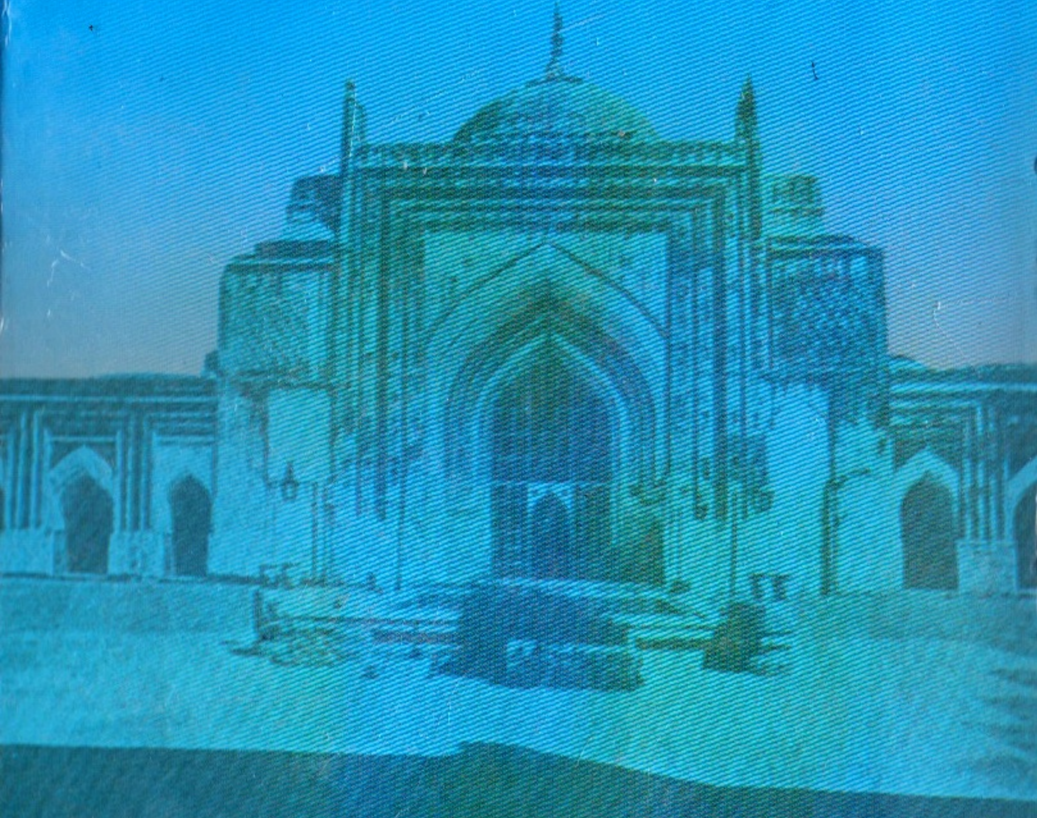

ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ

Developmen of Muslim Architecture During Sultanate Period

ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
প্রতিষ্ঠাতা : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

www.pathagar.com

সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ
ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান
ইফা প্রকাশনা : ২৫৪৫/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৭২৩.৩
ISBN : 978-984-06-1322-7
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৬
তৃতীয় (ইফা ২য়) প্রকাশ (রাজস্ব)
জুলাই ২০১৪
আষাঢ় ১৪২১
রমযান ১৪৩৫
মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল
প্রকাশক
মুহাম্মদ তাহের হোসেন
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৮
প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন
মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭
মূল্য : ২৫৬.০০ টাকা

SULTANI AMOLAY MUSLIM STHAPATYAR BIKASH (Development of Muslim Architecture During Sultanate Period) : Written by Dr. Muhammad Mokhlesur Rahman and published by Mohammad Taher Hossain, Director, Publication, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181538

E-mail : directorpubif@yahoo.com
Website : www.islamicfoundation.org.bd

Price : Tk. 256.00 ; US Dollar : 10.00

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস সুপ্রাচীন। কোন জাতির সৃষ্ট স্থাপত্যের নিরিখে সেই জাতির সভ্যতার মান এবং উৎকর্ষতা বিচার করা সম্ভব। এই সূত্র অনুযায়ী ভারতীয় উপ-মহাদেশেও মুসলিম সভ্যতার বিদ্যমান দর্পণ হিসাবে এখানে বিকশিত মুসলিম স্থাপত্যকে বিচেনায় আনা যেতে পারে। কিন্তু ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসের ব্যাপ্তিকাল এতই সুদীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল যে, একটি একক গ্রন্থে উহার যথাযথ উপস্থাপনা করা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ।

স্থাপত্য বিষয়টি এমনই যে, এ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য কেবল পুস্তক পাঠই যথেষ্ট নয়; বই পুস্তকে প্রাপ্ত ইমারতের নকশা ও আলোকচিত্র অনেক সময় যথেষ্ট বলে বিবেচিত হয় না। এজন্য প্রয়োজন সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রায় সমুদয় প্রধান নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা। চাক্ষুষভাবে ইমারতগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের গুরুত্বপূর্ণ গঠনশৈলী সমৃদ্ধ বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র সংগ্রহ করা। এ কষ্টসাধ্য কাজটি করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান।

বইটি ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এবার এর তৃতীয় মুদ্রণ (ইফা ২য়) প্রকাশ করা হলো। আমাদের বিশ্বাস বইটি পাঠক মহলে পূর্বের মতোই সমাদৃত হবে।

মুহাম্মদ তাহের হোসেন
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

উৎসর্গ

–শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মাকে

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : ভারতে প্রাক-সুলতানী মুসলিম স্থাপত্য ২৩
ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রারম্ভিক স্থাপত্য উদাহরণ ২৩
ভ্যাম্বোর মসজিদ ২৪
আব্বাসীয় আমলে সিন্ধু মুলতান এবং সিন্দানে মসজিদ নির্মাণ ২৬
পশ্চিম ভারতে দশম শতাব্দীর মসজিদ ২৬
আল-মাহফুজা এবং আল-মানসূরা ২৭
পাঞ্জাবে গজনভী স্থাপত্য ২৭
লাহোরে সুলতান মাহমুদের মসজিদ ও মিনার ২৮
সোহদ্রার মিনার ২৮
সমাধিসৌধ নির্মাণ ২৯
খালিদ ওয়ালিদের সমাধি ৩০
মাখদুম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ গারদেজীর সমাধি মুলতান ৩১
গজনভী দারু প্রাসাদ ৩১
কচ্ছের প্রাক-সুলতানী সমাধি ৩২
উপসংহার ৩২
টীকা ও তথ্য নির্দেশ ৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : মামলুক আমলে মুসলিম স্থাপত্য ৩৬
ঐতিহাসিক পটভূমি ৩৬
ধর্মীয় ইমারত ৩৬

মসজিদ
১। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ দিল্লী ৩৭
২। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া আজমীর ৪৫
৩। জামে মসজিদ, বদাউন ৪৯
৪। হান্‌সীর মসজিদ ৫০
৫। শাম্‌স মসজিদ নাগাউর ৫১
৬। জালালীর জামে মসজিদ আলীগড় ৫১
৭। হান্‌সী দুর্গের মসজিদ ৫২
মিনার ৫২
১। কুতুব মিনার ৫৩
২। কইল মিনার ৬০

www.pathagar.com

ঈদগাহ ৬১
১। শামসী ঈদগাহ বদাউন ৬১
২। হান্‌সী ঈদগাহ ৬২
সমাধিসৌধ ৬২
১। কুতুব উদ্দিন আইবেকের সমাধি ৬৩
২। সুলতান ঘুরি, দিল্লী ৬৩
৩। ইলতুৎমিশের সমাধি ৬৭
৪। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি দিল্লী ৬৯
৫। খান শহীদের সমাধি ৭০
৬। সৈয়দ শাহ্ নিয়ামত উল্লাহর সমাধি ৭০
৭। চাহার কুতুব ৭১
৮। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি ৭১
৯। শাহীদ শহীদের সমাধি ৭৪
লোকায়ত ইমারত ৭৬
তোরণ ৭৬
১। আতারকিন কা দরওয়াজা ৭৬
২। বাগদাদ তোরণ ৭৭
রাজপ্রাসাদ ৭৭
টীকা ও তথ্য নির্দেশ ৭৯
তৃতীয় অধ্যায় : খলজী আমলে মুসলিম স্থাপত্য ৮৮
ঐতিহাসিক পটভূমি ৮৮
ধর্মীয় ইমারত ৮৯
মসজিদ ৮৯
১। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ ৮৯
২। আলাই দরওয়াজা ৯১
৩। জামাতখানা মসজিদ ৯৫
৪। সীরী নগরীর জামে মসজিদ ৯৮
৫। তুহফীওয়ালা গম্বুজ মসজিদ ৯৮
৬। সীরী নগরীর অন্যান্য মসজিদ ৯৮
৭। আদিনা বা পাটানের জামে মসজিদ ৯৮
৮। উখা মসজিদ ৯৯
৯। মালিক করিম উদ্দিন মসজিদ ১০০
মিনার ১০০
১। আলাই মিনার ১০০
২। সুলতান পুরের মিনার ১০২
ঈদগাহ ১০২
১। রাপ্‌রি ঈদগাহ ১০২

www.pathagar.com

সমাধিসৌধ	১০৩
লোকায়ত ইমরাত	১০৫
১। হাওয-ই আলাই	১০৬
২। ঝালর বাউলী	১০৬
৩। জাম্বেরী নদীর সেতু	১০৬
রাজপ্রাসাদ	১০৭
১। সীরী নগরীর বরাদরী	১০৭
নগরী	১০৮
১। সীরী নগরী	১০৮
টীকা ও তথ্য নির্দেশ	১০৯
চতুর্থ অধ্যায় : তুগলক আমলে মুসলিম স্থাপত্য	১১৩
ঐতিহাসিক পটভূমি	১১৩
খলজী ও তুগলক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য	১১৩
ধর্মীয় ইমারত	১১৪
মসজিদ	১১৪
১। বেগম পুরী মসজিদ	১১৫
২। কালি বা কালান মসজিদ, তুর্কমেন গেইট শাহজাহানবাদ	১১৭
৩। জামে মসজিদ, কোটলা ফিরোজ শাহ	১১৯
৪। জামে মসজিদ, হাওয-ই-খাস	১২০
৫। কালুসরাই মসজিদ	১২১
৬। কালি বা কালান মসজিদ, নিজামউদ্দিন	১২২
৭। খিড়কী মসজিদ	১২৪
৮। জামে মসজিদ, ভারুচ	১২৬
৯। জামে মসজিদ ক্যাম্বে	১২৮
১০। হিলাল খান কাজীর মসজিদ	১৩০
১১। তাকা বা তনকা মসজিদ	১৩১
১২। খানাপুর জামে মসজিদ	১৩২
১৩। ইরিচের জামে মসজিদ	১৩২
১৪। জৌনপুর দুর্গের মসজিদ	১৩৩
ঈদগাহ	১৩৪
১। হাওয-ই-খাসের ঈদগাহ	১৩৪
২। ভারুচের ঈদগাহ	১৩৪
সমাধিসৌধ	১৩৬
১। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি	১৩৬
২। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি	১৩৯
৩। শেখ কবিরউদ্দিন আউলিয়ার সমাধি	১৪১
৪। চৌরাশী গুম্বজ	১৪৩
৫। জাহানিয়া জাহানঘাস্তের সমাধি	১৪৪

www.pathagar.com

৬। রাজন কাত্তালের সমাধি ১৪৫
৭। আবূ হানিফার সমাধি ১৪৫
৮। জাফর খানের সমাধি ১৪৬
৯। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি ১৪৭
১০। শামস সাব্জওয়ারীর সমাধি ১৪৯
১১। রুক্ন-ই-আলমের সমাধি ১৫০
১২। বাহাউল হালিমের সমাধি ১৫৪
১৩। হাওয-ই-খাসের চন্দ্রাতপ সমাধি ১৫৫
মাদ্রাসা ১৫৬
১। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা ১৫৬
২। সমাবর্ত হল ঘর ১৫৭
লোকায়ত ইমারত ১৫৮
১। তুগলকাবাদ ১৫৮
২। জাঁহান পানাহ্ ১৫৯
৩। দৌলতাবাদ ১৬১
৪। আদিলাবাদ ১৬১
৫। নয়ি-কা-কোট ১৬২
৬। ফিরোজাবাদ ১৬২
মৃগয়াবাস ১৬৫
১। কুস্ক-ই-শিকার ১৬৬
২। কুস্ক মহল ১৬৬
৩। মাল্চা মহল ১৬৬
৪। ভুলি ভাটিয়ারী কা মহল ১৬৭
৫। পীরগায়েব ১৬৭
টীকা ও তথ্য নির্দেশ ১৬৯
পঞ্চম অধ্যায় : সৈয়দ আমলে মুসলিম স্থাপত্য ১৭৮
ঐতিহাসিক পটভূমি ১৭৮
ধর্মীয় ইমারত ১৭৮
সমাধিসৌধ ১৭৮
১। মুবারক শাহ সৈয়দের সমাধি ১৭৯
২। মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি ১৮১
মসজিদ ১৮২
১। কোটলা মোবারকপুরের মসজিদ ১৮২
লোকায়ত ইমারত ১৮৩
টীকা ও তথ্য নির্দেশ ১৮৪
ষষ্ঠ অধ্যায় : লোদী আমলে মুসলিম স্থাপত্য ১৮৫
ঐতিহাসিক পটভূমি ১৮৫

www.pathagar.com

ধর্মীয় ইমারত	১৮৫
সমাধিসৌধ	১৮৫
১। কালিখান কা গুম্বদ	১৮৬
২। বাহলুল লোদীর সমাধি	১৮৭
৩। শীস গুম্বদ	১৮৮
৪। দাদী কা গুম্বদ	১৮৯
৫। বড়া গুম্বদ	১৯০
৬। ভুরে খান কা গুম্বদ	১৯২
৭। ছোটি খান কা গুম্বদ	১৯২
৮। বাগ ই আলম কা গুম্বদ	১৯৩
৯। বড়ে খান কা গুম্বদ	১৯৪
১০। মাখদুমা জাহানের সমাধি	১৯৫
১১। সিকান্দার লোদীর সমাধি	১৯৭
১২। হযরত ইউসুফ কাত্তালের চন্দ্রাতপ সমাধি	১৯৯
১৩। রাজন কি বাইনের চন্দ্রাতপ সমাধি	২০০
মসজিদ	২০০
১। বড়া গুম্বদ মসজিদ	২০০
২। মথ কি মসজিদ	২০২
৩। নীলী মসজিদ	২০৪
৪। রাজন কি বাইনের মসজিদ	২০৫
লোকায়ত ইমারত	২০৬
১। সিকান্দার লোদীর বারাদারী	২০৬
২। জাহাজ মহল	২০৭
টীকা ও তথ্য নির্দেশ	২০৮
সপ্তম অধ্যায় : সূর আমলে মুসলিম স্থাপত্য	২১১
ঐতিহাসিক পটভূমি	২১১
ধর্মীয় ইমারত	২১১
মসজিদ	২১১
১। কিলা ই কুহনা মসজিদ	২১১
২। ঈসা খাঁর মসজিদ	২১৪
৩। হাজীগঞ্জের মসজিদ	২১৫
৪। রোটাস গড়ের জামে মসজিদ	২১৫
সমাধিসৌধ	২১৬
১। ইব্রাহীম খানের সমাধি	২১৬

www.pathagar.com

২। জামান মাদারীর সমাধি ২১৭
৩। আলাউল খানের সমাধি ২১৭
৪। বদাউনের বর্গাকার সমাধি ২১৮
৫। হাসান খান সূরের সমাধি ২১৮
৬। ইখতিয়ার খানের সমাধি ২২০
৭। ঈসা খাঁনের সমাধি ২২০
৮। চিমনী খানের সমাধি ২২১
৯। শের শাহের সমাধি ২২২
১০। ইসলাম শাহের সমাধি ২২৬
লোকায়ত ইমারত ২২৭
দুর্গ ২২৭
১। পুরানা কিলা ২২৭
২। রোটাস দুর্গ ২২৯
৩। সেলিম গড় দুর্গ ২৩০
তোরণ ২৩০
১। শেরশাহ্ তোরণ বা লাল দরওয়াজা ২৩০
২। খুনী দরওয়াজা ২৩১
অন্যান্য ইমারত ২৩২
১। শের মণ্ডল ২৩২
টীকা ও তথ্য নির্দেশ ২৩৪
পরিশিষ্ট
ক. পরিভাষা ২৩৭
খ. দিল্লীর সুলতানগণের বংশগত তালিকা ২৪৮
গ. বিদ্যমান ইমারতসহ সুলতানী আমলে নির্মিত দিল্লীর নগরীসমূহ ২৫০
গ্রন্থপঞ্জী ২৫১

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

ভারতীয় উপ-মহাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদান করিতে গিয়া এই বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় পুস্তক রচনার প্রয়োজন বহুদিন হইতেই অনুভব করিয়া আসিতেছিলাম। বিশেষ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বাংলা শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসাবে জাতীয়ভাবে স্বীকৃত হওয়ার পর এই প্রয়োজনীয়তা আরো তীব্রভাবে অনুভূত হইতে থাকে। ইতিপূর্বে ১৯৭৯ সনে বাংলা ভাষায় আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেনের মূল্যবান গ্রন্থ 'আরব স্থাপত্য' প্রকাশিত হওয়ার পর আমার বিভাগীয় কতিপয় সম্মানিত সহকর্মী এবং আমার বেশ কিছু সংখ্যক স্নেহভাজন ছাত্রের তরফ হইতে বার বার এই মর্মে অনুরোধ আসিতে থাকে যে, আমি যেন ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস সম্পর্কে একটি মানসম্পন্ন পুস্তক রচনা করি। তবে পূর্ণ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেন যেন এই বিষয়ে পুস্তক রচনার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইয়া উঠিতেছিল না। ঠিক এমনি এক সময়ে আমার স্নেহভাজন তরুণ সহকর্মী ড. মোহাম্মদ মহিবউল্যাহ ছিদ্দিকী প্রায় একরকম জোর করিয়াই আমার হাতে কলম গুজিয়া দিয়া আমাকে লিখার টেবিলে বসাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ছিদ্দিকীর এই জোর-জবরদস্তি উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব হয় নাই। বলিতে দ্বিধা নেই, ইহারই ফলশ্রুতিতে আমি বর্তমানের পুস্তকটি রচনার কাজে হাত দেই এবং যথাসাধ্য কম সময়ের মধ্যে ইহার রচনার কাজ সমাপ্ত করিতে সক্ষম হই। তাই সেদিনের সেই 'জবরদস্তি' এবং 'নিপীড়নের' জন্য আজ ছিদ্দিকীকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানাইয়া পারিতেছি না।

স্থাপত্যের একটি মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিতে গিয়া প্রখ্যাত স্থাপত্য বিশারদ উইলিয়াম রিচার্ড লিথাবী বলিয়াছেন : 'Architecture is the matrix of civilization'- অর্থাৎ স্থাপত্য সভ্যতার ছাঁচ (Mould) স্বরূপ। কোন জাতির সৃষ্ট স্থাপত্যের নিরিখে সেই জাতির সভ্যতার মান এবং উৎকর্ষতা বিচার করা সম্ভব। এই সূত্র অনুযায়ী ভারতীয় উপ-মহাদেশেও মুসলিম সভ্যতার বিদ্যমান দর্পণ হিসাবে এখানে বিকশিত মুসলিম স্থাপত্যকে বিবেচনায় আনা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসের ব্যাপ্তিকাল এতই সুদীর্ঘ এবং ঘটনাবহুল যে, একটি একক গ্রন্থে উহার যথাযথ উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে দুরূহ কাজ। এই জন্যই প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের গঠনমূলক স্তর হিসাবে সুলতানী আমলের স্থাপত্য বিকাশকেই উপস্থাপনের জন্য বাছিয়া লইয়াছি। আশা করা যায়, সুলতানী

www.pathagar.com

আমলের স্থাপত্যের উপর পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইহার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় পরবর্তী আমলের ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য ইতিহাস রচনার একটি ভিত্তি রচিত হইবে।

এই পুস্তকের প্রত্যেকটি অধ্যায়কে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগে ভূমিকা হিসাবে সংযোজিত হইয়াছে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমি। এই ঐতিহাসিক পটভূমি সংযোজনের একটি যুক্তিসঙ্গত কারণও রহিয়াছে। এ বিষয়ে বোধ করি দ্বি-মতের অবকাশ নাই যে, স্থাপত্য বিষয়ে আগ্রহ ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাস সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক জ্ঞান থাকা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য যে, স্থাপত্য বিষয়ে পাঠদান করিতে গিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে জ্ঞানের অকল্পনীয় স্বল্পতা আমাকে দারুণভাবে হতাশ করিয়াছে। আর এই অবস্থার আংশিক প্রতিকার বিধানের লক্ষ্যে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক পটভূমি সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। প্রতিটি অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে রহিয়াছে ইমারত সম্পর্কিত আলোচনা। ইমারত গুলিকে আবার মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন, ধর্মীয় ইমারত এবং লোকায়ত (Secular) ইমারত। মসজিদ, মিনার, ঈদগাহ, সমাধিসৌধ, মাদ্রাসা ইত্যাদিকে ধর্মীয় শ্রেণীর ইমারতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্যদিকে তোরণ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, নগরী ইত্যাদিকে লোকায়ত ইমারতের পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য বা শিল্পকলার ইতিহাস অধ্যয়নে কালানুক্রম এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বস্তুতঃপক্ষে, কালানুক্রম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অভাব স্থাপত্য এবং শিল্পকলার ইতিহাসের স্বাভাবিক বিকাশ ও বিবর্তনের ধারাবাহিকতা অনুসরণের সম্মুখ গতিকে প্রতি পদে বাধাগ্রস্ত করে। এই বিশেষ উপলব্ধি হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ইমারতসমূহকে উহাদের কালানুক্রমে স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছি। অতি সহজেই যাহাতে প্রতিটি ইমারত সম্পর্কে পাঠকবর্গ একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে পারেন সেই জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের আলোচনাকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করিয়াছি– যেমন, নির্মাতা ও নির্মাণকাল, ভূমি নক্শা ও গঠন, অলঙ্করণ, মন্তব্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে স্থাপত্য উৎস ও সাধারণ আলোচনা। অনেক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের বর্ণনায় এই ধরনের শিরোনাম ব্যবহৃত না হইলেও বর্ণনার পদ্ধতিতে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই একই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে।

উপযুক্ত ভাষা বা পরিভাষার বিদ্যমান অভাব সত্ত্বেও যেখানে স্থাপত্য সংক্রান্ত 'টেক্নিক্যাল' শব্দের ব্যবহার অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেখানে বাংলার সহিত প্রথম বন্ধনীর ভিতরে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই মূল শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে। তারিখ নির্দেশের জন্য সামগ্রিকভাবে খ্রিস্টীয় সন ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে যেখানে আরবী ও ফার্সী শিলালিপির উল্লেখ আছে সেখানে হিজরী সনের পাশাপাশি

www.pathagar.com

খ্রিস্টীয় সনও ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্ণান্তর (Transliteration) এবং স্বরচিহ্নের (Diacritical marks) ব্যবহার জনিত জটিলতা এড়াইবার জন্য বিভিন্ন ভাষা (যেমন, আরবী, ফার্সী, তুর্কী ইত্যাদি) হইতে নীত শব্দ এবং ব্যক্তি ও স্থানের নাম বাংলায় বর্ণান্তরিত করার কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম অনুসরণ না করিয়া মোটামুটিভাবে তাহাদের প্রচলিত রূপকেই (Conventional form) ব্যবহার করার প্রয়াস পাইয়াছি। সাধারণ পাঠকবর্গ যে ইহাতে কিছুটা স্বস্তি লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা অত্যন্ত সত্য যে, পাদটীকা কণ্টকিত পুস্তক সাধারণ পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে। তবে ইহা জানিয়াও আগ্রহী পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানানুশীলনের সুবিধার্থে ব্যাখ্যামূলক টীকার পাশাপাশি সাধ্যমত পুস্তক, প্রবন্ধ এবং লেখকের নামের উল্লেখ করিতে জ্ঞানত কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন করি নাই। পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত লেখকের পুস্তক বা প্রবন্ধের সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছে পাঠকবর্গ যাহাতে তাঁহাদের রচনাবলীর সহিত পরিচিত হইতে পারেন সেই জন্য গ্রন্থপঞ্জীতে মোটামুটিভাবে উল্লিখিত প্রায় সকল লেখক ও তাহাদের রচনাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্থাপত্য বিষয়টি এমনই যে, ইহা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভের জন্য কেবল পুস্তক পাঠই যথেষ্ট নহে। এমনকি এইজন্য বই পুস্তকে প্রাপ্ত ইমারতের নক্‌শা ও আলোকচিত্রও অনেক সময় যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। এ বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি ১৯৮৬ সনে। ঐ বৎসর আমার পি-এইচ.ডি. থিসিসের গবেষণা উপাদান সংগ্রহের জন্য প্রায় তিন মাস কাল আমাকে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রায় সমুদয় প্রধান নিদর্শন স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। চাক্ষুষভাবে ইমারতগুলিকে পর্যবেক্ষণের পর এই মর্মে উপলব্ধি জন্মে যে, অনেক ইমারত সম্পর্কেই আমার ইতিপূর্বের পুস্তকলব্ধ জ্ঞান ছিল বহুলাংশে অসম্পূর্ণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ত্রুটিপূর্ণ। পাঠকবর্গ যাহাতে এইরূপ বিভ্রান্তির শিকার না হন সেই জন্য ইমারত সমূহের এবং তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ গঠনশৈলী সমৃদ্ধ বিভিন্ন অংশের আলোকচিত্র সংযোজনের ক্ষেত্রে পারতপক্ষে কোনরূপ কার্পণ্য করি নাই। ইহাতে আলোকচিত্রের তালিকা দীর্ঘ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার দ্বারা পাঠকবর্গের উপকৃত হইবার সম্ভাবনাই বেশি।

পুস্তকটিকে সাধ্যমত সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করিতে আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করি নাই। এতদসত্ত্বেও পুস্তকটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও মৌলিক হইয়াছে– এমন দাবি অবশ্যই কবির না। ভবিষ্যতে পুস্তকটির মানোন্নয়নে পাঠক ও বিশেষজ্ঞ বর্গের যে কোন উপদেশ ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হইবে।

www.pathagar.com

পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে যাহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও মুসলিম স্থাপত্য ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেনের কথা উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি এই পুস্তকের সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে পরীক্ষা করিয়া ইহার মানোন্নয়নে যে মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়াছেন সে জন্য আমি তাঁহার নিকট চির ঋণী। গুজরাটের একাধিক সুলতানী ইমারতের এবং প্রচ্ছদপটের আলোকচিত্র সরবরাহ করার জন্য আমার প্রিয় সহকর্মী ড. সুলতান আহমদকে জানাই অশেষ ধন্যবাদ। কম্পিউটারে ছাপাইবার জন্য আলোকচিত্র ও রেখাচিত্রের ফটো কপি তৈয়ার করিতে আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও বরেন্দ্র যাদুঘরের সিনিয়র সহকারী কিউরেটর মুহাম্মদ জাকারিয়া যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন সেই জন্য তাঁহাকেও জানাই অনেক ধন্যবাদ। ইহা ছাড়াও, পুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে আমার বিভাগীয় অন্য সহকর্মীদের সাহায্য ও সহানুভূতিকে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করি। পুস্তকটি রচনার কালে সাংসারিক অনেক দায়-দায়িত্ব হইতে আমাকে মুক্ত রাখিয়া আমার প্রিয় সহধর্মিণী আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহার অবদানকে খাটো করিবার কোন অভিপ্রায় আমার নাই। সবশেষে ধন্যবাদ জানাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ডকে। পুস্তকটি প্রকাশনার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে যে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছে তাহা ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

পরিশেষে, পুস্তকটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইলে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসিলে আমি আমার শ্রমকে সার্থক মনে করিব।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী
২৯/৫/৯৬

www.pathagar.com

রেখাচিত্রের তালিকা

১। ভ্যাম্বোর মসজিদ		ভূমি নক্‌শা
২। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (কুতুবউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত অংশ)	:	ভূমি নক্‌শা
৩। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	ক্রমপ্রলম্বন (Corbelling) পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণ
৪। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	চাঁদোয়া ছাদ (Lantern ceiling)
৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ
৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	খিলান শীর্ষ-কোণ (Ogee)-এর রূপান্তর
৭। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (ইলতুৎমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত অংশ)	:	ভূমি নক্‌শা
৮। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ	:	ভূমি নক্‌শা
৯। বদাউন জামে মসজিদ	:	ভূমি নক্‌শা
১০। কুতুব মিনার	:	(ক) ভূমি নক্‌শা (খ) স্থালাকটাইত ঠেক্‌না (Stalactite bracket)
১১। সুলতান ঘুরী	:	ভূমি নক্‌শা
১২। ইলতুৎমিশের সমাধি	:	ভূমি নক্‌শা
১৩। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি	:	ভূমি নক্‌শা
১৪। শাহীদ শহীদের সমাধি	:	ভূমি নক্‌শা
১৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (আলাউদ্দিন খলজী কর্তৃক সম্প্রসারিত অংশ)	:	ভূমি নক্‌শা
১৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	আনুমানিক পুনর্গঠন
১৭। আলাই দরওয়াজা	:	ভূমি নক্‌শা

www.pathagar.com

১৮। তাক-ই-কিসরা : রেখাচিত্র

১৯। জামাতখানা মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২০। আলাউদ্দিন খলজীর মাদ্রাসা : ভূমি নক্‌শা

২১। বেগম পুরী মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২২। কালান মসজিদ (তুর্কমেন গেইট) : ভূমি নক্‌শা

২৩। হাওয-ই-খাসের জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২৪। কালান মসজিদ (নিজামউদ্দিন) : ভূমি নক্‌শা

২৫। খিড়কী মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২৬। ভারুচ জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২৭। ক্যাম্বে জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

২৮। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

২৯। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৩০। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৩১। শাম্‌স সাব্‌জওয়ারীর সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৩২। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৩৩। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা : ভূমি নক্‌শা

৩৪। সমাবর্তন হলঘর (হাওয-ই-খাস মাদ্রাসা): ভূমি নক্‌শা

৩৫। কোটলা ফিরোজ শাহ : আনুমানিক পুনর্গঠন

৩৬। সংবর্ধনা হলঘর (কোটলা ফিরোজশাহ : ভূমি নক্‌শা

৩৭। প্রতিরূপ (Typical) বর্গাকৃতি সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৩৮। সিকান্দার লোদীর সমাধি : ভূমি নক্‌শা
(বেষ্টনী প্রাচীরের প্রবেশ পথসহ)

৩৯। সিকান্দার লোদীর বারাদরী : ভূমি নক্‌শা

৪০। শের শাহের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

৪১। শের শাহের সমাধি : সমাধি বেদী ও সমাধিসৌধের দিগ্বলন (Orientation)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র তালিকা

১। খালিদ ওয়ালিদের সমাধি		
২। খালিদ ওয়ালিদের সমাধি		মিহরাব
৩। মাখদুম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ গারদেজীর সমাধি		
৪। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত অংশ
৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	ল্যান্টার্ন বা চাঁদোয়া চাদ (Lantern ceiling) সম্বলিত উত্তর দিকের প্রবেশ পথ
৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ	:	খিলান পর্দা ও লৌহ স্তম্ভ
৭। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ	:	নামাযগৃহের সম্মুখ-দৃশ্য (Facade)
৮। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ	:	(ক) ল্যান্টার্ন বা চাঁদোয়া ছাদ (খ) ল্যান্টার্ন বা চাঁদোয়া ছাদ
৯। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ		প্রধান প্রবেশ পথ
১০। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ		মিহরাব
১১। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ		কোণার বুরুজ
১২। বদাউনের জামে মসজিদ (একাধিক বার সংস্কারের পর)	:	নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য (Facade)
১৩। জালালীর জামে মসজিদ (একাধিক বার সংস্কারের পর)		
১৪। কুতুব মিনার	:	সাধারণ দৃশ্য
১৫। কুতুব মিনার	:	খোদিত অলঙ্করণ; খাত নকশা (Flutings) এবং স্তালাকতাইত ঠেক্না (Stalactite bracket) সহ ঝুল বারান্দা (Balcony)
১৬। মিনার		খাজা সিয়া পস
১৭। শামসী ঈদগাহ		
১৮। সুলতান ঘুরী		সাধারণ দৃশ্য (পূর্বদিক হইতে)

www.pathagar.com

১৯। সুলতান ঘুরী		ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষের ঊর্ধ্বাংশ ও মিহরাব সম্বলিত পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশ
২০। সুলতান ঘুরী		মহিষ ও অশ্বমস্তক খোদিত নক্‌শা সম্বলিত সর্দল
২১। ইলতুৎমিশের সমাধি	:	দক্ষিণ দিক হইতে
২২। ইলতুৎমিশের সমাধি	:	অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীয় মিহরাব ও প্রস্তর খোদাই নক্‌শা
২৩। ইলতুৎমিশের সমাধি		অবস্থান্তর পর্যায়ে (phase of transition) স্কুইঞ্চের ব্যবহার
২৪। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি	:	ধ্বংসাবশেষ (দ. প. দিক হইতে)
২৫। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি	:	ভূসোঁয়া খিলানের ব্যবহার
২৬। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি	:	সাধারণ দৃশ্য
২৭। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি	:	গম্বুজ গর্ভের 'শাম্‌সা' নকশা
২৮। শাহীদ শহীদের সমাধি	:	সাধারণ দৃশ্য
২৯। আতারকিন কা দরওয়াজা	:	সাধারণ দৃশ্য
৩০। আলাই দরওয়াজা	:	দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ
৩১। আলাই দরওয়াজা	:	উত্তর দিকের প্রবেশপথ
৩২। আলাই দরওয়াজা	:	কোণার স্কুইঞ্চ
৩৩। জামাত খানা মসজিদ	:	নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য (Facade)
৩৪। জামাত খানা মসজিদ	:	কুলঙ্গী সম্বলিত স্কুইঞ্চ খিলান
৩৫। আলাই মিনার (অসমাপ্ত)	:	সাধারণ দৃশ্য
৩৬। রাপ্‌রি ঈদগাহ	:	সাধারণ দৃশ্য
৩৭। আলাউদ্দিন খলজীর তথাকথিত সমাধি	:	
৩৮। বেগম পুরী মসজিদ	:	পাইলনসহ নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য
৩৯। বেগম পুরী মসজিদ	:	নামায গৃহের আইল
৪০। বেগম পুরী মসজিদ	:	পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথ
৪১। জামে মসজিদ (কোটলা ফিরোজ শাহ)	:	প্রবেশ পথ ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ
৪২। জামে মসজিদ (কোটলা ফিরোজ শাহ)	:	কিবলা প্রাচীরের পশ্চাত ভাগের দৃশ্য

www.pathagar.com

৪৩। জামে মসজিদ (কোটলা ফিরোজ শাহ)	:	কিবলা প্রাচীরের অভ্যন্তরীণ স্থান
৪৪। জামে মসজিদ (কোটলা ফিরোজ শাহ)	:	লাট পিরামিড
৪৫। জামে মসজিদ, হাওয-ই-খাস	:	পূর্ব দিক হইতে
৪৬। কালান মসজিদ (নিজাম উদ্দিন)	:	সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিক হইতে)
৪৭। কালান মসজিদ (নিজাম উদ্দিন)	:	অভ্যন্তরীণ অঙ্গন ও বে' সমূহ
৪৮। কালান মসজিদ (নিজাম উদ্দিন)	:	পূর্ব দিকের প্রবেশপথ
৪৯। খিড়কী মসজিদ	:	সাধারণ দৃশ্য (উ. পূ. দিক হইতে)
৫০। খিড়কী মসজিদ		অভ্যন্তরীণ অঙ্গন
৫১। খিড়কী মসজিদ		আইলের দৃশ্য
৫২। খিড়কী মসজিদ		অনুচ্চ গম্বুজ ও ফোঁকড় সহ ছাদের দৃশ্য
৫৩। ভারুচ জামি মসজিদ	:	নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য (Facade)
৫৪। ভারুচ জামে মসজিদ		মিহরাব
৫৫। ক্যাম্বে জামে মসজিদ		সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিকের প্রবেশ পথসহ)
৫৬। ক্যাম্বে জামে মসজিদ	:	নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য
৫৭। ক্যাম্বে জামে মসজিদ	:	মিহরাব ও মিম্বার
৫৮। ইরিচ জামে মসজিদ	:	নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য
৫৯। ইরিচ জামে মসজিদ	:	মিহরাব
৬০। ভারুচ ঈদগাহ	:	সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিক হইতে)
৬১। ভারুচ ঈদগাহ	:	মিহরাব ও মিম্বার
৬২। ভারুচ ঈদগাহ	:	প্রবেশপথ
৬৩। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি	:	সাধারণ দৃশ্য
৬৪। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি	:	বেষ্টনী প্রাচীরে প্রবেশপথ
৬৫। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি	:	সাধারণ দৃশ্য
৬৬। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি	:	অবস্থান্তর পর্যায়ের অলঙ্করণ
৬৭। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি	:	গম্বুজ গর্ভের অলঙ্করণ
৬৮। শেখ কবির উদ্দিন আউলিয়ার সমাধি	:	
৬৯। চৌরাশী গুম্বজ	:	সাধারণ দৃশ্য (দ. প. দিক হইতে)
৭০। রাজন কাত্তালের সমাধি	:	প্রবেশপথ

www.pathagar.com

৭১। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি
৭২। শাম্‌স সাব্‌জওয়ারীর সমাধি : সাধারণ দৃশ্য (দ. প. দিক হইতে)
৭৩। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি : সাধারণ দৃশ্য
৭৪। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি : বহির্গাত্রের কর্তিত-ইষ্টক অলঙ্করণ
৭৫। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি অভ্যন্তরের জেল্লাদার (Glazed) টালি অলঙ্করণ
৭৬। রুক্‌ন-ই আলমের সমাধি : কারুকার্যখচিত কাষ্ঠ মিহ্‌রাব
৭৭। বাহাউল হালিমের সমাধি : সাধারণ দৃশ্য
৭৮। বাহাউল হালিমের সমাধি : কর্তিত ইষ্টক ও জেল্লাদার টালি অলঙ্করণ
৭৯। হাওয-ই-খাসের চন্দ্রাতপ সমাধি (Tomb pavilion)
৮০। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা
৮১। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা : সমাবর্তন হল ঘর
৮২। তুগলকাবাদ : অতিকায় বুরুজসহ বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বিশেষ
৮৩। তুগলকাবাদ : খাঁজ খিলাজ (Cusped arch) সম্বলিত একটি প্রবেশপথ
৮৪। বিজয় মণ্ডল
৮৫। কোটলা ফিরোজ শাহ : ভগ্নদশাগ্রস্ত একটি ইমারত
৮৬। কোটলা ফিরোজ শাহ : প্রবেশপথ
৮৭। কোটলা ফিরোজ শাহ : সংবর্ধনা হল ঘরের ধ্বংসাবশেষ
৮৮। মুবারক শাহ সৈয়দের সমাধি
৮৯। মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি
৯০। মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি : গম্বুজ গর্ভের অলঙ্করণ
৯১। কালিখান কা গুম্বদ
৯২। শীশ গুম্বদ
৯৩। দাদী কা গুম্বদ
৯৪। বড়া গুম্বদ (ডাইনে বড়া গুম্বদ মসজিদ)
৯৫। ছোটি খান কা গুম্বদ
৯৬। বাগ-ই-আলম কা গুম্বদ
৯৭। বড়ে খান কা গুম্বদ

www.pathagar.com

৯৮। মাখদুমা জাহানের সমাধি
৯৯। সিকান্দার লোদীর সমাধি
১০০। রাজন কি বাইনের চন্দ্রাতপ সমাধি (Tomb pavilion)
১০১। বড়া গুম্বদ মসজিদ : নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য
১০২। বড়া গুম্বদ মসজিদ : কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাব
১০৩। বড়া গুম্বদ মসজিদ : ক্রমপ্রলম্বন (Corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত পান্দানতিফ (Pendentivd)
১০৪। মথ কি মসজিদ : নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য
১০৫। মথ কি মসজিদ : স্কুইঞ্চের ব্যবহার
১০৬। মথ কি মসজিদ : ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত পান্দানতিফ
১০৭। মথ কি মসজিদ : কোণার দ্বিতল বুরুজ
১০৮। মথ কি মসজিদ : প্রবেশপথ
১০৯। নীলী মসজিদ : সাধারণ দৃশ্য
১১০। জাহাজ মহল : সাধারণ দৃশ্য
১১১। কিলা-ই-কুহ্‌না মসজিদ : নামায গৃহের সম্মুখ-দৃশ্য (Facade)
১১২। কিলা-ই-কুহ্‌না মসজিদ : কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাব
১১৩। ঈসা খাঁর মসজিদ : সাধারণ দৃশ্য
১১৪। আলাউল খানের সমাধি : প্রবেশ পথ
১১৫। আলাউল খানের সমাধি : পশ্চিম প্রাচীরের মিহ্‌রাব
১১৬। হাসান খান সূরের সমাধি : সাধারণ দৃশ্য
১১৭। হাসান খান সূরের সমাধি : বারান্দায় কর্তিত পলেস্তারার অলঙ্করণ
১১৮। ঈসা খাঁনের সমাধি (বামে ঈসা খাঁনের মসজিদ)
১১৯। শের শাহের সমাধি : সাধারণ দৃশ্য
১২০। শের শাহের সমাধি : মিহ্‌রাব
১২১। শের শাহের সমাধি : বেষ্টনী প্রাচীরে বহির্গত বাতায়ন (Oriel window)
১২২। ইসলাম শাহের সমাধি (অসমাপ্ত)
১২৩। পুরানা কিলা প্রধান প্রবেশপথ
১২৪। পুরানা কিলা তালাকি দরওয়াজা

www.pathagar.com

১২৫। রোটাস দুর্গ : সোহাল গেইট
১২৬। শের শাহ্ তোরণ বা লাল দরওয়াজা : সাধারণ দৃশ্য
১২৭। খুনী দরওয়াজা : সাধারণ দৃশ্য
১২৮। শের মণ্ডল : সাধারণ দৃশ্য
১২৯। শের মণ্ডল : দ্বিতলের জেল্লাদার টালি অলঙ্করণ

শব্দ-সংক্ষেপ

আ.	:	আনুমানিক
আ.সা.ই.	:	আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া
আ.সা.ই.রি	:	আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট
আসার	:	আসার-উস-সানাদিদ
এ.ই.	:	এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা
এ.ই.মো	:	এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্দো-মোসলেমিকা
এ.রি.আ.সা.ই	:	এ্যানুয়াল রিপোর্ট অব আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া
কে.হি.ই.	:	কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া
মানারা	:	মানারা ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার
মৃ.	:	মৃত্যুকাল
মে.আ.সা.ই	:	মেমোয়র্স অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া
লিষ্ট		লিষ্ট অব মোহামেডান অ্যান্ড হিন্দু মনুমেন্টস ইন দি প্রভিন্স অব দিল্লী
হি.ই.	:	হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এ্যাজ টোল্ড বাই ইট্স ওন হিস্টোরিয়ান্স।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ভারতে প্রাক-সুলতানী মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি ও প্রারম্ভিক স্থাপত্য উদাহরণ

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১০) কর্তৃক ভারতে সুলতানী শাসনের সূচনা হয়। বস্তুত এই সময় হইতে এই উপ-মহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপিত হইলেও ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাস মূলত আরম্ভ হয় খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ৭১২ খ্রিস্টাব্দ ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বছরই মুসলিম সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজিত হয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। সিন্ধুরাজ দাহিরকে পরাজিত করিয়া মুহাম্মাদ বিন কাসিম আরো উত্তরে অগ্রসর হন এবং পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত মুসলিম কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের দিনগুলিতে ইহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে যে, সঙ্গত কারণেই বিজিত অঞ্চলে সর্বাগ্রে মসজিদ নির্মাণ মুসলিম বিজেতা এবং শাসকগণের একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্যে পরিণত হইয়াছিল। বিজিত অঞ্চলে বিজয়ী মুসলমানগণ কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ একাধিক তাৎপর্য বহন করিয়া থাকে। ইবাদতখানা হিসাবে মসজিদ বিজিত অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা, শক্তি এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে।[১] ইহা ছাড়াও কোন মুসলমানের জন্য মসজিদ নির্মাণ একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ বলিয়াও বিবেচিত হয়। পবিত্র হাদিসে বর্ণিত আছে যে, এই পৃথিবীতে যে একটি মসজিদ নির্মাণ করিবে–আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করিবেন।[২] এই সমস্ত কারণেই নতুন বিজিত অঞ্চলে যথা শীঘ্র সম্ভব মসজিদ নির্মাণের বিষয়ে কোন মুসলিম বিজেতা বা শাসককে কোন প্রকার অবহেলা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে দেখা যায় নাই। লক্ষ্য করিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে মুসলিম বিজয়ের পর ভারতবর্ষেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। জানা যায়, সিন্ধুসহ ভারতের বিজিত অন্যান্য স্থানেও মুহাম্মাদ বিন কাসিম মুসলমানদের ইবাদতের সুবিধার্থে বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৩] সিন্ধু বিজয় সমাপ্তির পর ইরাক ও পূর্বাঞ্চলীয় ভাইসরয় হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে লিখিত মুহাম্মদ বিন কাসিমের একটি পত্রে জানা যায় যে, এই তরুণ সেনাপতি বিজিত অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের জন্য

www.pathagar.com

মসজিদ নির্মাণ করিয়া ঐ গুলিতে আযান দেওয়ারও বন্দোবস্ত করেন।[৪] প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বর্তমানের সিন্ধু প্রদেশে এইরূপ কয়েকটি মসজিদের অস্তিত্ব সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৫] ঐতিহাসিক বালাজুরির বিবরণ হইতে জানা যায়, মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধুর দেবল[৬] বন্দরে চার হাজার আরব মুসলমানের বসবাসের জন্য একটি এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া তথায় ভারতের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করিয়া ছিলেন।[৭] আরো জানা যায় যে, আলোর নামক স্থানেও তিনি অনুরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮] ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, সিন্ধুর নিরূন (বর্তমানের হায়দ্রাবাদ) নামক স্থানে মুহাম্মদ বিন কাসিম একটি হিন্দু মন্দিরের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদের জন্য একজন ইমামও নিযুক্ত করেন।[৯] সিন্ধু বিজয়ের পর ৭১২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান জয় করিয়া সেখানেও একটি জামি মসজিদ নির্মাণ করেন।[১০] জানা যায়, মুলতানের এই জামি মসজিদে মিনারও সংযোজিত হইয়াছিল।[১১] এই মসজিদটির গঠনশৈলী সম্পর্কে বিশদ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রিস্টীয় ৯৬৯ সনে মুলতানে শিয়া ইসমাইলীদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই মসজিদটি মুলতানের একটি জামি মসজিদ হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল।[১২] নিজেদের দ্বারা একটি নতুন মসজিদ নির্মাণের পর ইসমাইলীরা অবশ্য এই মসজিদটি বন্ধ করিয়া দেয়। ধরিয়া লওয়া যায় যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু এবং মুলতানে নির্মিত উপরিউক্ত মসজিদসমূহের মধ্য দিয়াই ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম স্থাপত্যের সূচনা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উপরে উল্লিখিত মসজিদসমূহ কালের করাল গ্রাসের শিকার হওয়ায় আজ তাহাদের কোন অস্তিত্বই আর বিদ্যমান নাই। উপরন্তু, উপযুক্ত সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণাদির অভাবে ঐ সমস্ত মসজিদের গঠনশৈলী এবং আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ। তবে এইটুকু জানিতে পারা যায় যে, এই সমস্ত ইমারতের জন্য নির্মাণ উপকরণ হিসাবে প্রধানত ইট এবং কাঠ ব্যবহৃত হইয়াছিল।[১৩] যাহা হউক, এই সমস্ত মসজিদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও ইহা অনুমান করা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু এবং মুলতানে নির্মিত মসজিদসমূহ সম্ভবত তৎকালীন উমাইয়া খলিফাগণ কর্তৃক তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্যত্র নির্মিত মসজিদগুলির আদলেই নির্মিত হইয়াছিল।

ভ্যাম্বোর মসজিদ

মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর সিন্ধুতে উমাইয়া শাসনামলে নির্মিত একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সদ্য আবিষ্কৃত মসজিদটি সম্প্রতি ভ্যাম্বোরের মসজিদ বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। ভ্যাম্বোর পাকিস্তানের করাচী শহরের ২৫ মাইল (৪০ কি.মি.) পূর্বে অবস্থিত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনেকের মতে এই স্থানটি প্রাচীন দেবল বন্দরও হইতে

www.pathagar.com

পারে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এই স্থানে প্রাপ্ত আটটি কুফী শিলালিপির একটি হইতে জানা যায় যে, এই মসজিদটি খ্রিস্টীয় ৭২৭ সনে উমাইয়া খলিফা হিশাম (৭২৪-৪৩) এর আমলে নির্মিত হইয়াছিল।[১৪] প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই মসজিদটি আদর্শ মসজিদ নক্‌শার ধাঁচেই (রেখা চিত্র : ১) নির্মিত

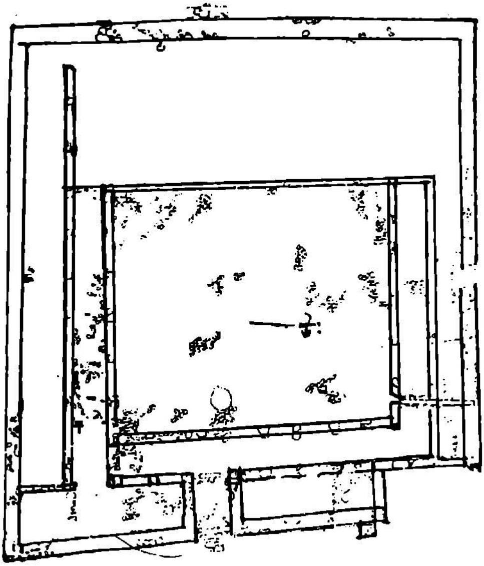

রেখা চিত্র : ১ । ভ্যাম্বোর মসজিদ ঃ ভূমি নকশা

হইয়াছিল। আয়তাকার এই মসজিদটির একটি নামায গৃহ (জুল্লাহ), উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (সাহন) এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বদিক বারান্দা (রিওয়াক) দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।[১৫] মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১২৮ ফুট (৩৯.০১ মি.) এবং প্রস্থ ছিল ১২২ ফুট (৩৭.১৮ মি.)।[১৬] ইষ্টকাবৃত সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির দৈর্ঘ্য ছিল উত্তর-দক্ষিণে ৭৫ ফুট (২২.৮৬ মি.) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫৮ ফুট (১৭.৬৭ মি.)।[১৭] প্রত্নতাত্ত্বিক বিবরণ হইতে আরো জানা যায় যে, মসজিদটির পশ্চিমাংশের নামায গৃহের ছাদ তিন সারি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। স্তম্ভগুলির উপরে খিলান ছিল কিনা তাহা অবশ্য সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরবর্তীকালের আব্বাসীয় আমলে (৭৫০-১২৫৮) নির্মিত নিশাপুর মসজিদ (৭৫৪) এর ন্যায় ইহার ছাদও হয়ত প্রাচীন পারসিক নির্মাণ পদ্ধতির অনুকরণে সরাসরি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আকিমেনীয়দের সময়ে এই পদ্ধতিতে নির্মিত ইমারত অপদান নামে পরিচিত ছিল।[১৮] অবশ্য ইহাও অনুমান করা যাইতে

www.pathagar.com

পারে যে, ভারতীয় নির্মাণ পদ্ধতির অনুকরণে ইহার ছাদকে খিলান বিহীন স্তম্ভ শীর্ষে ন্যস্ত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, ভ্যাম্বোরের এই মসজিদের নামাযগৃহের স্তম্ভগুলির মধ্যে তেত্রিশটির ভিত্তিবেদীর অস্তিত্ব আজও সনাক্ত করা যায়।[১৯] ইহা ছাড়াও উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিকের রিওয়াকেও দুই সারি স্তম্ভের বিন্যাস এখনও স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।[২০] উল্লেখ্য, প্রাথমিক অবস্থার মদিনা মসজিদের ন্যায় আলোচ্য এই মসজিদেও কোন মিনার বা মিহরাব ছিল না এবং ইহার সমতল ছাদ কাষ্ঠ নির্মিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।[২১] মসজিদটির গঠনশৈলীর পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না গেলেও ইহা যে দামিস্কের জামে মসজিদের পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আব্বাসীয় আমলে সিন্ধু, মুলতান এবং সিন্দানে মসজিদ নির্মাণ

বিভিন্ন সূত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে, উমাইয়াদের পতনের পর আব্বাসীয় শাসনামলেও সিন্ধু এবং মুলতান অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। আব্বাসীয় আমলে মুলতানে একটি মসজিদ নির্মিত হয় বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।[২২] জানা যায়, আব্বাসীয় খলিফা আল-মানসূর (৭৫৪-৭৫) কর্তৃক সিন্ধুতে প্রেরিত জনৈক হাশাম কর্তৃক মুলতানের উক্ত মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।[২৩] ইহা ছাড়াও আব্বাসীয় আমলে এই অঞ্চলে সিন্দান নামক স্থানে জনৈক মাহানের পুত্র ফজল একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়।[২৪] আব্বাসীয় শাসনামলে মুলতানে আরো একটি মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আব্বাসীয় খলিফা মুতাজিদ (৮৯২-৯৯) এর খেলাফত কালে মুলতানে বনি সালামা গোত্রের শাসকগণের বিশেষ প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল।[২৫] জানা যায়, এই শাসকগণ হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাদের সুরক্ষিত দুর্গ জানভাদ্রার হইতে প্রতি শুক্রবার মুলতান শহরে তাহাদের নির্মিত জামে মসজিদে জুম'আর নামায আদায় করিতে আসিতেন।[২৬] এই মসজিদটিরও স্থাপত্যগঠন, অলঙ্করণ ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। উপযুক্ত প্রমাণাদির অভাবে মুলতানের এই মসজিদটি এবং পূর্বে উল্লিখিত মুহাম্মদ বিন কাসিম কর্তৃক মুলতানে নির্মিত মসজিদটি অভিন্ন কিনা সে সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নাই।

পশ্চিম ভারতে দশম শতাব্দীর মসজিদ

ঐতিহাসিক মাসুদীর[২৭] বর্ণনা হইতে ভারতে দশম শতাব্দীতে মসজিদ নির্মাণের এক চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। পশ্চিম ভারতে রাষ্ট্রকুট বংশের হিন্দু রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৬৭) মুসলমানদের সহিত অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদের উপাসনার সুবিধার্থে মসজিদ নির্মাণের জন্য নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দান করিতেন।

www.pathagar.com

আল-মাহ্ফূজা এবং আল-মানসূরা

বিভিন্ন উৎস হইতে জানিতে পারা যায় যে, মসজিদ ব্যতীত সিন্ধুর মুসলিম শাসকগণ একাধিক সুরক্ষিত নগরীও নির্মাণ করিয়াছিলেন। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, এই সমস্ত নগরীর কিছু না কিছু স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ছিল। ৭২৩ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলিফা হিশাম (৭২৪-৪৩) কর্তৃক জনৈক হাকাম বিন আওয়ানা কাল্বীকে সিন্ধুর গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। সিন্ধুতে মুসলিম অবস্থান সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এই গভর্নর ব্রাহ্মণাবাদের সন্নিকটে একটি দুর্গ বা সুরক্ষিত নগরী নির্মাণ করিয়া উহার নামকরণ করেন 'আল-মাহ্ফূজা'।[২৮] পরবর্তীকালে এই গভর্নর সিন্ধুতে 'আল-মানসূরা'[২৯] নামে অন্য আর একটি সুরক্ষিত নগরী নির্মাণ করেন। পরবর্তী কালে এই নগরী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সিন্ধুর রাজধানী ছিল। 'আাল-মানসূরা' ব্রাহ্মনাবাদ হইতে দুই 'ফারদাখ' দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল।[৩০] ইবনে হায়কালের বর্ণনা অনুযায়ী 'আল-মানসূরা' নগরীর আয়তন ছিল এক বর্গমাইল।[৩১] আল-বাসারীর মতে এই নগরী দামিস্ক নগরীর মতই সুন্দর ও পরিপাটি ছিল। এই নগরীর সাধারণ ঘর-বাড়ি নির্মাণে কাঠ এবং কাদামাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবে এই নগরীর জামে মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল ইট এবং পাথর দ্বারা।[৩২] আল-বাসারী আরো জানান, এই জনবহুল শহরটির চারটি প্রবেশদ্বার ছিল। সাধারণ ঘর-বাড়ি ব্যতীত এই শহরের গুরুত্বপূর্ণ ইমারতগুলি নির্মাণে ইট, টালি এবং পলেস্তারা ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৩৩] সিন্ধু ব্যতীত মুলতানেও খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে বনি সালামা গোত্রের শাসকগণও জানভাদ্রার নামক একটি সুরক্ষিত শহর বা দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিল।[৩৪]

পাঞ্জাবে গজনভী স্থাপত্য

বর্তমানে অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলেও উপরিউক্ত বিবরণ হইতে ইহা অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে, আরব মুসলিম শাসকগণ সিন্ধু এবং মুলতানে মসজিদ, নগরী, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের একটা শুভ সূচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সিন্ধু এবং মুলতানে আরব শাসনের অবসানের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতে পুনরায় মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের কিছুটা সুযোগ ঘটে। ইহা সম্ভব হইয়াছিল পাঞ্জাবে নিয়োজিত আফগানিস্তানের গজনভী শাসকগণের দ্বারা। এই সময় ভারতবর্ষ পুনরায় রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে গজনী অধিপতি সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০) এর রাজত্বকালে। সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারত আক্রমণ করিলেও একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্য কোন অংশ গজনী সাম্রাজ্যভুক্ত হয় নাই। ১০১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ লাহোর অধিকার করেন।[৩৫] গজনভী শাসনামলে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লাহোর হইতে ভাইসরয় দ্বারা পাঞ্জাব শাসিত হইত। ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে শেষ

www.pathagar.com

গজনভী সুলতান বাহরাম শাহ (১১১৮-৫২) ঘোরদের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া গজনী হইতে লাহোরে চলিয়া আসেন। ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শেষ গজনভী শাসক দ্বিতীয় খসরু (১১৬০-৮৭) মুহাম্মদ ঘোরীর (১১৭৪-১২০৬) দ্বারা পরাজিত হইলে পাঞ্জাবে গজনভী বংশের শাসনের অবসান ঘটে। ১০১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০) এর লাহোর অধিকারের বৎসর হইতে ১১৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও গজনভী শাসকগণের দ্বারা পাঞ্জাবে মুসলিম স্থাপত্যের সামান্য হইলেও কিছুটা বিকাশ ঘটার সুযোগ সৃষ্টি হয়। জানা যায়, ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের এই দ্বিতীয় স্তরে সুলতান মাহমুদ এবং পাঞ্জাবে নিযুক্ত গজনভী ভাইসরয়গণ যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিলেন। এই স্বল্প সময়ে পাঞ্জাবে মুসলিম স্থাপত্যের যে বিকাশ ঘটিয়াছিল নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইল।

লাহোরে সুলতান মাহমুদের মসজিদ ও মিনার

ফখ্‌রী মুদাব্বিরের 'আদাব আল হারব ওয়া সু'জাত (১২০৫)' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়া আবদুল্লাহ চাঘতাই বলিয়াছেন যে, ভারতে অভিযান পরিচালনার কোন এক পর্যায়ে সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০) লাহোরে ইট দ্বারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৩৬] আরো জানা যায়, কনৌজ হইতে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া স্বীয় বিজয়কে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোর দুর্গে একটি মিনার নির্মাণ করেন।[৩৭] উক্ত মসজিদ এবং মিনারের অস্তিত্ব বর্তমানে বিদ্যমান না থাকিলেও গঠনশৈলী ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে এই সমস্ত স্থাপত্যকর্ম যে গজনী এবং মধ্য এশিয়ার অনুরূপ স্থাপত্য কর্মের সাদৃশ্য বহন করিত তাহা সহজেই অনুমেয়।[৩৮]

সোহদ্রার মিনার

১০২১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব আনুষ্ঠানিকভাবে গজনী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সম্ভবত ইহার পর কোন এক সময়ে পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার সোহদ্রা নামক স্থানে ইট দ্বারা আর একটি মিনার নির্মিত হয়।[৩৯] ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা মোটামুটি ভাবে অটুট থাকিলেও ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ে।[৪০] বর্গাকার ভিতের উপর নির্মিত এই মিনারটি ছিল অষ্টভুজাকৃতি। বর্গাকার ভিতের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৩২ ফুট (৯.৭৫ মি.)। এই মিনারের ব্যাস ছিল ২৪ ফুট (৭.৩১ মি.) ইহার দেওয়ালের প্রশস্ততা ছিল ৪ ফুট (১.২১ মি.)। মিনারটির উচ্চতা ছিল ১০০ ফুট (৩০.৪৮ মি.)। অভ্যন্তরে নির্মিত একটি প্যাঁচানো সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এই মিনারের শীর্ষদেশে পৌঁছান যাইত। পাঁচ তলা বিশিষ্ট এই মিনারের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য মিনার গাত্রে ইষ্টক জালি সম্বলিত ক্ষুদ্র ফোঁকড় ছিল।[৪১] মিনারটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহা বলা দুষ্কর। তবে সম্ভবত কোন মসজিদের 'মাযিনা' হিসাবে

www.pathagar.com

ইহার ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করা যায় না।[৪২] এই মিনারটি জনৈক মালিক আয়াজ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। মালিক আয়াজ একজন ক্রীতদাস হিসাবে সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০) এর সহিত ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। সুলতান মাহমুদ তাহার ভগ্নীকে বিবাহও করিয়াছিলেন।[৪৩] উল্লেখ্য, সোহদ্রায় নির্মিত এই মিনারের অষ্টভুজী আঙ্গিক গঠনের সহিত দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইরান ও গজনীতে নির্মিত মিনারসমূহের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বর্তমানে মিনারটির অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলেও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের[৪৪] ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে সম্ভবত ইহাই প্রাচীনতম মিনার বা 'মাযিনা' যাহার বর্ণনা সম্পর্কে আমরা অবগত আছি।

সমাধিসৌধ নির্মাণ

মুসলমানদের ধর্মীয় এবং সামাজিক জীবনে মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি আর এক প্রকার ইমারত বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। সমাধিসৌধ এই প্রকার ইমারতের পর্যায়ভুক্ত। মুসলমানদের নিকট ইহকালের ন্যায় পরকালের গুরুত্বও অপরিসীম। মৃত্যু জাগতিক জীবনের পরিসমাপ্তি টানিলেও মুসলমানরা মৃত্যুকে পারলৌকিক জীবনের শুরু বলিয়াই মনে করে। সমাধিসৌধের বাস্তব অস্তিত্ব মুসলমানদেরকে সদাসর্বদা অনিবার্য মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ার মাধ্যমে তাহাদিগকে পরকালের মহাযাত্রার প্রস্তুতির জন্য সর্বক্ষণ তাগিদ দিতে থাকে। ইহা ছাড়াও সমাধিসৌধ ব্যক্তি বিশেষের জাগতিক জীবনের কৃতিত্বের গৌরবময় স্মারক হিসাবেও বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, কবরের উপর সৌধ নির্মাণ সম্পর্কে পবিত্র হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। জাবিরের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহানবী (সা) কবরের উপর পাথর বা পোড়ান ইট দ্বারা কোন সৌধ নির্মাণ বা তাহাতে কোন সমাধিলেখ ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়াছেন।[৪৫] ইহার দ্বারা কবরের উপর সৌধ নির্মাণকে নিরুৎসাহিত করা হইলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা মান্য করা হয় নাই। উপরে সমাধিসৌধ নির্মাণের পক্ষে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সম্ভবত ঐ সমস্ত কারণের প্রকৃত উপলব্ধি হইতেই অন্যান্য স্থানের মত ভারতের প্রাক-সুলতানী মুসলমি শাসকগণও সমাধিসৌধ নির্মাণের নিষেধাজ্ঞাকে গুরুত্ব প্রদান না করিয়া এই শ্রেণীর ইমারত নির্মাণে বিশেষ তৎপর হইয়াছিলেন। ইহারই ফলশ্রুতিতে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে সমাধি স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয় যাহার সফল ও গৌরবময় পরিণতি হইল আগ্রার বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল। যাহা হউক, ভারতে মুসলমানদের দ্বারা সমাধিসৌধ নির্মাণের এই প্রক্রিয়া পাঞ্জাবের গজনভী শাসনকালেই আরম্ভ হয়। আর ইহারই ফলশ্রুতিতে

www.pathagar.com

মসজিদ এবং মিনার ব্যতীত গজনভী শাসনামলে পাঞ্জাবের মুলতান অঞ্চলে নির্মিত দুইটি সমাধির সন্ধান পাওয়া যায়। ধর্মীয় ইমারত হিসাবে এইগুলির গুরুত্ব কোনক্রমেই খাটো করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই। এইগুলির একটি খালিদ ওয়ালিদ (৯৯৯-১০৩০)-এর এবং অপরটি শাহ ইউসুফ গারদিজী (মৃ. ১১৫২)-এর। নিম্নে এই সমাধিদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

খালিদ ওয়ালিদের সমাধি (আলোকচিত্র : ১)

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত পাকিস্তানী প্রত্নতত্ত্ববিদ আহমদ নবী খান পাঞ্জাবের (পাকিস্তান অংশের) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ পরিচালনা কালে এই সমাধিটির সন্ধান লাভ করেন। ইহা প্রাচীন মুলতানের ২৫ মাইল (৪০ কি.মি.) দক্ষিণ-পূর্বে কবিরওয়ালা তহ্‌শীলে অবস্থিত। এই সমাধিটি খালিক বা খালিদ ওয়ালিদ নামক জনৈক সূফী সাধকের বলিয়া অনুমান করা হয়।[৪৬] সম্ভবত এই সাধক পুরুষ সুলতান মাহমুদ (৯৯৮-১০৩০)এর কোন এক ভারত অভিযানের সময় তাঁহার সৈন্য দলের সহিত মুলতানে আসিয়াছিলেন।[৪৭] এই সাধকের মৃত্যুর পর সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁহার কবরের উপর একটি সৌধ নির্মিত হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।[৪৮]

সমাধিসৌধটি বর্তমানে অত্যন্ত ভগ্নদশা অবস্থায় রহিয়াছে। মধ্য এশিয়ার রীতি অনুকরণে ইহা কর্তিত-ইষ্টক (cut-brick) দ্বারা নির্মিত। ইহা আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৯০ ফুট (২৭.৪৩ মি.) এবং প্রস্থ ৭০ ফুট (২১.৩৩ মি.)[৪৯] ইহাতে পাশাপাশি তিনটি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাঝখানেরটি বর্গাকার এবং উভয় পার্শ্বস্থিত অপর দুইটি কক্ষ হইতে আয়তনে বড়। মধ্যস্থলের প্রকোষ্ঠটির উপর নির্মিত হইয়াছে একটি গম্বুজ। এই প্রকোষ্ঠের পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। লক্ষণীয়, মিহরাবটির (আলোক চিত্র : ২) ঊর্ধ্বাংশ অবতল এবং নিম্নাংশ আয়তাকার।

সমাধিসৌধটি ভগ্নদশা হওয়ায় ইহার অলঙ্করণ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার খুব একটা অবকাশ নাই। তবে এই সমাধিসৌধের মিহরাবটি জ্যামিতিক এবং লতা-পাতার নকশাশ্রিত আরবীলিপি অলঙ্করণে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

সমাধিসৌধটি মিহরাব সম্বলিত হওয়ায় সম্ভবত ইহাই ভারতে প্রথম মাশহাদ। এই সমাধিসৌধের কোথায়ও ইহার নির্মাণ তারিখের উল্লেখ না থাকিলেও ইহা নির্মাণে কর্তিত ইষ্টকের ব্যবহার এবং বিশেষ করিয়া মিহরাব অলঙ্করণে কর্তিত ইষ্টক এবং পোড়ামাটির ফলক ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আহমদ নবী খান, এই সমাধিসৌধকে গজনভী আমলের বলিয়া মনে করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি এই সমাধিসৌধকে ভারতে মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত প্রাচীনতম সমাধিসৌধ

www.pathagar.com

বলিয়াও চিহ্নিত করিয়াছেন।[৫০] তাঁহার মতে এই সমাধির মিহরাবের লিপি অলঙ্করণও[৫১] ভারতে অনুরূপ লিপি অলঙ্করণ পদ্ধতির প্রাচীনতম জ্ঞাত উদাহরণ।

মাখদুম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ গারদেজীর সমাধি, মুলতান (আলোক চিত্র : ৩)

মাখদুম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ গারদেজী (মৃ. ১১৫২) একজন সাধক পুরুষ ছিলেন। জানা যায়, ঘুর এবং গজনভীগণের প্রাথমিক সংঘর্ষের দিনগুলিতে তাঁহার পূর্ব পুরুষগণ মধ্য এশিয়ার গারদেজ হইতে ভারতে আগমন করেন।[৫২] পাঞ্জাব অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে ইউসুফ গারদেজীর যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। ১১৫২ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়।

প্রাচীর বেষ্টিত অঙ্গনে অবস্থিত এই সমাধিসৌধটি আয়তাকার। ইহা ইষ্টক নির্মিত। পশ্চিম দেওয়ালে একটি মিহরাব রহিয়াছে। উত্তর দিকে রহিয়াছে একটি প্রবেশপথ যাহা একটি বহির্গত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে নিহিত। ইহা এক সময়ে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। তবে অনেকবার সংস্কারের ফলে ইহার মূল রঙিন টালির নক্‌শা বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানের টালি অলঙ্করণ যে সাম্প্রতিক কালের তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির প্রথম ব্যবহার সম্ভবত এই ইমারতেই হইয়াছিল। খালিদ ওয়ালিদের সমাধিসৌধের ন্যায় ইউসুফ গারদেজীর সমাধিসৌধও ভারতে মুসলিম সমাধি ভবনগুলির অন্যতম।

গজনভী দারু-প্রাসাদ

জানিতে পারা যায় যে, মসজিদ, মিনার এবং সমাধিসৌধ ছাড়াও গজনভী আমলে লাহোরে গজনভী ভাইসরয়গণ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ইমারত ও দারু-প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। জাঁহা সূজ আলাউদ্দিন হুসাইন (১১৪৯-১১৬১) কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সমস্ত ইমারত সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের স্থাপত্যরীতি এবং গঠনশৈলী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে গঠনশৈলী এবং আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে এই সমস্ত ইমারত যে খোদ রাজধানী গজনী ও মধ্য এশিয়ার অনুরূপ ইমারতের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। দারু-প্রাসাদ নির্মাণে যেমন 'বের' নামক উৎকৃষ্ট মানের কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত, তেমনি প্রয়োজন অনুসারে ইহাদের নির্মাণকার্যে কাঠের সহিত ইট ও পাথরের ব্যবহারেরও সমন্বয় সাধন করা হইয়াছিল।[৫৩] আরো উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সমস্ত প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য রঙিন পলেস্তারা এবং জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির প্যানেলও ব্যবহার করা হইত।[৫৪]

www.pathagar.com

কচ্ছের প্রাক-সুলতানী সমাধি

প্রাক-সুলতানী আমলে সিন্ধু এবং পাঞ্জাব ব্যতীত আরো একটি অঞ্চলে মুসলিম স্থাপত্যের কিছুটা বিকাশ ঘটিয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। পশ্চিম ভারতের গুজরাটের কচ্ছ জেলায় প্রাক-সুলতানী আমলের কয়েকটি সমাধির উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫৫] তবে ইহাদের সম্পর্কে বিশদ কিছুই জানা যায় না এবং ইহাদের অস্তিত্বও আজ বিলুপ্ত। অনুমান করা যাইতে পারে যে, খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলে আরব বণিক এবং নাবিকগণ বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[৫৬] কথিত সমাধিগুলি যে ঐ সময়ের মুসলমানদের তাহাতে সন্দেহ নাই।

উপসংহার

ভারতে প্রাক-সুলতানী মুসলিম স্থাপত্য সম্পর্কে মত প্রকাশ করিতে গিয়া ভি. এ. স্মিথ[৫৭] যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ নিম্নরূপ : 'সিন্ধুর মুসলিম বিজেতাগণ বিধ্বস্ত মন্দির ব্যতীত স্থাপত্য বলিতে এমন কিছুরই স্বাক্ষর রাখিয়া যান নাই। পাঞ্জাবের গজনভী বংশের শাসকগণেরও স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন বলিতে তেমন কিছুই নাই।' সংক্ষিপ্ত পরিসরে হইলেও এই অধ্যায়ে বিবৃত বিবরণ হইতে ভারতে প্রাক-সুলতানী মুসলিম স্থাপত্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা যায় তাহা হইতে অন্তত ইহা অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে, স্থাপত্যের প্রতি ঐ সময়ের মুসলমান শাসকগণ মোটেই উদাসীন ছিলেন না। বরং স্থাপত্য কর্মকাণ্ডের সহিত তাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকিয়া এই ক্ষেত্রে তাঁহাদের অবদান রাখিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ভি. এ. স্মিথের উপরিউক্ত মন্তব্যের যথার্থতা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। এম. মুজিব. ইসলামিক ইনফ্লুয়েন্স অন ইন্ডিয়ান সোসাইটি, (মিরাট, ইন্ডিয়া, ১৯৭২), পৃ. ১০৮

২। বুখারী, সালাত, বাব ৬৫

৩। অসমর্থিত একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম কর্তৃক সিন্ধু বিজয়ের বহু পূর্বেই মালিক ইবনে দিনার নামক মহানবীর একজন সহচর একদল অনুসারীসহ ভারতের বর্তমান কেরালা রাজ্যের কদন গালুর নামক স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করে। জানা যায়, এই স্থানে তাহারা একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল। [শেখ জয়নুদ্দিন আল-মা'বরী, তুহফাতুল মুজাহিদিন, এইচ, এস. শামসউল্লাহ কাদরী কর্তৃক সম্পাদিত, (হায়দ্রাবাদ, ১৯৩১), পৃ. ১৩, ১৪] তথ্যটি এম. এস. খান [দি ফাইভ এ্যারাব স্টেট্ ইন সাউথ এশিয়া, হামদর্দ ইসলামিকাস, খণ্ড ১৫, সংখ্যা : ২ (১৯৯২), পৃ. ৮] কর্তৃক উল্লিখিত।

৪। ইলিয়ট অ্যান্ড ডওসন, হি. ই. খণ্ড ১, পৃ. ১৬৩

৫। এইচ, কাজেন্স, দি এনটিকুউটিজ অব সিন্ধ (কলিকাতা, ১৯২৯), পৃ. ৫০

৬। ইয়াকুতের বর্ণনা অনুযায়ী দেবল বন্দরের অবস্থান আধুনিক করাচীর সন্নিকটে। [এ. এস. বাজমী আনসারী, 'দেবল', এনসাইক্লোপেডিয়া অব্ ইসলাম (নতুন) খণ্ড : ২, (১৯৬৫) পৃ. ১৮৮-৮৯।] বর্তমানে এই স্থানকে ভ্যাম্বোর বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। (এম. এস. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮)

৭। ইলিয়ট অ্যান্ড ডওসন, হি. ই. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০; এম. এস. খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

৮। ইলিয়ট অ্যান্ড ডওসন, ঐ, পৃ. ১২২

৯। ঐ, পৃ. ১৫৮

১০। ঐ. পৃ. ২০৭

১১। আহমদ নবী খান, মুলতান : হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিটেক্চার (ইসলামাবাদ, ১৯৮৩), পৃ. ২৬।

১২। ঐ, পৃ. ১৭৭।

১৩। জন টেরী, চার্ম অব্ ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেক্চার (লন্ডন, ১৯৫৫), পৃ. ৯।

১৪। আর. এ. জয়রাজভয়, অ্যান আউট লাইন অব্ ইসলামিক আর্কিটেক্চার, (বোম্বাই, ১৯৭২), পৃ. ৮৩; সতীশ গ্রোভার, আর্কিটেক্চার অব ইন্ডিয়া (ইসলামিক), ৭২৭-১৭০৭ খৃ. (নিউদিল্লী, ১৯৮২), পৃ. ১।

১৫। সতীশ গ্রোভার, ঐ, পৃ. ২

১৬। আর. এ. জয়রাজভয় প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

১৭। আর. এ. জয়রাজভয় প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

www.pathagar.com

১৮। আবুল বাশার মোশাররফ হোসেন, আরব স্থাপত্য, (ঢাকা, ১৯৭৯), পৃ. ১৮৮
১৯। সতীশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
২০। ঐ
২১। জে. ডি. হগ, ইসলামিক আর্কিটেক্চার (নিউইয়র্ক, ১৯৭৭), পৃ. ২৮০
২২। ইলিয়ট অ্যান্ড ডওসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
২৩। ঐ
২৪। ঐ, পৃ. ১২৯
২৫। আহমদ নবী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২৬। ইস্তাখ্‌রী, পৃ. ১৭৫, [আহমদ নবী খান (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪) কর্তৃক উল্লিখিত।]
২৭। আল-মাসুদী, মুরুজ আয-যাহাব, খণ্ড ১, বৈরুত, ১৯৬৬, পৃ. ২৪৮; [এম. এস. খান (প্রাগুক্ত, পৃ. ১০) কর্তৃক উল্লিখিত।]
২৮। আহমদ নবী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
২৯। আল-মানসূরা নগরী স্থাপনের তারিখ, ইহার প্রতিষ্ঠাতা, মানসূরার শাব্দিক অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে দীর্ঘদিন যাবত নানা বিতর্ক চলিয়া আসিয়াছে। এই সমস্ত বিতর্কের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য দেখুন : মুমতাজ খান পাঠান, দি কিংডোম অব্ মানসূরা, (প্রকাশনার স্থান ও তারিখ বিহীন)
৩০। 'সিন্ধ ইন দি ফোরটিন্‌থ সেঞ্চুরী', পাকিস্তান কোয়ার্টার্লি, খণ্ড ১১, সংখ্যা ২, ১৯৬২; পৃ. ৩৩
৩১। ঐ, পৃ. ৩৪
৩২। ঐ,
৩৩। ঐ,
৩৪। আহমদ নবী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৩৫। মুহাম্মদ নাজিম, দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অব্ সুলতান মাহমুদ অব গজনী (কেম্ব্রিজ, ১৯৩১), পৃ. ১০৫
৩৬। 'দি ওলডেস্ট এক্সটান্ট মুসলিম আর্কিটেক্চারাল রেলিক এ্যাট লাহোর', পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটি, খণ্ড ১২, পার্ট ১, পৃ. ৬১
৩৭। ঐ,
৩৮। জেম্‌স ফারগুসন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইষ্টার্ন আর্কিটেক্চার (লন্ডন, ১৮৯৯), পৃ. ৪৯০-৯১
৩৯। আ. সা. ই. রি. খণ্ড ১৪, পৃ. ৪৩; এ. বি. এম. হুসাইন, মানারা ইন ইন্ডো-মুসলিম আর্কিটেকচার (ঢাকা, ১৯৭০) পৃ. ২৬
৪০। এ. বি. এম. হুসাইন, ঐ,
৪১। মিনারটি সম্পর্কে কানিংহামের বিবরণের জন্য দেখুন : আ. সা. ই. রি. খণ্ড ১৪, পৃ. ৪৪
৪২। এ. বি. এম. হুসাইন. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
৪৩। ঐ,

www.pathagar.com

৪৪। মুসলিম স্থাপত্য মূলত খিলান নির্ভর (arcuate); কিন্তু হিন্দু স্থাপত্য স্তম্ভ-সর্দল (trabeate) নির্ভর। ভারতের মুসলিম স্থাপত্য প্রধানত খিলান নির্ভর হইলেও স্তম্ভ-সর্দল পদ্ধতিও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয় নাই। এই কারণে ভারতের মুসলিম স্থাপত্যকে অনেকেই 'ইন্দো-মুসলিম' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

৪৫। মিশ্‌কাত ৫ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়। টি. পি. হিউজ [এ ডিক্‌শনারী অব ইসলাম (লন্ডন, ১৮৮৫) পৃ. ১৫০] কর্তৃক উল্লিখিত।

৪৬। কামিল খান মুমতাজ, আর্কিটেক্‌চার ইন পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ১৯৮৫, পৃ. ৩৯

৪৭। ঐ

৪৮। আহমদ নবী খান, 'দি মৌজলিয়াম অব খালিদ ওয়ালিদ অ্যাট মুলতান ... এ্যান আর্কিটেক্‌চারাল অ্যান্ড এপিগ্রাফিকাল স্টাডী', পৃ. ৩ (টাইপকৃত)। প্রবন্ধটি ১৯৮৫ সনের নভেম্বর মাসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত, "দি রোল অব ক্যালিগ্রাফী অন ইসলামিক আর্কিটেক্‌চার ইন ইন্ডিয়া", শীর্ষক সেমিনারে পঠিত হয়। গবেষণা উপকরণ সংগ্রহের জন্য ১৯৮৫ সনে পাকিস্তান ভ্রমণের এক পর্যায়ে লাহোরে প্রবন্ধকার ড. আহমদ নবী খান লেখককে উক্ত প্রবন্ধের যে টাইপকৃত অনুলিপি প্রদান করেন তাহা হইতেই বর্তমানের উদ্ধৃতি প্রদান করা হইয়াছে।

৪৯। কামিল খান মুমতাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৫০। আহমদ নবী খান, মুলতান : হিস্ট্রি অ্যান্ড ...., প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

৫১। এই মিহরাবের লিপি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফিকউল্লাহ, ক্যালিগ্রাফি ইন দি সুলতানেট আর্কিটেক্‌চার অব্ ইন্ডিয়া : এ স্টাডি অব্ অর্নামেনটেশন অ্যান্ড স্টাইলিস্‌টিক ডেভলপমেন্ট, (অপ্রকাশিত পি-এইচ, ডি, থিসিস, আই, বি, এস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৭), পৃ. ৮১-৮২

৫২। ই. ম্যাকলাগান, মুলতান ডিস্‌ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, খণ্ড : ৮, পার্ট-এ. পৃ. ৩৭

৫৩। পার্সী ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার (ইসলামিক পিরিয়ড), (বোম্বাই, ১৯৮১), পৃ. ৩২

৫৪। ঐ,

৫৫। ওয়াই, ডি, শর্মা, দিল্লী অ্যান্ড ইট্স নেইবারহুড, (নতুন দিল্লী, ১৯৮২), পৃ ১৯

৫৬। ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব্ ইন্ডিয়া, খণ্ড ১১, (নতুন সংস্করণ) (অক্সফোর্ড ১৯০৮), পৃ. ৭৮

৫৭। ভি, এ, স্মিথ, এ শর্ট হিস্ট্রি অব ফাইন আর্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলন, বোম্বাই, (তৃতীয় সংস্করণ তারিখবিহীন), পৃ. ১৫২

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

মামলুক আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরীর (১২০৩-১২০৬) ক্রীতদাস এবং বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) ভারতে মামলুক বা দাস বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী কুতুব উদ্দিন আইবেককে ভারতে তাঁহার বিজিত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রভু মুহাম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ভারতে মামলুক বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের প্রথম দুইজন শাসক, কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) ও তদীয় জামাতা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১০-১২৩৬) রাজ্য শাসনের পাশাপাশি স্থাপত্য শিল্পেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেন। মূলত মামলুক বংশের এই দুই শাসকের স্থাপত্য প্রীতি ও নির্মাণ তৎপরতাই ভারতে প্রকৃত অর্থে মুসলিম স্থাপত্যের ভিত্তি রচনা করে।

মামলুক শাসনামলে (১২০৬-১২৯০) নির্মিত ইমারতসমূহকে ধর্মীয় এবং লোকায়ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মসজিদ, মিনার, ঈদগাহ, সমাধিসৌধ ধর্মীয় ইমারতের অন্তর্ভুক্ত। অপর দিকে তোরণ, রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদিকে লোকায়ত ইমারতের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। মামলুক আমলে নির্মিত উপরিউক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ইমারতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

ধর্মীয় ইমারত

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিজিত অঞ্চলে বিজয়ী মুসলমানগণ কর্তৃক মসজিদ নির্মাণ একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করিয়া থাকে। মসজিদ নির্মাণের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ফলশ্রুতিতে মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করিয়াই বিজিত ভারতবর্ষে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ধারা বিশেষভাবে আবর্তিত হইতে থাকে। মামলুক আমলে (১২০৬-১২৯০) নির্মিত মসজিদ সমূহের একটি সাধারণ বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

www.pathagar.com

১। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, দিল্লী (আলোকচিত্র : ৪)

নির্মাণকাল

এই মসজিদটি ভারতে প্রাচীনতম বিদ্যমান মসজিদ।[১] ইহার নির্মাণকাল সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। জন মার্শাল মনে করেন যে, ১১৯১ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয়।[২] পূর্বদিকের প্রবেশ পথের ভিতরের অংশের সর্দলে একটি ফার্সী শিলালিপিতেও ৫৮৭ হিজরী অর্থাৎ ১১৯১ খ্রিস্টাব্দ ইহার নির্মাণকাল হিসাবে উল্লিখিত আছে।[৩] ঐ শিলালিপি হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, এই অঞ্চলের সাতাশটি ভাঙ্গিয়া ফেলা মন্দিরের নির্মাণ সামগ্রী এই মসজিদের নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৪] এই মসজিদের স্থলে পূর্বে যে 'ঠাকর্দ্বার' নামক হিন্দু মন্দির অবস্থিত ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।[৫] ইবনে বতুতার মতে এই মন্দির হিন্দুদের নিকট 'এলবুতখানা' নামেও সুপরিচিত ছিল।[৬] সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামীর 'তাজুল মাসীর' হইতে জানা যায়, মুসলমানগণ কর্তৃক ১১৯২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে দিল্লী বিজিত হয়।[৭] মিনহাজের তাবাকাত-ই-নাসিরী[৮] এবং খাজা নিজামুদ্দীন আহমদের তাবাকাত-ই-আকবরী[৯] হইতেও একই তথ্য পাওয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১১৯১ খ্রিস্টাব্দকে মসজিদ নির্মাণের তারিখ হিসাবে গ্রহণ করা কষ্টকর। পূর্ব দিকের প্রবেশপথে উৎকীর্ণ তারিখ সম্পর্কে জে. হরভিজ মনে করেন যে, উহা সঠিক নহে; বরং অন্য কোন শাসক কর্তৃক কুতুব উদ্দিনকে স্মরণীয় করিয়া রাখার সম্ভবত ইহা একটি প্রচেষ্টা মাত্র।[১০] গবেষণা মূলক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর অধ্যাপক হাবিবুল্লাহ সম্ভবত সঠিক ভাবেই এই মসজিদের নির্মাণ তারিখ ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দ অনুমান করিয়াছেন।[১১] উত্তর দিকের প্রবেশপথে উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও ৫৯২ হিজরী সনটি পাওয়া যায়।[১২] এই সমস্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া এই মসজিদের নির্মাণকাল ৫৯২ হি. বা ১১৯৫ খ্রি. বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

নামকরণ

মসজিদটির 'কুওয়াতুল ইসলাম' (ইসলামের শক্তি) নামকরণও বিশেষ কৌতুহলের উদ্রেক করে। সমসাময়িক কোন দলিল দস্তাবেজে মসজিদটির এই নামের কোন প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পূর্বদিকের প্রবেশ পথের ভিতরের দিকের শিলালিপিতে মসজিদটিকে জামে মসজিদ হিসাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৩] সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামীও তাঁহার 'তাজুল মাসীর'-এ এই মসজিদটিকে জামে মসজিদ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪] আর একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজ (আবূ উমর মিনহাজ উদ্দিন উসমান) তাঁহার তাবাকাতে নাসিরীতে এই মসজিদ সম্পর্কে কোন প্রকার উল্লেখই করেন নাই। আমীর খসরু[১৫] এবং আবুল ফিদা[১৬] এই মসজিদকে জামে মসজিদ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনে বতুতাও ইহাকে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ বলিয়া আখ্যায়িত করেন নাই।[১৭] এই মসজিদের কুওয়াতুল ইসলাম নামকরণ প্রসঙ্গে আই. এইচ. কোরেশীর মন্তব্য

www.pathagar.com

বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি 'কুওয়াতুল ইসলাম' নামটিকে 'কুব্বাতুল ইসলাম' এর বিকৃতরূপ বলিয়া মনে করেন।[১৮] তাঁহার মতে পুরাতন দিল্লী শহর একদা কুব্বাতুল ইসলাম নামে পরিচিত ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ইহা কুব্বাতুল ইসলামের মসজিদ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কোরেশী মনে করেন, 'কুওয়াতুল ইসলাম'কে কুব্বাতুল ইসলামের বিকৃতরূপ হিসাবে মনে করিয়া সৈয়দ আহমদ খানই সম্ভবত সর্ব প্রথম কুওয়াতুল ইসলাম নামটি ব্যবহার করেন।

এই মসজিদটি তৎকালীন দিল্লীর বিখ্যাত দুর্গ কিলা-ই-রাই পিথোরার অভ্যন্তরে নির্মিত হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, একটি বিশাল হিন্দু মন্দিরের স্থলে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছে। কুতুব উদ্দিন আইবেকের আদেশে এই মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তবে মন্দিরের ভিটি বা 'চাব্বুর্তা' সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না করিয়া উহার আয়তনকে দ্বিগুণ করা হয়। অতঃপর ধ্বংসকৃত মন্দিরের ভিটি এবং নতুনভাবে সম্প্রসারিত ভিটির উপর এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

ভূমি নকশা ও গঠন

ভূমি পরিকল্পনা (রেখাচিত্র : ২) অনুযায়ী মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ২১২ ফুট (৬৪. ৬১ মি.) এবং প্রস্থ ১৫০ ফুট (৪৫.৭২ মি.) মসজিদ নির্মাণের চিরাচরিত

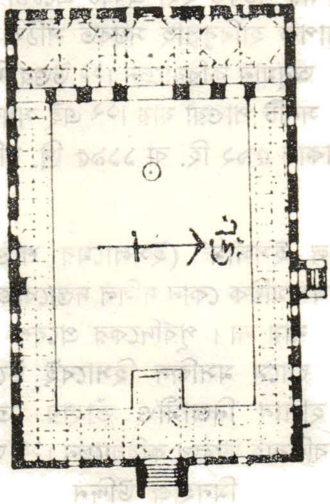

রেখা চিত্র: ২। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (কুতুব উদ্দিন কর্তৃক নির্মিত অংশ): ভূমি নক্শা

নিয়মানুযায়ী ইহার একটি নামায ঘর (জুল্লাহ), উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (সাহন) এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিকে (উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বে) রিওয়াক ছিল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা

www.pathagar.com

সাহনের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ছিল যথাক্রমে ১৪১ ফুট (৪২.৯৭ মি.) এবং ১০৫ ফুট (৩২ মি.)। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকের নামায ঘর পাঁচ আইল বিশিষ্ট। পূর্বদিকের রিওয়াক তিন আইল বিশিষ্ট। ছাদের প্রয়োজনীয় উচ্চতা লাভের জন্য একাধিক স্বল্পদৈর্ঘের প্রস্তর স্তম্ভকে একটির উপর আর একটিকে স্থাপন করা হইয়াছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, জুল্লাহ এবং রিওয়াকের ছাদ সরাসরি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। ছাদ এবং স্তম্ভের মধ্যে কোন খিলান ব্যবহৃত হয় নাই। জুল্লার উপর পাঁচটি এবং পূর্ব রিওয়াকের সুউচ্চ প্রবেশ পথের উপরে একটি অনুচ্চ গম্বুজ স্থাপন করা হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, এই অনুচ্চ গম্বুজগুলির সব কটিই ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে (রেখাচিত্র : ৩) নির্মিত হইয়াছিল।

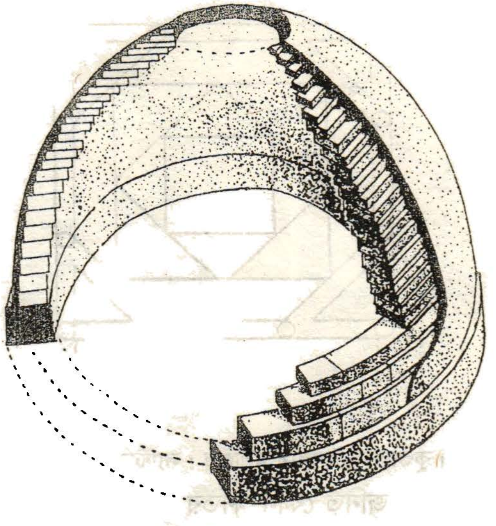

রেখাচিত্র : ৩। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ : ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণ

হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত প্রস্তর স্তম্ভগুলিতে অপূর্ব খোদাই কর্মে নানা দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। পরে এই মূর্তিগুলিকে বিকলাঙ্গ করিয়া স্তম্ভগুলিকে মসজিদে ব্যবহারের জন্য উপযোগী করিয়া তোলা হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিধর্মীদের উপাসনালয় হইতে মূর্তি সম্বলিত স্তম্ভকে মসজিদে ব্যবহারের উপযোগী করার এই পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট নতুন কিছু নহে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ৯০২ খ্রিস্টাব্দে সামানীয় মুসলমানগণ তাহাদের জামে মসজিদের সম্প্রসারণের জন্য বোখারার অগ্নি মন্দিরের যে প্রবেশপথগুলি ব্যবহার করিয়াছিল সেগুলিতে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলিকে বিকলাঙ্গ করিয়া ঐ প্রবেশপথগুলিকে ব্যবহার করিয়াছিল।[২০] যাহা হউক, জুল্লাহ বা নামায গৃহে স্তম্ভরাজির বিন্যাসে বেশ কিছুটা খোলামেলা বা প্রশস্ততার ভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে নামায গৃহে বেশ কিছু সংখ্যক বে'র সৃষ্টি হইয়াছে।

www.pathagar.com

নামায গৃহ এবং রিওয়াকের উপর ছাদ নির্মাণের কৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ছাদ নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্য রীতির 'ল্যান্টার্ন' বা চাঁদোয়া ছাদ নির্মাণের কৌশল ব্যবহার করা হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ছাদ নির্মাণ করার জন্য বিমগুলিকে কোন বর্গাকার ক্ষেত্রের কোণার অংশে কর্ণভাবে (diagonally) স্থাপন করা হয় এবং আনুক্রমিক এক বা দুই স্তরে ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। ইহার ফলে এমন এক পর্যায়ের সৃষ্টি হয় যে, তখন ঐ বর্গক্ষেত্রের সামান্য অংশই উন্মুক্ত থাকে। তখন ঐ উন্মুক্ত স্থানটুকু একটি মাত্র চেপ্টা প্রস্তর ফালী (slab) দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হয় (রেখাচিত্র : ৪; আলোকচিত্র : ৫)। এই পদ্ধতিতে ছাদ নির্মাণের সব চাইতে বড়

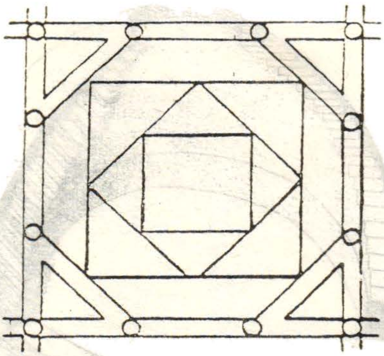

রেখাচিত্র : ৪। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ : ল্যান্টার্ন বা চাঁদোয়া ছাদের নক্শা

সুবিধা এই যে, পার্শ্ব চাপ জনিত কোন ক্ষতির সম্ভাবনা হইতে ইহা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। উল্লেখ্য, মন্দির মণ্ডপের ছাদ নির্মাণে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হইত। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সমস্ত নির্মাণ কার্যে হিন্দু রাজমিস্ত্রীদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল।

কুতুব উদ্দিন কর্তৃক নির্মিত এই মসজিদের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে চারিটি দ্বিতল বিশিষ্ট কক্ষ রহিয়াছে। এই গুলির কার্যকারিতা লইয়া নানা মতভেদ রহিয়াছে। অনুমান করা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বিতল দুইটি হিন্দু মন্দির পূর্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। পরে মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্মাণের সময় ঐ দ্বি-তল বিশিষ্ট কক্ষদ্বয়কে অক্ষত রাখিয়া মসজিদের নামায গৃহের নির্মাণ কার্যের সহিত ইহার একটা সমন্বয় সাধন করা হয়। যখন সাহনের তিন দিকে রিওয়াক নির্মিত হয় তখন জুল্লার উল্লিখিত দ্বি-তল বিশিষ্ট কক্ষদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে সাহনের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আরো দুইটি দ্বি-তল বিশিষ্ট কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এই কক্ষসমূহে উঠার জন্য সিঁড়ির

www.pathagar.com

বন্দোবস্ত রহিয়াছে। দ্বি-তল বিশিষ্ট এই কক্ষগুলিকে অনেকে মহিলাদের নামায কক্ষ বা Ladies Gallery বলিয়া অনুমান করেন।[২১]

নামায গৃহের ঠিক সম্মুখে বা মাঝামাঝি সাহনে বিষ্ণুর নামে উৎসর্গীকৃত পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তযুগের একটি লৌহ স্তম্ভ (আলোকচিত্র : ৬) দৃষ্টি গোচর হয়। জানা যায়, দিল্লীর কিলা-ই-রায় পিথোরায় স্থাপনের পূর্বে এই লৌহস্তম্ভ সম্ভবত গুপ্ত বংশীয় শাসক রাজা কুমার গুপ্তের আদেশে আনুমানিক ৪১৫ খ্রিস্টাব্দে মথুরায় কোন এক স্থানে নির্মিত হইয়াছিল।[২১ক] ইহা উচ্চতায় ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি (৭.২১ মি.) এবং ওজনে ছয় টনেরও অধিক। স্তম্ভটি পূর্ব হইতেই এখানে ছিল এবং মসজিদ নির্মাণের পরেও ইহা সরাইয়া ফেলা হয় নাই।[২২] তবে এই ক্ষেত্রে মুসলমানদের মূর্তি বিরোধী মনোভাবের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসে স্তম্ভশীর্ষের বিষ্ণুর বাহন গড়ুড়ের মূর্তিটিকে অপসারিত করা হয়। এই মসজিদের অঙ্গনে দাঁড়াইয়া নামায গৃহে এবং রিওয়াকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মন্দির ভাঙ্গিয়া সংগৃহীত নির্মাণ উপকরণের বহুল ব্যবহার এই মসজিদটিকে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্থাপত্যকর্মে পরিণত করিতে পারে নাই। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী বর্ণনা করিতে গিয়া পার্সী ব্রাউন এই মসজিদটিকে যথার্থই একটি 'archaeological miscellany' বা 'প্রত্নতাত্ত্বিক জগা খিচুড়ী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

খিলান পর্দা সংযোজন

প্রায় চার বৎসরকাল মসজিদটি এই অবস্থায় থাকার পর ইহাতে মুসলিম স্থাপত্যের প্রতিফলনের অভাব পরিলক্ষিত হইতে থাকে। তখন কাল বিলম্ব না করিয়া এই ক্রুটি দূর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে নামায গৃহের সমগ্র সম্মুখভাগ ব্যাপিয়া সুখণ্ড (ashlar) লাল বেলে পাথরের একটি খিলান পর্দা (arched screen) (আলোকচিত্র : ৬) নির্মাণ করা হয়। এই খিলান পর্দার চতুষ্কোণী স্তম্ভ (pier) সমূহ নির্মাণে লাল এবং ধূসর বেলে পাথর, স্ফটিক পাথর এবং কালো শ্লেট পাথর ব্যবহার করা হইয়াছিল। এখানে লক্ষণীয় যে, খিলান পর্দাটি নির্মাণে ধ্বংসকৃত মন্দির হইতে আহরিত কোন উপকরণ বা নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হয় নাই। পাঁচটি খিলান সম্বলিত এই খিলান পর্দাটির দৈর্ঘ্য ১০৮ ফুট (৩২. ৯১ মি.), প্রস্থ ৮.৫ ফুট (২.৫৯ মি.) এবং কেন্দ্র স্থলের উচ্চতা ৫০ ফুট (১৫.২৪ মি.)। এই পাঁচটি খিলানের মধ্যে কেন্দ্রস্থলেরটি আকারে ও আয়তনে অন্যগুলির চাইতে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার উচ্চতা ৪৫ ফুট (১৩. ৭১ মি.) এবং পরিসর ২২ ফুট (৬.৭০ মি.)। এই সুবৃহৎ কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় দিকে দুইটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটির উচ্চতা ২৫ ফুট (৭. ৬২ মি.)। কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বে চারিটি অপেক্ষাকৃত ছোট খিলানের শীর্ষদেশে

www.pathagar.com

চারিটি ক্ষুদ্রাকৃতি খিলান সমন্বয়ে গঠিত খিলান সারি (clerestory) রহিয়াছে। জে.ডি. হগ এই মর্মে অভিমত পোষণ করেন যে, অস্পষ্ট ভাবে হইলেও কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের এই খিলান পর্দা ইস্‌পাহান ও হিরাটের দ্বাদশ শতকের জামে মসজিদের অনুরূপ খিলান পর্দার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।[২৪]

এই খিলান পর্দাটির নির্মাণকৌশল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একথা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে, মুসলিম বিজেতাগণ রাজমিস্ত্রী বা কারিগর তাহাদের সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। সুতরাং ভারতে প্রাথমিক পর্যায়ের স্থাপত্য নির্মাণকার্য মুসলমানদের নির্দেশ, পরামর্শ এবং তাহাদের নির্দেশিত পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় হিন্দু কারিগরদের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল। একথা সর্বজন বিদিত যে, প্রকৃত খিলান-নির্ভর (arcuate) নির্মাণকৌশল ভারতীয় নির্মাতাদের জানা ছিল না। আর এই জন্যই, ভূসোঁয়া পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ না করিয়া ভারতীয় কারিগরগণ তাহাদের অতি পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতি (corbelling system: কদলিকাকরণ পদ্ধতি) প্রয়োগের মাধ্যমে এই খিলান পর্দার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে। কিভাবে এই পদ্ধতিতে খিলানগুলি নির্মিত হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রতি প্রস্তর বিন্যাসকে পর্যায়ক্রমে খিলান ভাঁজের ভিতরের দিকে উভয় পার্শ্ব হইতে ক্রমপ্রলম্বনের মাধ্যমে মোটামুটি ভাবে খিলানগর্ভের (intrados) আদলে আনা হয়। পরে প্রলম্বিত অংশগুলির বাড়তি শিরোভাগ সুদক্ষ হাতে কাটিয়া সমান (রেখাচিত্র : ৫) করিয়া দেওয়া হয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে

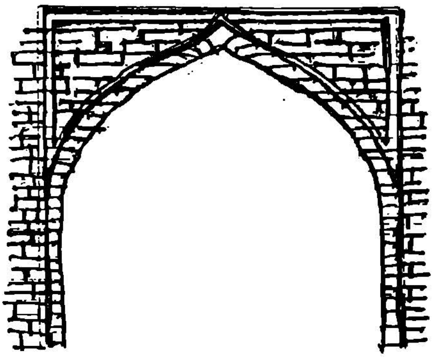

রেখাচিত্র ঃ ৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ঃ ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ

নির্মিত এই সমস্ত খিলানের গঠনগত গুণাগুণের চাইতে তাহাদের আলঙ্কারিক গুরুত্বই বেশি। কেননা এই পদ্ধতিতে নির্মিত খিলানের ভারবহনের ক্ষমতা একেবারেই থাকে

www.pathagar.com

না। এমনকি ভারবহন করিতে না হইলেও এই খিলানগুলির অধিকাংশই পরবর্তীকালে স্বীয় ভারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই খিলান পর্দা নির্মাণের মাধ্যমে নামায গৃহের অভ্যন্তরসহ স্তম্ভ সমূহের দেব-দেবীর মূর্তি আড়াল করিবার যেমন একটা ব্যবস্থা হইল, তেমনি কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের অবয়বে বেশ কিছুটা ইসলামী স্থাপত্যের ছাপ ফুটিয়া উঠিল। তবে হিন্দু কারিগর দ্বারা নির্মিত এই খিলান পর্দার খিলানগুলির শীর্ষদেশে যুগল বক্রতার সঙ্গমস্থল (ogee) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেননা এই খিলানগুলির যুগল বক্রতার সঙ্গমস্থলের আকৃতির সহিত (রেখাচিত্র : ৬) ইসলামী ইমারতে ব্যবহৃত কৌণিক বা সূক্ষাগ্র খিলানের কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই। এই খিলানগুলির শীর্ষদেশের কৌণিক মিলনস্থলের আকৃতি যে হিন্দু নির্মাতাগণ বৌদ্ধ

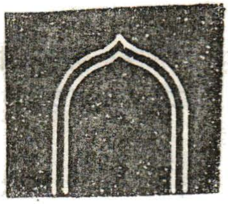

বৌদ্ধ যুগের চৈত্য গবাক্ষ

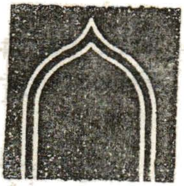

কুতুব উদ্দিনের খিলান পর্দা

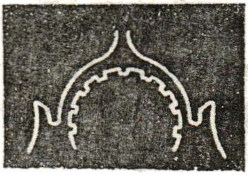

ইলতুৎমিশের খিলান পর্দা

রেখাচিত্র : ৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ : খিলান শীর্ষ-কোণের রূপান্তর।

চৈত্য গবাক্ষে ব্যবহৃত খিলান (কুদু) এর আকৃতি হইতে আমদানী করিয়াছেন তাহাতে বোধকরি সন্দেহের অবকাশ নাই।

পরবর্তীকালে দিল্লীর সুলতানগণের অনেকেই এই মসজিদ সম্প্রসারিত করেন। কুতুব উদ্দিন আইবেকের উত্তরাধিকারী সুলতান সামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬) এই মসজিদের আয়তন বাড়াইয়া ইহাকে পূর্বের আয়তনের দ্বিগুণ করেন।[২৫] নামায গৃহের আয়তন উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই বৃদ্ধি করা হয়। এই বর্ধিত অংশের (রেখাচিত্র : ৭) সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ এই তিন দিকে নতুনভাবে রিওয়াক নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য, মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির এই কৌশলকে প্রকর্ম নির্মাণের মাধ্যমে মন্দিরের আয়তন বৃদ্ধির পদ্ধতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই আয়তন বৃদ্ধির ফলে একটি বিরাট সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের সৃষ্টি হয়। বর্ধিত জুল্লার বা নামায গৃহের সম্মুখে উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই খিলান পর্দার সম্প্রসারণ ঘটানো হয়। এই বর্ধিত অংশের উভয় দিকে তিনটি করিয়া খিলান সংযোজিত হয়। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সম্প্রসারিত অংশের খিলানগুলি পূর্বের ন্যায়, ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত হইলেও আকৃতিগত দিক হইতে এইগুলি পূর্বে নির্মিত খিলানসমূহ হইতে ভিন্নতর। বর্ধিত অংশের খিলানগুলির

www.pathagar.com

শীর্ষদেশের যুগল বক্রতার মিলনস্থলের কৌণিকতার স্পষ্টতা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলশ্রুতিতে ইলতুৎমিশের সময়ে নির্মিত এই খিলানগুলির আকৃতি

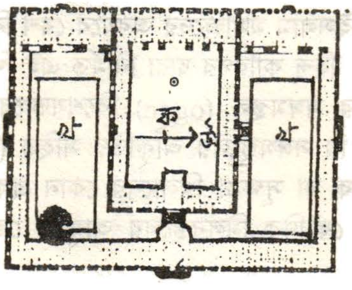

রেখাচিত্র : ৭। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (ইলতুৎমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত অংশ) ক: কুতুব উদ্দিন। খ : ইলতুৎমিশ : ভূমি নক্শা

মোটামুটিভাবে ইসলামী ইমারতে ব্যবহৃত কৌণিক বা সূক্ষাগ্র খিলানের অনেকটা কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এই পরিবর্তন সেলজুক স্থাপত্য নীতির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

মোটামুটিভাবে ইহাই মামলুক আমলে কুতুব উদ্দিন কর্তৃক নির্মিত এবং ইলতুৎমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আঙ্গিক ও গঠনশৈলীর একটি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ বর্ণনা।

অলঙ্করণ

এই মসজিদের অলঙ্করণের কথা বলিতে গেলেই ইহার স্তম্ভসমূহ, ছাদ এবং খিলান পর্দার কথাই উল্লেখ করিতে হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, স্তম্ভসমূহ এবং ছাদ নির্মাণের সরঞ্জামাদি মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই এইগুলিতে ভারতীয় রীতির প্রস্তর খোদাই শিল্পের উৎকর্ষতার ছাপ যে বিদ্যমান থাকিবে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। দেব-দেবীর মূর্তি সম্বলিত এই অলঙ্করণের শিল্প-সত্তার সহিত ইসলামী শিল্প চেতনার যে কোন সংযোগ নাই তাহা বলাই বাহুল্য। তাই ইসলামী শিল্প চেতনার সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসে এই সমস্ত উৎকীর্ণ দেব দেবীর অঙ্গহানী ঘটানো হইয়াছে।

অপূর্ব খোদাই কর্মের মাধ্যমে খিলান পর্দায় কুফী এবং নস্খ পদ্ধতির লিপিশিল্প কর্মের এক প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটানো হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইলতুৎমিশের অংশের খিলান পর্দায় কুফী এবং জটিল তুঘ্রা পদ্ধতির যে সমন্বয় ঘটানো হইয়াছে তাহা সত্যিই অপূর্ব এবং বিস্ময়কর। ইহা ছাড়াও আরব্য নকশা, তরঙ্গায়িত লতাগুল্ম ও জ্যামিতিক নকশার সুরুচি ও চাতুর্যপূর্ণ সমাবেশ এই খিলান পর্দায় এক আলঙ্কারিক প্রাণবন্ততা আনিয়া দিয়াছে। ফলে, ইহা যে এক অপূর্ব শিল্পকর্মের উদাহরণে পরিণত

www.pathagar.com

হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহার শিল্পরূপে অবিভূত ফারগুসনের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে এই খিলান পর্দা "the most exquisite specimens of its class known to exist anywhere."[২৬] তবে এই পর্যায়ে কুতুব উদ্দিন আইবেকের খিলান পর্দার খোদিত নক্‌শা ও অলঙ্করণের সহিত ইলতুৎমিশের খিলান পর্দার অংশের খোদিত নক্‌শা ও অলঙ্করণের পদ্ধতিগত পার্থক্যের কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। কুতুব উদ্দিন আইবেকের অংশের নক্‌শাসমূহের জন্য হিন্দু রীতির গভীর খোদাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়াছে। ফলে এই নক্‌শাগুলির মধ্যে বেশ কিছুটা প্রাণবন্ততা এবং ত্রিমাত্রিকতার ছাপ পরিয়াছে যাহা ইসলামী শিল্পকর্মের জন্য মোটেই কাম্য নহে। বস্তুত এই বিষয়টি পরবর্তীকালে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ইলতুৎমিশের খিলান পর্দার অংশে সেলজুকীয় রীতি অনুসারে অগভীর খোদাই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ইহারই ফলশ্রুতিতে এই নক্‌শাগুলি ত্রিমাত্রিকতার প্রভাবমুক্ত হইয়া ইসলামী শিল্প-সত্তার মূল ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতে সক্ষম হয়। খোদিত গাত্রালঙ্কার ছাড়াও খিলান পর্দার আয়তাকৃতি স্তম্ভগাত্রে মিহরাব সদৃশ কুলঙ্গীর ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সবশেষে বলিতে হয়, এই খিলান পর্দার শৈল্পিক মূল্যায়ন করিতে গিয়া অনেক শিল্পসমালোচক এই খিলান পর্দার অলঙ্করণের সহিত সাসানীয় রাজপ্রাসাদ মাসিতা ও সান্টা সাফিয়ার কোন কোন অংশের অলঙ্করণের সাদৃশ্য আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন।[২৭] এই সমস্ত দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিলে ফারগুসন কর্তৃক এই খিলান পর্দাকে এই 'মসজিদের গৌরব' (glory of the mosque)[২৮] বলিয়া অভিহিতকরণ যথার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

২। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া, আজমীর (আলোকচিত্র ঃ ৭)

নির্মাণকাল

১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত ইহা দ্বিতীয় জামে মসজিদ।[২৯] ইহা দিল্লী হইতে ৪৮০ কিলোমিটার পশ্চিমে রাজপুতনার আজমীরে অবস্থিত। তারাগধ পাহাড়ের পাদদেশে ইহার প্রাকৃতিক অবস্থান অত্যন্ত রমণীয়।

নামকরণ

ইহা সাধারণভাবে আড়হাই দিনকা ঝোঁপ্‌ড়া বা আড়াইদিনের ঝুঁপড়ি নামে পরিচিত। মসজিদটির এইরূপ নামকরণের জন্য অনেকেই অনেক রকমের কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন যে, এই স্থানে একদা একটি বিষ্ণু মন্দির অবস্থিত ছিল। মসজিদ নির্মাণের জন্য এই মন্দিরটি সম্পূর্ণরূপে না ভাঙ্গিয়া উহার কিছু অংশকে ভাঙ্গিয়া মসজিদে রূপান্তরিত করা হইয়াছিল। ইহা করিতে আড়াই দিন সময় লাগিয়াছিল বলিয়া এই মসজিদকে আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া বলা হয়। আবার অনেকে মত প্রকাশ করেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে একটি মেলা বসিত

www.pathagar.com

যাহা আড়াই দিন স্থায়ী হইত। তাই এই স্থানে নির্মিত মসজিদের এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। তবে সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কারণ উল্লেখ করিয়াছেন হরবিলাস সারদা। তিনি এই মর্মে মত পোষণ করিয়াছেন যে, আড়হাই দিন কা ঝোঁপড়া নামটি খুব পুরাতন নহে। প্রাচীন ইতিহাস বা অন্যকোন লেখায় এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এখানে পাঞ্জাবা শাহ নামক জনৈক সূফী সাধকের উরস বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে অনেক ফকীর-দরবেশের সমাবেশ ঘটিত এবং এই উরস আড়াই দিন স্থায়ী হইত। সম্ভবত এই সময় হইতে এই মসজিদ আড়হাই দিনকা ঝোঁপ্ড়া নামে আখ্যায়িত হইতে থাকে।[৩০] যাহা হউক, এই মসজিদ নির্মাণেও বিপুল পরিমাণে হিন্দু ও জৈন মন্দিরের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহৃত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইহার স্তম্ভসমূহ, ছাদের জন্য আচ্ছাদন প্রস্তর, সর্দল ইত্যাদি আবুপর্বত ও গিরানপুরের জৈন মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।[৩১]

ভূমি নক্শা ও গঠন

এই মসজিদটি আয়তাকার (রেখাচিত্র : ৮)। ইহার দৈর্ঘ্য ২৭২ ফুট ৬ ইঞ্চি (৮৩.০৫ মি.) এবং প্রস্থ ২৬৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (৮০.৬১ মি.)। আয়তনের দিক দিয়া ইহা কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আয়তনের চাইতে দ্বি-গুণেরও বেশি। ইহা নির্মাণে পীতাভ বেলে পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে। মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এ মসজিদের পশ্চিমাংশে রহিয়াছে জুল্লাহ বা নামায ঘর। ইহার সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিকে রহিয়াছে তিন আইল বিশিষ্ট রিওয়াক। নামায ঘরের দৈর্ঘ্য ২৪৮ ফুট ৩ ইঞ্চি (৭৫.৬৬ মি.) এবং প্রস্থ ৪০ ফুট ৭ ইঞ্চি (১২.৩৬ মি.)। নামায

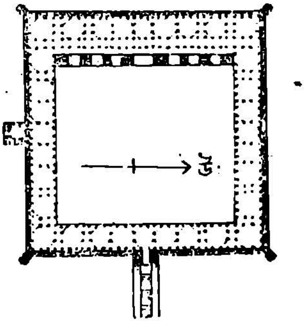

রেখাচিত্র : ৮। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ : ভূমি নক্শা

গৃহ চারিটি আইলে বিভক্ত। ইহার মধ্যবর্তী স্থানে পশ্চিম দিকের প্রাচীরে সাদা মার্বেল পাথরের একটি অবতল মিহরাব রহিয়াছে। বিপুল সংখ্যক স্তম্ভের সমাহারে এই মসজিদের নামায গৃহ একটি বিরাট কক্ষে পরিণত হইয়াছে। স্তম্ভগুলি কুওয়াতুল

www.pathagar.com

ইসলাম মসজিদের স্তম্ভগুলির চাইতে সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত। তিন প্রস্থে ছোট স্তম্ভের উপরিস্থাপনের মাধ্যমে নামায গৃহের ছাদের প্রয়োজনীয় উচ্চতা (২০ ফুট বা ৬.০৯ মি.) লাভ করা সহজতর হইয়াছে। নামায গৃহের অভ্যন্তরের চাঁদোয়া ছাদ (lantern ceiling) (আলোকচিত্র : ৮ক ও ৮খ) কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের অনুরূপ ছাদের চাইতেও অধিকতর আকর্ষণীয়। নামায গৃহের উপরে স্থাপিত হইয়াছে আমলকী শীর্ষদণ্ড শোভিত গম্বুজ। গম্বুজ নির্মাণে পূর্বের ন্যায় ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতি (corbelling system) (রেখাচিত্র : ৩) ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই মসজিদের একটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় আঙ্গিক হইল ইহার নামায গৃহের সম্মুখস্থ খিলান পর্দা (আলোকচিত্র : ৭)। পীতাভ বেলে পাথরে নির্মিত এই খিলান পর্দাটি অবশ্য কুতুব উদ্দিন আইবেকের উত্তরসূরি শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কর্তৃক নির্মিত।[৩২] ইহার দৈর্ঘ্য ২০০ ফুট (৬০. ৯৬ মি. এবং প্রস্থ ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩.৫০ মি.)। সাতটি কৌণিক খিলানের সমন্বয়ে এই খিলান পর্দাটি নির্মিত। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানটির উচ্চতা ও পরিসর পার্শ্ববর্তী অন্যান্য খিলানগুলির উচ্চতা ও পরিসর অপেক্ষা বেশি। বপ্র (parapet) সহ কেন্দ্রীয় খিলানের উচ্চতা ৫৬ ফুট (১৭.০৬ মি.)। ইহার শিরোদেশের উভয় প্রান্তে দুইটি খাতযুক্ত সরু মিনার সংযোজিত হইয়াছে। যদিও বর্তমানে এই মিনারগুলির কেবল গোড়ার অংশগুলি বর্তমান রহিয়াছে তথাপি খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানের শীর্ষদেশের উভয় প্রান্তে এইরূপ মিনার সংযোজনের রীতিকে অনেকে সেলজুক-পারশ্য এবং আনাতোলিয়ার প্রভাব মণ্ডিত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।[৩৩] তবে এইগুলিকে কুতুব মিনারের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলিলে ভুল হইবে না। সৌন্দর্য্যের খাতিরেই যে ইহাদের সংযোজন ঘটানো হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আঙ্গিক অলঙ্করণের (organic decoration) ক্ষেত্রে যে ইহা একটি নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রভাব পরবর্তীকালে দিল্লীর মথ কি মসজিদ ও কিলা-ই-কুহ্না মসজিদে লক্ষ্য করা যায়।

এই মসজিদটি একটি উঁচু ভিটির উপর নির্মিত। ইহার চারি কোণায় চারিটি ক্রমহ্রসায়মান (tappering) বুরুজ আছে। এই উঁচু মঞ্চসম ভিটিতে উঠিবার জন্য দুইটি প্রবেশপথ রহিয়াছে। প্রধান প্রবেশ পথটি (আলোকচিত্র : ৯) পূর্ব দিকে এবং অন্যটি দক্ষিণ দিকে। পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশপথটির স্থাপত্য গুরুত্ব রহিয়াছে বিধায় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রয়োজন। মসজিদটি উঁচু ভিটির উপর নির্মিত হওয়ায় চারি চাঁতাল বিশিষ্ট সিঁড়ি সোপান বাহিয়া পূর্ব দিকের প্রবেশপথে পৌছাইতে হয়। এই ব্যবস্থা এই প্রবেশপথকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করিয়াছে। এই প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে খাতযুক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। রাজপুতনা এবং গুজরাটের হিন্দু স্থাপত্য হইতে যে এইগুলি ধার করা তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু কারিগরগণ সম্ভবত খিলানের ভারবহন ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসী না হওয়ায়

www.pathagar.com

এই প্রবেশ পথের খিলানকে অতিরিক্ত সর্দল সংযোজনের মাধ্যমে মজবুত করার প্রয়াস পাইয়াছে। খিলান এবং সর্দলের যৌথ ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অলঙ্করণ

অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এই মসজিদটির খিলান পর্দা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছে। আঙ্গিকতার দিক হইতে কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় দিকের দুইটি করিয়া খিলান খাঁজ সম্বলিত হওয়ায় সেইগুলি কিছুটা আলঙ্কারিক বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে তিন খাঁজ বিশিষ্ট খিলানের প্রথম ব্যবহার এখানেই লক্ষ্য করা যায়। খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলান এবং ইহার উভয় পার্শ্বের একটি করিয়া খিলান লিপি অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া অন্য খিলানগুলি আরব্য ও জ্যামিতিক নক্শায় অলঙ্কৃত। কেন্দ্রীয় খিলানের গভীরভাবে খোদিত কুফী ও সুলস হরফের লিপি অলঙ্করণ যে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। লতা গুল্মের জাঁকালো আরব্য নক্শার পটভূমিতে এই লিপি অলঙ্করণ এক অপূর্ব শিল্প ব্যঞ্জনার আবহ সৃষ্টি করিয়াছে। এই খিলান পর্দার খোদিত নক্শার সহিত আফগানিস্তানের জাম মিনারের ইষ্টক গাত্রের খোদিত নক্শার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।[৩৪] ইহা ছাড়াও আফগানিস্তানের গারবিস্তান অঞ্চলে সম্প্রতি আবিষ্কৃত ঘোর আমলের শা-ই-মাসাদ মাদ্রাসার (১১৬৫-৬৬) ইষ্টক গাত্রের খোদিত নক্শারও এই খিলান পর্দার অলঙ্করণের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।[৩৫] খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানের শীর্ষদেশের উভয় প্রান্তের দুইটি খর্বাকৃতি মিনারও আঙ্গিক অলঙ্করণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখিয়াছে। কুতুব মিনারের অনুকরণে ইহাদের গাত্র পর্যায়ক্রমে কৌণিক ও গোলায়িত পৃষ্ঠ সম্বলিত খাত (fluting) দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহা ছাড়াও এই ক্ষুদ্রাকৃতি মিনারদ্বয়ের প্রত্যেকটি নস্খ পদ্ধতির লিপি অলঙ্করণের পাড় নক্শা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। এই মসজিদের মিহরাবের (আলোকচিত্র : ১০) অলঙ্করণও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাদা মার্বেল পাথরের এই মিহ্রাব নস্খ লিপি এবং লতাগুল্মের খোদিত নক্শা দ্বারা বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। খাঁজ খিলানের ব্যবহারও মিহরাবটির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছে। চারিকোণার চারিটি বুরুজে (আলোকচিত্র : ১১) অনুভূমিক স্ফীত ছাঁচ অলঙ্করণ পাড় বন্ধনী ইহাদের গাত্রালঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়ক হইয়াছে। এই অলঙ্করণে চিরাচরিত ভারতীয় হিন্দু কারুকার্যের ছাপ খুবই স্পষ্ট।

মন্তব্য

আড়হাই দিনকা ঝোঁপ্ড়া মসজিদ ভারতে মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ন্যায় ইহা 'প্রত্নতাত্ত্বিক জগাখিচুড়ী' নহে; বরং ইহাকে ভারতের মাটিতে মসজিদ স্থাপত্যের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ধ্যান-ধারণার মূর্ত প্রকাশ হিসাবে আখ্যায়িত করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

৩। জামে মসজিদ, বদাউন (আলোকচিত্র : ১২)

নির্মাণকাল

বদাউনের জামে মসজিদ মামলুক শাসনামলে নির্মিত তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। বদাউন দিল্লীর ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এই মসজিদের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের পুত্র রুক্‌ন উদ্দিন ফিরোজ শাহ যখন বদাউনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা তখন সুলতান কর্তৃক ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মিত হয়।[৩৬] উল্লেখ্য, হারমানদার নামক মন্দিরের স্থলে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল।[৩৭] ঐ মন্দিরটি দিল্লীর তুমার রাজ মহিপাল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৩৮]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই মসজিদটি ভারতের বৃহত্তম মসজিদগুলির অন্যতম।[৩৯] মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ২৮০ ফুট (৮৫.৩৪ মি.) এবং প্রস্থ ২২৬ ফুট (৬৮. ৪৪ মি.)। আদর্শ মসজিদ পরিকল্পনার (রেখাচিত্র : ৯) ধাঁচে নির্মিত এই মসজিদের একটি নামায ঘর, একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিক রিওয়াক পরিবেষ্টিত ছিল। নামায গৃহের দৈর্ঘ্য ২৫৭ ফুট (৭৮.৩৩ মি.) এবং প্রস্থ ৭৫ ফুট

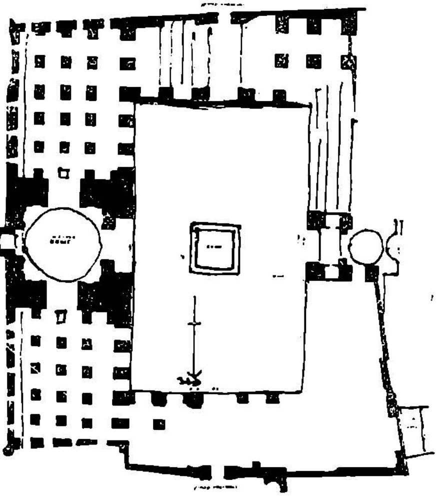

রেখাচিত্র : ৯। বদাউন জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

(২২-৮৬ মি.)। সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দৈর্ঘ্য ১৮০ ফুট (৫৪.৮৬ মি.) এবং প্রস্থ ৯৪ ফুট (২৮.৬৫ মি.)। কয়েকবার সংস্কারের ফলে মূল রিওয়াকের অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। নামায ঘর তিন আইল বিশিষ্ট। অতিকায় চতুষ্কোণ স্তম্ভরাজির উপর নামায ঘরের ছাদ ন্যস্ত। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিকের রিওয়াক দুই আইল বিশিষ্ট। রিওয়াকের ছাদ দুই সারি চতুষ্কোণ স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। নামায গৃহের পশ্চিম দেওয়ালের

www.pathagar.com

মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি বর্গাকার মিহরাব। বর্গাকার মিহরাবের ব্যবহার ভারতে সম্ভবত ইহাই প্রথম। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি খর্বাকৃতি স্তম্ভ সংযুক্ত রহিয়াছে। মিহরাবের ঠিক সম্মুখের ছাদের উপর একটি গম্বুজ রহিয়াছে যাহা মুগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) রাজত্বকালের শেষভাগে নির্মিত হয়।[৪০] নামায গৃহে প্রবেশের কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথটিও সম্রাট আকবরের আমলে সংযোজিত।[৪১] ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে যখন মুহাম্মদ শাহ তুগলকের আদেশে ইহার সংস্কার সাধিত হয় তখন ইহার চারিকোণায় চারিটি বুরুজ সংযোজিত হয়।[৪২] ১২ ফুট (৩.৬৫ মি.) উচ্চতা পর্যন্ত মসজিদটি বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত হইলেও অবশিষ্টাংশের নির্মাণ কার্যের জন্য ইট ব্যবহৃত হইয়াছে।

অলঙ্করণ

ইলতুৎমিশের সময়ে মসজিদটির অলঙ্করণ বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। ঐ সময়ে ইটের উপর উৎকীর্ণ নকশা মসজিদটির গাত্রালঙ্কারের শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিল। দেওয়ালের ভিতরের দিক পলেস্তারায় সৃষ্ট উত্থিত নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। ইলতুৎমিশের সময়ে মসজিদটিতে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির দ্বারা জ্যামিতিক ও লতা পাতার অলঙ্করণও শোভা পাইত।[৪৩] তবে ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে তুগলক আমলে দুইবার সংস্কারের ফলে এই টালি অলঙ্করণের প্রায় সব কিছুই পলেস্তারার আবরণের নীচে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে।

মন্তব্য

যদিও স্থাপত্য গুরুত্বের দিক হইতে বদাউনের জামে মসজিদ দিল্লী ও আজমীরের জামে মসজিদ দ্বয়ের মত গুরুত্ব বহন করে না তথাপি বিরাট আয়তন ও পুরু দেওয়ালের সৌষ্ঠব এই মসজিদটিকে এমন এক মর্যাদা দান করিয়াছে যাহা সচরাচর অপেক্ষাকৃত ছোট ইমারতে দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা ছাড়াও মামলুক শাসনামলে টালি অলঙ্করণের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই জামে মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৪। হান্‌সীর মসজিদ

পাঞ্জাবের হানসী নামক স্থানে মামলুক শাসনামলে নির্মিত একটি মসজিদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এখানে প্রাপ্ত দুইটি শিলালিপিতে দুইটি তারিখের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে একটি ৬২৩ হি. অর্থাৎ ১২২৬ খ্রি. এবং অপরটি ৮৭৬ হি. অর্থাৎ ১৪৭১ খ্রি.।[৪৪] অনুমান করা যাইতে পারে যে, মসজিদটি সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের সময়ে ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। অপর তারিখটি সম্ভবত পরবর্তীকালের কোন সংস্কার কর্মের। এই মসজিদ সম্পর্কে শুধু এই টুকুই জানিতে পারা যায় যে, ইহা ছিল আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৮.৪৪ মি.) এবং প্রস্থ ছিল ৩৩ ফুট ১ইঞ্চি (১০.০৭ মি.)। দেওয়ালের উচ্চতা ছিল প্রায় ৫০ ফুট (১৫.২৪ মি.) এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (১.৩৬ মি.)।[৪৫] মসজিদটি বর্তমানে অত্যন্ত ভগ্নদশাগ্রস্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

www.pathagar.com

৫। শাম্‌স মসজিদ, নাগাউর

এই মসজিদটি জোধপুরের নাগাউর নামক স্থানে অবস্থিত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কর্তৃক নিযুক্ত নাগাউরের শাসনকর্তা শাম্‌স খান কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয় বলিয়া ইহা সম্ভবত শাম্‌স মসজিদ নামে পরিচিত।[৪৬] মসজিদটি নির্মাণের কোন তারিখের উল্লেখ না থাকায় ইহা সুলতান শাম্‌সুদ্দিন ইলতুৎমিশের শাসনামলের (১২১১-১২৩৬) কোন এক সময়ে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

মসজিদটি একটি লম্বা ইমারত বিশেষ। ইহার সম্মুখভাগে প্রাচীর বেষ্টিত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ রহিয়াছে। এই প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে একটি চন্দ্রাতপ সদৃশ্য প্রবেশপথ রহিয়াছে। মসজিদটির সম্মুখে একটি ধাপযুক্ত জলাশয় রহিয়াছে যাহা স্থানীয়ভাবে 'শাম্‌স তাল' বলিয়া পরিচিত।[৪৭]

মসজিদটির নামায ঘরের মেঝে বীথিকা বা গ্যালারির মত তিনটি ধাপের সমন্বয়ে নির্মিত। নামাযগৃহের সম্মুখভাগে পাঁচটি খিলানপথ রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি মিহরাব রহিয়াছে। মিহরাবটি ৯ ফুট ৭.৫০ ইঞ্চি (২.৯২ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খিলানে ধারণকৃত। এই মিহরাবের উভয় পার্শ্বে আরো একটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট মিহরাব সংযোজিত হইয়াছে। মসজিদের সম্মুখস্থ দুই কোণায় দুইটি মিনার আছে।[৪৮] নামায গৃহের বপ্র (parapet) শরছিদ্র যুক্ত। এই মসজিদের সংকীর্ণ খিলানপথ, শরছিদ্রযুক্ত বপ্র (parapet) এবং গ্যালারি সদৃশ ধাপযুক্ত নামায ঘরের মেঝে ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ গুজরাট স্থাপত্যের প্রভাবজনিত বলিয়া জন মার্শাল মনে করেন। তাই তিনি এই মসজিদটিকে ত্রয়োদশ শতকের পরিবর্তে পঞ্চদশ শতকের স্থাপত্যকর্ম বলিয়া অনুমান করেন।[৪৯] যাহা হউক, এই মসজিদের রিওয়াক বিহীন অঙ্গন বা সাহনের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রিওয়াক বিহীন সাহনের ব্যবহারে এই মসজিদটি প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কর্দোভার জামে মসজিদ (৭৮৫-৮৭) এবং কায়রাওয়ানের মসজিদের (৮৩৬) কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

৬। জালালীর জামে মসজিদ, আলীগড় (আলোকচিত্র :১৩)

এই মসজিদটি আলীগড় শহর হইতে ১৩ মাইল দূরে জালালী নামক একটি ছোট শহরে অবস্থিত। আলাউদ্দিন মাসুদ শাহের (১২৪২-১২৪৬) রাজত্বকালে দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনকালে গিয়াস উদ্দিন বলবন এই শহরের গোড়া পত্তন করেন।[৫০] অতঃপর নিজে দিল্লীর সুলতান হইয়া গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে জালালীতে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদে স্থাপিত একটি আরবী শিলালিপিতে গিয়াসউদ্দিন বলবনকেই এই মসজিদের নির্মাতা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।[৫১]

www.pathagar.com

মসজিদটি জামে মসজিদ বলিয়া খ্যাত। বিভিন্ন সময়ে একাধিক বার[৫২] মসজিদটির সংস্কার সাধনের ফলে ইহার প্রকৃত গঠন ও আকৃতির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। ইহা একটি ইষ্টক নির্মিত ইমারত। ইষ্টকগাত্র পলেস্তারার আবরণ দ্বারা আবৃত। এই মসজিদের নামায ঘরের দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট (১৪.৬৩ মি.) এবং প্রস্থ ১৫ ফুট (৪.৫৭ মি.)। নামায ঘরের তিনটি খিলানপথ রহিয়াছে। মাঝেরটির উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে খর্বাকৃতি মিনার। নামায ঘরের ছাদে তিনটি গম্বুজ দৃষ্টিগোচর হয়। খুব সম্ভবত এইগুলি মুগল আমলে নির্মিত হইয়া থাকিবে। নামায ঘরের সম্মুখ ভাগের দুই কোণায় সংযোজিত হইয়াছে দুইটি বর্গাকার উচ্চ মিনার। ইহাদের শীর্ষদেশ ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ সম্বলিত। এই মিনারদ্বয়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া নামায গৃহের পশ্চাতের দুই কোণেও দুইটি মিনার সংযোজিত হইয়াছে।

বর্তমানের মসজিদটি কয়েক বারের সংস্কারের ফলশ্রুতি হইলেও ইহা হইতে মামলুক আমলের রিওয়াক ও সাহনবিহীন মসজিদের ধারণা পাওয়া যায়। জিয়াউদ্দিন বারানীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, জালালী মসজিদ ব্যতীত কানপিল, পাতিয়ালা ও ভোজপুরে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন কর্তৃক বেশ বড় আকারের কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়।[৫৩] তবে এই মসজিদগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না।

৭। হানসী দুর্গের মসজিদ

৫৮৮হি. বা ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের হানসী ও ইহার দুর্গ পৃথ্বিরাজের নিকট হইতে মুহাম্মদ ঘুরীর অধিকারে আসে।[৫৪] ইহার পর এই দুর্গে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। এই মসজিদের একটি শিলালিপি হইতে ইহার নির্মাণ তারিখ ৫৮৮ হি. বা ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া জানা যায়।[৫৫] এই দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা মামলুক আমলের প্রাচীনতম মসজিদ। ইহা ছিল আয়তাকার। দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট (১৩.১০ মি.) এবং প্রস্থ ২৩ ফুট (৭.০১ মি.)। ইহার উচ্চতা ছিল মানানসই এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ৫ ফুট (১.৫২ মি.)।[৫৬] দুর্ভাগ্যবশত ইহার অধিক এই মসজিদ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

মিনার

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যাহা মসজিদে মাযানা বা ছাও'মা নামে অভিহিত ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে তাহাই মিনার বা মানার নামে সুবিদিত। অবশ্য ইমারত সমূহের শিলালিপিতে ইহাদিগকে মানারা নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতীয় উপ-মহাদেশে অবশ্য মিনার শব্দটিই বহুল প্রচলিত এবং জনপ্রিয়।

মসজিদ নির্মাণের ন্যায় মিনার নির্মাণের মাধ্যমেও মুসলিম শাসকগণ কেবল নিজেদেরকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার চেষ্টাই করেন নাই। বরং ইহার মাধ্যমে কিছুটা পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টাও করিতেন। তবে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রাথমিক পর্যায়ে মিনার,

www.pathagar.com

মানার বা মানারা শব্দদ্বয় যথেষ্ট ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করিলেও পরবর্তীকালে ইহারা লোকায়ত উদ্দেশ্যে নির্মিত নানা প্রকার বুরুজের (tower) (যেমন, কস-মিনার বা দূরত্ব নির্দেশক মিনার) বেলাতেও সমভাবে প্রযোজ্য হইতে থাকে। তবে ইহা সত্ত্বেও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে মসজিদ নির্মাণ ও জন কল্যাণার্থে পুকুর খননের পাশাপাশি মিনার নির্মাণও অতীব পুণ্যের কাজ বলিয়া বিবেচিত হইত। এই উক্তির চমৎকার সমর্থন পাওয়া যায় বাংলাদেশের বগুড়া জেলার শেরপুরে জনৈক তুর্কী মির্জা মুরাদ খান কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২) এর শিলালিপি হইতে।[৫৭] যাহা হউক, সুলতানী স্থাপত্যের বিকাশ লাভের প্রাথমিক পর্যায়ে মিনার যখন বিশেষ ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করিত তখন মামলুক আমলে যে দুইটি মিনার নির্মিত হয় তাহাদের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। কুতুব মিনার (আলোকচিত্র : ১৪)

বর্তমান পৃথিবীর বিদ্যমান মিনারসমূহের মধ্যে দিল্লীর কুতুব মিনারই সম্ভবত বহুল পরিচিত এবং সর্বাপেক্ষা সুন্দর। স্থাপত্য বিশারদ জেম্‌স ফারগুসনের মতে 'কুতুব মিনার এই ধরনের স্থাপত্যের সুন্দরতম উদাহরণ।[৫৮] তাঁহার মতে একমাত্র কায়রোর হাসান মসজিদের মিনারই কুতুব মিনার হইতে অধিক উচ্চতা সম্পন্ন। এই মিনারটি কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১০) কর্তৃক নির্মিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হইতে ১৬০ ফুট (৪৮.৭৮ মি.) দূরে অবস্থিত।[৫৯] মসজিদ সংলগ্ন বিধায় ইহার অবশ্যই একটি ধর্মীয় গুরুত্ব রহিয়াছে।

প্রথম যখন এই মিনারটি নির্মিত হয় তখন ইহার উচ্চতা ছিল ২২৪ ফুট (৬৮.২৭ মি.)।[৬০] তখন অবশ্য বর্তমানের শীর্ষদেশের বৃত্তাকার চন্দ্রাতপটির অস্তিত্ব ছিল না। ইহা পরবর্তীকালে ফিরোজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) সময়ে মিনারটির সংস্কার কার্যের সময় সংযোজিত হয়। বর্তমানে ইহার উচ্চতা ২৩৮ ফুট ১ ইঞ্চি (৭২.৫৬ মি.)।[৬১] তলদেশে এই মিনারের ব্যাস ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৪.৩৮ মি.)। ক্রমশঃ সরু হইয়া শীর্ষদেশে ইহার ব্যাস হইয়াছে প্রায় ৯ ফুট (২.৭৪ মি.)।[৬২] যখন মিনারটি নির্মিত হয় তখন ইহা চারি তলা বিশিষ্ট ছিল। প্রতি তলার বিভক্তিকরণ রেখার নির্দেশক হিসেবে স্তালাকটাইত ঠেক্‌নাযুক্ত বৃত্তাকার ঝুলবারান্দা বা ব্যালকনী ব্যবহার করা হইয়াছে। তবে ফিরোজ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) সংস্কারের সময় মূল চতুর্থ তলার স্থলে আরো একটি তলা নির্মিত হয়। ইহার ফলে বর্তমানে কুতুব মিনার পাঁচ তলা বিশিষ্ট। ইহার সর্বনিম্ন বা প্রথম তলার উচ্চতা ৯৪ ফুট (২৮.৬৫ মি.); দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ৫০ ফুট ৮.৫০ ইঞ্চি (১৫.৪৪ মি.); তৃতীয় তলার উচ্চতা ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.); চতুর্থ তলার উচ্চতা ২৫ ফুট ৪ ইঞ্চি (৭.৭২ মি.) এবং পঞ্চম তলার উচ্চতা ২২ ফুট (৬.৭০ মি.)। এই মিনারের ভূমি (base) ২৪ বাহু বিশিষ্ট

www.pathagar.com

একটি বহুভুজ। প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ ফুট ১.৫০ ইঞ্চি (১.৮৫ মি.); ভূমির (base) উচ্চতা ২ ফুট (০.৬০ মি:)।

ভূমি নক্শা ও গঠন

বৃত্তাকার পরিকল্পনায় (রেখা চিত্র : ১০ক) এই মিনার নির্মিত। সর্বনিম্ন তলার বহির্গাত্রে ২৪টি কৌণিক এবং গোলায়িত খাত (fluting) (আলোকচিত্র : ১৫) রহিয়াছে। ইহারা পর্যায়ক্রমিকভাবে সন্নিবেশিত। দ্বিতীয় তলার বহির্গাত্র গোলায়িত এবং তৃতীয় তলার বহির্গাত্র কৌণিক খাত সম্বলিত, চতুর্থ তলার বহির্গাত্র সমতল; তবে পঞ্চম তলা আংশিকভাবে গোলায়িত খাত দ্বারা আবৃত। এই মিনার নির্মাণে প্রধানত তিন প্রকারের প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে। ধূসর বেলে পাথর, সাদা মার্বেল এবং লাল বেলে পাথর। দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত মিনারটির নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে ধূসর বেলে পাথর; তৃতীয় তলায় ব্যবহৃত হইয়াছে গাঢ় লাল পাথর; চতুর্থ এবং পঞ্চম তলার অভ্যন্তর ভাগ লাল বেলে পাথরে এবং বহির্গাত্র সাদা মার্বেল এবং ধূসর বেলে পাথরের আংশিক মিশ্রণে নির্মিত। এই মিনারের অভ্যন্তরভাগে ৩৭৯ ধাপ বিশিষ্ট একটি প্যাঁচানো (spiral) সিঁড়ি সোপান মিনারের পঞ্চম তলা পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রথম তলার উত্তর দিকে মিনারে প্রবেশের জন্য একটি দ্বার পথ রহিয়াছে। এবং এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে উপরে যাওয়ার প্যাঁচানো সিড়ি সোপান। পঞ্চম তলায় কয়েকটি জানালা সংযুক্ত হইয়াছে এবং ইহার শীর্ষদেশ একদা ক্ষুদ্র গম্বুজাকৃতি ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। ভূমিকম্পের ফলে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জনৈক মেজর স্মিথ মুগল রীতিতে বর্তমানের আচ্ছাদনটি নির্মাণ করিয়া দেন।[৬৩] কিন্তু ইহা এতই দৃষ্টিকটু ছিল যে, ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে ইহাকে নামাইয়া ফেলা হয়।[৬৪]

কুতুব মিনারের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী একটি বিশেষ আঙ্গিক হইল ইহার প্রতি তলা বিভক্তকারী বহির্গত বৃত্তাকার ঝুলবারান্দা (balcony) এবং ইহাদের নিম্নস্থ ঠেক্না (bracket) ব্যবস্থা (আলোকচিত্র : ১৫; রেখাচিত্র : ১০খ)। ঝুলবারান্দার এই ঠেক্না ব্যবস্থাকে কার্যকর করিবার জন্য স্তালাকটাইত ঠেক্না পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী একগুচ্ছ ক্ষুদ্র খিলান ও অবতল গাত্রের মধ্যবর্তী স্থানে ঠেক্না বা ব্রাকেট সংযুক্ত করিয়া জ্যামিতিক স্তালাকটাইতের ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পাওয়া হইয়াছে। ফলে দূর হইতে দেখিলে এইগুলির সহিত মৌচাকের চমৎকার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। স্তালাকটাইতের সহিত পূর্ণ সাদৃশ্য বিধানের জন্য ক্ষুদ্র খিলানের অভ্যন্তরসহ অবতল গাত্রসমূহকে খোদাই করিয়া ঐগুলিতে মৌচাকের আদল সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুত অঙ্গসংঠন এবং অলঙ্করণের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এই মিনারের স্তালাকটাইত ঠেক্নাযুক্ত বৃত্তাকার ঝুলবারান্দাগুলি শিল্পীর শিল্প নৈপুণ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ঝুলবারান্দাসমূহের মূল কাঙ্গুরা সম্বলিত বপ্রের

www.pathagar.com

(parapet) পরিবর্তে ১৮২৮ সালে মেজর স্মিথ রেইলিং সম্বলিত ছোট ছোট পিল্লা শ্রেণীর ব্যবস্থা করেন। বলা বাহুল্য, এইগুলি দেখিতে খুব আকর্ষণীয় হয় নাই।

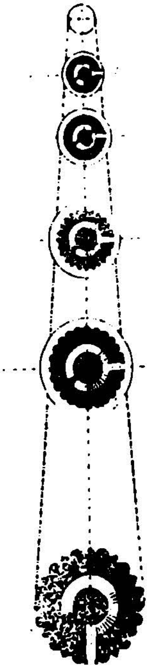

রেখাচিত্র : ১০-ক। কুতুব মিনার : ভূমি নক্শা

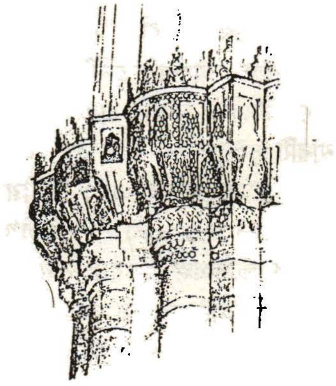

রেখাচিত্র : ১০-খ । কুতুব মিনার : স্তালাকটাইত ব্রাকেট

www.pathagar.com

অলঙ্করণ

লাল ও ধূসর বেলে পাথর এবং সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার এই মিনারকে এক আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। ইহার বহির্গাত্রে কৌণিক ও গোলায়িত খাতের ব্যবহারও ইহার সার্বিক গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মাত্রা যোগ করিয়াছে। মনোমুগ্ধকর স্তলাকটাইত ঠেক্‌নাগুলিও কুতুব মিনারের আঙ্গিক সৌন্দর্য্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে কুতুব মিনারের গাত্রালঙ্কারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হইতেছে ইহার বহির্গাত্রের লিপিকলার অলঙ্করণ।[৬৫] লিপি অলঙ্করণের পাঁড় বা পট্টি (band) গুলি 'জ্যামিতিক সিরিজে'[৬৬] বিন্যস্ত করা হইয়াছে। তুঘ্‌রা পদ্ধতির সুস্পষ্ট আরবী অক্ষরের সৃষ্ট লিপি অলঙ্করণের সহিত লতাপাতা ও ফুলের নকশার এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে। লিপি অলঙ্করণের পাঁড় বা পট্টির (band) সীমা নির্দেশের জন্য দুই, তিন অথবা চারিটি-স্ফীত রেখার সমন্বয়ে সীমারেখা নির্দেশিত হইয়াছে। ইহাদের সহিত আরব্য পাঁড় নক্‌শার সংযোজন (band) গাত্রালঙ্কারের শৈল্পিক মূল্যকে অনেকাংশে বর্ধিত করিয়াছে। বস্তুতপক্ষে, খোদিত লতাগুল্মের সংমিশ্রণে লিপিকলা এবং জ্যামিতিক নক্‌শা পরিবেষ্টিত কুতুব মিনারকে কবির কল্পনা বিলাসে 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন' এর সহিতই তুলনা করা যায়।

নির্মাণ তারিখ ও সংস্কার

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণসমূহ অনেকাংশে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে কুতুব মিনারের নির্মাণ তারিখ নির্ণয় করা সহজতর। ১২৫৬ সাম্ভাত (৫৯৬ হি. বা ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দ) বৎসরটির উল্লেখ শিলালিপিতে তিনবার পাওয়া যায়।[৬৭] ইহা হইতে অনুমান করিতে অসুবিধা হয় না যে, ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০) কর্তৃক এই মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল।[৬৮] আবার জানা যায়, কুতুব উদ্দিন আইবেক এই মিনারের প্রথম তলাটি নির্মাণ করেন এবং তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শাম্‌সুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-৩৬) ১২৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইহার সহিত আরো তিনটি তলা সংযুক্ত করিয়া ইহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেন। মিনারে উৎকীর্ণ নাগরী এবং ফার্সী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বজ্রপাতের দরুন মিনারটি দুইবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম বার ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ তুগলকের (১৩২৫-৫১) রাজত্বকালে এবং দ্বিতীয় বার ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুগলকের শাসনামলে (১৩৫১-৮৮)।[৬৯] দ্বিতীয় বারে বজ্রপাতের দরুন মিনারটির চতুর্থ তলা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ফিরোজ শাহ তুগলক ইহাকে মেরামত করিয়া[৭০] চতুর্থ তলাকে দুইটি তলায় বিভক্ত করেন। ফলে মিনারটি পাঁচতলা বিশিষ্ট ইমারতে পরিণত হয়। ইহার পর ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোদীর শাসনকালেও (১৪৮৯-১৫১৭) দ্বিতীয় ও পঞ্চম তলায় কিছু সংস্কার কাজ হয়।[৭১] আধুনিক কালের সংস্কারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

স্থাপত্য উৎস

কুতুব মিনারের স্থাপত্য উৎস সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এক সময়ে বিশ্বাস করা হইত যে, মিনারটি দিল্লীর অধিশ্বর পৃথ্বিরাজ কর্তৃক নির্মিত ইহয়াছে।[৭২] কিন্তু এই মতামত অনেক পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। বিশেষ করিয়া কানিংহাম,[৭৩] কার স্টিফেন,[৭৪] কে.এ. পেজ[৭৫] এবং জন মার্শাল[৭৬] এই মিনারের স্থাপত্য উৎস সন্ধান করিতে গিয়া ভারতের বাহিরে মুসলিম স্থাপত্যের কথাই বলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া জন মার্শাল এই মিনারের ধারণা, ইহার নির্মাণ পদ্ধতি এবং অলঙ্করণের যাবতীয় খুটিনাটি দিককে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৭৭]

বস্তুতঃপক্ষে বহির্গাত্রে খাত (fluting) সম্বলিত মিনার নির্মাণ ভারতে প্রথম হইলেও ভারতের বাহিরে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে ইহার ব্যবহার বহুপূর্ব হইতেই লক্ষ্য করা যায়। কুতুব মিনার নির্মিত হইবার পূর্বে ইরান, তুর্কীস্তান এবং আফগানিস্তানে বেশ কিছু সংখ্যক মিনারের সন্ধান পাওয়া যায় যেগুলি ছিল খাত সম্বলিত। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত গুলির উল্লেখ করা যায়। যেমন, গুরগানের গুম্বদ-ই-কাবুস (১০০৬), নাদ্‌আলী এবং জারান্‌দ মিনারদ্বয় (সম্ভবত যথাক্রমে নবম এবং একাদশ শতাব্দী)[৭৮] রা'ই এর জারকুরগান মিনার (১১০৮-০৯) এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গজনীতে নির্মিত মিনারসমূহ। এই মিনারগুলির বহির্গাত্র খাত সম্বলিত। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আফগানিস্তানের ফিরোজ কুহ (ঘোর সাম্রাজ্যের রাজধানী)-তে ঘোর সুলতান গিয়াস উদ্দিন মুহাম্মদ (১১৬৩-৭৪) কর্তৃক নির্মিত জাম মিনারকে কুতুব মিনারের পূর্বসূরি হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[৭৯] কেননা ভূমি পরিকল্পনা, আঙ্গিক গঠনের ক্রম হ্রসায়মানতা, চন্দ্রাতপযুক্ত শীর্ষদেশ উভয় মিনারের মধ্যে সাদৃশ্যের এক চমৎকার সেতুবন্ধন রচনা করিয়াছে। এইগুলি ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত না হইয়া পারে না। কুতুব মিনার নির্মাণের মাত্র ৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের খাজা সিয়াপস নামক স্থানে কৌণিক ও গোলায়িত খাতের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে ইষ্টক নির্মিত একটি মিনারের (আলোকচিত্র : ১৬) সন্ধান পাওয়া যায়। এই মিনার হইতেও দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণের প্রেরণা লাভ মোটেই অসম্ভব নহে।[৮০] উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই মর্মে মত পোষণ করা যাইতে পারে যে, অলঙ্করণ বিশেষ করিয়া লিপি অলঙ্করণসহ কুতুব মিনারের স্থাপত্য উৎস ইসলামী স্থাপত্য ঐতিহ্যের গভীরেই প্রোথিত।

নির্মাণের উদ্দেশ্য

কি উদ্দেশ্যে এ মিনার নির্মিত হইয়াছিল তাহা লইয়াও ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। এই বিষয়ে কয়েকটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই আসিয়া যায়। এই মিনার কি অনতি দূরে অবস্থিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের

www.pathagar.com

'মাযিনা' বা আযান দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত মিনার ? ইহা কি বিজিত জনগণকে বিজয়ীদের শক্তি-প্রতাপে বিস্ময়াভূত করার উদ্দেশ্যে নির্মিত ? অথবা ইহা নির্মাণের পশ্চাতে কি কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা সক্রিয় ছিল ? বস্তুত এই সকল প্রশ্ন কুতুব মিনারের উৎস ও ইতিহাসকে বহুলাংশে বিভ্রান্তির ধূম্রজালে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে কানিংহাম এই মর্মে মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রধানত দুইটি কারণে এই মিনার নির্মিত হইয়াছিল।[৮১] প্রথমত ইহা নির্মাণের মাধ্যমে বিজিত জনগণকে বিজয়ীদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করা এবং দ্বিতীয়ত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মাযিনা হিসেবে ইহাকে ব্যবহার। এই উভয় মতের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইরান, তুর্কীস্তান এবং আফগানিস্তানের মিনার সমূহের অনুকরণেই কুতুব মিনার নির্মিত। ঐ সমস্ত অঞ্চলের মিনারগুলির কোনটাই বিজিতদেরকে বিস্ময়াভূত করার জন্য নির্মিত হয় নাই। কেননা ঐগুলি নির্মাণ করা হইয়াছিল ঐ সমস্ত অঞ্চলে ইসলামের বিজয় সূচিত হওয়ার অনেক পরে। সুতরাং ঐ সমস্ত মিনার দ্বারা প্রভাবিত কুতুব মিনার যে ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত হয় নাই তাহা নিশ্চিতভাবেই বলা যাইতে পারে। তবে যেহেতু কুতুব মিনার ভারতে ঘোরদের বিজয়ের অব্যবহিত পরেই নির্মিত হইয়াছিল সেই কারণে ইহার নির্মাণ বিজয়ীদের শক্তি-দম্ভ প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে কাজ করিলেও করিতে পারে। কানিংহামের দ্বিতীয় মতটির গ্রহণযোগ্যতা লইয়াও প্রশ্ন উঠিতে পারে। আযানের ধ্বনি ঐ সুউচ্চ স্থান হইতে নীচে ভালভাবে শুনিতে পাওয়ার কথা নয়। তাহা ছাড়া প্রতিদিন পাঁচবার ৩৭৯টি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠা কোন মুয়াযযিনের পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং আযান দেওয়ার জন্য এই মিনার নির্মিত হইয়াছিল একথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না।[৮২] তবে একথা সত্যি যে, এই মিনারের প্রথম তলা আযান দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইত।

ফারগুসনের মতে কুতুব মিনার একটি 'Victory tower' বা জয়স্তম্ভ। তবে সমসাময়িক কোন লেখকের লিখিত বিবরণ হইতে এই মতের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, ধর্মীয় লিপিকলার সহিত ঘুর সুলতানের প্রশস্তি এবং কুতুব উদ্দিনের কৃতিত্বের কথা উৎকীর্ণ আছে। তাই ইহাকে মুসলমানদের দিল্লী বিজয়ের স্মারক জয়স্তম্ভ না বলিয়া কীর্তিস্তম্ভ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। বস্তুত এই মিনারের কোন এক শিলালিপিতে এই মিনারকে 'মালিক দীনের' কীর্তস্তম্ভ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।[৮৪] ইহা ছাড়াও, এই মিনার সম্পর্কে এইরূপ একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে যে, দিল্লীর শেষ চৌহান নরপতি পৃথ্বিরাজ তাঁহার কন্যার প্রতিদিন প্রত্যুষে শীর্ষদেশ হইতে যমুনা দর্শনের জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন।[৮৫] কিন্তু স্থাপত্যশৈলী এবং লিপি অলঙ্করণের বিচার বিবেচনায় এই মিনার কোন হিন্দু রাজা কর্তৃক নির্মাণের কোন সাক্ষ্য বহন করে না।

www.pathagar.com

এই মিনার নির্মাণের পশ্চাতে কোন প্রতীকী ব্যঞ্জনা কাজ করিয়া থাকিতে পারে বলিয়া অনেকে অভিমত পোষণ করেন। ভারতীয় হিন্দুগণের মধ্যে ধ্বজ স্তম্ভ এবং অলম্ব স্তম্ভ নির্মাণের ধারণা প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। এই গুলিকে তাহারা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের স্তম্ভ বলিয়া মনে করে।[৮৬] বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া রাখার জন্য হিন্দুদের যদি স্তম্ভ থাকিতে পারে তবে মুসলমানদেরই বা কেন এই বিশ্বকে ধরিয়া রাখার জন্য 'কুতুব' বা দণ্ড থাকিবে না ? কুতুব মিনার নির্মাণে এইরূপ ধারণার ভূমিকা একেবারে নাকচ করিয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া মুসলমানরা এই ধরনের একটি ইমারত নির্মাণ করিবে তাহাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে মুসলিম মতে 'কুতুব' অর্থে দণ্ড বা অক্ষ বলিতে ন্যায় বিচার, সার্বভৌমত্বের এবং বিশ্বাসের দণ্ডকেই বুঝায়।[৮৭] এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তের এই ন্যায়দণ্ড হইতেছে কুতুব মিনার এবং পশ্চিম প্রান্তের অনুরূপ ন্যায়দণ্ড স্পেনের সেভিলের প্রথম ইউসুফ (১১৮৪-৯৯) এর জিরাল্ডা। ত্রয়োদশ শতকে পূর্ব-পশ্চিমের এই দুই দণ্ড বা কুতুব যেন সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়া সৃষ্টিকর্তার ছায়া পূর্ব-পশ্চিমে নিপতিত করিয়াছিল।[৮৮] তাই হয়ত এই মিনারের শিলালিপিতে যথার্থই বলা হইয়াছে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র ছায়া পূর্ব ও পশ্চিমে ফেলিবার জন্যই এই মিনার নির্মাণ করা ইহয়াছিল।[৮৯]

নামকরণ

এই মিনারের 'কুতুব মিনার' নামকরণ লইয়াও নানা মতভেদ রহিয়াছে। যদিও ইহা কুতুব মিনার নামে সর্বাধিক পরিচিত, কিন্তু ইহার কোন শিলালিপিতেই ইহা কুতুব মিনার বলিয়া অভিহিত হয় নাই। বরং শিলালিপিতে ইহাকে 'মানারা' নামেই আখ্যায়িত হইয়াছে।[৯০] আরো অবাক হইবার বিষয় এই যে, সমসাময়িক ঐতিহাসিক হাসান নিজামী (তাজুল মাসীর) এবং মিনহাজ (তাবাকাত-ই-নাসিরী) তাঁহাদের বর্ণনায় এই মিনার সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেন নাই। এই মিনার সম্পর্কে প্রথম নির্ভরযোগ্য উল্লেখ পাওয়া যায় আমীর খসরুর বর্ণনায়।[৯১] আমীর খসরু এই মিনারকে কুতুব মিনার না বলিয়া "জামে মসজিদের মিনার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্‌ন বতুতাও ইহাকে কুতুব মিনার বলিয়া অভিহিত করেন নাই।[৯২] আবুল ফিদা ইহাকে 'জামে মসজিদের মাযিনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৯৩] ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) ইহাকে স্পষ্টভাবেই 'সুলতান মুঈজউদ্দিন সামের মিনার' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৯৪] প্রথম মুগল সম্রাট বাবর (১৫২৬-৩০) ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিলের রাত্রি কিলা-ই-রাই পিথোরার দুর্গে যাপন করিয়া ছিলেন। তিনিও তাঁহার আত্মজীবনীতে এই মিনারকে কুতুব মিনার বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।[৯৫] বরং তিনি ইহাকে 'আলাউদ্দিন খলজীর মিনার' বলিয়া উল্লেখ করিয়া আরো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন।

www.pathagar.com

আশ্চর্যজনক হইলেও সত্য যে, ঐতিহাসিক কোন সমর্থন না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ আমলের কতিপয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ (যেমন, কানিংহাম, র‍্যাভারটি, উলসলীহেগ, আর,এন, মুসী প্রমুখ) এই মর্মে মত পোষণ করেন যে, কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১০) বাগাদাদের উস্ নিবাসী সূফী সাধক কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর[৯৬] নামানুসারে এই মিনারের 'কুতুব মিনার' নামকরণ করেন।[৯৭] উল্লেখ্য, এই সূফী সাধক 'কুতুব সাহেব' বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্বে সৈয়দ আহমদ খান এই মিনারকে 'কুতুব সাহেব কি লাট'[৯৮] বলিয়া অভিহিত করিলে মিনারের সহিত কুতুব কথাটি সংযুক্ত হইতে থাকে। পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধু হেইগ এর মিনারের নামকরণ সম্পর্কিত মতকে এবং কে.কে. দত্ত র‍্যাভারটির মতকে সমর্থন করিতে থাকেন। এই সমস্ত ঘটনার ফলশ্রুতিতে পর্যটক-গাইড এবং গেজেটিয়ার লেখকদের বদৌলতে বৃটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐ সময়ের ঐতিহাসিকদের দেওয়া 'কুতুব মিনার' নামটি এমনভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে যে, কোন প্রকার ঐতিহাসিক সমর্থনের ভিত না থাকা সত্ত্বেও আমরা নির্দ্বিধায় এই মিনারকে 'কুতুব মিনার' বলিয়াই অভিহিত করিয়া চলিয়াছি।

২। ক'ইল মিনার

ক'ইল উত্তর প্রদেশের আলীগড়ের একটি প্রাচীন শহর। ১১৯৪ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন আইবেক (১২০৬-১০) শহরটি অধিকার করেন।[৯৯] এই স্থানের একটি মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই মিনারটি নির্মাণ করা হয়।[১০০] মিনারটি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর তৎকালীন লে. গভর্নরের আদেশে মসজিদটি সম্প্রসারণের জন্য ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।[১০১] এই মিনারের একটি শিলালিপি[১০২] হইতে জানা যায় যে, সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদের (১২৪৬-৬৫) রাজত্ব কালে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা গিয়াস উদ্দিন বলবনের আদেশে ৬৫২ হি. অর্থাৎ ১২৫৪ খ্রিস্টাব্দে এই মিনারটি নির্মিত হয়।[১০৩]

ভূমি নক্শা ও গঠন

এই মিনারটি বালাকিলার উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছিল। বর্গাকার ভিতের উপর এই গোলায়িত মিনারটি নির্মিত হইয়াছিল। অনুমান করা হয় যে, দিল্লীর কুতুব মিনারের মত ইহাও বহির্গত ঝুলবারান্দা দ্বারা কয়েকটি তলায় বিভক্ত ছিল। যখন ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় তখন ইহার প্রথম এবং দ্বিতীয় তলার কিছু অংশ বর্তমান ছিল। ইহার ভিত্তি নির্মাণে প্রস্তর খণ্ড এবং লাল বেলে পাথরের টুকরা ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার প্রথম তলা প্রস্তর খণ্ড এবং দ্বিতীয় তলা পোড়ানো ইট দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। এই মিনারের উত্তর দিকে ছিল একটি প্রবেশপথ। এখান হইতে মিনার শীর্ষে আরোহণের জন্য

www.pathagar.com

একটি পাথরের সিঁড়ি সোপান বর্তমান ছিল। প্রথম তলার উচ্চতা ছিল ৫৪ ফুট (১৬.৪৫ মি.) এবং দ্বিতীয় তলার যে অংশটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহার উচ্চতা ছিল ২০ ফুট (৬.০৯ মি.)। মিনার তলদেশের পরিধি ছিল ৮০ ফুট (২৪.৩৮ মি.) এবং দেওয়ালের পুরুত্ব ছিল ৬ ফুট (১.৮২ মি:)। তবে প্রথম তলার শীর্ষদেশে এই দেওয়ালের পুরুত্ব দাঁড়ায় ৪.৫০ ফুট (১.৩৭ মি.)।[১০৪] ইহা হইতেই অনুমান করা যায় যে, মিনারটি উপরের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছিল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কুতুব মিনারের অনুকরণে ইহা নির্মিত হইলেও ইহার বহির্গাত্র খাতযুক্ত ছিল না। তাহা ছাড়া, কুতুব মিনারের বহুভুজী ভিতের পরিবর্তে ইহার ভিত ছিল বর্গাকার। লেডলীর 'মিস্‌সেলিনী'তে[১০৫] জনৈক লেখক এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্থাপত্যের দিক হইতে ইহা কুতুব মিনার অপেক্ষা নিম্ন মানের হইলেও ঐতিহাসিক গুরুত্বের নিরিখে ইহার গুরুত্ব কুতুব মিনারের চাইতে কোন অংশে কম নহে। ইহার দ্বিতলে ইটের ব্যবহার হয়ত পরবর্তীকালের কোন সংস্কারের ফল। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, দিল্লীর হিন্দুগণের মত ক'ইলের হিন্দুগণও মনে করিতেন যে, মিনারটি অতীতে তাহাদের কোন রাজা কর্তৃক তাঁহার কন্যার যমুনা দর্শনের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।[১০৬]

ঈদগাহ্

মসজিদ ও মিনার ব্যতীত আর এক প্রকার ধর্মীয় ইমারত মুসলমানদের হাতে উৎকর্ষতা লাভ করে। এইগুলি হইল ঈদগাহ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সময় হইতেই বিশেষ ধরনের নামায (যেমন, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা) জামাতবদ্ধ হইয়া মসজিদের বাহিরে কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়া হইত। মহানবীর অনুকরণে তাঁহার অনুসারীগণও এই ধরনের নামায আদায়ের জন্য শহর এলাকার বাহিরে একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারিত করিত। পরবর্তীকালে এই স্থান সমূহ মুসাল্লা, ঈদগাহ্, নামাযগাহ্ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষেও মুসলিম শাসনামলে মসজিদের পাশাপাশি ঈদগাহ, মুছাল্লা বা নামাযগাহ নির্মিত হইতে থাকে। ১১৮৮ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘোরী যখন মুলতান জয় করেন সেখানে পূর্ব হইতেই একটি ঈদগাহ বিদ্যমান ছিল।[১০৭] ভারতে মামলুক শামনামলে যে দুই-একটি ঈদগাহ নির্মিত হয় তাহার একটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শাম্‌সী ঈদগাহ্, বদাউন (আলোকচিত্র : ১৭)

এই ঈদগাহটিকে মামলুক আমলে নির্মিত প্রথম ঈদগাহ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ১২০২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১২০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাম্‌সুদ্দিন ইলতুৎমিশ বদাউনের শাসনকর্তা হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। আলোচ্য ঈদগাহটি এই সময়েই

www.pathagar.com

নির্মিত হইয়াছিল।[১০৮] নির্মাতার নামানুসারে অদ্যাবধি ইহা শাম্‌সী ঈদগাহ নামেই পরিচিত।

সাধারণভাবে বিচার করিতে গেলে এই ঈদগাহটি একটি বিশালাকৃতি প্রশস্ত প্রাচীর ব্যতীত আর কিছুই নয়। উত্তর-দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ৩০২ ফুট (৯২.০৪ মি.) এবং উচ্চতা ১২ ফুট (৩.৬৫ মি.)। ইহা সম্পূর্ণভাবে ইষ্টক নির্মিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই বিরাটাকার প্রাচীরটির ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত হইয়াছে একটি মিহরাব যাহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে একটি করিয়া খিলানধৃত কুলঙ্গী। এই বিশাল প্রাচীরের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় প্রান্তে রহিয়াছে একটি করিয়া গম্বুজ বিশিষ্ট অষ্টভুজী আলম্ব বা ঠেক্‌না (buttress)। এই গম্বুজ বিশিষ্ট ঠেক্‌নার অভ্যন্তরস্থ সিঁড়ির সাহায্যে ঈদগাহ প্রাচীরের উপরিভাগে যাওয়া যায়।

গঠন এবং আকৃতিতে এই ঈদগাহের বিশেষ কোন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত না হইলেও অলঙ্করণের ক্ষেত্রে ভারতের মুসলিম স্থাপত্যে ইহার একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। এই ঈদগাহের প্রাচীর শীর্ষের অব্যবহিত তলদেশ বরাবর নীল রং এর জেল্লাদার (glazed) কয়েকটি ইষ্টক সারি একদা শোভা পাইত।[১০৯] সম্ভবত জেল্লাদার ইষ্টক অলঙ্করণের ব্যবহার ভারতে মামলুক আমলে ইহাই প্রথম।

একাধিক বার সংস্কারের ফলে ইহার জেল্লাদার ইষ্টক সারির অলঙ্করণ এখন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। উত্তর ভারতে মুসলিম শাসনামলে নির্মিত ইমারতসমূহ জরিপ করিবার সময় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কারলাইল নামক প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের জনৈক কর্মকর্তা এই ঈদগাহের জেল্লাদার ইষ্টক অলঙ্করণের মুছিয়া যাওয়া কিছু অবশিষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।[১১০] তবে বর্তমানে ইহারও কিছু অবশিষ্ট নাই।

২। হান্‌সী ঈদগাহ

ইহা বর্তমানের ভারতীয় পাঞ্জাবের হিস্‌সার জেলায় এবং হান্‌সী শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের পুত্র আবুল ফতেহ মাহমুদ হান্‌সীর শাসনকর্তা থাকাকালীন ১২২৬ খ্রিস্টাব্দে বা তাঁহার কিছু পূর্বে ইহা নির্মিত হয়।[১১১]

সমাধিসৌধ

মসজিদ, মিনার এবং ঈদগাহের পর ধর্মীয় ইমারত হিসাবে সমাধি সৌধেরও একটা বিশেষ গুরুত্ব মুসলমানদের নিকট রহিয়াছে। এই গুরুত্বের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[১১২] এই গুরুত্ব অনুধাবনের ফলশ্রুতিতে মামলুক শাসনামলেও বেশ কিছু সংখ্যক সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। নিম্নে মামলুক আমলে নির্মিত সমাধি সৌধগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

www.pathagar.com

১। কুতুব উদ্দিন আইবেকের সমাধি

ভারতে মামলুক শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কুতুবউদ্দিন আইবেক পোলো খেলিবার সময় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া ১২১১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরে তাঁহাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার কবরের উপর একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়।[১১৩] এই সমাধি সৌধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও সম্ভবত ইহাই ভারতে মামলুক শাসনামলের প্রথম রাজকীয় সমাধিসৌধ। পুনর্নির্মিত অবস্থায় কুতুবউদ্দিন আইবেকের সমাধি বর্তমানে আইবেক রোডে আনারকলির একটি গলিতে অবহেলিত অবস্থায় রহিয়াছে। ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, কুতুব উদ্দিন আইবেকের সমাধিতে অতীতে বহু লোকের সমাগম ঘটিত।[১১৪] ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধি সৌধের সংস্কার সাধন[১১৫] করা হইলেও কালের করাল গ্রাসে ইহার মূল স্থাপত্যিক গঠন ও আদল আমাদের নিকট খুব একটা স্পষ্ট নহে। তবে মামলুক বংশের প্রথম শাসক হিসাবে কুতুব উদ্দিন আইবেকের সমাধি সৌধ যে খুব একটা সাদাসিদে ছিল না তাহা অবশ্য অনুমান করা যায়।

২। সুলতান ঘুরি, দিল্লী (আলোকচিত্র : ১৮,১৯)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

ইহা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা নাসির উদ্দিন মাহমুদের (মৃ. ১২২৯) সমাধি। ইহা ভারতে মামলুক শাসনামলে নির্মিত বিদ্যমান প্রাচীনতম সমাধি সমূহের অন্যতম। পিতা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পূর্বেই ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদের মৃত্যু হয়। কুতুব মিনার হইতে প্রায় চারি মাইল উত্তর-পশ্চিমে বর্তমান মেহেরলী-পালাম সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে মহিপালপুর নামক স্থানে এই সমাধিসৌধটি অবস্থিত। রাজপুত্রের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার কবরকে "ঘরি" বা একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষে স্থাপন করা হয়। এই কারণেই তাঁহাকে "সুলতান-ই-ঘরি" বা গুহার সুলতান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।[১১৬] এই সমাধিসৌধের প্রবেশ পথের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কর্তৃক ৬২৯ হি. অর্থাৎ ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[১১৭]

একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের স্থানে নির্মিত এই সমাধিসৌধটি ভূমি হইতে ১০ ফুট (৩.০৪ মি.) উঁচু বাঁধানো ভিটির উপর অবস্থিত। অকর্তিত পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত এই উঁচু বেদিটি বর্গাকৃতি এবং চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। (রেখাচিত্র : ১১)। খিলানযুক্ত এই প্রাচীরের প্রশস্ততা ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি (৩.২২ মি.)। খিলানগুলি ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত। ইহার চারিকোণায় চারিটি গোলায়িত বুরুজ রহিয়াছে। এইগুলির সংযোজন এই সমাধিসৌধটিতে সামরিক স্থাপত্যের ছাপ

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বদিকের খিলান পথের মধ্যদিয়ে এই সমাধি চত্বরে প্রবেশ করা যায়। ভূমি হইতে বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া এই প্রবেশপথে পৌঁছানো যায়।

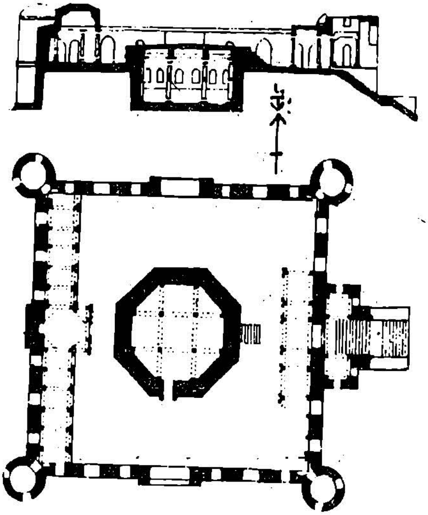

রেখাচিত্র : ১১। সুলতান ঘরি : ভূমি নক্‌শা

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

প্রাচীর বেষ্টিত বর্গাকার চত্বরের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬৬ ফুট (২০.১১ মি.)। এই বর্গাকার চত্বরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে সমাধির ভূগর্ভস্থ কক্ষটি নির্মিত হইয়াছে। ধূসর বর্ণের সুখণ্ড (ashlar) বেলে পাথরে নির্মিত এই সমাধি কক্ষটি অষ্টভুজাকৃতি এবং ইহার উচ্চতা ১৩ ফুট (৩.৯৬ মি.)। দুই প্রস্থ্ হ্রস্ব স্তম্ভের উপরি স্থাপনের মাধ্যমে এই উচ্চতা প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে। বলাই বাহুল্য, এই স্তম্ভসমূহ হিন্দুমন্দির হইতে সংগৃহীত। ১৩ ফুট (৩.৯৬ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট এই অষ্টভুজাকৃতি সমাধি কক্ষটির ছাদ সমতল। এই ছাদ সর্দল, কড়ি-বর্গা এবং চুন-কংক্রিট সহযোগে নির্মিত। এই সমতল ছাদের উপর আচ্ছাদন হিসাবে পূর্বে একটি পিরামিডাকৃতি গম্বুজ ছিল যাহা বর্তমানে অনুপস্থিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অকর্তিত পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা ভরাটকৃত এই বর্গাকৃতি চত্বরের উচ্চতা ১০ ফুট (৩. ০৪ মি.)। সুতরাং ১৩ ফুট (৩.৯৬ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট সমাধি কক্ষের উপরের অংশ বাঁধানো চত্বরের উপর ৩ ফুট (০.৯১ মি.) জাগিয়া রহিয়াছে। ধূসর বর্ণের বেলে পাথরে নির্মিত এই সমাধি কক্ষটির বহির্গাত্র পরবর্তীকালে তুগলক সুলতান ফিরোজ শাহ (১৩৫১-৮৮) সাদা মার্বেলের

www.pathagar.com

আস্তরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিয়াছিলেন। সমাধি কক্ষের দক্ষিণ দিকের প্রধান বাহুতে একটি ফোঁকড় রহিয়াছে। সম্প্রতি সমাধি কক্ষের ভিতরের দিকে কয়েকটি সিঁড়ির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সহিত উল্লিখিত দক্ষিণ বাহুর ফোঁকড়ের সংযোগ রহিয়াছে। সম্ভবত উক্ত ফোঁকড়ের সিঁড়ি বাহিয়া সমাধি কক্ষে নামার ইহাই ছিল একমাত্র ব্যবস্থা। পূর্ব দিকের প্রধান বাহুতে সাত ধাপ বিশিষ্ট একটি সিঁড়ি সোপান রহিয়াছে যাহার সাহায্যে বাঁধানো চত্বর হইতে সমাধি কক্ষের ছাদে যাওয়া সম্ভব।

অষ্টভুজাকৃতি সমাধি কক্ষের ৩ ফুট (০.৯১ মি.) জাগিয়া থাকা অংশটুকুর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে স্তম্ভ সম্বলিত আচ্ছাদন রহিয়াছে। তবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অংশে এইরূপ কোন প্রকার আচ্ছাদন নাই। উল্লেখ্য, আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদন বিহীন অংশের সমন্বয়ে গঠিত এইরূপ সমাধিসৌধ সেলজুকীয় পারস্যের সানজারের সমাধিসৌধের (১১৫৭) কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।[১১৮] পূর্ব ও পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশদ্বয় একদা মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হইত। তবে পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশটুকু মাদ্রাসা ছাড়াও যে নামায আদায় করার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কেননা এই আচ্ছাদিত অংশের পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে মার্বেল পাথরের একটি মিহরাব। মিহরাবের সংযোজন হেতু এই সমাধিকে মাশহাদ শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশের ছাদের ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি পিরামিডাকৃতি গম্বুজ। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মধ্য এশিয়ার তাঁবুর অনুকরণে নির্মিত পিরামিড সদৃশ এই কৌণিক গম্বুজ দ্বাদশ শতাব্দীর আনাতোলিয়ার কাইসারিয়ায় দৃষ্ট সেলজুকীয় গম্বুজসমূহের সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য বহন করে।[১১৯]

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের অলঙ্করণে লিপিকলা এক অনন্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। প্রবেশ পথের বহির্দেশে সুলস পদ্ধতির লিপিকলার মাধ্যমে এক অপূর্ব আলঙ্কারিক ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রবেশ পথের ভিতরের অংশে নস্‌খ লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে উৎকীর্ণ পবিত্র কুরআনের বাণীলিপি অলঙ্করণের এক অপূর্ব মাধুর্যের অবতারণা করিয়াছে।

পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশে খিলান কাঠামোয় সংস্থাপিত মিহরাবের অলঙ্করণও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিহরাবটি খাঁজ বিশিষ্ট। মিহরাবের খিলানগর্ভ (intrados) ক্ষুদ্রাকৃতি বর্শাফলকের সারি দ্বারা অলঙ্কৃত।[১২০] মিহরাবের খিলানমুখে নস্‌খ লিখন পদ্ধতির লিপি দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের বাণী। মিহরাব গাত্রে লিপিকলা অলঙ্করণের পাশাপাশি ঝুলন্ত ঘণ্টার নক্‌শাও পরিলক্ষিত হয়।

আরবী লিপিকলাশ্রিত অলঙ্করণ ছাড়াও হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত খাত (flute) সম্বলিত স্তম্ভ এবং ব্রাকেট সম্বলিত স্তম্ভশীর্ষ এই সমাধি সৌধের অলঙ্করণ বিন্যাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটাইয়াছে। এই সমাধিসৌধের অনেক স্থানে মহিষ ও অশ্ব

www.pathagar.com

মস্তকের খোদিত নক্‌শা সম্বলিত সর্দল (আলোকচিত্র : ২০) ব্যবহার করা হইয়াছে। খুব সম্ভবত এইগুলি হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত। তবে লক্ষণীয় যে; মুসলিম ধর্মীয় ইমারতে ব্যবহারোপযোগী করার জন্য এইগুলির কোন প্রকার অঙ্গহানী ঘটানো হয় নাই।[১২১]

স্থাপত্য উৎস

ব্যতিক্রমধর্মী এই সমাধিসৌধের স্থাপত্য উৎস সম্পর্কে বলিতে গেলে বলিতে হয়, এই ধরনের ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষের ধারণা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের ছিল না। সুতরাং ইহার ধারণা যে ভারতবর্ষের বাহির হইতেই আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভারতের বাহিরে একাধিক ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষের অস্তিত্ব বিদ্যমান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তাইবেরিয়াসের মসজিদে খিলানসারি পরিবেষ্টিত অঙ্গনের ভূগর্ভস্থ কক্ষে ৭০ জন নবীর সমাধির অস্তিত্ব সম্পর্কে নাসির-ই-খসরু ১০৪৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন।[১২২] ইহা ছাড়াও আজারবাইজানের মারাঘায় সেলজুকগণের সমাধি-বুরুজে (tomb-tower) ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। গুম্বদ-ই -সুরখ (১১৪৭) এবং গুম্বদ-ই-কাবুদ (১১৯৬) এই ধরনের দুইটি সেলজুক সমাধি-বুরুজ। প্রকাশ থাকে যে, ভারতে মামলুক শাসন প্রতিষ্ঠার লগ্নে সেলজুক সংস্কৃতির প্রভাব পশ্চিম এশিয়ার ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সুতরাং মামলুক শাসনামলের প্রথম দিকে ভারতে নির্মিত ভূ-গর্ভস্থ সমাধিকক্ষের ধারণা যে, এই সমস্ত সমাধি ইমারত হইতে আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ছাড়াও এই সমাধি সৌধের মসজিদ অংশের অগভীর খাত (fluting) বিশিষ্ট স্তম্ভসমূহ রোমক স্থাপত্যের ধারক বলিয়া অনেকে মনে করেন।[১২৩] তুর্কী অথবা সেলজুকীয় মাধ্যমে তাহারা সম্ভবত সিরিয়া হইতে আমদানীকৃত।[১২৪] চারিকোণার বুরুজগুলি পারসিক ও তুর্কী ইমারত হইতে অনুকৃত।[১২৫]

সাধারণ আলোচনা

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, এই সমাধিসৌধটি ভারতে বিদ্যমান প্রাচীনতম সমাধিসৌধগুলির অন্যতম। শুধু তাহাই নহে, মুসলিম শাসনামলে ভারতের মুসলিম স্থাপত্যে অষ্টভুজাকৃতি কক্ষ ব্যবহারের ইহা একটি প্রাচীনতম জ্ঞাত নিদর্শন। ইহা ছাড়াও সমগ্র নির্মাণ কাঠামোর আওতায় মসজিদের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের অন্তর্ভুক্তি নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্যবহ। কবর যিয়ারতকারীদের দু'আ লাভের সুবিধা ছাড়াও সমাধিসৌধে মসজিদের অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতের শত্রুভাবাপন্ন শাসকগণকে ইহা অপবিত্র করা হইতে বিরত রাখিবে বলিয়াও হয়ত ধারণা করা হইত। ইমারতের চারিকোণায় বুরুজ সংযোজনের মাধ্যমে ইহাতে সামরিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য আরোপের পশ্চাতে হয়ত বা এই ধারণাই কাজ করিয়াছিল যে, প্রয়োজনে এই সমাধিসৌধকে রাজধানী দিল্লীকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসাবেও ব্যবহার

www.pathagar.com

করা যাইবে। এই সমাধিসৌধটি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিন্দু মন্দিরের নানাবিধ নির্মাণ সামগ্রী ইহার নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হইলেও ইহা স্পষ্ট যে, এই ইমারতের নির্মাতাগণ কেবল হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত নির্মাণ উপকরণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন নাই। বরং স্বীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সুখণ্ড প্রস্তর (ashlar) ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাণ শৈলীর প্রাথমিক পর্যায়ের ভিত রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

৩। ইলতুৎমিশের সমাধি (আলোকচিত্র : ২১)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ১২৩৫ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে স্বীয় জীবদ্দশাতেই নিজের জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন।[১২৬]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটি বর্গাকৃতি। (রেখাচিত্র : ১২)। ইহার প্রতিবাহুর বাহিরের দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট (১২.৮০ মি.)। ইহার নির্মাণে ধূসর এবং লালবর্ণের সুখণ্ড (ashlar, dressed) বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্গাকার কক্ষের কেন্দ্রস্থলে মার্বেল পাথরের শবাধার।[১২৭] পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রহিয়াছে তিনটি মিহরাব। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলের মিহরাবটি মার্বেল পাথরে নির্মিত। একই কক্ষে তিনটি মিহরাবের সমাবেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[১২৮] সমাধিতে স্থাপত্যগত কারণে মিহরাবের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, নির্মাতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার আত্মার সদগতি কামনায় প্রার্থনার জন্য এই মিহরাবের সংযোজন, তথাপি প্রশ্ন

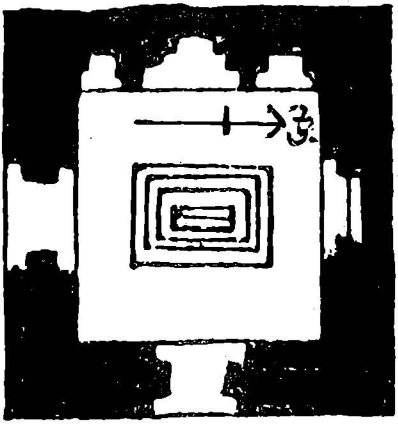

রেখাচিত্র ১২। ইলতুৎমিশের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

www.pathagar.com

থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তো একটি মিহরাবই যথেষ্ট, তিনটি কেন? তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই মিহরাবসমূহ উপাসানার প্রয়োজনে নয় বরং সমাধির অলঙ্করণ হিসাবেই নির্মিত হইয়াছে।[১২৯] ইলতুৎমিশের সমাধির মিহরাবসমূহ অবিকল তাঁহার নির্মিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দায় সন্নিবেশিত কুলঙ্গীর ন্যায় হওয়ায় এই যুক্তি আরো গ্রহণযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।[১৩০] যাহা হউক, মধ্যস্থলের অর্থাৎ কেন্দ্রীয় মিহরাবটি একটি আয়তাকার ফ্রেম বা কাঠামোয় স্থাপিত। এই আয়তাকার ফ্রেমে স্থাপন করা হইয়াছে একটি বড় আকারের কৌণিক খিলান। এই কাঠামোর অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি আয়তাকার ফ্রেমে স্থাপন করা হইয়াছে একটি খাঁজ খিলান। অবশ্য পার্শ্বের মিহরাব দুইটি খাঁজ খিলান সম্বলিত হইলেও এগুলিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে একাধিক খিলান বিন্যাস দৃষ্টিগোচর হয় না। বলাই বাহুল্য, একাধিক খিলানের সন্নিবেশ ঘটানোর নির্মাণকৌশল অবলম্বনের ফলে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি (আলোকচিত্র : ২২) নিঃসন্দেহে স্থাপত্য স্বাতন্ত্র লাভ করিয়াছে।

এই সমাধিসৌধটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তিনটি কৌণিক খিলান সম্বলিত প্রবেশপথ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবের খিলান সন্নিবেশের কৌশল অবলম্বন করিয়া প্রবেশপথের খিলানও একটি বৃহত্তর কৌণিক খিলানের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইয়াছে। এক সময়ে এই ইমারতটির উপরে একটি অনুচ্চ গম্বুজ ছিল যাহা বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় রীতির অনুকরণে এককেন্দ্রিক সুখণ্ড প্রস্তর চক্রের ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতির প্রয়োগে (রেখাচিত্র : ৩) এই গম্বুজ নির্মিত হইয়াছিল। আরো উল্লেখ্য যে, ইহার অবস্থান্তর পর্যায়ে (phase of transition) স্কুইঞ্চ পদ্ধতির(আলোকচিত্র : ২৩) সাহায্য লওয়া হইয়াছিল।[১৩১] উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই স্কুইঞ্চ খিলান নির্মাণেও ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে গম্বুজের পরিসর বেশি হওয়ায় ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত এই গম্বুজের স্বীয় ভার বহনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ছিল না। ফলে অল্পকালের মধ্যেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। জানা যায়, ইহার পর সুলতান ফিরোজ তুগলক (১৩৫১-৮৮) পুনরায় একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন।[১৩২] সম্ভবত পুনরায় একই নির্মাণ কৌশল অনুসৃত হওয়ায় দ্বিতীয় গম্বুজটিও ভাঙ্গিয়া পড়ে। বর্তমানে ইমারতটির ছাদ গম্বুজ বিহীন এবং উন্মুক্ত।

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের অলঙ্করণ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ইহার অভ্যন্তর ভাগের প্রায় সর্বত্রই রহিয়াছে খোদিত জ্যামিতিক নক্‌শা, আরব্য নক্‌শা এবং ইসলামী পদ্ধতির লিপি অলঙ্করণের (আলোকচিত্র) : ২২) বিশেষ প্রাধান্য। লিপি অলঙ্করণের জন্য কুফী, তুঘ্‌রা এবং নাসতালিক পদ্ধতির লিখন রীতির সফল এবং চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহার করা হইয়াছে। কুরআনের শত শত আয়াত এই সকল পদ্ধতির মাধ্যমে অভ্যন্তরের দেওয়াল গাত্রে চমৎকারভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে।[১৩৩] (আলোকচিত্র :২২)। প্রস্তর

www.pathagar.com

খোদাই অলঙ্করণে সমৃদ্ধ ভারতীয় হিন্দু মন্দিরগুলির প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণের তুলনায় এই ইমারতের অনুরূপ পদ্ধতির অলঙ্করণের শৈল্পিক মান কোন অংশেই নিম্নমানের নহে। ইসলামী নক্‌শা প্রতীকের (ornamental motif) পাশাপাশি হিন্দু অলঙ্করণ রীতির প্রতিনিধিত্ব মূলক প্রতীক অর্ধচক্র, শিকল ঘণ্টা, পদ্ম, তরঙ্গায়িত রেখা ইত্যাদির ব্যবহার এই ইমারতের সার্বিক গাত্রালঙ্করণ পরিকল্পনায় এক অপূর্ব এবং প্রাণবন্ত শিল্প ব্যঞ্জনার আবহ সৃষ্টি করিয়াছে। এগুলির পাশাপাশি, বেলে পাথরের দেওয়ালে সাদা মার্বেল পাথরের ফালি সংযোজন গৃহাভ্যন্তরে এক বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে।

মন্তব্য

একরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, এই ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়াই ভারতে প্রাথমিক যুগের তুর্কী স্থাপত্য পূর্ণতা লাভ করে। ইহা ছাড়াও গম্বুজ নির্মাণের জন্য স্কুইঞ্চ পদ্ধতির প্রথম ব্যবহার এই ইমারতটিকে বিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু নির্মাতা এবং কারিগরগণের শিল্প প্রতিভা এবং নৈপুণ্য যে মুসলিম স্থাপত্যের প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণের চাহিদা সফলভাবে মিটাইতে পারে এই ইমারতটির অপূর্ব প্রস্তর খোদাই অলঙ্করণ তাহারই সাক্ষ্য বহন করে।

৪। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি, দিল্লী (আলোকচিত্র : ২৪)

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের সমাধি নির্মাণের মধ্য দিয়া ভারতে প্রাথমিক তুর্কী শাসনামলের মুসলিম স্থাপত্য বিকাশের একটি বিশেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। সুযোগ্য শাসকের অভাবে ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর সুদীর্ঘ ষাট বৎসর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। ইহার ফলশ্রুতিতে এই ষাট বৎসর ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের একটা বন্ধ্যাত্বকাল হিসাবে পরিগণিত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে স্থাপত্যের কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয় না। এতে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেন সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবন (১২৬৫-৮৬)। সম্ভবত ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে[১৩৪] সুলতান গিয়াস উদ্দিন স্বীয় সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এই সমাধি সৌধটি কিলা-ই-রাই পিথোরার সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইহা অকর্তিত পিণ্ড পাথর (rubble) দ্বারা নির্মিত একটি বর্গাকার ইমারত। ইহার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য ৩৮ ফুট (১১.৫৮ মি.)। ইহার চারি দেওয়ালের প্রতিটির মধ্যস্থলে একটি করিয়া খিলান পথ আছে। ছাদে রহিয়াছে একটি গম্বুজ। বর্তমানের বিধ্বস্ত অবস্থায় ইমারতটি দেখিতে আকর্ষণীয় মনে না হইলেও ইহার গঠনশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইহাকে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য্য মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। এই ইমারতের চারিটি খিলানই ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতির পরিবর্তে ভুসোঁয়া পদ্ধতিতে নির্মিত (আলোকচিত্র : ২৫) প্রকৃত খিলান (true arch)। এই পদ্ধতিতে নির্মিত খিলান দিল্লীর মুসলিম ইমারতে সম্ভবত ইহাই প্রথম।[১৩ক]

www.pathagar.com

তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধেও এই ধরনের খিলান নির্মাণের ঘটনা বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, সামরিক ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী মুসলমানরাই কেবল ঐ সময়ে ভারতে আগমন করে নাই; বরং ভুসোঁয়া পদ্ধতিতে খিলান নির্মাণ একথাও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ভারতের বাহির হইতে কালক্রমে বহু দক্ষ কারিগরও ভারতে আসিয়াছিল। আর এই কারিগর এবং তাহাদের বংশধরগণই যে পরবর্তীকালে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ সাধনে প্রভূত অবদান রাখিয়াছিল তা বলাই বাহুল্য।

৫। খান শহীদের সমাধি

কুতুব মিনারের অদূরে দাউদ সরাই নামক স্থানে এই সমাধিটি অবস্থিত। ইহা বর্তমানে অত্যন্ত ভগ্নদশা অবস্থায় রহিয়াছে। স্থানীয় জনগণ মনে করে যে, ইহা সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র মুহাম্মদের সমাধি।[১৩৫] মুহাম্মদ ১২৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের নিকট মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। যুদ্ধে শাহাদত বরণ করার জন্যই সম্ভবত তাঁহাকে খান শহীদ নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল।

সমাধিটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ১১ ইঞ্চি (৫. ১৪ মি.) এবং প্রস্থ ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৩.৫৭ মি.) ইহার বারটি স্তম্ভের সবগুলিই প্রস্তর নির্মিত। তবে ইহার খিলান ছাদ ইট ও পলেস্তারা সহযোগে নির্মিত। অলঙ্করণ সম্পর্কে জানা যায় যে, ভিতরের ছাদে পলেস্তারায় কর্তিত জ্যামিতিক নক্‌শা এবং লিপি অলঙ্করণের চমৎকার সমন্বয় সাধন করা হইয়াছিল। ইমারতটির বহির্গাত্রে একদা জেল্লাদার নীল টালির অলঙ্করণ শোভা পাইত।[১৩৬] বর্তমানে এই টালি অলঙ্করণের অতি সামান্যই অবশিষ্ট রহিয়াছে।

৬। সৈয়দ শাহ নিয়াত উল্লার সমাধি

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে হানসী বিজিত হওয়ার সময় জনৈক সৈয়দ শাহ নিয়ামত উল্লাহ মুহাম্মদ ঘুরীর পক্ষে পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মৃত্যুবরণ করেন।[১৩৭] হানসী দুর্গের অভ্যন্তরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার সমাধির উপর একটি সৌধ নির্মাণ করা হয়। বহুবার সংস্কারের ফলে ইহার মূল আদল অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই সমাধিসৌধের দুইটি শিলালিপিতে দুইটি তারিখের উল্লেখ আছে। একটি ৫৯৩ হি. অর্থাৎ ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দ এবং অপরটি ৯৫৩ হি. অর্থাৎ ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দ।[১৩৮] ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ শাহ নিয়ামত উল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। সুতরাং ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দকে এই সমাধিসৌধ নির্মাণের তারিখ এবং ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দকে ইহার সংস্কারের তারিখ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইমারতটির কোন বিশদ বর্ণনা পাওয়া না গেলেও ইহা যে মামলুক শাসনামলের প্রাচীনতম সমাধি সৌধের অন্যতম তাহা বলাই বহুল্য।

www.pathagar.com

৭। চাহার কুতুব

এই সমাধিসৌধটি হান্‌সী শহরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা সূফী সাধক কুতুব জামাল উদ্দিনের সমাধি। কথিত আছে, জামাল উদ্দিনের পিতা জামিদ উদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর সহিত হান্‌সী বিজয়ে অংশগ্রহণ করেন।[১৩৯] হান্‌সী বিজয়ের পর ইহা জামিদ উদ্দিনের পুত্র কুতুব জামাল উদ্দিনকে অর্পণ করা হয়। কিন্তু তিনি ইহার শাসনভার গ্রহণ না করিয়া আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করেন।[১৪০] কুতুব জামাল উদ্দিনের অধস্তন চারি পুরুষ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'চাহার কুতুব' বা চারি কুতুব বলিয়া অভিহিত করা হয়।[১৪১] কুতুব জামাল উদ্দিন ৬৭০ হি. বা ১২৭১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।[১৪২] সুতরাং এই সময়ে বা ইহার পরে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ হইতে শুধু এই টুকুই জানা যায় যে, সমাধিসৌধটি দেখিতে খুবই সুন্দর ছিল এবং ইহা ছিল গম্বুজ শোভিত।[১৪৩]

পাঞ্জাবের হান্‌সীতে নির্মিত সমাধিসৌধগুলি ছাড়াও পাঞ্জাবের মুলতানে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে (১২৬৬-৮৭) এক বিশেষ ধরনের সমাধি নির্মাণের মাধ্যমে পাঞ্জাবে এক আঞ্চলিক স্থাপত্য রীতির সূচনা হয়। এই রীতির সহিত দিল্লীর রাজকীয় স্থাপত্য রীতির বিশেষ কোন সাদৃশ্যই ছিল না। এই সময়ে মুলতানে যে সমস্ত সমাধি নির্মিত হয় তাহাদের প্রভাব পরবর্তী প্রায় ছয় শতাব্দীকাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। এই ধরনের সমাধিসৌধের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল :

(ক) ইহারা ইষ্টক নির্মিত এবং ইহাদের নির্মাণকার্য তিন স্তরে সম্পাদিত। প্রথম স্তর বর্গাকার; দ্বিতীয় স্তর অষ্টভুজাকৃতি এবং তৃতীয় স্তর গম্বুজ বিশিষ্ট;

(খ) ইহাদের প্রথম স্তরের প্রতি কোণা বুরুজ সম্বলিত; দ্বিতীয় স্তরের অষ্টভুজের প্রতি কোণেও রহিয়াছে ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ;

(গ) পলেস্তারার আস্তরণ বিহীন এই সমস্ত ইমারতের অন্ত এবং বহির্গাত্রে জেল্লাদার রঙিন টালির অলঙ্করণের সীমিত ব্যবহার;

(ঘ) স্থিতি-স্থাপকতার কার্যকারিতার জন্য এই সমস্ত ইমারতে ইষ্টক বিন্যাসের সহিত কাষ্ঠ বাতার ব্যবহার।

বলা বহুল্য, স্থানীয় এবং বৈদেশিক, বিশেষত মধ্য এশিয়ার মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের ফলেই মুলতানে এই বিশেষ রীতির সমাধি স্থাপত্যের বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল। মামলুক আমলে মুলতানে এই বিশেষ রীতিতে যে সমস্ত সমাধিসৌধ নির্মিত হইয়াছিল নিম্নে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

৮। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি (আলোকচিত্র : ২৬)

বাহাউদ্দিন জাকারিয়া (মৃত ১২৬৭) সোহরাওয়ার্দীয়া তরিকার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক পুরুষ ছিলেন। পাঞ্জাবে ইসলাম প্রচারে তাঁহার অবদান অতুলনীয়।[১৪৪] ধর্মীয় ক্ষেত্রে অবদানের পাশাপাশি তৎকালীন রাজনীতিতেও তাঁহার প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। নাসির উদ্দিন কুবাচার বিরুদ্ধে তিনি শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশকে (১২১১-৩৬) সমর্থন দান করিয়াছিলেন। সুলতান হওয়ার পর ইলতুৎমিশও তাঁহাকে শেখ-উল-ইসলামের পদে নিয়োগ দান করিয়াছিলেন। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে সুলতান নাসির উদ্দিনের

www.pathagar.com

শাসনকালে (১২৪৬-৬৬) মোঙ্গলগণ যখন মুলতান অবরোধ করে তখন তিনিই একলক্ষ দিনারের বিনিময়ে মোঙ্গল অবরোধ উঠাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।[১৪৫] এই সাধক পুরুষ গিয়াস উদ্দিন বলবনের (১২৬৬-৮৭) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং এই শাসকের রাজত্ব কালেই মৃত্যুবরণ করেন।

নির্মাণকাল

জানা যায়, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাঁহার সমাধি নির্মাণ করেন।[১৪৬] ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই সমাধিসৌধটি গিয়াস উদ্দিন বলবনের রাজত্বকালেই নির্মিত হইয়াছিল। তবে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ সৈন্যের মুলতান অবরোধের সময় কামানের গোলার আঘাতে এই সমাধিটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। পরে জনৈক মাখদুম শাহ মাহমুদ কর্তৃক জনগণের আর্থিক সহায়তায় মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহা পুনর্নির্মিত হয়।[১৪৭]

ভূমি নক্শা ও গঠন

বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধিসৌধটি (রেখাচিত্র : ১৩) তিন স্তরে নির্মিত। ইহার নির্মাণকার্যে উৎকৃষ্টমানের ইষ্টক-টালি (brick-tile) ব্যবহৃত হইয়াছে। এই

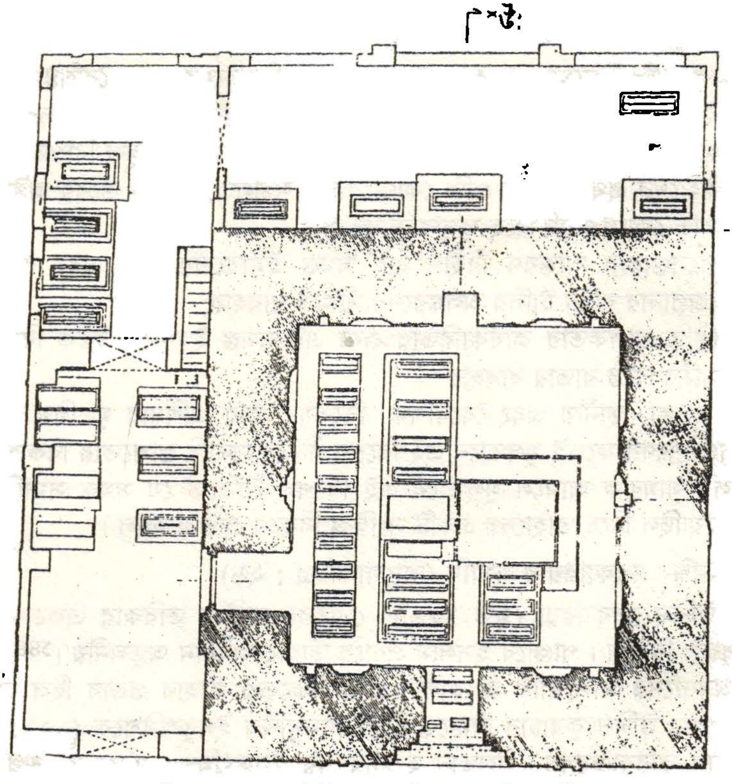

রেখাচিত্র : ১৩। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি : ভূমি নক্শা

www.pathagar.com

ইষ্টক টালিসমূহের দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, (২৭.৯৪ সে. মি.) প্রস্থ ৮ ইঞ্চি (২০.৩২ সে. মি.) এবং পুরুত্ব ২ ইঞ্চি (৫.০৪ সে. মি.)। উল্লিখিত তিন স্তরের প্রথমটি বর্গাকার এবং সামান্য অবনমন (batter) সম্বলিত। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট (১৫.৫৪ মি.) এবং উচ্চতা ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.)। ইহার প্রতি কোণায় সংযোজিত হইয়াছে কন্দাকৃতি বুরুজ। বুরুজগুলির শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভিত। বর্গাকার এই প্রথম তলার চারি বাহুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে খিলান সম্বলিত বহির্গত আয়তাকার কাঠামো। দক্ষিণ বাহুর এইরূপ বহির্গত কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে খিলান সম্বলিত প্রবেশপথ। এই খিলান কয়েকটি স্তর বিশিষ্ট। এই বহির্গত কাঠামোর শীর্ষদেশে স্থাপন করা হইয়াছে দুইটি গলদাস্তা[১৪৮] বা পুষ্পকোড়ক সম্বলিত ক্ষুদ্র বুরুজ। এই প্রবেশ পথের সহিত একটি আয়তাকার বারান্দা সংযুক্ত। নীচ তলার পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। নীচ তলার উত্তর বাহুর খিলান পথে লাগান হইয়াছে সুদৃশ্য কাষ্ঠ জাফ্‌রী।

এই সমাধি ভবনের দ্বিতীয় তলা বা স্তর নির্মিত হইয়াছে বর্গাকার এক তলার উপর। ইহা অষ্টভুজাকৃতি । প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট (৫.৭৯ মি.) এবং উচ্চতা ১৭ ফুট (৫.১৮ মি.)। এই অষ্টভুজাকৃতি দ্বিতল ও কিছুটা অবনমন (batter) সম্বলিত। ইহার প্রতি বাহুর ঊর্ধাংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে আয়তাকার কাঠামোধৃত খিলান। নিম্নের বর্গাকার কক্ষের উপর অষ্টভুজাকৃতি তলা নির্মাণের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় তলার শীর্ষে সামরিক বপ্র (battlemented parapet) ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই ইমারতের তৃতীয় পর্যায় বা স্তর হইল ইহার ১৬ বাহু বিশিষ্ট পিপার উপর নির্মিত অতিকায় অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ। এ ক্ষেত্রেও গম্বুজের পিপা স্থাপনের জন্য স্কুইঞ্চ পদ্ধতির সাহায্য লওয়া হইয়াছে। পিপার ১৬ বাহুর প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি খিলান সংযোজিত হইয়াছে। আলো প্রবেশের সুবিধার্থে ইহারা পর্যায়ক্রমিকভাবে একটি উন্মুক্ত এবং একটি বদ্ধ। গম্বুজের বহির্গাত্র চুনের আচ্ছাদনে আবৃত। গম্বুজের শীর্ষদণ্ড (finial) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজ সম্বলিত খর্বাকৃতি মিনার।

অলঙ্করণ

একাধিকবার সংস্কার এবং ১৮৪৮ সালের পুনর্নির্মাণের ফলে ইহার মূল ভূমি পরিকল্পনার পরির্তন না ঘটিলেও ইহার মূল গাত্রালঙ্করণের বিশেষ কিছুই আর অবশিষ্ট নাই। সমসাময়িক মধ্য এশিয়ার মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ইহার পলেস্তারার আস্তরণ বিহীন বহির্গাত্রে সামান্য পরিমাণে রঙিন টালির অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হইয়াছিল। পূর্বদিকের সম্মুখভাগে ইহার সামান্য চিহ্ন এখনও

www.pathagar.com

বিদ্যমান।[১৪৯] প্রবেশপথ ব্যতিরেকে নীচতলার কাঠামোধৃত খিলানগুলি সুদৃশ্য কাষ্ঠ জাফ্‌রী দ্বারা সজ্জিত। অভ্যন্তরের গম্বুজগাত্র পরবর্তীকালের ফ্রেসকো চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত। অভ্যন্তরে গম্বুজ গর্ভের শীর্ষ দেশের শোভা বর্ধন করিতেছে একটি চমৎকার 'শামসা' (আলোকচিত্র : ২৭)।

মন্তব্য

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধিসৌধের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতে বিচ্ছুরিত (radiating) ইষ্টক ভূসোঁয়া সম্বলিত প্রকৃত খিলান (true arch) এর ব্যবহার সম্ভবত এই সমাধিতেই প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। এই দিক দিয়া এই সমাধিসৌধ বিশেষ স্থাপত্য গুরুত্ব বহন করে। ইহা ছাড়াও, এই সমাধিসৌধ নির্মাণের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার বোখারার ইসমাইল সামানিদের (৮৯২-৯০৭) বর্গাকার সমাধির সহিত নবম শতকের সামাররার অষ্টভুজাকৃতি কুব্বাত আস সোলাইবিয়ার নির্মাণশৈলীর সমন্বয়ের প্রচেষ্টারই প্রতিফলন ঘটানো হইয়াছে। এই সমাধি স্থাপত্য রীতি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল যে, পরবর্তী কালে ভারতীয় উপ-মহাদেশে প্রায় ছয় শতাব্দী পর্যন্ত ইহার স্থাপত্যিক আবেদন অটুট রহিয়াছিল।

৯। শাহীদ শহীদের সমাধি (আলোকচিত্র : ২৮)

শাহীদ শহীদ, শাহদানা নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাধক পুরুষ। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল শেখ শাদ আল-দীন বিন নাসির আল-দীন। তিনি বারলাস গোত্রভুক্ত ছিলেন এবং খালজে তাঁহার জন্ম হয়। নাসির উদ্দিন কুবাচার সময়ে তিনি মুলতানে আসেন এবং বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১২৭০ খ্রিস্টাব্দে এক মোঙ্গল আক্রমণের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।[১৫০] সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুর পর কোন এক রাজপুত্রের দ্বারা শাহদানা শহীদের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।[১৫১] বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধিকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়া এই সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটি পোড়ান ইট দ্বারা নির্মিত। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধির ন্যায় ইহাও তিন স্তরে নির্মিত। প্রথম স্তরটি (রেখাচিত্র : ১৪) বর্গাকার নক্‌শায় নির্মিত। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২২ ফুট (৬.৭০ মি.), দেওয়ালের উচ্চতা ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি (৫.০৯ মি.) এবং দেওয়ালের প্রশস্ততা ৩ ফুট (০.৯১ মি.)। দেওয়ালকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ইটের সহিত কাঠের বর্গা ব্যবহার করা হইয়াছে। দক্ষিণের দেওয়ালে একটি আয়তাকার প্রবেশপথ রহিয়াছে। এই প্রবেশ পথের মুখেই রহিয়াছে

www.pathagar.com

একটি আয়তাকার বারান্দা। এই বারান্দায় বেশ কয়েকটি কবর রহিয়াছে। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব।

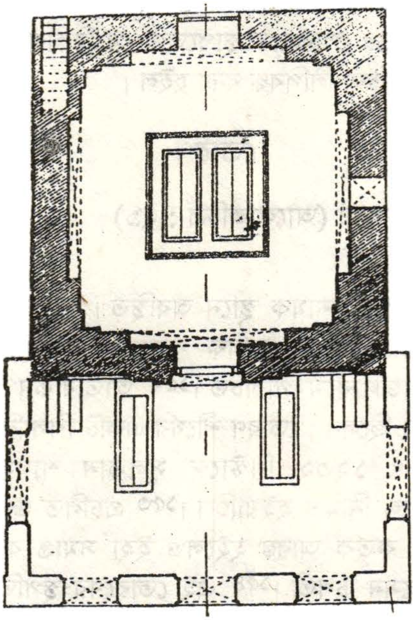

রেখাচিত্র : ১৪। শাহীদ শহীদের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

এই বর্গাকার তলার উপর নির্মিত হইয়াছে অষ্টভুজাকৃতি দ্বিতীয় স্তর। এই অষ্টভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৯ ফুট (২.৭৪ মি.) এবং দেওয়ালের উচ্চতাও ৯ ফুট (২.৭৪ মি.)। পর্যায়ক্রমিকভাবে এই অষ্টভুজের এক বাহুর উপরের অংশে আয়তাকার কাঠামোয় স্তরবিশিষ্ট খিলান এবং পরবর্তী বাহুতে বড় আকারের বদ্ধ খিলান সন্নিবেতি হইয়াছে। এই অষ্টভুজের উপর স্কুইঞ্চের সাহায্যে গম্বুজ নির্মাণ করা হইয়াছে। ১৭ বাহুবিশিষ্ট গম্বুজের পিপা একটি কাষ্ঠ বলয়ের উপর ন্যস্ত। চারিদিকে জানালা সম্বলিত একটি ক্ষুদ্রাকায় বুরুজকে গম্বুজের শীর্ষদেশে স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার উপর সংযুক্ত হইয়াছে শীর্ষদণ্ড (finial)।

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধে কোন প্রকার গাত্রালঙ্কার ব্যবহার করা হয় নাই। ইহার ইষ্টক নির্মিত দেওয়ালেও কোন প্রকার পলেস্তারার আবরণ নাই। এক কথায়, ইহা একটি অলঙ্করণ বর্জিত ইমারত।

www.pathagar.com

লোকায়ত ইমারত

মামলুক শাসনামলে মসজিদ, মিনার, ঈদগাহ, সমাধিসৌধ প্রভৃতি ধর্মীয় ইমারত ছাড়াও আরো কিছু ইমারত গড়িয়া উঠে। এইগুলিকে লোকায়ত স্থাপত্যের আওতাভুক্ত করা যাইতে পারে। তোরণদ্বার, রাজপ্রাসাদ, নগরী নির্মাণ ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত। মামলুক আমলে এই শ্রেণীর লোকায়ত স্থাপত্যের যে বিকাশ সাধিত হইয়াছিল নিম্নে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইল।

তোরণ

১। আতারকিন কা দরওয়াজা (আলোকচিত্র : ২৯)

নির্মাণকাল : নির্মাতা : স্থপতি

ইহা রাজস্থানের নাগাউর নামক স্থানে অবস্থিত। ইহা মামলুক আমলে নির্মিত একটি সুউচ্চ তোরণদ্বার। জনৈক সাধক পুরুষ আতারকিনের নামানুসারে ইহা আতারকিন কা দরওয়াজা নামে পরিচিত।[১৫২] আতারকিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তোরণ শীর্ষের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায়, ইহা ৬৩০ হি. অর্থাৎ ১২৩২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের (১২১০-৩৬) রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।[১৫৩] প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী ইহার নির্মাণকার্য আতারকিন কর্তৃক আরম্ভ হইলেও ইহা সমাপ্ত করেন তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী খাজা হোসেন চিশতী।[১৫৪] এই তোরণের স্থপতি ছিলেন জনৈক শেখ আব্দুল।[১৫৫] উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই তোরণটি সুলতানুত তারিকিন সূফী হযরত হামিদ সুয়ালী (মৃ. ১২৫৯ বা ১২৭৪)-এর সমাধির প্রবেশপথ হিসাবেও ব্যবহৃত।

গঠনশৈলী

এই বিখ্যাত তোরণদ্বারের সর্বমোট উচ্চতা ৪১ ফুট ১০ ইঞ্চি (১২.৭৪ মি.)। ইহার উভয় প্রান্তে সন্নিবেশিত হইয়াছে দুইটি চারিতলা বিশিষ্ট মিনার। ইহাদের উচ্চতা ৫৩ ফুট ৪ ইঞ্চি (১৬.২৫ মি.) মিনারদ্বয়ের শীর্ষদেশ ছত্রী শোভিত। তোরণদ্বারের শীর্ষদেশে স্থাপিত হইয়াছে তিনটি গম্বুজ। গম্বুজ নির্মাণের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত স্কুইঞ্চ ব্যবহার করা হইয়াছে। তোরণদ্বারের গাত্রে নির্মিত হইয়াছে দুইটি প্রহরী কক্ষ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি (২.২৫ মি.), প্রস্থ ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (২.২০ মি.) এবং উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি (১.৫৯ মি.)। প্রধান প্রবেশ দ্বারের উচ্চতা ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (২.২০ মি.) এবং প্রস্থ ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি (১.০৮৪ মি.)। ইহা একটি বৃহদাকার খিলানে ধারণকৃত কুলঙ্গীতে স্থাপিত। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দার ন্যায় এই খিলান নির্মাণেও ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই প্রধান প্রবেশপথ ছাড়াও দুই পার্শ্বে দুইটি প্রবেশপথ রহিয়াছে। এই

www.pathagar.com

তোরণদ্বারটি হাল্কা পীতাভ রংয়ের বেলে পাথরে নির্মিত। দেওয়ালগুলির পুরুত্ব ৪ ফুট ৯ ইঞ্চি (১.৪৩ মি.)। তবে ইমারতটির বপ্র (parapet) সাদা মার্বেল পাথরে নির্মিত।

অলঙ্করণ

এই তোরণদ্বারের বহির্গাত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে খোদিত নক্‌শা দ্বারা অলঙ্কৃত। এই অলঙ্করণে জ্যামিতিক এবং আরব্য নক্‌শার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহার খোদিত গাত্রালঙ্কারের সহিত আড়হাই দিন কা ঝোঁপড়া মসজিদের খিলান পর্দার যথেষ্ট সামঞ্জস্য থাকায় পার্সী ব্রাউন ইহাদের গাত্রালঙ্কারকে একই শিল্পী গোষ্ঠীর শিল্পকর্ম বলিয়া অনুমান করেন।[১৫৬] ইহার শিলালিপি হইতে জানা যায়, একধিক বার ইহার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। একবার মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১) রাজত্বকালে[১৫৭] এবং অন্যবার ষোড়শ শতাব্দীতে।[১৫৮] তবে সংস্কার সাধন সত্ত্বেও এই তোরণদ্বারটি তাহার মূল আদল লইয়াই অদ্যাবধি বিদ্যমান।

মন্তব্য

ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনামলে সম্ভবত ইহাই এই ধরনের প্রথম তোরণদ্বার[১৫৯] বিধায় ইহার স্থাপত্য গুরুত্বকে খাট করিয়া দেখার উপায় নাই।

২। বাগদাদ তোরণ

মিনহাজের তাবাকাত-ই-নাসিরী হইতে জানা যায় যে, কায়কোবাদের (১২৮৭-৯০) নতুন শহর বা রাজধানী কিলুগারহির বেষ্টনী প্রাচীরে বাগদাদ তোরণ নামে একটি তোরণ নির্মিত হইয়াছিল।[১৬০] তবে এই তোরণদ্বারের নির্মাণ এবং গঠন শৈলীর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

রাজ প্রাসাদ

সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মামলুক সুলতানগণ তাঁহাদের জন্য জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ নির্মাণ করিতেন। এই আমলে নির্মিত ধর্মীয় স্থাপত্যের নিদর্শন মসজিদ এবং সমাধিসৌধগুলি বর্তমান থাকিলেও এই সময়ে নির্মিত লোকায়ত স্থাপত্যের শ্রেণীভুক্ত এই সমস্ত প্রাসাদের কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। ইহার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রাজবংশের পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় কারণে মসজিদ বা সমাধিসৌধ অপবিত্র বা ধ্বংস করা না হইলেও ধর্মের সহিত সম্পর্ক বিহীন লোকায়ত স্থাপত্যের নিদর্শন রাজপ্রাসাদ বা অন্যান্য ইমারত শত্রু পক্ষের ধ্বংস যজ্ঞের হাত হইতে রেহাই পাইত না।[১৬১] অনেক সময় বিজয়ী শাসকগণও এইগুলি ভাঙ্গিয়া ইহার নির্মাণ উপকরণ দ্বারা নতুন প্রাসাদ বা ইমারত নির্মাণ করিতেন।[১৬২] এই সমস্ত কারণেই ঐতিহাসিক বর্ণনায় রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির উল্লেখ থাকিলেও বাস্তবে তাহাদের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

www.pathagar.com

জানা যায়, মামলুক আমলে কিলা-ই-রাই পিথোরায় কুসাক ফিরোজী এবং কুসাক সব্‌জ নামে দুইটি প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল।[১৬৩] কুসাক ফিরোজী ছিল সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের (১২১০-৩৬) প্রাসাদ।[১৬৪] নামকরণ হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহার অলঙ্করণে নীল রং এর আধিক্য বিদ্যমান ছিল। সম্ভবত ইহার জন্য জেল্লাদার (glazad) নীল রং এর টালি ব্যবহার করা হইয়াছিল।[১৬৫] ইহার অধিক এই প্রাসাদ সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না।

কুসাক সব্‌জ নামক প্রাসাদটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের (১২৪৬-৬৬) রাজত্বকালে। জানা যায়, এই প্রাসাদেই তাঁহার সিংহাসন আরোহণের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল।[১৬৬] ১৮৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ বেগলার কিলা-ই-রাই পিথোরায় খনন কার্য চালাইয়া এই প্রাসাদের সন্ধান লাভ করেন।[১৬৭] অনুসন্ধানে জানা যায়, এই প্রাসাদটি আরবী লিপি সম্বলিত সবুজ টালির অলঙ্করণ শোভিত ছিল।[১৬৮] সম্ভবত সবুজ টালির অলঙ্করণ হইতেই প্রাসাদটির কুসাক সব্‌জ নামকরণ করা হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগের তুর্কী শাসনামলে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির ব্যবহার ভারতে বর্ণালঙ্কারের ক্ষেত্রে এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রাসাদদ্বয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রাসাদ দুইটি ছাড়াও মামলুক আমলে দৌলতখানা, কুসাক-ই-সফিদ, কুসাক-ই-লাল নামের কতগুলি প্রাসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৬৯]

উপরিউক্ত প্রাসাদগুলি ছাড়াও মামলুক আমলে আরো কিছু প্রাসাদ ও ইমারত নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত ১২৮৭ খ্রিস্টাব্দে মুঈজউদ্দিন কায়কোবাদ (১২৮৬-৯০) যমুনার তীরে কিলুগারহিতে তাঁহার নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। মিনহাজের তাবাকাত-ই-নাসিরী হইতে জানা যায় যে, কায়কোবাদ তাঁহার নব নির্মিত রাজধানীতে উদ্যানসহ সুর্‌খ মহল[১৭০] বা লাল প্রাসাদ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।[১৭১] কিলুগারহিতে বর্তমানে এই সমস্ত প্রাসাদ বা ইমারতের কোন অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকিলেও সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ বারংবার ইহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। বারানীর বর্ণনায় রাজধানী কিলুগারহিতে মনোরম উদ্যান ও অট্টালিকার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত অট্টালিকার দেওয়াল চিত্র খুবই উন্নতমানের ছিল; পরে অবশ্য ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) এই গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলেন।[১৭২] বারানীর বর্ণনা হইতে জানা যায়, যমুনা তীরের এই সুর্‌খ মহল প্রাসাদের কাঁচ অলঙ্করণ শোভিত একটি কক্ষ হইতেই খলজী বিপ্লবের প্রাক্কালে জনৈক খলজী মালিক কায়কোবাদকে যমুনায় নিক্ষেপ করিয়া মামলুক শাসনের অবসান ঘটান।[১৭৩] জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজীর (১২৯০-৯৬) অভিষেক অনুষ্ঠানও এই প্রাসাদেই সম্পন্ন হয়।[১৭৪] পরবর্তীকালে আবুল ফজলের বর্ণনা[১৭৫] হইতে জানা যায় যে, আমীর খসরুও তাঁহার 'কিরান উস সাদাইন'[১৭৬] নামক অমর কার্যে কিলুগারহি শহর ও ইহার রাজপ্রাসাদের প্রশস্তি গাহিয়াছেন। এই গুলির গঠনশৈলী সম্পর্কে জানা না গেলেও অনুমান করা যায় যে; এইগুলি মধ্য এশিয়ার এবং পারস্যের মুসলিম প্রাসাদের ধাঁচে নির্মিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। জে.এ.পেজ. এ গাইড টু কুতুব, দিল্লী, (কলিকাতা, ১৯২৭), পৃ. ২

২। জন মার্শাল, 'দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া', কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, (দিল্লী, ১৯৫৮), পৃ. ৫৭৬

৩। এ. ই. মো. (১৯১১-১২), পৃ. ১৩

৪। জে. ডি. বেগলারের মতে এই ধারণা সত্য নহে। তিনি মনে করেন যে, এই মসজিদের নির্মাণশৈলীই বলিয়া দেয় যে, ইহা নির্মাণের জন্য সাতাশটি ধ্বংসকৃত মন্দিরের নির্মাণ সামগ্রী খুববেশি বলিয়াই মনে হয়। (আ.সা.ই.রি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ:ii) তবে কানিংহাম ইহাকে সত্য বলিয়াই মনে করেন। কারণ, তাঁহার মতে, মসজিদে কোন অসত্য উৎকীর্ণ হয় না। যাহা হউক, ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনালগ্নে ভাঙ্গিয়া ফেলা মন্দিরের উপকরণ দ্বারা মসজিদ নির্মাণের বিষয়টিকে কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা সম্ভবত সঠিক হইবে না। সদ্য বিজিত স্থানে তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত। পাথর কাটিয়া সদ্য মালামাল দ্বারা নতুন মসজিদ নির্মাণের বিষয়টি ছিল সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তাই স্বল্প সময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে মসজিদ নির্মাণের উপকরণের জন্য অনেক সময় মন্দির ধ্বংসের প্রয়োজন হইয়া পড়িত। আর এই কারণেই ভারতে মুসলিম শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন তাৎক্ষণিকভাবে কোন স্থানে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাইয়াছিল, তখন মসজিদ নির্মাণের উপকরণের জন্য হিন্দু মন্দির ধ্বংসের খুব একটা প্রয়োজন হয় নাই। ইহা ছাড়াও একথা উল্লেখ করা বোধ হয় খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, মধ্যযুগের সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের প্রভাব ছিল খুব বেশি। তাই দেখা যায়, মুসলিম বিজেতাগণ ছাড়াও শত্রুপক্ষের ধর্মীয় ইমারত ধ্বংসের মাধ্যমে বিজয়ী দলের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আরো অনেক ধর্মের অনুসারীরাও অতীতে শত্রুপক্ষের ধর্মীয় ইমারত ধ্বংস করিয়াছে। এমন কি ভারতের একাধিক হিন্দু রাজার দ্বারাও ইহা সংঘটিত হওয়ার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। (দেখুন : এ. ই. ৩য় খণ্ড; পৃ. ৪৪১)

৫। আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৫; এস. কে. ব্যানার্জী, 'দি কুওয়াতুল ইসলাম অব দি ওলডেস্ট মস্‌ক ইন দিল্লী', জার্নাল রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৩৮, পৃ. ২০৭, ২০৮

৬। আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬; জে. এ. পেজ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২, পাদটিকা নং ১

৭। তাজুল মাসীর, হি. ই. ২য় খণ্ড, (এলাহাবাদ, তারিখ বিহীন), পৃ. ২১৭-১৯

৮। ১ম খণ্ড, মেজর এইচ, জি. র‍্যাভারটি কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত এবং সম্পাদিত, (নতুন দিল্লী, ১৯৭০), পৃ. ৫১৫

www.pathagar.com

৯। ১ম খণ্ড, বি. ডিই কর্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত (কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ৩৯-৪০

১০। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : এ. ই. মো. (১৯১১-১২), পৃ. ৩৯-৪০

১১। এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ, দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া (এলাহাবাদ, ১৯৬১), পৃ. ৩৫৭

১২। এ. ই. মো. ১৯১১-১২, পৃ. ১৪

১৩। আ. সা. ই. মে. নং ২২ পৃ. ২৯; এ. ই. মো., ১৯১১-১২, পৃ. ১৩

১৪। তাজুল মাসীর, হি. ই. ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২

১৫। খাজাইনুল ফুতুহ, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০

১৬। আর. নাথ, হিস্ট্রি অব দি সুলতানাত আর্কিটেক্চার, (নিউদিল্লী, ১৯৭৮), পৃ. ২৫

১৭। রিহ্‌লা, পৃ. ২৭

১৮। আই. এইচ. কোরেশী, এডমিনিসট্রেশন অব দি সুলতানাত অব দিল্লী (দিল্লী, ১৯৭১), পৃ. ১৭৮

১৯। ঐ,

২০। ডব্লুই, বারথোল্ড, টারকিস্‌তান ডাইন টু দি মোঙ্গল ইনভেসন (১৯২৮), পৃ. ১০

২১। এম. আর. তরফদার, 'সাম আসপেক্টস অব দি মামলুক বিল্ডিঙস এ্যান্ড দেয়ার ইনফ্লুয়েন্স অন দি আর্‌কিটেক্চার অব দি সাকসিডিং পিরিয়ডস', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১১ খণ্ড, নং ১, ১৯৬৬; পৃ. ৬২

২১ক। আ. সা. ই. রি., খণ্ড ১০; পৃ. ৮১

২২। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ধর্মীয় ইমারতে বিধর্মীদের স্মারক বস্তু সংযোজন বা ব্যবহার নতুন কিছু নহে। প্রাচীন মিসরীয় এইরূপ একটি স্তম্ভকে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি গির্জা প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হইয়াছিল। (এ. জে. বাটলার, দি অ্যারাব কন্‌কোয়েষ্ট অব ইজিপ্ট, পৃ. ৩৭২)। আনুমানিক ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে আতাবেগ সা'দ বিন জঙ্গী পাসারগাদায় সাইরাসের সমাধিকে বেষ্টনীভুক্ত করিয়া একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। [আলী সামী, পাসারগাদা, (সিরাজ, ১৯৫৬) পৃ. ১০১]

২৩। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৪। জে. ডি. হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

২৫। নানা কারণে এই মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভারতে মুসলিম শাসন সুদৃঢ় হওয়ায় পেক্ষাপটে বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি

www.pathagar.com

পায়। ইহা ছাড়াও, ১২২৮ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় খলিফা আল-মুসতানসির (১২২০-১২৪২) কর্তৃক ইলতুৎমিশ সুলতান হিসাবে সনদ বা স্বীকৃতিলাভ করেন। মর্যাদা উন্নয়নকারী এই ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্যও ইলতুৎমিশ কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আয়তন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন।

২৬। জেম্স, ফারগুসন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আরকিটেক্চার, (লন্ডন, ১৮৯৯); পৃ. ৫০৫

২৭। ঐ,

২৮। ঐ, পৃ. ৫০৩

২৯। এই মসজিদের উত্তরাংশের বে'র একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি ৫৯৬ হি. বা ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাতে কুতুবউদ্দিনের নাম উৎকীর্ণ না থাকিলেও নির্মাণ কার্যের তদারককারী হিসাবে জনৈক আকবর ইবনে আহমদের নামোল্লেখ রহিয়াছে। (আ. সা. ই. রি. ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১

৩০। হর বিলাস সারদা, আজমীর : হিস্ট্রিকাল এ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ, (আজমীর, ১৯১১), পৃ. ৬৯

৩১। শান্তি স্বরূপ, ফাইভ থাউজান্ড ইয়ারস্ অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফ্টস ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান, (বোম্বাই, ১৯৬৮), পৃ. ১০৫

৩২। এই মসজিদের খিলান পর্দা নির্মাণের সঠিক তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। হর বিলাস সারদা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১) কোন উৎস নির্দেশ ছাড়াই মত পোষণ করিয়াছেন যে, ১২১৩ খ্রিস্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ কর্তৃক এই খিলান পর্দা সংযোজিত হয়। এই খিলান পর্দার কেন্দ্রীয় খিলানের শিলালিপি অনুযায়ী ইহা শাম্‌সুদ্দিন ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে ৬২৩ হিজরীর রবিউস সানি মাসে (মে, ১২২৬ খ্রি.) নির্মিত হয়। (এস. এ. আই. তিরমিযী, আজমীর থ্রু ইন্‌সক্রিপশন্‌স, নিউদিল্লী, ১৯৬৮; পৃ. ১৫)। এই খিলান পর্দার অপর একটি শিলালিপি পরীক্ষা করিয়া জে, হারভিজ এই মর্মে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের শাসনামলে ১২২৬ বা ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। (এ. ই. মো. ১৯১১-১২; পৃ: ৩০)

৩৩। ঐ, জে. ডি. হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

৩৪। ঐ,

৩৫। ঐ,

৩৬। মে. আ. সা. ই.নং ১৯, পৃ. ২

৩৭। আ. সা. ই. রি. ১১তম খণ্ড, পৃ. ১

৩৮। ঐ,

৬—

www.pathagar.com

৩৯। ঐ, পৃ. ৪

৪০। মে. আ. সা. ই. নং ১৯, পৃ. ৪

৪১। ঐ,

৪২। ঐ, পৃ. ২

৪৩। আ. সা. ই. রি. ১১তম খণ্ড, পৃ: ৪; বিস্তারিত টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন, এম. এম. রহমান, টাইল অরনামেন্টেশন ইন ইন্ডো-মুসলিম আর্কিটেকচার : এ স্টাডি ফ্রম দি টুলেভ্থ টু নিড সিক্সটিন্থ সেনচুরী। (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস), পৃ. ৫৬-৫৮

৪৪। আ. সা. ই. রি. ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১৪

৪৫। ঐ,

৪৬। ঐ, পৃ. ৬৪

৪৭। ঐ,

৪৮। ঐ,

৪৯। কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬২২

৫০। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯১৪-১৫, পৃ. ১৫১

৫১। ঐ,

৫২। ১৫৫৭, ১৭২৪, ১৮৫৮ এবং ১৯০১- সর্বমোট চারিবার এই মসজিদের সংস্কার করা হয়। (এ. রি. আ. সা. ই., ১৯১৪-১৫), পৃ. ১৫২-১৫৩

৫৩। এ. রি. আ. সা. ই. ১৯১৪-১৫, পৃ. ১৫২

৫৪। এ. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮

৫৫। ঐ,

৫৬। আ. সা. ই. রি. ২৩তম খণ্ড, পৃ. ১৮

৫৭। এ. ই. মো., ১৯৩৭-৩৮, পৃ. ২১-২২

৫৮। জে. ফারগুসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৫৯। আর. এন. মুন্সী, দি হিস্ট্রি অব দি কুতুব মিনার, (বোম্বাই, ১৯১১), পৃ. ৮৪

৬০। আ. সা. ই. রি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫ (পাদটিকা)

৬১। ঐ, পৃ. ১৯৫

৬২। ঐ,

৬৩। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৬৪। ঐ,

৬৫। কুতুব মিনারের লিপি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফিকউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০৩

৬৬। আ. সা. ই. রি. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২

www.pathagar.com

৬৭। ঐ, পৃ. iv.

৬৮। মে. আ. সা. ই. নং ২২ পৃ. ১৯

৬৯। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৭০। ফিরোজ শাহ তুগলকের এই মিনার সংস্কার সম্পর্কে দেখুন, ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩

৭১। মে. আ. সা. ই., পৃ. ৪০

৭২. এ সম্পর্কে টি, মেটকাফ এবং সৈয়দ আহমদ খানের মতামতের জন্য দেখুন, আ. সা. ই. রি. ১ম খণ্ড. পৃ. ১৮৩, ১৯০-১৯৩; জে. ডি. বেগলারের মতামতের জন্য দেখুন, আ. সা. ই. রি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৬-৫৮

৭৩। আ. সা. ই. রি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-২০৪

৭৪। কার স্টিফেন, দি আর্কিওলজি অ্যান্ড মনুমেন্টাল রিমেইন্স অব দিল্লী, (লুধিয়ানা, ১৮৭৬), পৃ. ৫৮-৬৬

৭৫। মে. আ. সা. ই., নং ২২, পৃ. ১৯-২৫

৭৬। কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭৭-৭৯

৭৭। ঐ,

৭৮। এ. ইউ. পোপ, সার্ভে অব পার্সিয়ান আর্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২৭

৭৯। এ. বি. এম. হোসেন. মানারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

৮০। আর. নাথ. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৮১। আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫

৮২। তবে মুয়াযযিনের মিনার শীর্ষে ওঠা নামার অসুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে এই বলিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন যে, মিনারের প্রথম তলার ঝুলবারান্দা মুয়াযযিনের আযান দেওয়ার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত। (কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; জে. ফারগুসন, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৬

৮৩। জে. ফারগুসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪, ৪১৬, ৪২১

৮৪। মে. আ. সা. ই., নং ২২, পৃ. ৩৯-৪০

৮৫। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৮৬। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৮৭। সতীস গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৮৮। ঐ,

৮৯। কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯; এ. ই. মো., ১৯১১-১২, পৃ. ১৭-১৮; মে. আ. সা. ই., নং ২২, পৃ. ৩১

৯০। এ. ই. মো., ১৯১১-১২, পৃ. ১৯; মে. আ. সা. ই., নং ২২, পৃ. ৩২; কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

৯১। খাজাইনুল ফুতুহ, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০

৯২। রিহ্‌লা, পৃ. ২৭

www.pathagar.com

৯৩। আর. নাথ. (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫) কর্তৃক উল্লিখিত

৯৪। ফুতুহাত, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৩

৯৫। বাবুরনামা, (মেমোয়র্‌স অব বাবুর, ইংরেজী অনুবাদ : এ. এস. বিভারিজ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫-৭৬

৯৬। কথিত আছে যে, এই মহান সাধক যখন ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হইতেন তখন নিয়মিত আহারের পরিবর্তে 'কাক' নামক একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি পিষ্টক ভক্ষণ করিতেন। এই জন্যই তাঁহাকে 'কাকী' বলা হইত। (ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)

৯৭। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৯৮। সৈয়দ আহমদ খাঁন, আসারউস সানাদিদ, (দিল্লী, ১৯৬৫), পৃ. ৫৪

৯৯। ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৯

১০০। আ. সা. ই. বি., ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১

১০১। গেজেটিয়ার, এন. ডব্লুই. পি., (এলাহাবাদ, ১৮৭৫) পৃ. ৫১৭। [এ. বি. এম. হোসেন, (মানারা, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৯) কর্তৃক উল্লিখিত]

১০২। শিলালিপিটি বর্তমানে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজাম জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

১০৩। এ.ই. মো. ১৯১৩-১৪, পৃ. ২২

১০৪। গেজেটিয়ার, এন.ডব্লুই. পি., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৭

১০৫। ঐ, পৃ. ৫১৭

১০৬। ঐ, পৃ. ৫১৮

১০৭। মুলতান গেজেটিয়ার, (লাহোর, ১৯২০), পৃ. ১১৫-১৯০; ইয়াহইয়া সিরহিন্দী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী (এস. ইউ. হিদায়াৎ হুসেন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩১), পৃ. ২১৯-২২০

১০৮। আ. সা. ই. রি. দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ২০

১০৯। ঐ,

১১০। ঐ,

১১১। এ. ই. মো. ১৯১১-১২, পৃ. ২৮; এ. ই. ৩য় খণ্ড (নতুন সংস্করণ), পৃ. ১৬৮

১১২। পৃ. .....দ্রষ্টব্য

১১৩। স্যার ই. ডি. রস সম্পাদিত তারিখ-ই-মুদাব্বির (কলিকাতা, ১৯২৮), পৃ. ৩২-৩৪। এই তথ্য নির্দেশের জন্য দেখুন, জার্নাল অব পাকিস্তান হিস্টোরিকাল সোসাইটি, দ্বাদশ খণ্ড, প্রথম অংশে মুহম্মদ আবদুল্লাহ চাঘতাই কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ, "দি ওলডেস্ট এ্যাক্সটান্ট মুসলিম আর্কিটেক্‌চারাল রেলিক এট লাহোর", পৃ. ৬২; এস. এম. লতীফ, লাহোর, ইট্‌স হিস্ট্রি, আর্কিটেক্‌চারাল রিমেইন্‌স এ্যান্ড এ্যানটিকুউটিস, (লাহোর, ১৮৯২), পৃ. ১৩-১৪

www.pathagar.com

১১৪। মুনতাখাব-আত্-তাওয়ারিখ, ১ম খণ্ড (কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃ. ৫৬। এই তথ্য নির্দেশের জন্য দেখুন, এম, এ চাঘতাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১১৫। এ. রি. আ. সা. ই. ১৯১৬-১৭, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৩

১১৬। মে. আ. সা. ই. নং ৪৭; পৃ. ৮৯

১১৭। ঐ; এ. ই. মো., ১৯১১-১২, পৃ. ২৩, ২৪; এস. এ. এ. নকভী, "সুলতান ঘরি, দিল্লী," এনসেন্ট ইন্ডিয়া, (দিল্লী, ১৯৪৭) নং ৩, পৃ. ৫

১১৮। জে. ডি. হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

১১৯। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, আলোক চিত্র : LV. (দ্বিতীয়)

১২০। পার্সী ব্রাউন এই ধরনের অলঙ্করণকে তুর্কী আনাতোলিয়া হইতে আমদানীকৃত বলিয়া মনে করিলেও প্রফেসর এ. বি. এম. হোসেন এই ধরনের অলঙ্করণকে বৌদ্ধ চৈত্যে ব্যবহৃত খিলানের নবরূপ হিসাবে ভারতীয় কারিগরদেরই সৃষ্টি বলিয়া অভিমত পোষণ করেন। (আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১, পৃ. ২৫৬)। সতীস গ্রোভার অবশ্য এই ধরনের অলঙ্করণ সম্বলিত প্রবেশদ্বারকে জৈন তোরণ দ্বারের অলঙ্করণের সহিত তুলনা করিয়াছেন। (সতিশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬)

১২১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেলজুক স্থাপত্যে সুউচ্চ প্রবেশ তোরণে (portal) নানা প্রকার জীব-জন্তু যেমন, ড্রাগন, সিংহ, জোড়া ঈগল প্রভৃতির প্রতিকৃতি খোদিত হইত। সিভাসের গক্ মাদ্রাসার (১২৭২) প্রবেশ তোরণে খোদিত প্রাণী মস্তক দৃষ্ট হয়। [আর. এ. জয়রাজভয়, অ্যান আউটলাইন অব ইসলামিক আর্কিটেক্চার, (বোম্বাই, ১৯৭২), পৃ. ১৯৬, ১৯৮]। আলোচ্য ইমারতে অশ্ব এবং মহিষের মস্তক অবিকৃত রাখার পশ্চাতে সম্ভবত উপরিউক্ত প্রভাব কাজ করিয়া থাকিতে পারে।

১২২। আর. এ. জয়রাজভয়; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১, পাদটীকা নং ৩২

১২৩। এম. আর. তরফদার, 'সাম আসপেক্টস অব দি মামলুক বিল্ডিংস' প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

১২৪। ঐ

১২৫। ঐ

১২৬। সৈয়দ আহমদ খান অবশ্য মনে করেন যে, এই সমাধিসৌধটি সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-৪০) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তবে সুলতানা রাজিয়ার সংক্ষিপ্ত এবং গোলযোগপূর্ণ শাসনামলে এইরূপ একটি সুন্দর ইমারত নির্মাণ সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১২৭। ইলতুৎমিশের মৃতদেহ ধারণকারী কবর অবশ্য এই বর্গাকার কক্ষের মেঝের নীচে মাটিতে অবস্থিত। এই স্থানে পৌঁছাইবার জন্য ইমারতের উত্তর দিকে সিঁড়ি নিচে নামিয়া গিয়াছে।

www.pathagar.com

১২৮। ইলতুৎমিশের সমাধি নির্মিত হইবার পূর্বে সমাধিকক্ষে তিনটি মিহরাবের সমাবেশ মিশরের ফাতেমীয় স্থাপত্যে খাদরা শরীফা মাশহাদে (১১০৮) প্রথম এবং ইখওয়াত ইউসুফের (আ. ১১২৫) সমাধিতে দ্বিতীয় বারের মত দৃষ্ট হয়। (এ. বি. এম. হোসেন. আরব স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭, ৩৭৮)। ক্রেসওয়েলের মতে ইহা একটি পারসিক বৈশিষ্ট্য।

১২৯। আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২

১৩০। ঐ,

১৩১। এই পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণের কৌশলের জন্য দেখুন, পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৩২। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৩৩। এই আয়াতগুলির বিষয় বস্তুর জন্য দেখুন, মে. আ. সা. ই. নং ৪৭, পৃ. ১১৪-১৯১

১৩৪। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫. শান্তিস্বরূপ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

১৩৫। জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪; সৈয়দ আহমদ খান অবশ্য মনে করেন যে, মুহাম্মদকে তাঁহার পিতার সমাধিতেই সমাহিত করা হইয়াছে। (জাফর হাসান, ঐ, পৃ. ৯৬)

১৩৬। এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৩৭। এ. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬৮

১৩৮। আ. সা. ই. রি., ২৩তম খণ্ড. পৃ. ১৪

১৩৯। ঐ,

১৪০। ঐ,

১৪১। ঐ,

১৪২। ঐ,

১৪৩। ঐ,

১৪৪। টি. ডব্লিউ, আরনল্ড, দি প্রিচিং অব ইসলাম, (লাহোর, ১৯৬৮), পৃ. ২৮৪

১৪৫। আহমদ নবী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

১৪৬। মুনসী হুকাম চাঁন্দ, তাওয়ারিখ-ই-জিলা-ই মুলতান, আহমদ নবী খান (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০) কর্তৃক উল্লিখিত।

১৪৭। মুলতান গেজেটিয়ার, পৃ. ২৭৮

১৪৮। সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়াও সমাধিতে গুলদাস্তা ব্যবহারের একটি প্রতীকী তাৎপর্য থাকিতে পারে। এইগুলিকে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে সমাধিতে ব্যবহৃত ত্রিকোণাকার এবড়ো-থেবড়ো প্রস্তর (cairns) বা কবরের মাথার দিকের পাগড়ী সম্বলিত প্রস্তর খণ্ডের উদবর্তন (survival) হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

১৪৯। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-৮১
১৫০। ফারিদি, তারিখ-ই-মুলতান, পৃ. ১৮৮-৮৯, আহমদ নবী খান, (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯) কর্তৃক উল্লিখিত।
১৫১। আওলাদ আলী জিলানী, মুরাক্কা-ই-মুলতান, পৃ. ২১৮ আহমদ নবী খান, (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯) কর্তৃক উল্লিখিত।
১৫২। আ. সা. ই. রি., ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৬৯
১৫৩। ঐ,
১৫৪। ঐ, পৃ. ৭১
১৫৫। ঐ,
১৫৬। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৫৭। আ. সা. ই. রি. ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৬৯
১৫৮। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৫৯। আ. সা. ই. রি., ২৩তম খণ্ড, পৃ. ৬৯, পাদটীকা নং ১
১৬০। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৬১। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ওয়ার্লড আর্ট, ৮ম খণ্ড, (নিউইয়র্ক, ১৯৬৩), কলাম, ২০
১৬২। ঐ,
১৬৩। কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১৬৪। ঐ,
১৬৫। এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১
১৬৬। কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮
১৬৭। আ. সা. ই রি., ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০
১৬৮। এম.এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১
১৬৯। এনসাইক্লোপেডিয়া অব ওয়ার্লড আর্ট, ৮ম খণ্ড, (নিউইয়র্ক, ১৯৬৩), কলাম, ২০
১৭০। সতীশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
১৭১। আর. নাথ.. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১৭২। এনসাইক্লোগেডিয়া অব ওয়ার্লড আর্ট, ৮ম খণ্ড, কলাম ২০
১৭৩। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫
১৭৪। ঐ,
১৭৫। আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৮-৮০
১৭৬। 'কিরান-উস-সাদাইন' এর অর্থ দুই তারার মিলন। বাংলার বিদ্রোহী পিতা বগরা খান এবং পুত্র দিল্লীর সুলতান কায়কোবাদ (১২৮৭-৯০) এর অযোধ্যার সরজু নদীর তীরে মিলনকে কেন্দ্র করিয়া এই আবেগপূর্ণ কাব্য রচিত হয়।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
খলজী আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

মামলুক বংশের শেষ শাসক মুঈজউদ্দিন কায়কোবাদ (১২৮৭-৯০) এর নিকট হইতে মালিক ফিরোজ নামক জনৈক আফগান তুর্কী সভাসদ ক্ষমতা দখল করিয়া জালাল উদ্দিন খলজী[১] (১২৯০-৯৬) উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইভাবে ভারতে খলজী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশ মাত্র তিরিশ বৎসরকাল স্থায়ী হইলেও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ সাধনে এই স্বল্পস্থায়ী রাজবংশ এক দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। একাধিক কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছে। খল্‌জী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে প্রায় একশত বৎসর যাবৎ ভারতে মুসলিম শাসন বর্তমান থাকায় ভারতে মুসলমানগণ অনেকটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা লাভ করে। খল্‌জী আমলে (১২৯০-১৩২০) স্থাপত্যের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, এই রাজবংশের তৃতীয় নরপতি আলাউদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬) শুধু বিজেতাই ছিলেন না। স্থাপত্য শিল্পের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। এই উচ্চাভিলাষী সুলতান 'সিকান্দার সানী' বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার উপাধি গ্রহণ করেন।[২] এই উপাধির যথার্থতা প্রমাণের জন্য একদিকে তিনি যেমন রাজ্যজয়ে মন দেন, তেমনি অন্যদিকে আকর্ষণীয় ইমারত নির্মাণের নীতিও গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে তাঁহার শাসনকালে ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের বিশেষ প্রসার ঘটে। তৃতীয়ত, খল্‌জী আমলে ভারতের বাহিরের কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তন খল্‌জী আমলের স্থাপত্য বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। খল্‌জীদের ক্ষমতায় আরোহণের সময় মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণের মুখে পশ্চিম এশিয়ায় সেলজুক সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। ফলে এই সমস্ত অঞ্চলের অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী এবং স্থপতি মোঙ্গলদের নিষ্ঠুর পাশবিকতা হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় পার্শ্ববর্তী অনেক দেশেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ইহাদের অনেকেই খলজী আমলে দিল্লীর দরবারে আশ্রয় লাভ করিয়া রাজ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। এই দলে অনেকেই যে স্থপতি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহারাই সেলজুকীয় স্থাপত্য রীতি ও ঐতিহ্য ভারতে লইয়া আসেন যাহার সুস্পষ্ট ছাপ খল্‌জী স্থাপত্যে বিদ্যমান। আর ইহারই ফলশ্রুতিতে খল্‌জী শাসনামলে

www.pathagar.com

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের প্রারম্ভিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অন্য ইমারতের নির্মাণ উপকরণের সাহায্যে স্থাপত্য গড়িয়া তোলার মামলুক আমলের সূচিত পর্বের মোটামুটিভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

মামলুকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া খল্‌জী শাসকগণও বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় এবং লোকায়ত ইমারত নির্মাণের মাধ্যমে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য বিকাশে বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে মসজিদ, ঈদগাহ, সমাধিসৌধ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। লোকায়ত ইমারতের মধ্যে তোরণ, মিনার, রাজপ্রাসাদ, নগরী নির্মাণ ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। খলজী আমলে নির্মিত উভয় প্রকার ইমারতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল।

ধর্মীয় ইমারত

মসজিদ

১। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের সম্প্রসারণ (রেখাচিত্র : ১৫)

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

নতুনভাবে কোন মসজিদ নির্মাণের পরিবর্তে আলাউদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬) কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদকে সম্প্রসারিত করেন। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-৩৬) এর সংযোজিত অংশের সহিত তিনি উত্তর দিকে নামায ঘর সম্প্রসারিত

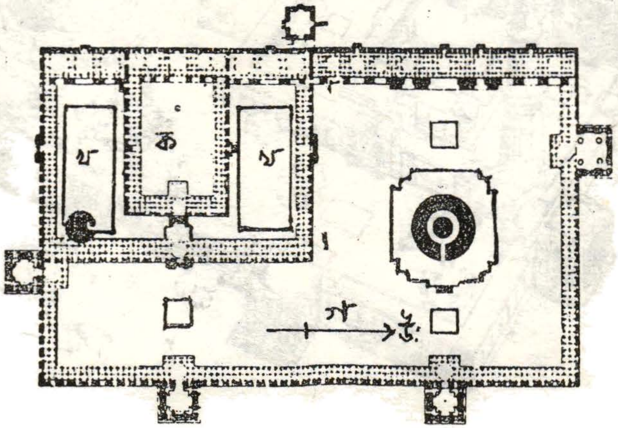

রেখাচিত্র : ১৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (গঃ আলাউদ্দিনের সম্প্রসারিত অংশ) : ভূমি নক্‌শা

করেন এবং এই সম্প্রসারিত নামায ঘরের সম্মুখে খিলান পর্দা স্থাপন করেন। নামায ঘরের এই উত্তর দিকের বর্ধিত অংশের সহিত পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত রিওয়াক

www.pathagar.com

নির্মাণ করেন। এই রিওয়াকের পূর্ব প্রান্ত হইতে মসজিদের সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া পূর্ব দিকেও একটি রিওয়াক নির্মিত হয়। এই রিওয়াকের সহিত দক্ষিণ দিকের কিছু অংশ রিওয়াক নির্মাণ করিয়া ইলতুৎমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত পূর্বদিকস্থ রিওয়াকের সংযোগ ঘটানো হয়। আলাউদ্দিন খল্জীর সম্প্রসারণের ফলে ইহার নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হয় (রেখাচিত্র : ১৬) এবং মসজিদের আয়তন দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত অঙ্গনের মধ্যস্থলে কুতুব মিনারের উচ্চতা ও ব্যাসের দ্বিগুণ মাপের একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তবে নানা কারণে ইহা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়। আলাউদ্দিন খলজীর সম্প্রসারিত অংশে পূর্বদিকে দুইটি, উত্তর দিকে একটি এবং দক্ষিণ দিকে একটি প্রবেশপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়। তবে ইহাদের মধ্যে রাজকীয় প্রবেশদ্বার হিসাবে কেবল দক্ষিণ দিকেরটিরই নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। ইহাই আলাই দরওয়াজা (আলোকচিত্র : ৩০, ৩১) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

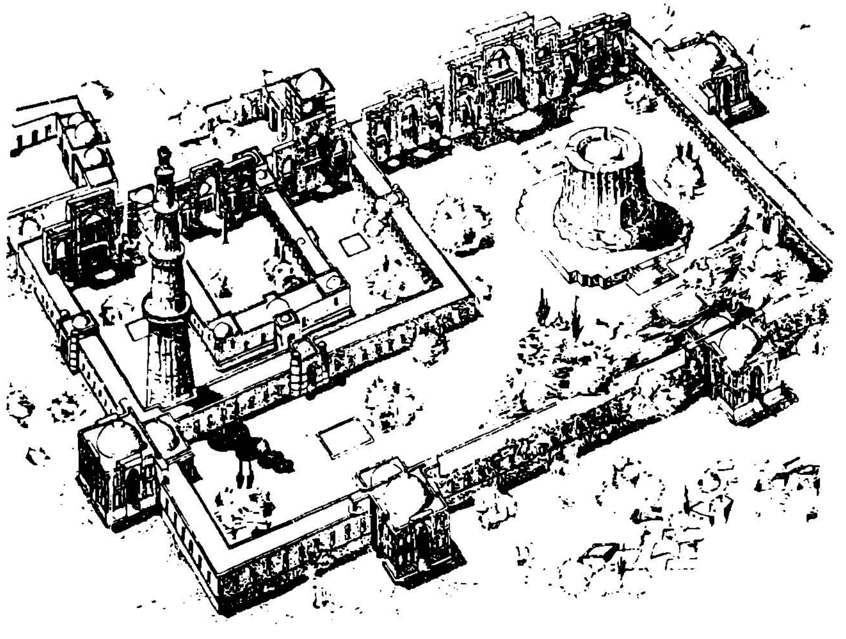

রেখাচিত্র : ১৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (আনুমানিক পুনর্গঠন)

আলাউদ্দিন খল্জী কর্তৃক কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের বর্ধিত অংশের নামাযগৃহ, খিলান পর্দা এবং রিওয়াকের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না। তবে

www.pathagar.com

বর্ধিত অংশের খিলান পর্দার লিপি অলঙ্করণ সম্পর্কে আমীর খসরুর অতিশয়োক্তির কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে, প্রস্তর গাত্রে খিলান পর্দার খোদিত অলঙ্করণ এমন দক্ষ হাতে সম্পাদিত যে, মোমের উপরেও এমনটি কখনও সম্ভব হইত না। খিলানের গা বাহিয়া লিপিনক্‌শা এতই উপরে উঠিয়া গিয়াছে যেন কুরআন শরীফই উপরে উঠিয়া গিয়াছে; আবার যখন ঐ নক্‌শা নীচের দিক নামিয়া আসে তখন মনে হয় যেন কুরআন শরীফই নীচে নামিয়া আসিতেছে।[৩] তবে আলাউদ্দিন খল্‌জীর বর্ধিত খিলান পর্দা ও রিওয়াকের বিশেষ কোন স্থাপত্য আকর্ষণ না থাকিলেও স্থাপত্যের দিক হইতে আলাই দরওয়াজা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবিদার। এই কারণেই নিম্নে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

২। আলাই দরওয়াজা (আলোকচিত্র : ৩০, ৩১)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আলাই দরওয়াজা কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে প্রবেশের দক্ষিণ দিকের তোরণ। এই প্রবেশ পথের আলাই দরওয়াজা নামকরণ সৈয়দ আহমদ খানই করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।[৪] সমসাময়িক লেখায় এই নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কুতুব মিনারের ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.) দক্ষিণ-পূর্বে ইহা অবস্থিত।

ভূমি নক্‌শা

বর্গাকার পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ১৭) নির্মিত এই বিখ্যাত প্রবেশ পথটির প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৬.৫০ ফুট (১৭.২২ মি.)। মোট উচ্চতা ৬০ ফুট (১৮.২৮ মি.)।

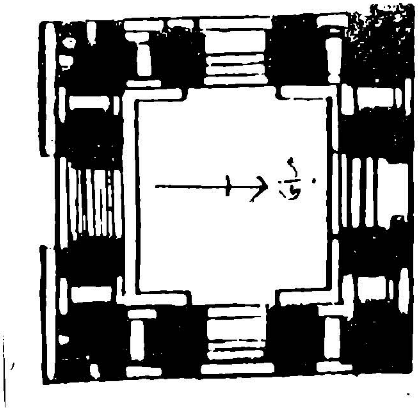

রেখাচিত্র : ১৭। আলাই দরওয়াজা : ভূমি নক্‌শা

www.pathagar.com

নির্মাণকাল ও গঠন

পূর্ব ও দক্ষিণ দেওয়ালের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৭১১ হি. বা ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে এই তোরণটি নির্মিত হইয়াছিল।[৫] আলাই দরওয়াজা সম্পূর্ণভাবে সুখণ্ড (dressed, ashlar) লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ইমারতটি সুখণ্ড প্রস্তর খণ্ডের সরু (header) এবং প্রসারিত (stretcher) বিন্যাসে নির্মিত। তবে মাঝে মাঝে সাদা মার্বেলের ফালিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার চারি দেওয়ালের প্রতিটির মধ্যস্থলে অশ্বখুরাকৃতি বিরাট আকারের কৌণিক খিলান রহিয়াছে। ইহারা ক্রমহ্রাসমান তল বা ধাপ (receding plane) বিশিষ্ট। খিলাননির্মাণে ভূসোঁয়া পদ্ধতির কার্যকর ব্যবহার প্রকৃত খিলান (true rach) নির্মাণ যথাযথভাবে নিশ্চিত করিয়াছে। উচ্চতায় এই খিলানগুলি ইমারতের উচ্চতারই সমান। ইহাদের খিলানগর্ভে (intrados) সংযোজিত হইয়াছে সারিবদ্ধ বর্শাফলকের অলঙ্করণ।[৬] অতিকায় কৌণিক খিলানের খিলানগর্ভের বিরাটত্বকে কিছুটা অবমোচনের জন্য এই ধরনের অলঙ্করণের ব্যবহার খুবই ফলপ্রদ।

আলাই দরওয়াজার অভ্যন্তর ভাগও বর্গাকার। অভ্যন্তর ভাগে ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩৬ ফুট (১০.৯৭ মি.)। এই ইমারতের উপরে একটি বিস্তৃত অথচ অনুচ্চ গম্বুজ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই গম্বুজের শীর্ষদেশে শীর্ষদণ্ড (finial) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে আমলকী প্রতীক। ইহা হিন্দু স্থাপত্য হইতে অনুকৃত।[৬ক] অবস্থান্তর পর্যায়ে স্কুইঞ্চ খিলানের চমৎকার ব্যবহারের মাধ্যমে এই গম্বুজটিকে একটি অষ্টভুজী পিপার (drum) উপর অত্যন্ত দক্ষতার সহিত স্থাপন করা হইয়াছে। প্রবেশ পথের খিলানের ন্যায় স্কুইঞ্চ খিলানগুলিও (আলোকচিত্র : ৩২) একাধিক ক্রমহ্রাসমান তল বা ধাপ বিশিষ্ট। এই পদ্ধতিতে গম্বুজ নির্মাণ দিল্লীতে সম্ভবত ইহাই প্রথম। বলা বাহুল্য, ইহা বহিরাগত মুসলিম কারিগরগণেরই পরিশ্রমের ফসল।

আলাই দরওয়াজার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল ইহার বহির্গাত্রের নির্মাণশৈলী। ইহার উত্তর দিক কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের আলাউদ্দিন খল্‌জী কর্তৃক সম্প্রসারিত রিওয়াকের সহিত মিশিয়া যাওয়ায় শুধুমাত্র এই দিক ব্যতীত অন্য তিন দিকে বৃহদাকার খিলানের উভয় পার্শ্বের সমগ্র উচ্চতাকে স্ফীত আলঙ্কারিক রেখা দ্বারা দুইটি অনুভূমিক (horizontal) ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া একতলা বিশিষ্ট এই ইমারতে দ্বিতল বিশিষ্ট ইমারতের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। বৃহৎ খিলানের উভয় পার্শ্বে আলঙ্কারিক স্ফীত রেখার উপরে এবং নিচে দুইটি করিয়া আয়তাকার সাদা মার্বেলের পাটাভাগ (panel) বসানো হইয়াছে। ইহারা আবার লালবেলে পাথরের পাটাভাগে (panel) সংস্থাপিত হইয়াছে। স্ফীত আলঙ্কারিক রেখার নিচের অংশে বৃহৎ খিলানের উভয় পার্শ্বে ক্রমহ্রাসমান তল বা ধাপ বিশিষ্ট দুইটি করিয়া খিলান সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাদের খিলানগর্ভেও রহিয়াছে বর্শাফলকের অলঙ্করণ। এই খিলান যুগলের মধ্যে একটি বদ্ধ ও অন্যটি সাদা মার্বেল পাথরের জাফরী সম্বলিত। বর্তমানে আলাই দরওয়াজার চারি দেওয়ালের উপর বর্গাকার রূপরেখা

www.pathagar.com

সম্বলিত যে বপ্র (parapet) পরিলক্ষিত হয় তাহা ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের সংস্কারের সময় জনৈক মেজর স্মিথ কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল।

অলঙ্করণ

অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আলাই দরওয়াজা এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বর্শাফলকাকৃতি নকশা দ্বারা খিলানগর্ভের অলঙ্করণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহৎ খিলানের উভয় পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত ছোট খিলানে সাদা মার্বেল পাথরের জাফ্‌রীর ব্যবহার এই ইমারতের অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছে। মার্বেল জাফ্‌রীর জ্যামিতিক নকশা পঞ্চমুখী তারকা এবং ষড়ভুজের সমন্বয়ে সৃষ্ট। আরব্য নক্‌শা এবং নানা প্রকার মামুলী ধরনের হিন্দু এবং জৈন নক্‌শা প্রতীক সম্বলিত অলঙ্করণের পাটাভাগের (panel) ব্যবহার গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে এক আকর্ষণীয় বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছে। বস্তুত এই ধরনের অলঙ্করণ অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সমগ্র ইমারত গাত্রে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমিতে (Spandrel) সৃষ্ট ফোঁকড়ে উদগত পুষ্প নক্‌শা বসান হইয়াছে। এইরূপ অলঙ্করণের ধারণা সম্ভবত সেলজুক স্থাপত্য অলঙ্করলণ হইতে লওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও ক্রম হ্রাসমান তল বা ধাপ বিশিষ্ট খিলান এবং এই প্রকার খিলান সম্বলিত স্কুইঞ্চের চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যবহার এবং যথাস্থানে খোদিত নক্‌শা সম্বলিত কোণদণ্ডের (nook shaft) ব্যবহার (আলোকচিত্র : ৩২) এই ইমারতের আলঙ্কারিক শ্রী বৃদ্ধিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখিয়াছে। ইহা ছাড়াও বহির্গাত্রের প্রায় সর্বত্রই নস্‌খ এবং সুলস পদ্ধতিতে সৃষ্ট লিপি অলঙ্করণের শৈল্পিক বিন্যাস এই ইমারতটিকে ইসলামী অলঙ্করণের ভাবধারায় পুষ্ট করিয়াছে। লাল বেলে পাথরের মাঝে মাঝে সাদা মার্বেল ফালির ব্যবহার ইমারতটির বহির্গাত্রে এক চমৎকার বর্ণ বৈচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। বহির্গাত্রের ন্যায় আলাই দরওয়াজার অভ্যন্তর ভাগও জটিল জ্যামিতিক ও আরব্য নকশা দ্বারা অলঙ্কৃত।

স্থাপত্য উৎস

ভারতের বুকে এই ধরনের কোন ইমারত ছিল না যাহার অনুকরণে আলাউদ্দিন খল্‌জী আলাই দরওয়াজার মত তোরণ নির্মাণে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন। এই ইমারতে বদ্ধ খিলানের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বদ্ধ খিলানের ব্যবহার শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশ ইতিপূর্বে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তবে এইগুলি এতই সাধারণ এবং মামুলী ধরনের ছিল যে, ঐগুলি আলাই দরওয়াজায় ব্যবহৃত চমৎকার বদ্ধ খিলানের উপযুক্ত পূর্বসূরি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইমারতের গৃহমুখে (facade) বদ্ধ খিলান সারির বিন্যাস ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসে প্রথম পরিদৃষ্ট হয় খলিফা হারুন-আর-রশীদের (৭৮৬-৮০৯) খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর রাক্কার প্রাসাদে। তবে ইহাও আলাই দরওয়াজার মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইমারতের সর্বদিকেই কেন্দ্রীয় বৃহৎ

www.pathagar.com

খিলানের উভয় পার্শ্বে আলঙ্করিক খিলানের বিন্যাস সম্বলিত অনুরূপ ইমারতের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় পারসিক রাজ প্রাসাদ তাক-ই-কিসরায় (রেখাচিত্র : ১৮)। এই প্রাসাদ খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্য সম্রাট প্রথম খসরুর (৫৩১-৭৯) জন্য টেসিফোনে নির্মিত হইয়াছিল। আলাই দরওয়াজার মত ইহারও ইমারতের উচ্চতা বিশিষ্ট একটি খিলান সম্বলিত 'ইওয়ান' রহিয়াছে যাহার উভয় পার্শ্বে একটির উপর

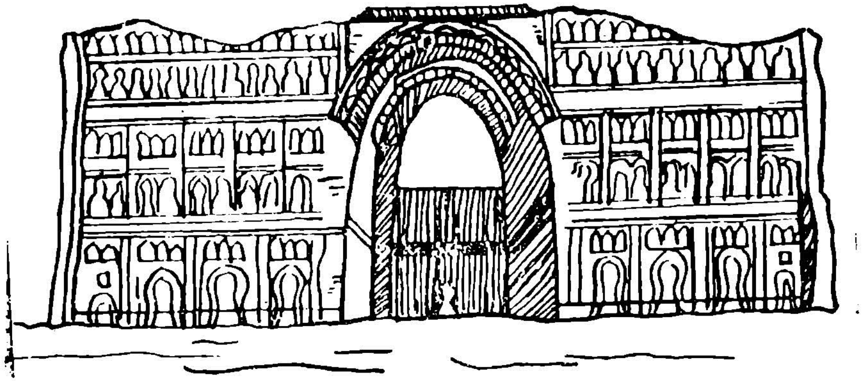

রেখাচিত্র : ১৮। তাক-ই কিসরা

স্থাপিত আর একটি খিলান সারি সন্নিবেশিত হইয়াছিল। 'ইওয়ান' সাসানীয় স্থাপত্যের একটি জনপ্রিয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে পরিগণিত। ইহা পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কর্তৃক মসজিদের নামায ঘরের (সুউচ্চ) খিলান সম্বলিত প্রবেশপথ হিসাবে গৃহীত হয়। সম্ভবত এই স্থাপত্য উৎস হইতে আলাই দরওয়াজার স্থপতি ইহার গঠন ও আকৃতির ধারণা লাভ করিয়া থাকিবে।[৭] তবে ইসলামী স্থাপত্যের ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াসে এই ইমারতের উপরে স্থাপিত হইয়াছে একটি গম্বুজ। তবে এই স্থাপত্য উৎসের পাশাপাশি অনেকে এই বলিয়া অভিমত পোষণ করেন যে, খিলান সম্বলিত রোমক তোরণের ইঙ্গিতবাহী আলোচ্য এই অতিকায় প্রবেশ পথের ধারণা মিসরের মুসলিম স্থাপত্য হইতে আসাটাও বিচিত্র নয়। জে. ডি. হগ মনে করেন যে, মসজিদে এই ধরনের প্রবেশ পথের সংযোজন ফাতেমীয় আমল হইতেই লক্ষ্য করা যায় এবং ইহার পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায় বাইবার্সের (১২৬৬-৬৯) মসজিদে।[৮]

সাধারণ আলোচনা

ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে আলাই দরওয়াজার গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অপরিসীম। ইহা ভারতের বুকে ইসলামী স্থাপত্যের মৌলিক নিদর্শন হিসাবে

www.pathagar.com

পরিগণিত হইতে পারে। ইহা ভবিষ্যতের ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাণ বিন্যাসকে সহজতর করার একটি মূল একক (basic module) হিসাবে সফলতার সহিত ব্যবহৃত হইয়াছে। স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত গম্বুজ এবং ভূসোঁয়া সম্বলিত খিলান নির্মাণের যে রীতি এই ইমারতের মাধ্যমে প্রচলিত হইল তাহা ভারতে পরবর্তীকালের মুসলিম স্থাপত্যের অগ্রযাত্রাকে নিশ্চিত করিয়াছে। ইমারতের চারি বাহুতে খিলানপথ এবং শীর্ষদেশে গম্বুজ এই বিশেষ গঠনশৈলী পরবর্তীকালে লোদী শাসনামলে (১৪৫১-১৫২৬) বর্গাকার সমাধিসৌধ নির্মাণে বিশেষ প্রেরণা যোগাইয়াছে। বস্তুত কুতুব মিনারের পর আলাই দরওয়াজাই ভারতে সুলতানী আমলের একমাত্র ইসলামী ইমারত যাহা একাধিক স্থাপত্য ধারা বা রীতির প্রেরণাকে আত্মীকরণে সক্ষম হইয়াছে। এই দিক দিয়া আলাই দরওয়াজা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ।

৩। জামাতখানা মসজিদ (আলোকচিত্র : ৩৩)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

পুরাতন দিল্লীর নিযামুদ্দীন এলাকায় এই মসজিদটি অবস্থিত। ইহা সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাধক হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার (মৃ. ১৩২৫) সমাধির মাত্র কয়েক গজ পশ্চিমে অবস্থিত। এই মসজিদের নির্মাতা এবং নির্মাণ তারিখ লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। তিন অংশে বিভক্ত এই মসজিদে ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত অনেক শিলালিপি থাকিলেও ঐতিহাসিক কোন শিলালিপি নাই। এই কারণে, মসজিদটি কে কখন নির্মাণ করিয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। জে. ডি. বেগলার[৯] এবং জাফর হাসান[১০] মনে করেন যে, এই মসজিদটি আলাউদ্দিন খল্‌জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজর খাঁ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। আবার ইহাও অনেকে মনে করেন যে, মসজিদের কিছু অংশ বিশেষ করিয়া মধ্যভাগের অংশ হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার সমাধি হিসাবে আলাউদ্দীন খল্‌জী কর্তৃক নির্মিত হয়।[১১] তবে সাধক পুরুষ ইহা গ্রহণে অসম্মতি জানাইলে খিজর খাঁ ইহাকে পরে মসজিদে রূপান্তরিত করেন।[১২] পার্শ্ববর্তী কক্ষদ্বয় পরবর্তী কালের সংযোজন। আবার এইরূপও অনেকে মনে করেন যে, কেন্দ্রীয় কক্ষের পার্শ্ববর্তী কক্ষদ্বয় আলাউদ্দিন খল্‌জীর পুত্র মুবারক শাহ খল্‌জী (১৩১৬-২০) কর্তৃক ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে নির্মিত হয়।[১৩] তবে নির্মাতা যিনিই হউন না কেন, আলাই দরওয়াজার সহিত সাদৃশ্য থাকার কারণে ইমারতটি যে খল্‌জী আমলের তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। (রেখাচিত্র : ১৯)। ইহার দৈর্ঘ্য ৯৫ ফুট ৯ ইঞ্চি (২৯.১৭ মি.) এবং প্রস্থ ৫৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৭.২২ মি.)। ইহা নির্মাণে লাল বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মসজিদটি তিন অংশে

www.pathagar.com

বিভক্ত। মধ্যবর্তী অংশটি বর্গাকার এবং ইহার অভ্যন্তরে প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি (১১.৭৩ মি.)। এই মধ্যবর্তী অংশের উপরে একটি অনুচ্চ গম্বুজ রহিয়াছে। পাঁচস্তর বিশিষ্ট কুলঙ্গী সম্বলিত স্কুইঞ্চ খিলানের সাহায্যে (আলোকচিত্র : ৩৪) গম্বুজ নির্মাণের ভিত রচনা করা হইয়াছে।

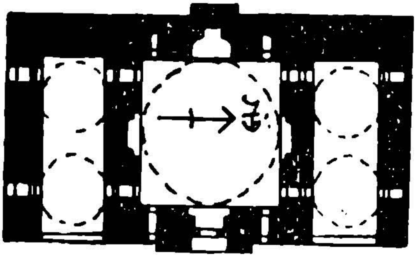

রেখাচিত্র : ১৯। জামাতখানা মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

দেওয়াল এবং গম্বুজ ভিতের মধ্যবর্তী স্থানে আরোপিত হইয়াছে খিলানযুক্ত দেওয়াল পথ (triforium)। এই মসজিদের মধ্যবর্তী অংশের পূর্বদিকের দেওয়ালের ঠিক কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে একটি প্রশস্ত খিলানপথ এবং ইহার উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে একটি করিয়া অপেক্ষাকৃত ছোট খিলানপথ। মধ্যবর্তী অংশের অভ্যন্তরের চারি দেওয়ালে চারিটি উচ্চ খিলান আছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর দিকের খিলানদ্বয় বদ্ধ। পশ্চিম দিকের খিলানটিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে একটি অবতলাকার মিহরাব। পূর্বদিকের খিলানটি প্রবেশপথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলাই দরওয়াজায় ব্যবহৃত খিলানের মত এখানকার খিলানগুলিও দুই স্তর বা ধাপ বিশিষ্ট। ইহারা উদগত নকশা সমৃদ্ধ চৌকোনা স্তম্ভ (pier) হইতে উত্থিত।

মধ্যবর্তী অংশের উভয় পার্শ্বে যে দুইটি অংশ রহিয়াছে উহাদের গঠন ও আকৃতি একই প্রকার। তবে ইহাদের গঠন ও আকৃতি মধ্যবর্তী অংশের গঠন ও আকৃতি হইতে ভিন্নতর। পার্শ্ববর্তী দুই অংশের পূর্বদিকের দেওয়ালে মধ্যবর্তী অংশের প্রবেশ পথের সহিত সামঞ্জস্য বিধানকারী খিলানপথ সংযুক্ত করা হইয়াছে। পার্শ্বস্থ এই কক্ষ দুইটির প্রত্যেকটির উত্তর দেওয়ালে দুইটি এবং পশ্চিম দেওয়ালে খিলানধৃত কুলঙ্গী সন্নিবেশিত রহিয়াছে। পার্শ্ববর্তী এই কক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকটির উপর এক জোড়া করিয়া গম্বুজ রহিয়াছে।

অলঙ্করণ

এই মসজিদটি জ্যামিতিক নক্‌শা, উদ্‌গত নকশা সম্বলিত থালা এবং জাঁকালো লিপিকলার শৈল্পিক প্রয়োগের এক অনন্য উদাহরণ। পূর্বদিকের প্রবেশ পথের খিলান সমূহের খিলান-মুখ (face of the arch) সুল্‌স পদ্ধতির লিপি অলঙ্করণে সজ্জিত। এই খিলানগুলির খিলানগর্ভ (intrados) ক্ষুদ্র বর্শাফলাকের সারি দ্বারা অলঙ্কৃত। এই

www.pathagar.com

সমস্ত খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমির (spandrel) কেন্দ্রস্থলে গোলাকার চক্রে স্তর বিশিষ্ট রোজেট বা গোলাপ সদৃশ পুষ্পের বিন্যাস অনেকটা বাড়তি সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটাইয়াছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের তিন দিক ব্যাপিয়া সুল্স লিপিকলায় উৎকীর্ণ সূরা আর-রহমান যেন এক ঐন্দ্রজালিক আবহের সৃষ্টি করিয়াছে।[১৪] মধ্যবর্তী কক্ষের অভ্যন্তরস্থ খিলানসমূহের মুখও (face) সুল্স রীতির লিপি নকশার সমাহারে সমৃদ্ধ। ইহাদের তিন দিকে রহিয়াছে লিপি নক্শা সমৃদ্ধ পাটাভাগ (panel)। মধ্যবর্তী কক্ষের স্কুইঞ্চ খিলানসমূহেও লিপি নক্শার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তর ভাগে গম্বুজের পিপা (drum) আটটি মনোরম খিলানকৃত কুলঙ্গী দ্বারা অলঙ্কৃত। ইহাদের মধ্যে চারিটি ছিদ্রযুক্ত এবং অপর চারিটি বদ্ধ। তবে বদ্ধ এবং ছিদ্রযুক্ত কুলঙ্গীসমূহ পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশিত।

মধ্যবর্তী কক্ষের মিহরাবটি নস্খ লিপি নকশার পাটাভাগে (panel) ধারণকৃত। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ কক্ষটির অলঙ্করণ খুবই সাদাসিদে ধরনের। এখানে রহিয়াছে পাঁচটি খিলানধৃত কুলঙ্গী। ইহাদের দুইটি উত্তর দেওয়ালে; দুইটি দক্ষিণ দেওয়ালে এবং একটি পশ্চিম দেওয়ালে সন্নিবেশিত। পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কুলঙ্গীর খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) রহিয়াছে লতাপাতার খোদিত নকশা এবং অন্যগুলির অনুরূপ স্থানে প্রয়োগ করা হইয়াছে কলেমা সম্বলিত লিপি নক্শার গোলচক্র। এই অংশের প্রতিটি গম্বুজের অভ্যন্তরভাগের শীর্ষদেশে রহিয়াছে রঙিন পলেস্তায় সৃষ্ট আরব্য নক্শার হৃদয়গ্রাহী আলপনা। উত্তর দিকের কক্ষটির অলঙ্করণও অনুরূপ হওয়ায় ইহাতে নতুনত্বের কোন ছাপ নেই।

মন্তব্য

লক্ষণীয় যে, মসজিদটি সাহন ও রিওয়াক বর্জিত। আলাই দরওয়াজার স্থাপত্যের সহিত তুলনা করিলে জামাতখানা মসজিদের স্থাপত্য শৈলীতে বেশ কিছুটা হতাশার সুরই পরিলক্ষিত হয়। ইহা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, আলাই দরওয়াজা নির্মাণের মধ্য দিয়া যে স্থাপত্য রীতির গোড়া পত্তনের প্রয়াস পাওয়া গিয়াছিল, অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে তাহার সম্যক ও বলিষ্ঠ প্রতিফলন এই মসজিদ স্থাপত্যে অনেকাংশেই ঘটে নাই। ইহার কারণ হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, আলাই দরওয়াজা নির্মাণের সুদক্ষ কারিগরগণকে হয়ত বা আর রাজধানীতে পাওয়া যাইতেছিল না। অথবা এও হইতে পারে যে, আলাই দরওয়াজার কারিগরগণকে ভারতের বাহির হইতে ঐ বিশেষ কাজের জন্যই আনা হইয়াছিল। কাজ শেষে তাহারা আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত দক্ষ কারিগরের অভাবেই হয়ত বা খিলানের আঙ্গিক সৌষ্ঠবে অশ্বখুরাকৃতি খিলানের আদল এবং বৈশিষ্ট্য সম্যকভাবে প্রতিফলিত হয় নাই। ফলশ্রুতিতে ইহাদের উত্থান পর্বে কেবল কিছুটা সমতল ভাবেরই সৃষ্টি হয় নাই ; বরং ইহাদের শীর্ষদেশেও কিছুটা কৌণিক আকৃতির আদল

www.pathagar.com

আসিয়া পড়িয়াছে। আর এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি যে এদেশীয় রাজমিস্ত্রী নিয়োগেরই ফল তাহা বলাই বাহুল্য।

৪। সীরী নগরীর জামে মসজিদ

আলাউদ্দিন খল্‌জী ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে সীরী নামে একটি নগরী নির্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন।[১৫] ইহা দিল্লীর দ্বিতীয় শহর বলিয়া পরিচিত। বারানীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই নব নির্মিত নগরীতে একটি জামি মসজিদ ছিল যাহার সম্মুখে আলাউদ্দিন খল্‌জীকে সমাহিত করা হইয়াছিল।[১৬] দুর্ভাগ্যবশত সীরী নগরীর বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বর্তমান থাকিলেও উল্লেখিত জামি মসজিদটির কোন চিহ্নই আর বিদ্যমান নাই।

৫। তুহফি ওয়ালা গম্বুজ মসজিদ

সীরী নগরীর কথিত জামি মসজিদের কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলেও সীরী নগরীর প্রাচীর সীমানার মধ্যে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। ইহা বর্তমানে শাহপুর জাট নামক গ্রামে অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে ইহা তুহফী ওয়ালা গম্বুজ নামে পরিচিত। জামাতখানা মসজিদের মত ইহারও তিনটি কামরা ছিল। এই সুবাদে ইহাকে খল্‌জী আমলের বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তবে বর্তমানে ইহা এতই ভগ্নদশাগ্রস্ত অবস্থায় রহিয়াছে যে, গম্বুজসহ মধ্যবর্তী কামরার অস্তিত্ব অতি কষ্টেই সনাক্ত করিতে হয়।[১৭]

৬। সীরী নগরীর অন্যান্য মসজিদ

আমীর খসরুর (মৃ. ১৩২৫) বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, আলাউদ্দিন খল্‌জী সিরি নগরীতে আরো কয়েকটি মসজিদ নির্মাণ করেন। আমীর খসরুর মতে এই মসজিদগুলির নির্মাণশৈলী এতই উন্নতমানের ছিল যে, কিয়ামতের দিন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও এইগুলির একটি খিলানও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না।[১৮] কিন্তু অদ্যাবধি আকাশ ভাঙ্গিয়া না পড়িলেও ঐ মসজিদগুলি যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া অস্তিত্ব বিহীন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৭। আদিনা বা পাটানের জামে মসজিদ

গুজরাট বিজয় আলাউদ্দিন খল্‌জীর রাজনৈতিক জীবনের এক অনন্য কৃতিত্ব। ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে আলপখান কর্তৃক পাটান (প্রাচীন অনহিলধারা) জয়ের মাধ্যমে এই বিজয়ের সূচনা হয়। এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই গুজরাটের প্রাদেশিক রাজধানী হিসাবে পাটানে মুসলিম স্থাপত্য কর্মকাণ্ড আরম্ভ হয়। স্বাধীন সুলতান আহমদ শাহ (১৪১১-৪২) কর্তৃক ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের রাজধানী আহমদাবাদে স্থানান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত পাটান গুজরাটের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।

www.pathagar.com

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

পাটানে খল্জী আমলেই একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়। জানা যায়, প্রাদেশিক শাসনকর্তা আল্পখান কর্তৃক ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়।[১৯] মিরাত-ই-আহমদীর লেখক মুহাম্মদ খানের মতে এই মসজিদটি আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত ছিল।[২০]

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৪০০ ফুট (১২১.৯২ মি.) এবং প্রস্থ ছিল ৩৩০ ফুট (১০০.৫৮ মি.)। ম্যানডেল শ্লো'র বিবরণ হইতে উদ্ধৃতি দিয়া বার্জেস বলেন যে, এই মসজিদে ১050 টি মার্বেল পাথরের স্তম্ভ ছিল।[২১] তবে ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট ভ্রমণকারী থিভনটের বিবরণে[২২] বা মিরাত-ই-আহমদীর লেখক মুহাম্মদ খানের লিখায় মার্বেল স্তম্ভের উল্লেখ থাকিলেও তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই।[২৩] মুহাম্মদ খানের মতে স্তম্ভের সংখ্যা নির্ণয়ে কোথায়ও কোন ভুল ত্রুটি হইয়া থাকিবে। স্থানীয় জনগণেরও ইহাই বিশ্বাস। তবে বহুস্তম্ভ বিশিষ্ট এই বিশাল মসজিদ নির্মাণ ঐ সময়ে একজন প্রাদেশিক গভর্নরের পক্ষে সম্ভব ছিল কিনা তাহাও বিবেচ্য। তবে এই মসজিদের স্তম্ভগুলি এবং উহার অন্যান্য উপকরণ যে হিন্দু এবং জৈন মন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সন্দেহাতীত। সংগৃহীত মালামাল এবং নির্মাণ সামগ্রীর দ্বারা তড়িঘড়ি নির্মিত এই মসজিদটি স্বাভাবিকভাবেই বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। বর্তমানে ইহার ভিত্তি মূলের সামান্য অংশ ব্যতীত গোটা মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

৮। উখা মসজিদ

গুজরাটের পাটানের মত রাজপুতনার ভরতপুর জেলার বায়ানা নামক স্থানেও খল্জী আমলে একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। বায়ানার এই মসজিদ উখা[২৪] মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। গো-শালা হিসাবে একদা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য এই মসজিদ 'নোহারা' হিসাবেও আখ্যায়িত ছিল।[২৫] এই মসজিদ বায়ানার বৃহত্তম ইমারতগুলির অন্যতম।[২৬] এই মসজিদটি পুরাতন হিন্দু মন্দিরের নির্মাণ উপকরণ দ্বারা নির্মিত।

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

মসজিদটির প্রবেশ পথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা ৭২০ হি. অর্থাৎ ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে জনৈক কাফুর সুলতানী (মালিক কাফুর) কর্তৃক সুলতান কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহের (১৩১৬-২০) রাজত্বকালে নির্মিত হয়।

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। পূর্ব-পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য ১২৪ ফুট (৩৭.৭৯ মি.) এবং উত্তর-দক্ষিণে ৭৪ ফুট (২২.৫৫ মি.)। নামায গৃহ পাঁচ সারি

www.pathagar.com

স্তম্ভের দ্বারা চারিটি আইলে বিভক্ত হইয়াছে। নামায গৃহের সম্মুখে রহিয়াছে সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিকে রহিয়াছে রিওয়াক। উত্তর এবং দক্ষিণ রিওয়াকের আইলদ্বয় ভিন্ন প্রকৃতির। দক্ষিণ দিকের রিওয়াক এক আইল বিশিষ্ট; কিন্তু উত্তর দিকের রিওয়াক সাহন হইতে ৮ ফুট (২.৪৩ মি.) উঁচুতে।[২৭] পূর্বদিকের দেওয়ালে রহিয়াছে প্রবেশপথ। সব দেওয়ালগুলিই সুখণ্ড বর্গাকার প্রস্তর খণ্ড দ্বারা নির্মিত। হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত উপকরণ দ্বারা মসজিদটি নির্মিত হইলেও নির্মাণশৈলী এবং অলঙ্করণের মাধ্যমে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের ন্যায় ইহাতে ইসলামী ভাবধারা পরিস্ফুটনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। তবে আলাই দরওয়াজার অনুকরণে খিলানগর্ভে বর্শাফলকের নক্শা সংযোজিত হইয়াছে।

মন্তব্য

পার্সী ব্রাউন মনে করেন যে, দিল্লীর রাজকীয় স্থাপত্য রীতির রূপরেখা প্রাদেশিক সংস্করণের এই মসজিদের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়ার চেষ্টা করিয়াছে।[২৮] তবে হিন্দু মন্দিরের রূপান্তরিত আঙ্গিক, স্থাপত্য কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লী হইতে দূরে অবস্থান এবং বিশেষত খল্‌জী বংশের পতনের যুগে ইহা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) কর্তৃক সূচিত মুসলিম স্থাপত্য রীতির যথাযথ প্রতিফলন ইহাতে ঘটে নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

৮। মালিক করিম উদ্দিন মসজিদ

সাধারণ বর্ণনা

শেখ ইবরাহীম তারিখ-উল-হকের বর্ণনা অনুযায়ী আলাউদ্দিন খল্‌জীর রাজত্বকালে ১৩০৬-৭ খ্রিস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে একটি কাঠের মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল।[২৯] পরবর্তীকালে সম্ভবত ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে বিজাপুরের খল্‌জী গভর্নর মালিক করিম কাষ্ঠ নির্মিত মসজিদটি ভাঙ্গিয়া উহাকে প্রস্তর দ্বারা পুনর্নির্মাণ করেন।[৩০] তখন উহা মালিক করিম উদ্দিনের মসজিদ নামে পরিচিত হয়। ১৩২০ খ্রিস্টাব্দের এক মারাঠী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মালিক করিম উদ্দিনের মসজিদটি রিভাইয়া নামক জনৈক হিন্দু রাজমিস্ত্রী কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৩১] তবে মসজিদটির গঠন ও নির্মাণশৈলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

মিনার

১। আলাই মিনার (আলোকচিত্র : ৩৫)

নির্মাতা ও নামকরণ

আমীর খসরুর বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় যে, আলাউদ্দিন খল্‌জী এমন একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন যাহার পরিধি কুতুব মিনারের

www.pathagar.com

পরিধির দ্বিগুণ হইবে এবং এই পরিধির অনুপাতে নির্ণিত হইবে উক্ত মিনারের উচ্চতা।[৩২] কুতুব মিনার হইতে প্রায় ৪২৫ ফুট (১২৯.৫৪ মি.) সোজা উত্তরে আলাউদ্দিন খল্‌জী কর্তৃক কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের বর্ধিত প্রাঙ্গণে এই মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আলাউদ্দিন খল্‌জীর নামানুসারে ইহার নাম হয় আলাই মিনার।[৩৩] তবে দুর্ভাগ্যবশত আলাউদ্দিন খল্‌জীর অকাল মৃত্যুর জন্য এই মিনার নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

২০ ফুট (৬.০৯ মি.) বৃত্তাকার ভিত্তির উপর এই মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই বৃত্তাকার ভিত আবার একটি বর্গাকার বেদীর উপর (রেখাচিত্র : ১৬) স্থাপন করা হয়। এই বর্গাকার ভিতের কর্তিত কোণগুলিতে খাঁজ নকশার সাহায্যে সৃষ্ট হইয়াছে অন্তঃকোণের (re-entrant angle) (রেখাচিত্র : ১৬) চমৎকার অনুক্রম। এই বৈশিষ্ট্য হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের প্রভাবকেই ব্যক্ত করে। মাত্র ৮০ ফুট (২৪.৩৮ মি.) উচ্চতায় পৌছানোর পর ইহার নির্মাণ কাজ পরিত্যক্ত হয়। গোড়ায় ইহার ব্যাস ৯০ ফুট (২৭.৪৩ মি.); পরিধি ২৫০ ফুট (৭৬.২ মি.) এরও অধিক। এই অংশটুকু ধূসর বর্ণের পিণ্ড বা তাল (rubble) বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত। এই অসম্পূর্ণ মিনারের বহির্গাত্র ৩২ টি খাত (fluting) সম্বলিত। কুতুব মিনারের ন্যায় ইহাদেরও প্রতিটি মার্বেল বা লাল বেলে পাথরের আবরণে আবৃত করার পরিকল্পনা ছিল।.এই উদ্দেশ্যে মার্বেল পাথরও সংগৃহীত হইয়াছিল যাহা পরে হুমায়ূনের সমাধি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।[৩৪] যাহা হউক, নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মিনারের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে ইহার ব্যাস ও আনুপাতিক উচ্চতা কুতুব মিনারের ব্যাস ও উচ্চতার দ্বিগুণ হইত।[৩৫] আলাই মিনারের নির্মিত অংশটুকুর দেওয়ালের প্রশস্ততা ১৮ ফুট ৩ ইঞ্চি (৫.৫৫ মি.)। ইহার পূর্বদিকে প্রবেশ পথের ব্যবস্থা ছিল। এই প্রবেশপথ হইতে মিনারের অন্তঃগাত্র বাহিয়া ৯ ফুট ৯ ইঞ্চি (২.৯৬ মি.) প্রশস্ত বাঁধানো পথ প্যাঁচানোভাবে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। কানিংহাম মনে করেন এই বাঁধানো সমতল পথে পরবর্তীকালে সোপান সংযুক্ত করা হইত।[৩৬] কিন্তু পেজ অত্যন্ত সতর্ক অনুসন্ধানের পর কানিংহামের সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মিনারের অভ্যন্তরস্থ ঐ প্যাঁচানো পথে সোপান সংযোজনের কোন সম্ভাবনাই ছিল না।[৩৭] যদি পেজ-এর অনুমানই সঠিক হয় তবে আলাই মিনারের উপরে উঠিবার প্যাঁচানো সমতল পথ সামার্‌রা এবং আবূ দুলাফ মসজিদের মিনারের বহির্গাত্রে সংযুক্ত অনুরূপ প্যাঁচানো সমতল পথের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। যাহা হউক, উপরে উঠিবার এই পথে আলো প্রবেশের জন্য অসমাপ্ত মিনারের উত্তর গাত্রের সামান্য উঁচুতে একটি গবাক্ষ পথ সংযুক্ত করা হইয়াছিল।

www.pathagar.com

নির্মাণকাল

কখন এই আলাই মিনারের নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। কোন প্রকার উৎসের উল্লেখ না করিয়া সৈয়দ আহমদ খান এই মর্মে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই মিনারটির নির্মাণকার্য ৭১১ হিঃ অর্থাৎ ১৩১১ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ করা হইয়াছিল।[৩৮] খুব সম্ভব ইহার নির্মাণকার্য আলাউদ্দিন খল্‌জীর মৃত্যুতে ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে স্থগিত হয়।[৩৯]

মন্তব্য

যাহা হউক, নির্মাণকার্য যথারীতি সম্পন্ন হইলে এই মিনারটি নিঃসন্দেহে স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর সৃষ্টিতে পরিণত হইত। প্রশ্ন উঠিতে পারে, কি উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন খল্‌জী এই মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? আমীর খসরুর মতে কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মর্যাদা বৃদ্ধিই ছিল আলাউদ্দিন খল্‌জীর মূল উদ্দেশ্য। এই অর্থে ইহাকে ধর্মীয় ইমারত হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তবে এই সুলতানের চরিত্র সম্পর্কে যাঁহারা সম্যক অবগত আছে তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সিকান্দার সানী বা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার হিসাবে কুতুব উদ্দিন আইবেক বা ইলতুৎমিশ অপেক্ষা তিনি যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ-এই অহংবোধকে চরিতার্থ করিবার মানসেই হয়তবা তিনি কুতুব মিনার অপেক্ষা বৃহত্তর এই মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২. সুলতান পুরের মিনার

পশ্চিম খান্দেশের সুলতান পুরে এই মিনার জনৈক মালিক সৈয়দ মুহাম্মদ মুবারক সুলতানপুরী কর্তৃক সুলতান কুতুব উদ্দিন মুবারক খল্‌জীর (১৩১৬-২০) শাসনামলে নির্মিত হয়।[৪০] মিনারটি বর্তমানে বিদ্যমান নাই এবং ইহার গঠনশৈলী সম্পর্কেও কিছু জানা যায় না। মিনারটির ফারসী শিলালিপিতে নির্মাতার ধর্মীয় বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত ব্যক্ত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, মিনারটি হয়তবা কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়া থাকিবে।

ঈদগাহ

মসজিদ ছাড়াও ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে খল্‌জী আমলে রাপ্‌রিতে একটি ঈদগাহ নির্মাণের কথা জানিতে পারা যায়। নিম্নে এই ঈদগাহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা হইল।

১। রাপ্‌রি[৪১] ঈদগাহ (আলোকচিত্র : ৩৬)

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

১৩১২ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খল্‌জীর বিখ্যাত সেনাপতি মালিক কাফুর (মৃ. ১৩১৬) কর্তৃক এই ঈদগাহটি নির্মিত হয়। অনুমান করা হয় যে, মালিক কাফুর

www.pathagar.com

তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয়কে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইহা নির্মাণ করেন।[৪২] রাপ্রি ঐ সময়ে তাঁহার জায়গীরদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গঠন ও স্থাপত্যশৈলী

প্রকৃতপক্ষে এই ঈদগাহটি একটি বিরাট আকৃতির ইষ্টক নির্মিত প্রাচীর। ইহা উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহার উভয় প্রান্তে একটি করিয়া বুরুজ আছে। এইগুলি উপরের দিকে ক্রমশ সরু হইয়া গিয়াছে। প্রান্ত বুরুজসহ এই প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৫৭ ফুট ১০ ইঞ্চি (৪৮.১০ মি.)। ঈদগাহের এই প্রাচীর গাত্রে কেন্দ্রস্থলের মিহরাব ব্যতীত খিলান সম্বলিত দশটি কুলঙ্গী আছে। এই ঈদগাহটি পলেস্তারার আবরণে আবৃত ছিল। মিহরাবের উপরে স্থাপিত একটি শিলাখণ্ডে আলাউদ্দিন খল্জীর উপাধি 'সিকান্দার সানী' (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার), মালিক কাফুরের নাম এবং ঈদগাহ নির্মাণের তারিখ খোদিত রহিয়াছে।

অলঙ্করণ

ঈদগাহ গাত্রের প্রতিটি কুলঙ্গীর অভ্যন্তরে পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া কলেমা সম্বলিত গোলাকার চক্র নক্শার সৃষ্টি করা হইয়াছে। কলেমা নস্খ পদ্ধতিতে লেখা। ইহা ছাড়াও অলঙ্করণে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির ব্যবহার এই ঈদগাহটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। ভূমি হইতে ২০ ফুট (৬.০৯ মি.) উঁচুতে উল্লিখিত শিলালিপির ঠিক উপর দিয়া এই ঈদগাহের পূর্বদিকের প্রাচীর গাত্রে এক সারি নীল রঙের টালি বসানো আছে।[৪৩]

মন্তব্য

ইতিপূর্বে বদাউনের শামসী ঈদগাহে জেল্লাদার ইষ্টকের ব্যবহার লক্ষ্য করা গিয়াছে। কিন্তু জেল্লাদার রঙিন টালির ব্যবহার নিঃসন্দেহে এই ঈদগাহটিকে অলঙ্করণের দিক হইতে ইসলামী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে। আর ইহা যে পারসিক বা মধ্য এশীয় প্রভাবের ফল তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমাধিসৌধ

ইহা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, খলজী আমলে নির্মিত রাজকীয় সমাধিসৌধের কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমনকি এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক আলাউদ্দিন খল্জীর সমাধি ভবনের অস্তিত্ব লইয়াও যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি কক্ষ এবং হলঘরের সমন্বয়ে ইংরেজী L-অক্ষরের আকৃতির একটি ইমারত গুচ্ছ (রেখাচিত্র : ২০) গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে

www.pathagar.com

মনে করেন যে, অন্য কক্ষগুলি মাদ্রাসা হিসাবে ববহৃত হইলেও দক্ষিণ বাহুর মধ্যবর্তী কক্ষটি সম্ভবত আলাউদ্দিন খল্‌জীর সমাধি (আলোকচিত্র : ৩৭) ছিল।[৪৪]

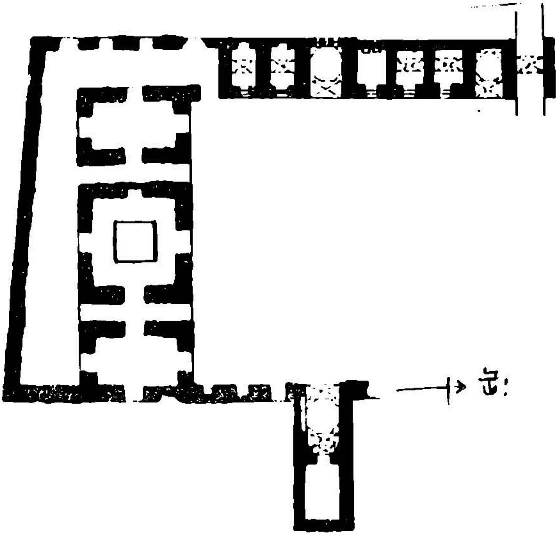

রেখাচিত্র : ২০। আলাউদ্দিন খল্‌জীর তথা-কথিত মাদ্রাসা : ভূমি নক্‌শা

সাধারণ আলোচনা

যদিও মসজিদ সংলগ্ন ইমারত গুচ্ছটি মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, তথাপি ইহাদের নির্মাণশৈলী বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই ইমারত গুচ্ছটি আলাউদ্দিন খল্‌জীর ক্ষমতায় আরোহণের বহু পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের নির্মাণে পিণ্ড বা তাল পাথর (rubble) এবং সুখণ্ড (dressed) সাদা পাথরের সহিত ধূসর বেলে পাথরের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমরা জানি যে, আলাউদ্দিন খল্‌জীর দিল্লীস্থ ইমারতসমূহ সুখণ্ড লাল বেলে পাথরে নির্মিত। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এই ইমারতগুলি যে আলাউদ্দিন খল্‌জীর আমলে নির্মিত হয় নাই তাহা মোটামুটিভাবে ধরিয়া লওয়া যায়। ইহা ব্যতীত এই ইমারতগুলির কিছু নির্মাণকৌশল পর্যালোচনা করিলেও উপরিউক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এই ইমারত গুচ্ছে গম্বুজ নির্মাণের পদ্ধতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গম্বুজ নির্মাণের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতির অনুসরণে প্রস্তর নির্মিত কড়িকাঠের (beam) পান্দানতিফের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। ফলে এই সমস্ত গম্বুজ পাকাপোক্ত না হওয়ায় খুব শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া পড়ে। আমরা জানি, আলাউদ্দিন খল্‌জীর সময় গম্বুজ নির্মাণের জন্য স্কুইঞ্চ খিলান পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ায় এই আমলে নির্মিত গম্বুজগুলি স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এই ইমারত গুচ্ছটি কুতুব উদ্দিন আইবেকের সময় হইতে গিয়াস উদ্দিন

www.pathagar.com

বলবনের শাসনামলের কোন সময়ে নির্মিত হইয়াছিল যখন ভারতে গম্বুজ পদ্ধতি পরিপক্কতা লাভ করে নাই। সুতরাং নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত প্রস্তরাদি এবং গম্বুজ নির্মাণের কৌশল ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিলে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, এইগুলি আলাউদ্দিন খল্‌জী কর্তৃক নির্মিত হয় নাই। তাই এই ইমারত গুচ্ছের কেন্দ্রীয় কক্ষে আলাউদ্দিন খল্‌জী সমাহিত হওয়ার প্রশ্নে মনে সন্দেহ জাগা খুবই স্বাভাবিক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইলে আলাউদ্দিন খলজী কোথায় সমাহিত হইয়াছেন ? জিয়া উদ্দিন বারানীর বর্ণনা অনুযায়ী শাওয়াল মাসের ৬ তারিখের প্রত্যুষে আলাউদ্দিন খলজীর মরদেহ সীরী নগরীর লাল কেল্লা হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং জামে মসজিদের সম্মুখস্থ একটি সমাধিতে কবরস্থ করা হয়।[৪৫] বারানীর কথিত জামে মসজিদ কখনই কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ হইতে পারে না। আলাউদ্দিন খলজীর নব নির্মিত সীরী নগরীতে অবশ্যই একটি জামে মসজিদ ছিল এবং ইহার নিকটস্থ কোন স্থানে তিনি তাঁহার সমাধি নির্মাণ করিয়াছিলেন। সম্ভবত ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) এই সমাধির সংস্কার সাধন করিয়া ইহাতে চন্দন কাঠের দরজা সংযুক্ত করেন।[৪৬] যেহেতু সীরী নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে সেই হেতু বারানী কর্তৃক উল্লিখিত আলাউদ্দিন খলজীর সমাধি বা জামে মসজিদের অবস্থান ও অস্তিত্ব সনাক্ত করা খুবই দুষ্কর।

রাজধানী দিল্লীতে খলজী আমলের কোন সমাধিসৌধের সন্ধান পাওয়া না গেলেও শিলালিপি ভিত্তিক তথ্য হইতে গুজরাটে খলজী আমলের কয়েকটি সমাধিসৌধের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিতগুলির উল্লেখ করা যায় :

(ক) ক্যাম্বের পীর আনছারীর সমাধি (১৩০০);[৪৭]

(খ) পাটানে মানগ্রলী শাহের সমাধি (১২৯৯-১৩০০);[৪৮]

(গ) ক্যাম্বের ইখতিয়ার দৌলার সমাধি (১৩১৭);[৪৯]

(ঘ) ধোলকায় বরকত শাহের সমাধি (১৩১৮);[৫০]

উপরিউক্ত সমাধিগুলি সম্ভবত হিন্দু ও জৈন মন্দিরের নির্মাণ উপকরণ দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালের বহুবারের সংস্কারের ফলে ইহাদের মূল স্থাপত্য গঠনের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।

লোকায়ত ইমারত

ধর্মীয় স্থাপত্য, (যেমন মসজিদ, ঈদগাহ, সমাধিসৌধ) ছাড়াও খলজী আমলের লোকায়ত স্থাপত্যের (secular architecture)-ও কিছু নিদর্শন রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সেতু, জলাধার, বাউলী, নগর, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে খলজী আমলের লোকায়ত স্থাপত্যকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

www.pathagar.com

১। হাওয-ই-আলাই

সীরী নগরীর অধিবাসীদের জলকষ্ট দূর করিবার অভিপ্রায়ে আলাউদ্দিন খলজী একটি সুবিশাল জলাধার নির্মাণ করেন। ইহা হাওয-ই-আলাই নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) ইহা সংস্কার করিয়া ইহার দক্ষিণ ও পূর্বপাড়ে তাঁহার সমাধিসহ যে কয়েকটি ইমরাত নির্মাণ করেন সেগুলি বর্তমানে হাওয-ই-খাস নামে পরিচিত। ইহা ছাড়াও আলাউদ্দিন খলজী কুতুব মিনারের নিকটস্থ কোন এক স্থানে ইলতুৎমিশ কর্তৃক ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত[৫১] হাওয-ই-শামসীর সংস্কারকার্য সম্পন্ন করেন।

২। ঝালর বাউলী

রাজস্থানের ভরতপুর জেলার বায়না শহরের দুই মাইল উত্তরে এই ঝালর বাউলী অবস্থিত। ১৩১৮ খ্রিস্টাব্দে কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহ খলজীর শাসনামলে (১৩১৬-২০) ইহা নির্মিত হয়।[৫২] ইহা একটি সোপান সম্বলিত জলকূপ (stepped well)। ইহা বর্গাকৃতি এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭৯ ফুট (২৪.০৭ মি.)। ইহার চারিদিকে আচ্ছাদন বিশিষ্ট অঙ্গন রহিয়াছে। এই আচ্ছাদন স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। বর্গাকার এই আচ্ছাদন লাল বেলে পাথরে নির্মিত এবং ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১২৭.৫ ফুট (৩৮.৮৬ মি.)। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই বাউলীর চারিকোণায় চারিটি গম্বুজ সম্বলিত লাল বেলে পাথরের এই আচ্ছাদনকে ঝালরের মত মনে হয় বলিয়াই ইহাকে ঝালর বাউলী নামে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।[৫৩]

৩। জাম্বেরী নদীর সেতু

চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দিন খলজী ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে জাম্বেরী নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করেন। ইহার প্রধান স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার দুই প্রান্তের প্রবেশপথ এবং তৎসংলগ্ন বুরুজ।[৫৪] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এইগুলি বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় নাই। তবে এই সেতুর দশটি অতিকায় খিলান এখনও বিদ্যমান। এই খিলানগুলি ধূসর বেলে পাথরে নির্মিত।[৫৫] ভগ্নদশা সত্ত্বেও এই সেতু এবং খিলানসমূহ তৎকালীন পুর প্রকৌশলের ক্ষেত্রে সমসাময়িক দক্ষতা এবং উৎকর্ষতার প্রকৃষ্ট প্রমাণই বহন করে।

উপরে বর্ণিত লোকায়ত স্থাপত্যকর্ম ছাড়াও খলজী আমলে কয়েকটি রাজপ্রাসাদ এবং একটি নগরী নির্মিত হয়। এইগুলি খলজী আমলের লোকায়ত স্থাপত্য কর্মকাণ্ডের পরিধি বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছিল। নিম্নে এই সমস্ত রাজপ্রাসাদ ও নগরীর বর্ণনা প্রদান করা হইল।

www.pathagar.com

রাজপ্রাসাদ

সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণে খলজী আমলে নির্মিত একাধিক রাজ প্রাসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে দুর্ভাগ্যবশত বর্তমানে এইগুলির কোন অস্তিত্বই আজ বিদ্যমান নাই। মামলুক বংশীয় সুলতান মুঈজ উদ্দিন কায়কোবাদ (১২৮৬-৯০) কর্তৃক যমুনা তীরে নির্মিত কিলহগাড়ী শহরে জালাল উদ্দিন খলজী (১২৯০-৯৬) 'কুসাক সব্জ' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।[৫৬] সম্ভবত এই প্রাসাদ নির্মাণেও সবুজ টালি ব্যবহার করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়াও তারিখ-ই-ফিরোজশাহী-র বর্ণনা অনুযায়ী সীরী নগরীতে আলাউদ্দিন খলজী সুরখ মহল বা লাল প্রাসাদ নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।[৫৭]

তবে সীরী নগরীতে আলাউদ্দিন খলজী আরো একটি মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তারিখ-ই-ফিরিস্তার বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই প্রাসাদ কাসর-ই-হাজার সুতুন (সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ) নামে পরিচিত ছিল। ১৩১১-১২ খ্রিস্টাব্দে মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্য অভিযান শেষে যে ধন সম্পদ (১১২ টি হস্তী, ২০,০০০ অশ্ব, ৯৬ মন স্বর্ণ, কয়েক বাক্স হিরা-জহরত) লইয়া আসেন সেগুলি এই প্রাসাদের সম্মুখেই সুলতান আলাউদ্দিন খলজীকে দেখান হইয়াছিল।[৫৮] এই প্রাসাদেই খসরুখান কুতুব উদ্দিন মুবারক শাহকে (১৩১৬-২০) হত্যা করিয়া খলজী বংশের অবসান ঘটাইয়াছিল এবং এই প্রাসাদেই গাজী তুগলকের (১৩২০-২৫) অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।[৫৯]

কাসর-ই-হাজার সুতুন একটি দ্বিতলবিশিষ্ট ইমারত ছিল। ইহার উপর তলায় সন্নিবেশিত ছিল রাজকীয় কক্ষসমূহ। এই কক্ষগুলির সম্মুখে উন্মুক্ত চত্বর যেখানে প্রয়োজনে তাঁবু খাটান যাইত। নীচতলায় জনগণের জন্য ছিল দরবার কক্ষ। ইহার সহিত সংযুক্ত ছিল প্রকাণ্ড উন্মুক্ত অঙ্গন। এই অঙ্গনে রাজকীয় আস্তাবল এবং প্রাসাদ রক্ষীদের থাকিবার বন্দোবস্ত ছিল। নীচতলায় মহিলাদের জন্য হারেমের স্থানও নির্দিষ্ট ছিল। এই হারেমের সম্মুখেও ছিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।[৬০] এই প্রাসাদে অনেক অমাত্যকে সংবর্ধনা দেওয়া হইত এবং পরবর্তীকালের মুগল আমলের দেওয়ানী আমের মতও ইহাকে ব্যবহার করা হইত।[৬১]

সীরী নগরীর বরাদরী[৬২]

পরিত্যক্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সীরী নগরীতে অন্যান্য ইমারতের চিহ্ন না থাকিলেও এখন একটি বরাদরী কালের ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইমারতটি পিণ্ড বা তাল পাথরে (rubble) নির্মিত। ইহার একটি কেন্দ্রীয় হলঘর রহিয়াছে। এই হল ঘরের উভয় পার্শ্বে উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি কক্ষ বিদ্যমান। নয়টি অংশে বিভক্ত এই হল ঘরের তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রহিয়াছে। এই ইমারতটিকে কানিংহাম কাসর-ই-হাজার সাতুন বলিয়া মনে করিলেও[৬৩] অলঙ্করণ বিবর্জিত এই সাধারণ ইমারতটি জাঁকজমকপূর্ণ কাসর-ই-হাজার সাতুন হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

www.pathagar.com

নগরী

১। সীরী নগরী

দিল্লীর সপ্ত শহরের দ্বিতীয় শহর 'সীরী' নির্মাণ আলাউদ্দিন খলজীর স্থাপত্য প্রীতির এক চমৎকার সাক্ষ্য বহন করে। হাউজ-ই-খাস এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে দিল্লী হইতে ১৩ কি.মি. দূরে এই নগরী নির্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাণকাল ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া ধরা হয়।[৬৪] কথিত আছে, কয়েক হাজার বন্দী মোঙ্গল সেনার ছিন্ন মস্তকের খুলীর উপর এই নগরীর ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছিল। ভারতে মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত ইহাই প্রথম শহর। এই স্থানে পূর্বে সীরী নামে একটি গ্রাম ছিল বলিয়া সৈয়দ আহমদ খান মনে করেন।[৬৫] বর্তমানে মুলচান্দ হাসপাতাল এবং চিরাগ দিল্লীর সংযোগকারী প্রশস্ত সড়ক ধ্বংসপ্রাপ্ত সীরী নগরীর উত্তরাংশের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ডিম্বাকৃতি পরিকল্পনায় এই নগরীর গোড়া পত্তন করা হইয়াছিল।[৬৬] এই নগরী তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) দ্বারা নির্মিত সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই বেষ্টনী প্রাচীরের পরিসীমা ছিল ৩ মাইল।[৬৭] তাইমুরের (১৩৩৬-১৪০৫) বর্ণনা অনুযায়ী এই বেষ্টনী প্রাচীরে ৭টি প্রবেশপথ ছিল।[৬৮] দক্ষিণ-পূর্ব দিকের প্রবেশ পথটির ভগ্নাংশ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। বুরুজসহ এই বেষ্টনী প্রাচীরের দক্ষিণ এবং পশ্চিমের কিছু অংশ এখনও বিদ্যমান। বপ্র (parapet) সহ এই প্রাচীরের উচ্চতা ৪৬ ফুট (১৪.০২ মি.)। প্রাচীরের মাঝে মাঝে চারি সারি করিয়া শরছিদ্র (arrow slit) রহিয়াছে। বেষ্টনী প্রাচীরটি সামান্য অবনমন (batter) যুক্ত। ভূমিতে এই বেষ্টনী প্রাচীরের প্রশস্ততা ২১.৫ ফুট (৬.৫৫ মি.) এবং শীর্ষদেশে ইহা হ্রাস পাইয়া দাঁড়াইয়াছে ১৮ ফুট ২ ইঞ্চিতে (৫.৫৩ মি.)। বেষ্টনী প্রাচীরের শীর্ষদেশে প্রথমবারের মত শিখাকৃতি (flame-shaped) সামরিক বপ্র (battlemented parapet) লক্ষ্য করা যায়।[৬৯] লক্ষণীয় যে, এই বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তর ব্যাপিয়া ৬ ফুট (১.৮২ মি.) প্রশস্ত এবং ১৩ ফুট (৩.৯৬ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ফাঁপা পথের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অনুমান করা হয়, শত্রু কর্তৃক নগরী অবরুদ্ধ হইলে এই স্থানকে খাদ্যশস্যের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হইত।[৭০]

একদা এই সীরী নগরী রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, সুরম্য অট্টালিকা, দুর্গ (কিলা-ই আলাই)[৭১] সহ জনবহুল নগরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। এমনকি খলজী বংশের পতনের পরও নগরটি বহুদিন পর্যন্ত দারুল-খিলাফা বলিয়া পরিচিত ছিল।[৭২] পরবর্তীকালে তাইমুর কর্তৃক এই নগরীর বহু অট্টালিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।[৭৩] আরো পরে সূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) এই নগরীর বাকী অংশ ধ্বংস করিয়া ইহার নির্মাণ উপকরণ পুরানা কিলাহ্ কেন্দ্রিক শহর নির্মাণে ব্যবহার করেন।[৭৪]

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১। খলজী গজনীর নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

২। এডওয়ার্ড টমাস, দি ক্রনিকল্‌স অব দি পাঠান কিংগ্‌স্‌ অব দিল্লী (লণ্ডন, ১৮৭১) পৃ. ৩৮; এ. ই. মো. ১৯১৭-১৮, পৃ. ১৯, ২০;

৩। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭০;

৪। আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৫;

৫। মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৯৭; এ. ই. মো., ১৯১৭-১৮, পৃ. ২৭, ২৮

৬। এই প্রকার অলঙ্করণের উৎস সম্পর্কে পূর্বে দেখুন : পৃ. ....; পাদটীকা .....

৬ক। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শীর্ষদণ্ড (finial) হিসাবে ব্যবহৃত আমলকীর সহিত প্রাথমিক যুগের ভারতীয় শিল্পকলার 'অমল শিলা' বা 'বিশুদ্ধ প্রস্তর' এর একটা সম্পর্ক থাকিলেও থাকিতে পারে। [পার্সী ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার (বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড হিন্দু পিরিয়ডস), বোম্বাই, ১৯৫৯; পৃ. ১১]। আবার মতান্তরে আমলকী সদৃশ এই ফলটিকে অনেকে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর প্রিয় ফুল নীল পদ্মের গোটার প্রতীক বলিয়াও মনে করেন। (ই. বি. হ্যাভেল, ইন্ডিয়ান আর্কিটেক্‌চার থ্রু এজেস, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ৮)

৭। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮-৪৯

৮। জে. ডি. হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২

৯। আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৫

১০। জাফর হাসান, লিস্ট, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫২

১১। মাহদী হোসেন, দি রেহলা অব ইবনে বতুতা (বরোদা, ১৯৫৩), পাদটীকা নং ৫৩

১২। ঐ,

১৩। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

১৪। এই মসজিদের লিপি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফীক উল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭-৪৯

১৫। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৩৮

১৬। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮

১৭। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৮। তারিখ-ই-আলাই, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮

১৯। সুলতান আহমদ, আর্কিওলজী অব মুসলিম টাউনস অব গুজরাট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দেয়ার মনুমেন্টস (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২); পৃ. ৩৫০, ৩৫১

www.pathagar.com

২০। ঐ, পৃ. ৩৪৯

২১। জে. বার্জেস, আর্কিওলজীকাল আনটিকুইটিজ অব নরদার্ন গুজরাট, (লন্ডন, ১৯০৩), পৃ. ৫৩

২২। এস. এন. সেন, ইন্ডিয়ান ট্রাভেল্‌স অব থিভনট এ্যান্ড ক্যারিরী, (নিউ দিল্লী, ১৯৪৯), পৃ. ৪৫; সুলতান আহমদ (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১) কর্তৃক উল্লিখিত।

২৩। সুলতান আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫১

২৪। উখা শ্রী কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের স্ত্রী এবং বনাসুরের কন্যা। মতান্তরে উখা বনাসুরের স্ত্রী। উখা সম্পর্কে বিশদ বিবরণের জন্য দেখুন : আ. সা. ই. রি. ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪১

২৫। আ. সা. ই. রি. ২০তম খণ্ড. পৃ. ৭১

২৬। ঐ

২৭। ঐ

২৮। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২৯। আর. এ. জয়রাজ ভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭, পাদটিকা নং ৬৩

৩০। ঐ, পৃ. ৩০৭; কে বসু., 'ইন্‌ডিয়ান কালচার' (কলিকাতা), ৩য় খণ্ড, নং ১, ১৯৩৬, পৃ. ১১৮

৩১। আর, এ. জয়রাজ ভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭

৩২। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০

৩৩। এ. বি. এম. হোসেন. মানারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৩৪। আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩

৩৫। কুতুব মিনারের ব্যাস ৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৪.৩৯ মি.)। প্রথম নির্মাণের সময় কুতুব মিনারের উচ্চতা ছিল ২৪০ ফুট (৭৩.১৫ মি.)। নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাই মিনারের ব্যাস হইত ৯৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (২৮.৮০ মি.) এবং উচ্চতা হইত ৪৭৬ ফুট (১৪৫.০৮ মি.)। (এ. রি: আ. সা. ই. ১৯১২-১৩, পৃ. ১৩০।)

৩৬। আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬

৩৭। মে. আ. সা. ই. নং ২২, পৃ. ১৬

৩৮। সৈয়দ আহমদ খান, আসার, পৃ. ৬৫; এ. বি. এম. হোসেন (মানারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২) কর্তৃক উল্লিখিত।

www.pathagar.com

৩৯। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অসমাপ্ত অবস্থায় ইমারতের নির্মাণ কার্য পরিত্যক্ত হওয়া ইসলামী স্থাপত্যের ইতিহাসে নতুন কিছু নহে। জানা যায়, গজনভী সুলতান সবক্তগীন (৯৭৫-৯৭) তাঁহার প্রাসাদ 'সহল আবাদ' অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইলে তাঁহার পুত্রগণ উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে রীতিমত অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। [আল-উত্‌বী, কিতাব-ই-ইয়ামানী (জে. রেনল্ড কর্তৃক অনূদিত, লন্ডন ১৮৫৫), পৃ. ২০০।]

৪০। এ. ই. মো., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ৪৮

৪১। সকল মুসলিম লেখক এই স্থানকে রাপ্‌রি নামে অভিহিত করিলেও কেবল নিজামত উল্লাহ্ ইহাকে রেবারী বা রেপারী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৭)। রাপ্‌রি গ্রামটি উত্তর প্রদেশের মঈনপুরী জেলার সিকোহবাদ তহশীলে অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইহা মুসলিম অধিকারে আসে। উল্লেখ্য, রাপ্‌রির সামান্য উত্তরে চান্দওয়ারে মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট জয়চন্দ্রের বাহিনী পরাজিত হয়।

৪২। আ. সা. ই. রি., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২১৮; এ. ই. মো., ১৯১৭-১৮, পৃ. ৩০

৪৩। মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, 'এ খলজী ঈদগাহ এ্যাট রাপ্‌রি (১৩১২) : রিফ্লেকশন্‌স অন ইট্‌স গ্লেইজড টাইল ডেকোরেশন।' ইসলামিক স্টাডিজ, খণ্ড ২৭, নং ৩, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৭-৬৮

৪৪। পার্সী ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড) প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; জেড. এ. দেশাই, ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেক্‌চার, (নিউ দিল্লী, ১৯৭০), পৃ. ৭; ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪৫। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, হি. ই. ৩য় খণ্ড. পৃ. ২০৮

৪৬। ঐ, পৃ. ৩৮৪

৪৭। এ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ইন্‌ডিয়ান এ্যাপিগ্রাফি (১৯৫৯-৬০), পৃ. ১৪৬

৪৮। ঐ, (১৯৫৪-৫৫), পৃ. ৯২

৪৯। এ. ই. মো., ১৯১৭-১৮, পৃ. ৩৭, ৩৮

৫০। এ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ইন্‌ডিয়ান এ্যাপিগ্রাফী (১৯৫৪-৫৫), পৃ. ৭৬

৫১। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৫২। আ. সা. ই. রি., ২০তম খণ্ড, পৃ. ৬৯; এ. ই. মো., ১৯১৭-১৮, পৃ. ৩৯

৫৩। ঐ

www.pathagar.com

৫৪। পার্সী ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৫৫। ঐ,

৫৬। সৈয়দ আহমদ খান, আসার, (দিল্লী, ১৯৬৫), পৃ. ৮৩, ৮৪

৫৭। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৮

৫৮। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৪১

৫৯। তারিখ-ই ফিরোজশাহী, হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯; আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

৬০। এই প্রাসাদের বর্ণনার জন্য দেখুন : এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৪২

৬১। তারিখ-ই ফিরোজশাহী, হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৯

৬২। আক্ষরিক অর্থে বারস্তম্ভ বিশিষ্ট; সাধারণ অর্থে স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত; অবশ্য ইহার অর্থ বুররাহ্ দুর্‌রী বা প্রমোদ ভবনও হইতে পারে।

৬৩। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৪৩

৬৪। ঐ, পৃ. ১৩৮

৬৫। ঐ, পৃ. ১৩৯

৬৬। ঐ, পৃ. ১৩৮

৬৭। ঐ,

৬৮। হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৭-৪৮

৬৯। ওয়াই. ডি. শর্মা., প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৭০। এ.রি.আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৩৯

৭১। আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

৭২। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩৫-৩৬, পৃ. ১৪০

৭৩। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০৩

৭৪। আইন-ই-আকবরী, (জ্যারেট অনূদিত), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯; হি. ই., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭; অপর এক ভাষ্যে অবশ্য বলা হয় যে, সীরী নগরীর নির্মাণ উপকরণ হুমায়ূন (মৃ. ১৫৫৬) কর্তৃক তাঁহার দিনপানাহ্ শহর নির্মাণে ব্যবহৃত হয় (ওয়াই. ডি. শর্মা., প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭)।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তুগলক আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

খল্‌জী বংশের শেষ শাসক আলাউদ্দিন খল্‌জীর (১২৯৬-১৩১৬) তৃতীয় পুত্র কুতুব উদ্দিন মুবারক খান (১৩১৬-২০) ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার প্রধানমন্ত্রী খসরু খান কর্তৃক নিহত হন। রাজধানী দিল্লীতে খসরু খান কর্তৃক ক্ষমতা দখলের সংবাদ পাইয়া পাঞ্জাবের গভর্নর এবং খল্‌জী বংশের প্রতি অনুগত গাজী মালিক নামে জনৈক তুগলক গোত্রীয় তুর্কী খসরুর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া তাহাকে পরাজিত এবং হত্যা করে। খলজী বংশের অন্য কোন সদস্য জীবিত না থাকায় ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে গাজী মালিককে গিয়াস উদ্দিন তুগলক[১] (১৩২০-২৫) উপাধি প্রদান করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

তুগলক বংশের সর্বমোট নয়জন শাসকের মধ্যে কেবল প্রথম তিনজনই স্থাপত্য শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইহারা হইলেন, গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫); মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) এবং ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮)। এই তিনজন শাসকের মধ্যে বিশেষ করিয়া ফিরোজ শাহ তুগলকের শাসনকাল দিল্লীর সুলতানী স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফিরোজ শাহ তুগলক স্থাপত্য শিল্পের প্রতি এতই অনুরাগী ছিলেন যে, ইমারত নির্মাণকে তিনি তাঁহার ঈমান বা বিশ্বাসের একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফুতুহাত-ই-ফিরোজ শাহীতে তাঁহার এই মনোভাবের সুস্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।[২] এই তিনজন শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) বেশ কিছু সংখ্যক ধর্মীয় এবং লোকায়ত ইমারত যেমন, মসজিদ, সমাধিসৌধ, নগর-দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হয়। এই সমস্ত নির্মাণ কার্যের মাধ্যমেই ভারতে মুসলিম স্থাপত্য একটি বিশেষরূপ পরিগ্রহ করে।

খল্‌জী ও তুগলক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য

তুগলক স্থাপত্যের এই বিশেষরূপ পূর্ববর্তী মামলুক এবং বিশেষ করিয়া খল্‌জী স্থাপত্য রীতি হইতে ভিন্নতর। খল্‌জী শাসনামলে (১২৯০-১৩২০) ভারতে মুসলিম স্থাপত্য আকৃতি, মাধুর্য এবং অলঙ্করণের ক্ষেত্রে আদর্শ আনুপাতিকতার সূচনা করে।

৮—

www.pathagar.com

খল্‌জী আমলেই ইমারত গাত্রকে ধূসর বর্ণ এবং অমসৃণতার কবলমুক্ত করার জন্য লাল বর্ণের বেলে পাথরের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করিয়া তোলা হয়। সুখণ্ড (dressed) প্রস্তরের সরু (header) এবং প্রসারিত (stretcher) বিন্যাসের মাধ্যমে ইমারত গাত্রকে মনোরম করার প্রয়াস পাওয়া হয়। কিন্তু তুগলকদের আগমনের সাথে সাথে খল্‌জী আমলের এই বিকাশমান ধারা ও প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহার ফলশ্রুতিতে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মাধ্যমে তুগলক স্থাপত্য রীতির যাত্রা শুরু হয়। এই নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইল,

(ক) জাঁকালো অলঙ্করণ বর্জিত ইমারতসমূহের ধূসর বর্ণের তাল বা পিণ্ড প্রস্তরের (rubble) ব্যবহার;[২ক]

(খ) এইভাবে নির্মিত ইমরাতসমূহের দেওয়ালে পারসিক রীতির অনুকরণে পলেস্তারার পুরু আচ্ছাদন ব্যবহার;

(গ) বৃহৎ হলকক্ষসমূহে ক্রুশাকৃতি খিলান ছাদের ব্যবহার;

(ঘ) অবনমন (batter) সম্বলিত দেওয়াল নির্মাণ;[৩]

(ঙ) মোচাকৃতি (conical) বুরুজ, চতুর্কেন্দ্রিক খিলান এবং অনেক ক্ষেত্রে খিলান সর্দল (lintel) এবং ঠেকনার (bracket) ব্যবহার;

(চ) মোচাকৃতি বুরুজ এবং অবনমন সম্বলিত দেওয়াল নির্মাণের ফলে তুগলক স্থাপত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে সামরিক স্থাপত্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

তুগলক স্থাপত্য শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার পিছনে অবশ্য একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে। তুগলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫) খলজী শাসনামলে পাঞ্জাবের দিপালপুরের জায়গীরদার ছিলেন। তাঁহার এই অঞ্চল ভারতে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের চিরাচরিত পথেই অবস্থিত ছিল বলিয়া তাঁহাকে এই পথের পাহাড়াদার হিসাবেও কাজ করিতে হইত। ফলে স্থাপত্য সম্পর্কিত তাঁহার ধ্যান ধারণার অনেকটাই দুর্গ ও নিরাপত্তামূলক ইমারতকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলশ্রুতিতে তুগলক স্থাপত্যে সামরিক ছাপ পরিলক্ষিত হওয়া কোন বিচিত্র ঘটনা নহে। যাহা হউক, তুগলক আমলে নির্মিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় এবং লোকায়ত ইমারতের বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

ধর্মীয় ইমারত

মসজিদ

তুগলক শাসনের প্রথমদিকে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য মসজিদের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) এবং ফিরোজ শাহ তুগলকের শাসনকালে (১৩৫১-৮৮) দিল্লীতে বেশ কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়। এইগুলি

www.pathagar.com

এখনও বিদ্যমান। নিম্নে ইহাদের গঠন ও স্থাপত্যশৈলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। বেগম পুরী মসজিদ

নামকরণ

এই মসজিদ মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) কর্তৃক দিল্লীতে নির্মিত 'জাঁহান পানাহ' (পৃথিবীর আশ্রয়) শহরে অবস্থিত। মসজিদটি এই শহরের 'বাদি মঞ্জিল' বা বর্তমানের বিজয় মণ্ডলের[৪] দক্ষিণে অবস্থিত। বেগমপুর নামক স্থানে অবস্থিত বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে।

নির্মাণকাল

এই মসজিদের নির্মাতা বা নির্মাণ তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপি এই মসজিদে নাই। ফলে, এই মসজিদের নির্মাতা কে তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সৈয়দ আহমদ খানের মতে ইহা ফিরোজ শাহ তুগলকের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান জুনান শাহ কর্তৃক ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৫] স্যার জন মার্শাল কোন তারিখ উল্লেখ না করিয়া জুনান শাহকেই এই মসজিদের নির্মাতা হিসাবে মনে করিয়াছেন।[৬] পার্সী ব্রাউনের মতে ইহা ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৭] আগা মাহদী হোসেন[৮] এবং আর. নাথ.[৯] উভয়ই মুহাম্মদ বিন তুগলককে এই মসজিদের নির্মাতা বলিয়া মনে করেন। এ সম্পর্কিত তাঁহাদের যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমত, ইহা যে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনী কর্তৃক নির্মিত এ সম্পর্কিত কোন দলীল নাই। দ্বিতীয়ত, ইহা লক্ষণীয় যে, মসজিদটি মুহাম্মদ বিন তুগলকের 'জাঁহান পানাহ' শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল এবং মুহাম্মদ বিন তুগলকের প্রাসাদ 'হাজার সাতুন'[১০] (সহস্র স্তম্ভবিশিষ্ট প্রাসাদ) এই মসজিদের নিকটেই অবস্থিত ছিল।[১১] ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে মুহাম্মদ বিন তুগলক তাঁহার বাসগৃহের নিকট একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।[১২] মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজসভায় আতিথ্য গ্রহণকারী বদর চাচ তাঁহার সার-ই-কাসায়েদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুহাম্মদ বিন তুগলক ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'জাঁহান পানাহ' নগরীতে একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করেন।[১৩] এই মসজিদ বেগমপুরী মসজিদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আগা মাহদী হোসেনও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।[১৪] সম্ভবত দৌলতাবাদ হইতে দিল্লীতে রাজধানী পুনরায় ফিরাইয়া আনার পর উলামা সম্প্রদায় কর্তৃক তাঁহাকে দেওয়া 'জালেম' (অত্যাচারী) অপবাদ ঘুচাইবার জন্যই হয়তবা এই বিরাট মসজিদটি নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। ইহা ছাড়াও সর্বদা নব আবিষ্কারের নেশায় মত্ত মুহাম্মদ বিন তুগলকের পক্ষেই পাইলন সম্বলিত সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে মসজিদ নির্মাণ খুবই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

বেগম পুরী মসজিদ চিরাচরিত মসজিদ পরিকল্পনার (রেখাচিত্র : ২১) রীতি অনুযায়ী নির্মিত। ইহা নির্মাণে পিণ্ড বা তাল পাথর (rubble) ব্যবহার করা হইয়াছে। সমগ্র মসজিদটি ১২ ফুটেরও (৩.৬৫ মি.) অধিক একটি উঁচু ভিটির উপর নির্মিত হইয়াছে।

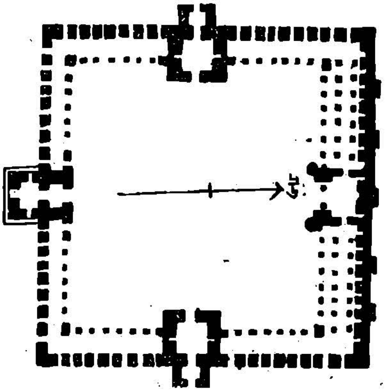

রেখাচিত্র : ২১। বেগম পুরী মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার উত্তর-দক্ষিণে বাহিরের দৈর্ঘ্য ৩০৮ ফুট (৯৩.৮৭ মি.) এবং পূর্ব-পশ্চিমের অনুরূপ দৈর্ঘ্য ২৮৯ ফুট (৮৮.০৮ মি.)। পশ্চিমাংশে রহিয়াছে ইহার নামায গৃহ বা জুল্লাহ। নামায গৃহের সম্মুখে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা সাহন। ইহার দৈর্ঘ্য ২৪৭ ফুট (৭৫.২৮ মি.) এবং প্রস্থ ২২৩ ফুট (৬৭.৯৭ মি.)। এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে রহিয়াছে রিওয়াক।

এই মসজিদের নামায গৃহ (আলোকচিত্র : ৩৮, ৩৯) তিন আইল বিশিষ্ট। কিবলা প্রাচীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে পাঁচটি অবতল মিহরাব। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি অপেক্ষাকৃত বড়। নামায গৃহের সম্মুখভাগে রহিয়াছে চব্বিশটি খিলানের সমন্বয়ে গঠিত একটি খিলান পর্দা। খিলানটি চতুষ্কোণী প্রস্তর স্তম্ভ (pier) হইতে উত্থিত। এই খিলানগুলির মধ্যে মধ্যস্থলেরটি অত্যন্ত উঁচু এবং ইহার উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া মোচাকৃতি (conical) মিনার সংযোজিত হইয়াছে। বস্তুত ইহা একটি ত্রি-পথ বিশিষ্ট ইওয়ান ধারণকারী উঁচু এবং প্রশস্ত পাইলন। নামায গৃহের কেন্দ্রীয় অংশের উপর নির্মিত হইয়াছে একটি অতিকায় গম্বুজ। অবশ্য সুউচ্চ পাইলনের আড়ালে ইহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ গম্বুজটির উভয় পার্শ্বে এবং নামায গৃহের কেন্দ্রীয় আইলের উপর স্থাপিত হইয়াছে বেশ কয়েকটি ছোট ও অনুচ্চ গম্বুজ।

www.pathagar.com

সাহন বা উন্মুক্ত অঙ্গনের তিনদিকের রিওয়াকের ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই প্রস্তর নির্মিত চাজ্জা বা ছাঁইচ সংযুক্ত হইয়াছে। এই পদ্ধতি ভারতীয় নির্মাণরীতি হইতে অনুকৃত। নামায গৃহের ছাদের অনুচ্চ এবং খর্বাকৃতি গম্বুজগুলির সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া তিন দিকের রিওয়াকের উপরেও অনুরূপ গম্বুজ বসান হইয়াছে।

এই মসজিদের পূর্ব, উত্তর এবং দক্ষিণের রিওয়াকে তিনটি প্রবেশপথ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব দিকেরটি (আলোকচিত্র : ৪০) অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহাই প্রধান প্রবেশপথ। ভূমি হইতে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গম্বুজ সম্বলিত এই প্রবেশ পথে পৌছান যায়। আয়তাকার ফ্রেমে স্থাপিত একটি বৃহৎ খিলানের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান সম্বলিত প্রবেশ দ্বারটি সংস্থাপিত।

অলঙ্করণ

তুগলক আমলের ঐতিহ্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাকারী এই মসজিদটি মোটামুটিভাবে অলঙ্করণ বিহীন। পিণ্ড বা তাল পাথরে (rubble) নির্মিত দেওয়ালসমূহ পলেস্তারার আবরণে আচ্ছাদিত। তবে জাঁকাল গাত্রালঙ্কার না থাকিলেও অনুমান করা যায় যে, এক সময়ে এই পলেস্তারার আবরণ গাত্রে বিশেষত পাইলন, গম্বুজ ইত্যাদিতে জেল্লাদার রঙিন টালি নক্‌শার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল।[১৫] মসজিদের জানালাগুলির খিলান কাঠামোর শীর্ষদেশে একদা হীরকাকৃতির নীল টালি নক্‌শা শোভিত ছিল। ১৯২২ সালে জাফর হাসান দক্ষিণ ও পশ্চিম দেওয়ালে টালি অলঙ্করণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

সাধারণ মন্তব্য

বিরাটকায় পাইলনসহ বেগম পুরী মসজিদ নিঃসন্দেহে মধ্যযুগীয় ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এক অনন্য সাফল্য। নির্মাণ ক্ষেত্রে এই নতুন সংযোজন সম্ভবত ভারতের বাহির হইতে আমদানীকৃত প্রাচীন মিসরীয় স্থাপত্যশৈলীর একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে দক্ষিণ ভারতের হিন্দু মন্দিরের বিশাল প্রবেশপথ গপুরাম (cow-gate) এর দ্বারাও ইহার প্রভাবান্বিত হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারে বাতিল করা যায় না। যাহা হউক, আলাই দরওয়াজার ন্যায় ইহাও ভারতে মুসলিম স্থাপত্যে নতুন সংযোজন যাহা আলাই দরওয়াজার মতই ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পাইলন সম্বলিত বেগম পুরী মসজিদ হইতেই পরবর্তীকালে জৌনপুরের স্বাধীন মুসলিম শাসকগণ অনুরূপ মসজিদ নির্মাণের প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

২। কালি বা কালান মসজিদ, তুর্কমেন গেইট, শাহজাহানাবাদ

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

পুরাতন দিল্লীর তুর্কমেন গেইট-এর নিকট এই মসজিদ অবস্থিত। পূর্বদিকের প্রবেশ পথের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৭৮৯ হি. অর্থাৎ ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে

www.pathagar.com

খান-ই-জাহান তিলঙ্গিনীর পুত্র খান-ই-জাহান জুনান শাহ কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। কালান অর্থ প্রধান; কালি অর্থ কালো। অনেকে মনে করেন, কালান শব্দটি কালক্রমে বিকৃত হইয়া কালি কথাটির উদ্ভব হইয়াছে।[১৭]

ভূমি নক্শা ও গঠন

পিণ্ড বা তাল প্রস্তরে (rubble) নির্মিত এই মসজিসটি ২৮ ফুট (৮.৫৩ মি.) উঁচু বাঁধানো ভিটির উপর নির্মিত। মসজিদের গতানুগতিক নক্শা (রেখাচিত্র : ২২) অনুযায়ী ইহার একটি নামায গৃহ, একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিকে নির্মিত হইয়াছে রিওয়াক। বর্গাকৃতি 'বে' এর সমন্বয়ে গঠিত এই মসজিদের

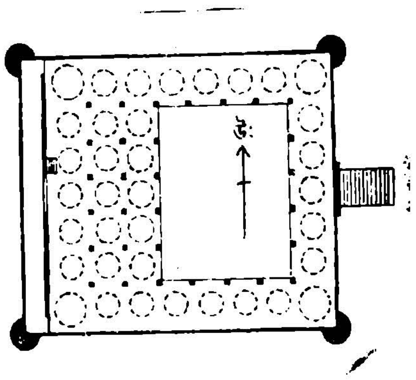

রেখাচিত্র : ২২। কালান মসজিদ (তুর্কমেন গেইট) : ভূমি নক্শা

নামায গৃহ তিন আইল বিশিষ্ট এবং ইহার রিওয়াক এক আইল বিশিষ্ট। ইরানী চাহার-তাক পদ্ধতির অনুকরণে রিওয়াক এবং নামায গৃহের প্রতিটি 'বে' তে চতুষ্কোণী স্তম্ভের উপর নির্মিত হইয়াছে চারিটি খিলান। প্রতিটি 'বে' এর উপর স্থাপিত হইয়াছে একটি করিয়া ক্ষুদ্র গম্বুজ। লক্ষণীয় যে, নামায গৃহ বা রিওয়াকের উপর কোন বড় আকারের গম্বুজ নির্মিত হয় নাই। নামায গৃহের সম্মুখভাগে (facade) রহিয়াছে পাঁচটি খিলান। নামায গৃহের পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি অবতল মিহরাব। মিহরাবের উত্তর দিকে স্থাপিত হইয়াছে তিন সোপানের পরিবর্তে ছয় সোপান বিশিষ্ট একটি মিম্বার।

উন্মুক্ত অঙ্গন বা সাহনের কেবল ভিতরের চারিদিকের খিলান সারির উপর চাজ্জা বা ছাঁইচ রহিয়াছে। মসজিদের পূর্ব দিকে রহিয়াছে একটি মাত্র প্রবেশপথ। ভূমি হইতে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এই প্রবেশপথে পৌছাইতে হয়। প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার। মসজিদের চারিকোণায় সংযোজিত হইয়াছে চারিটি মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। মসজিদের দেওয়ালের বহির্গাত্র অবনমন (batter) সম্বলিত। ফলে মোচাকৃতি বুরুজ সম্বলিত এই মসজিদটিতে দুর্গের নির্মাণশৈলীর কিছুটা ছাপ পড়িয়াছে।

www.pathagar.com

অলঙ্করণ

মসজিদের অভ্যন্তরভাগে বর্তমানে চুনকাম করা হইলেও অতীতে এখানে রঙিন পলেস্তারার আস্তরণ ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।[১৮] মসজিদের বহির্গাত্রে বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজসমূহে সম্ভবত এক সময়ে রঙিন টালির অলঙ্করণ ছিল।[১৯] তবে বর্তমানে ইহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। মসজিদটি খুবই সাদাসিদে ধরনের এবং ইহার বিশেষ কোন নির্মাণশৈলী দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩। জামে মসজিদ, কোট্‌লা ফিরোজ শাহ[২০] (আলোকচিত্র : ৪১)

ফিরোজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) কোটলার অভ্যন্তরে যে সমস্ত ইমারতের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান সেইগুলির মধ্যে জামে মসজিদ অন্যতম। মসজিদটি ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। ইহা নির্মাণে তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) ব্যবহার করা হইয়াছিল। প্রায় এক তলা সমান উঁচু বাঁধানো ভিটির উপর মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। এই উঁচু বাঁধানো ভিটি বা বেদী ছিল ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সম্বলিত।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

গতানুগতিক মসজিদ পরিকল্পনার ছকে এই মসজিদটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার পশ্চিম দিকে নামায গৃহ এবং পূর্বদিকে ছিল উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা সাহন। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিকে রিওয়াক। মসজিদটি ছিল গম্বুজ বিশিষ্ট। এই মসজিদে সর্বমোট ২৬০ টি পাথরের স্তম্ভ ছিল। স্তম্ভগুলির উচ্চতা ছিল ১৬ ফুট (৪.৮৭ মি.)। দুর্ভাগ্যবশত মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় এইগুলির বর্তমানে আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। কেবল বদ্ধ খিলান (blind arch) সহ পশ্চিম দিকের কিবলা প্রাচীরের (আলোকচিত্র : ৪২) অস্তিত্ব বিদ্যমান। এই প্রাচীরের গঠন অবনমন (batter) সম্বলিত। তবে কৌতুহলের উদ্রেক করিতে পারে এইরূপ একটি গঠনবৈশিষ্ট্য এই কিবলা প্রাচীরে রহিয়াছে। এই পশ্চিম দেওয়ালের প্রশস্তায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি (০.৭৬ মি.) প্রশস্ত এবং ৭ ফুট (২.১৩ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট একটি আচ্ছাদনযুক্ত সংকীর্ণ পথ (আলোকচিত্র : ৪৩) রহিয়াছে। ইহা কেন নির্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক অনুমান দুষ্কর। তবে মসজিদটির সার্বিক গঠনশৈলীর প্রয়োজনে যে ইহা নির্মিত হয় নাই তাহা এক প্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা চলে।[২১] মসজিদটির দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র সোপান শ্রেণী ইহাকে নিকটস্থ এককালের রাজপ্রাসাদের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ফ্রাঙ্কলিন এই মসজিদটি পর্যবেক্ষণ করিয়া এই মর্মে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, রাজ প্রাসাদ হইতে পর্দানসীন মহিলাগণ সম্ভবত সরাসরি এই পথে মসজিদে প্রবেশ করিত।[২২] পূর্ব দিকে নদী এবং দক্ষিণ দিকে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত থাকায় এই মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ (আলোকচিত্র : ৪১) ছিল উত্তর দিকে। উঁচু ভিটির উপর স্থাপিত এই প্রবেশ পথ গম্বুজ সম্বলিত একটি বর্গাকার হলঘর বিশেষ। হাওয-ই-খাসে নির্মিত ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধির আকৃতির সহিত ইহার পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এইরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত প্রবেশপথ দাক্ষিণাত্য ও মালওয়ার আঞ্চলিক রীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণস্বরূপ দাক্ষিণাত্যের গুলবার্গার (১৩৬৭) এবং মান্ডুর (১৪৪০) জামে মসজিদের প্রবেশ

www.pathagar.com

পথের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জামে মসজিদের উত্তর দিকে নির্মিত হইয়াছে একটি তিন ধাপ যুক্ত পিরামিড। ইহা লাট পিরামিড (আলোকচিত্র : ৪৪) নামে খ্যাত। এই পিরামিডাকৃতি নির্মাণ কাঠামোর উপর ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের আমবালা হইতে আনীত একটি আশোক স্তম্ভ স্থাপন করা হয়।[২৩] পরে উহাকে নানা প্রকার রঙিন প্রস্তর দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া নামকরণ করা হয় মিনারা-ই-জারিন বা স্বর্ণ মিনার।[২৪]

মন্তব্য

মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহার অলঙ্করণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে ইহা তুগলক আমলের বৃহৎ মসজিদগুলির অন্যতম। শোনা যায়, এই মসজিদের খ্যাতি সম্পর্কে অবগত হইয়া তৈমুর লং (১৩৩৬-১৪০৫) নামায আদায় করিবার অভিপ্রায়ে এই মসজিদে আগমন করিয়াছিলেন।[২৫]

৪। জামে মসজিদ, হাওয-ই-খাস (আলোকচিত্র : ৪৫)

নির্মাণকাল

এই মসজিদটি দিল্লীর হাউয-ই-খাসের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ইয়াহিয়া সিরহিন্দীর মতে এই মসজিদের নির্মাণকাল ৭৫৩ হি. অর্থাৎ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ।[২৬] তবে আর. নাথের মতে ইহা আনুমানিক ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[২৭]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

পশ্চিম দিকে এই মসজিদের নামায গৃহটি দুই আইল বিশিষ্ট (রেখাচিত্র : ২৩)। নামায গৃহের পূর্ব দিকে সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই

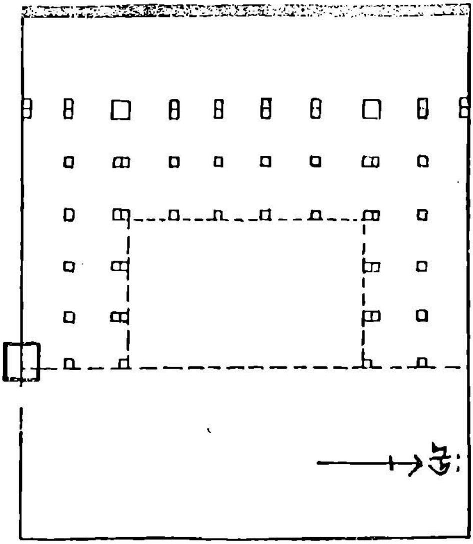

রেখাচিত্র : ২৩। হাওয-ই খাসের জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

www.pathagar.com

আইল বিশিষ্ট রিওয়াক। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পূর্ব দিক রিওয়াক বিহীন এবং একটি খোলা মাঠের সহিত সংযুক্ত। পাঁচ খিলান বিশিষ্ট নামায গৃহের সম্মুখভাগ (facade) এখনও বিদ্যমান। ইহা এক সময়ে ছাঁইচ বা চাজ্জা দ্বারা রক্ষিত ছিল। খিলানগুলি প্রস্তর স্তম্ভের উপর ন্যস্ত ছিল। নামায গৃহের ছাদে একাধিক ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। এই মসজিদের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থানে বিশেষ করিয়া কোণায় যুগল বা জোড়া স্তম্ভের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভারতীয় নির্মাণপদ্ধতির অনুকরণে এইরূপ স্তম্ভসমূহের বেদী ও স্তম্ভশীর্ষ আলাদা না হইয়া এক এবং অভিন্ন ছিল।

অলঙ্করণ ও মন্তব্য

মসজিদটি এককালে কর্তিত পলেস্তারার (cut-plaster) নক্‌শা বা অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল। এইগুলির কিছু চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহার অলঙ্করণে সুরুচির ছাপ বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, ইহার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পূর্ব দিক রিওয়াকবিহীন হইলেও ইহার সার্বিক স্থাপত্য বিন্যাসকে কোনক্রমেই অগোছালো বলা যায় না।

৫। কালুসরাই মসজিদ

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

বেগম পুরের নিকটবর্তী বিজয়মণ্ডলের প্রায় পাঁচশত মিটার উত্তর-পশ্চিমে কালুসরাই নামক গ্রামে এই মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটিতে কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই কষ্টকর। ইহা ফিরোজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান জুনান শাহ কর্তৃক নির্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।[২৮] সৈয়দ আহমদের মতে ইহা ১৩৮৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[২৯]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

একটি উঁচু বাঁধানো ভিটির উপর তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) দ্বারা মসজিদটি নির্মিত। লক্ষণীয়, মসজিদটি চিরাচরিত মসজিদ পরিকল্পনার ছকে নির্মিত হয় নাই। ইহার কেবল নামায গৃহই রহিয়াছে। সাহন ও রিওয়াক নাই। নামায গৃহটি তিন আইল বিশিষ্ট। নামায গৃহের সম্মুখভাগ (facade) সাতটি খিলানপথ বিশিষ্ট। ইহাদের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া কিবলা দেওয়ালে স্থাপিত হইয়াছে সাতটি অবতল মিহরাব। নামায গৃহের ছাদে তুগলক রীতির অনুচ্চ গম্বুজের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

অলঙ্করণ

মসজিদটির অলঙ্কণের মধ্যে ইহার মিহরাবসমূহের কর্তিত পলেস্তারার লিপি অলঙ্করণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩০] তুগলক স্থাপত্য অলঙ্করণে মসজিদের মিহরাব এইরূপ লিপি অলঙ্করণের বিন্যাস ও ব্যবহার সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

www.pathagar.com

মন্তব্য

ভারতে রিওয়াক এবং সাহনবিহীন মসজিদের ইহা একটি প্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভগ্নদশা প্রাপ্ত এই মসজিদটি বর্তমানে বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে।

৬। কালি বা কালান মসজিদ, নিযামউদ্দিন (আলোকচিত্র : ৪৬)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই মসজিদটি পুরাতন দিল্লীর নিযামউদ্দিন এলাকায় অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকের প্রবেশ পথের (আলোকচিত্র : ৪৯) শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই মসজিদটি ফিরোজ শাহ তুগলকের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান জুনান শাহ্ মকবুল কর্তৃক ৭৭২ হি. অর্থাৎ ১৩৭০-৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৩১]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

পিণ্ড বা তাল পাথরে (rubble) নির্মিত এই মসজিদটি আয়তাকার। লক্ষণীয় যে, মসজিদটি তাহ্‌খানা বা খিলান সম্বলিত অবকাঠামোযুক্ত ভিটির উপর নির্মিত। মসজিদটি চিরাচরিত মসজিদ নক্‌শা অনুযায়ী নির্মিত না হইয়া ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনায় (রেখা চিত্র : ২৪) নির্মিত হইয়াছে। আয়তাকার এই মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৪০ ফুট (৪২.৬৭ মি.) এবং প্রস্থ ১২০ ফুট (৩৬.৫৭ মি.)। দুইটি প্রধান আইল সমকোণে ছেদ করিয়া ইহার সাহন বা প্রাঙ্গণকে চারিটি আয়তাকার ক্ষেত্রে (আলোকচিত্র : ৪৭) বিভক্ত করিয়াছে।

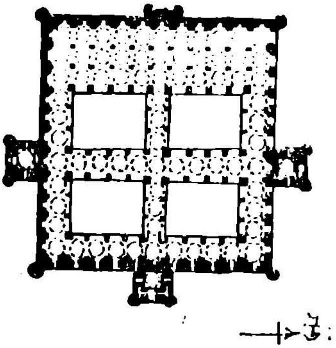

রেখাচিত্র : ২৪। কালান মসজিদ (নিযামউদ্দিন) : ভূমি নক্‌শা

নামায গৃহ তিন আইল বিশিষ্ট। চাহার তাক পদ্ধতির অনুসরণে প্রতি বে' তে চারিটি কৌণিক খিলানের উপর ন্যস্ত হইয়াছে অনুচ্চ গম্বুজ। খিলানগুলি প্রস্তর নির্মিত এক জোড়াস্তম্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে। তবে অতিরিক্ত দৃঢ়তার জন্য গৃহকোণে

www.pathagar.com

জোড়াস্তম্ভের পরিবর্তে চারিটি স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। নামায গৃহের কিবলা প্রাচীরে নির্মিত হইয়াছে একটি অবতল মিহরাব। চারিটি আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত সাহনের তিনদিকে এক আইল বিশিষ্ট রিওয়াক রহিয়াছে। এখানেও নামায গৃহের অনুকরণে প্রতিটি বে'র উপর স্থাপিত হইয়াছে একটি করিয়া অনুচ্চ গম্বুজ।

মসজিদটির পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ বাহুতে একটি করিয়া মোট তিনটি প্রবেশপথ রহিয়াছে। এই প্রবেশ পথগুলির উভয় পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার। মসজিদের চারিকোণায় সংযুক্ত হইয়াছে মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। বহির্দেশে এই মসজিদের দেওয়াল অবনমন (batter) সম্বলিত।

স্থাপত্য উৎস

মসজিদটির খিলান ছাদ বিশিষ্ট ভিত এবং উহার ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনার উৎস সম্পর্কে কিছু বলা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা এই বৈশিষ্ট্যদ্বয় মসজিদটিতে নতুনত্বের ছাপ আনিয়া দিয়াছে। মসজিদটির তাহ্খানা বা খিলান সম্বলিত অবকাঠামোযুক্ত ভিত মিসরের ফাতেমীয় আমলে নির্মিত আস-সালিহ তালাই (১১৬০) মসজিদের খিলান ছাদ বিশিষ্ট ভিতের[৩২] কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা পারসিক বৈশিষ্ট্য হইতে অনুকৃত।[৩৩] পরবর্তীকালে অবশ্য ইহার প্রয়োগ লোদী এবং মুগল স্থাপত্যেও পরিলক্ষিত হয়।

নির্মাণ কার্যে ক্রুশাকার পরিকল্পনার ব্যবহারও মুসলিম স্থাপত্যে নতুন কিছু নহে। লস্করী বাজারে আনুমানিক ১০২০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গজনবী প্রাসাদে এইরূপ পরিকল্পনা ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৩৪] ইহা ছাড়াও রাই এর খারগার্দে অবস্থিত নিজামুল মুলকের প্রাসাদও (১০৯২ এর পূর্বে নির্মিত) ক্রুশাকার পরিকল্পনায় নির্মিত।[৩৫] ইহা ছাড়াও দ্বাদশ শতাব্দীতে রিবাত শরাফের (১১১৪) অন্তঃপ্রাঙ্গণে এবং জাওরা মসজিদ (১১৩৫) নির্মাণে ক্রুশাকার পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।[৩৬] সুতরাং ক্রুশাকার পরিকল্পনায় মসজিদ নির্মাণ ভারতে প্রথম হইলেও মুসলিম স্থাপত্যে ইহার ঐতিহ্য বেশ পুরাতন।

অলঙ্করণ

মসজিদটির অলঙ্করণ সম্পর্কে বলিবার তেমন কিছুই নাই। তাল বা পিণ্ড পাথরে (rubble) নির্মিত হওয়ায় ইহার গাত্রে পলেস্তারার আস্তরণের প্রয়োজন ছিল। অনুমান করা হয় যে, এক সময় হয়ত অনুচ্চ গম্বুজগুলির পলেস্তারার আবরণের উপর রং এর প্রলেপ বা রঙিন টালির অলঙ্করণ ছিল।[৩৭] তবে বর্তমানে এইগুলির কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মন্তব্য

মসজিদটির নামায গৃহের উপর প্রকাণ্ড গম্বুজ না থাকায় ইহার স্থাপত্য সৌন্দর্য বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। ইহা ছাড়াও, ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত হওয়ায় ছাদের

www.pathagar.com

গম্বুজ বিন্যাসে কিছুটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। তাই অনেক সময় ইহাকে সরাইখানা বলিয়াও মনে হইতে পারে। কোণায় মোচাকৃতি (conical) বুরুজ এবং অবনমন সম্বলিত দেওয়াল ইহার নির্মাণশৈলীতে কিছুটা হইলেও দুর্গ-স্থাপত্যের ছাপ ফেলিয়াছে।

৭। খিড়কী মসজিদ (আলোকচিত্র : ৪৯)

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

এই মসজিদটি জাঁহান পানাহ্‌র দক্ষিণ-পূর্বে খিড়কী নামক গ্রামে অবস্থিত। ইহা সম্ভবত ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দে[৩৮] ফিরোজ শাহ্ তুগলকের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান জুনান শাহ্ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৩৯]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

উপরে উল্লিখিত পুরাতন দিল্লীর নিজামউদ্দিন এলাকায় অবস্থিত কালান মসজিদের ন্যায় খিড়কী মসজিদও ক্রুশাকার পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ২৫) নির্মিত।

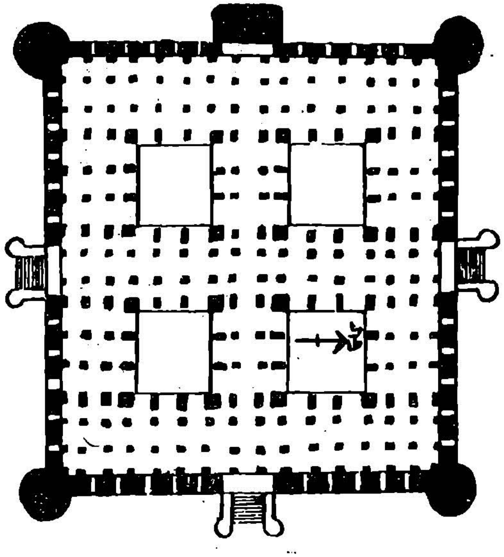

রেখাচিত্র : ২৫। খিড়কী মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

ইহার দুইটি প্রধান আইল (আলোকচিত্র : ৫১) সমকোণে ছেদ করিয়াছে। তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত এই মসজিদটি বর্গাকার। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৫০ ফুট (৪৫.৭২ মি.)। তাল বা পিণ্ড প্রস্তর দ্বারা নির্মিত দেওয়ালসমূহ এক সময় পলেস্তারার পুরু আচ্ছাদনে আবৃত ছিল। মসজিদটি ১০ ফুট (৩.০৪ মি.) উঁচু অবকাঠামোর উপর নির্মিত। এই অবকাঠামো খিলান সম্বলিত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে গঠিত। নিজামউদ্দিনে অবস্থিত কালান মসজিদের ন্যায় এই মসজিদের ভিতও খিলান সম্বলিত।

দুইটি প্রধান আইলের সমকোণে ছেদ করার ফলে এখানেও চারিটি উন্মুক্ত অঙ্গনের (আলোকচিত্র : ৫০) সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদের চারিদিকে রহিয়াছে তিন আইল বিশিষ্ট আচ্ছাদন। ইহার ফলে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে মিহরাব থাকিলেও এই মসজিদের চিহ্নিত কোন নামায গৃহ নাই। ভারতের মসজিদ স্থাপত্যে ইহা এক নতুন সংযোজন।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ প্রস্তর নির্মিত যুগল স্তম্ভ দ্বারা বর্গাকার বে'তে বিভক্ত। অবশ্য এই বে' সমূহের সবগুলির উপর ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ স্থাপিত হয় নাই। ফলে খিড়কী মসজিদের বাহিরের ছাদ গম্বুজ গুচ্ছ এবং গম্বুজ বিহীন বর্গাকার সমতল অংশের সমন্বয়ে (আলোকচিত্র : ৫২) গঠিত হইয়াছে। এই মসজিদের কোণায়, চারি বাহুর মধ্যবর্তী স্থানে এবং কেন্দ্রীয় আইলসমূহে গম্বুজযুক্ত ছাদ রহিয়াছে। গম্বুজযুক্ত ছাদের প্রতিটি অংশে নয়টি করিয়া অনুচ্চ গম্বুজের সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই ব্যবস্থার ফলে মসজিদের বর্গাকার ছাদ পঁচিশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলের চারিটি ভাগ আলো প্রবেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইয়াছে। বারটি অংশে সমতল ছাদ এবং নয়টি অংশের ছাদ গম্বুজ সম্বলিত। এইভাবে মোট গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯১টি। এই গম্বুজগুলি অর্ধবৃত্তাকার হইলেও ইহাদের বহির্দেশ কৌণিক। এই মসজিদের দেওয়ালের অবনমন (batter) নিযামউদ্দিনের কালান মসজিদের দেওয়ালের অবনমন অপেক্ষা স্পষ্টতর।

সাধারণ আলোচনা

নামায গৃহের আনুষ্ঠানিক বিন্যাস ছাড়াই চারিটি উন্মুক্ত অঙ্গন বিশিষ্ট এই মসজিদও ভারতের মসজিদ স্থাপত্যে বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছে। পার্সী ব্রাউনের মতে এই মসজিদের পরিকল্পনা ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত দাক্ষিণাত্যের গুলবার্গা জামে মসজিদের পরিকল্পনা হইতে উদ্ভূত।[৪০] কিন্তু গুলবার্গার মসজিদ সম্পূর্ণ ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ইহাতে কোন অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ নাই। সুতরাং এই মসজিদের পরিকল্পনা গুলবার্গা মসজিদের পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া মনে হয় না।

বস্তুতঃপক্ষে খিড়কী মসজিদ এবং ইতিপূর্বে আলোচিত নিযামউদ্দিনের কালান মসজিদের ভূমি নক্শার ধারণা ঠিক কোন্ উৎস হইতে আসিয়াছে সে সম্পর্কে লিখিত কোন বিবরণ বা তথ্য পাওয়া যায় না। তবে ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খিলান সম্বলিত ভিত এবং ক্রুশাকার পরিকল্পনার নির্মাণকার্য মুসলিম স্থাপত্যে নতুন কিছু নহে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও জানিয়া রাখা ভাল যে, চারি অঙ্গন বিশিষ্ট গৃহ পরিকল্পনা ভারতীয় নির্মাণ রীতিতেও অজানা ছিল না। ভারতীয় স্থাপত্যে চতুঃশালা ভবন এবং চারি অঙ্গন বিশিষ্ট গৃহ যেমন, সর্বতভদ্র, নন্দিয়াভদ্র, বর্ধমান, স্তভসতিকা, রূকাকা ইত্যাদির উল্লেখ রহিয়াছে।[৪১] কিন্তু ইহার কোন প্রমাণ নাই যে, তিলাঙ্গিনী এই নতুন

www.pathagar.com

পরিকল্পনার ধারণা ভারতীয় স্থাপত্য রীতি হইতেই গ্রহণ করিয়াছিল। তিলাঙ্গিনী নিরক্ষর হইলেও সমসাময়িক ঐতিহাসিক আফিফের মতে তিনি বিরাট প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।[৪২] সুতরাং ইহা খুবই সম্ভব যে, তিনি নিজেই এই পরিকল্পনার উদ্ভাবক। ভারতের এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের সূর্যের প্রচণ্ড তাপ উন্মুক্ত অঙ্গনকে অত্যন্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিত। আবার বর্ষার সময়েও উন্মুক্ত অঙ্গন মুসল্লীদের জন্য অসুবিধার সৃষ্টি করিত। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, লু, প্রখর সূর্য, বৃষ্টি ইত্যাদি জনিত আবহাওয়া পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যেই উপরিউক্ত মসজিদদ্বয়ে চারিটি ক্ষুদ্র অঙ্গনের সমাবেশ ঘটনো হইয়াছিল।

৮। জামে মসজিদ, ভারুচ (আলোকচিত্র : ৫৩)

তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) রাজধানী দিল্লীর বাহিরেও বেশ কিছু সংখ্যক মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। ভারুচের জামে মসজিদ ইহাদের অন্যতম। ভারুচ গুজরাটের একটি প্রাচীন শহর এবং সামুদ্রিক বন্দর। ১২৯৭ খ্রিস্টাব্দে আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) কর্তৃক ইহা বিজিত হওয়ার পূর্বেও আরব মুসলিম বণিকদের সহিত ভারুচের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।[৪৩]

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

সুলতানী আমলের প্রথম দিকে ভারুচে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়। জে. বার্জেস মনে করেন যে, এই মসজিদটি আলাউদ্দিন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) সময়েই নির্মিত হয়।[৪৪] পার্সী ব্রাউন ইহার নির্মাণকাল আনুমানিক ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া অনুমান করেন।[৪৫] কিন্তু এই মসজিদের উত্তরদিকের প্রবেশ পথের ভিতরের দিকে স্থাপিত এক শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সম্ভবত গিয়াস উদ্দিন তুগলকের রাজত্বকালে (১৩২০-২৫) গুজরাটের প্রাদেশিক গভর্নর দৌলতশাহ্ মুহাম্মদ বুতমারী কর্তৃক ৭২১ হি. অর্থাৎ ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ নির্মিত হয়।[৪৬]

ভূমি নক্শা ও গঠন

এই জামে মসজিদটি সম্ভবত মন্দিরের স্থলে নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহার নির্মাণ কার্যে হিন্দু এবং জৈন মন্দিরের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৪৭] মসজিদটি আয়তাকার (রেখাচিত্র : ২৬)। ইহার দৈর্ঘ্য ১২৬ ফুট (৩৮.৪০ মি.) এবং প্রস্থ ৫২ ফুট (১৫.৮৪ মি.)। নামায-গৃহের সম্মুখভাগে কোন খিলান পর্দা নাই। নামায গৃহের ছাদ ৪৮টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। নামায গৃহের ছাদে তিনটি গম্বুজ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মাঝেরটি আকারে বড় এবং ইহার ব্যাস ৩০ ফুট (৯.১৪ মি.)। পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ দুইটির ব্যাস ২৩ ফুট (৭.০১ মি.)। নামায গৃহের এই তিনটি গম্বুজ ছাড়াও সাহনের পশ্চিম প্রান্তে রহিয়াছে সাতটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ যাহাদের প্রত্যেকটির ব্যাস ৮ ফুট (২.৪৩ মি.)।[৪৮]

www.pathagar.com

নামায গৃহের পশ্চিম দেওয়ালে মার্বেল পাথরের তিনটি অবতল মিহ্‌রাব রহিয়াছে। গঠনশৈলীর দিক হইতে কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি (আলোকচিত্র : ৫৪) সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহনে অযুর জন্য জলাধারের বন্দোবস্ত আছে। লক্ষণীয় যে, মসজিদটির সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিক রিওয়াক বা বারান্দাহীন। রিওয়াক বিহীন সাহনের ব্যবহার অবশ্য প্রথম আবদুর রহমান কর্তৃক নির্মিত কর্দোভা মসজিদ (৭৮৫-৮৭) এবং ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদত আল্লাহ্ কর্তৃক পুনর্নির্মিত কায়রাওয়ান মসজিদের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।[৪৯] উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটি প্রবেশপথ রহিয়াছে।[৫০] দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথটি উঁচু ভিটির মঞ্চে স্থাপিত। এখানের প্রবেশপথে একটি মার্বেল পাথরের দরজা সংযুক্ত করা হইয়াছে যাহা সম্ভবত কোন জৈন মন্দির হইতে সংগৃহীত।

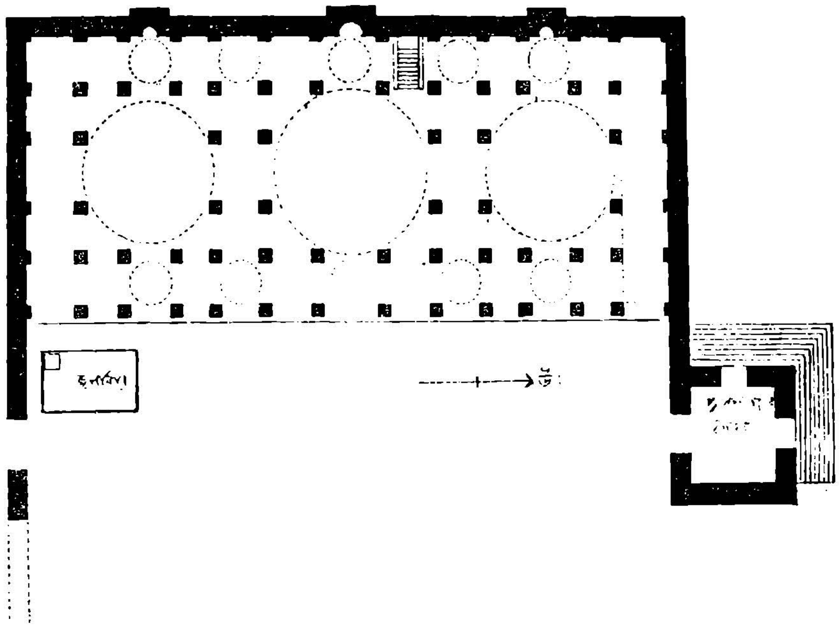

রেখাচিত্র : ২৬। ভারুচ জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

অলঙ্করণ

মন্দির হইতে সংগৃহীত স্তম্ভগুলি ঠেক্‌নাযুক্ত এবং খোদাই অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। নামায গৃহের মার্বেল পাথরের মিহ্‌রাব তিনটি খোদাইকর্মের নক্‌শা অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। সম্ভবত এই খোদাই কর্ম হিন্দু কারিগর দ্বারা সম্পাদিত। মিহ্‌রাবের ঊর্ধ্বাংশে খোদিত গোলাপফুল জাতীয় নকশা বিশেষ আকর্ষণীয়। কিবলা দেওয়ালে প্রস্তর জাফ্‌রী সম্বলিত

www.pathagar.com

ছয়টি জানালা রহিয়াছে। অবশ্য বর্তমানে জাফ্রীগুলির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চমৎকার খোদাই কর্মের নক্‌শা দ্বারা গম্বুজের ভিতরের গাত্রসমূহ অলঙ্কৃত।

মন্তব্য

এই মসজিদ সম্পর্কে লক্ষণীয় বিষয় হইল ইহার বারান্দা বা রিওয়াকবিহীন সাহন। ইহার স্তম্ভসমূহ মন্দির হইতে সংগৃহীত হইলেও ইহার নামায গৃহের দেওয়ালসমূহ সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর খণ্ডে নির্মিত। তুগলক আমলে তাল বা পিণ্ড পাথরের বহুল ব্যবহারের বিপরীতে নির্মাণকার্যে সুখণ্ড প্রস্তরের ব্যবহার লক্ষণীয়। আরো লক্ষ্য করার বিষয়, রাজধানী দিল্লীতে গিয়াস উদ্দিন তুগলকের (১৩২০-২৫) সময়ের কোন মসজিদের সন্ধান পাওয়া না গেলেও গুজরাটে এই সময়ে নির্মিত মসজিদটি বেশ কৌতুহলের উদ্রেক করে এই কারণে যে, দিল্লীর বিকাশমান তুগলক স্থাপত্যের কোন ছাপই এই মসজিদে প্রতিফলিত হয় নাই।

৯। জামে মসজিদ, ক্যাম্বে (আলোকচিত্র : ৫৫)

আহমদাবাদের ৫২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ক্যাম্বে প্রাচীন গুজরাটের একটি সমৃদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর। জানা যায়, ৯১৫ খ্রিস্টাব্দে যখন ঐতিহাসিক মাসুদী (মৃ. ৯৫৬) ক্যাম্বে পরিদর্শন করেন তখন সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষ্যে বহু মুসলমান বসতি স্থাপন করিয়াছিল।[৫১] ঐ সময়ই মুসলমানগণ ক্যাম্বেতে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিল যাহা পার্শীগণ পরবর্তীকালে ধ্বংস করিয়াছিল।[৫২]

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) ক্যাম্বে নামক স্থানে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়। ইহার নির্মাণকার্য সম্ভবত ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়।[৫৩] উত্তর দিকের প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই মসজিদটি মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১) জনৈক দৌলত শাহ মুহাম্মদ বুতমারী কর্তৃক ৭২৫ হি. অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৫৪]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ২৫২ ফুট (৭৬.৮০ মি.) এবং প্রস্থ ২১২ ফুট (৬৪.৬১ মি.)। চিরাচরিত মসজিদ পরিকল্পনার নক্‌শা (রেখাচিত্র : ২৭) অনুযায়ী এই মসজিদের একটি নামাযগৃহ, সাহন এবং সাহনের তিনদিকে রিওয়াক বা বারান্দা রহিয়াছে। নামায গৃহের সম্মুখভাগে (facade) (আলোকচিত্র : ৫৬) রহিয়াছে তিন খিলানের সমন্বয়ে গঠিত একটি খিলান পর্দা। এই তিনটি খিলানের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি পার্শ্ববর্তী অপর খিলানদ্বয় অপেক্ষা আকারে বড়। ইহাদের খিলানগর্ভ (intrados) খাঁজ সম্বলিত। মন্দির হইতে সংগৃহীত ১০০টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর এই মসজিদের ছাদ ন্যস্ত। এই স্তম্ভগুলির প্রতিটির ১৬ ফুট (৪.৮৭ মি.) উচ্চতা প্রাপ্তির

www.pathagar.com

জন্য দুইটি ছোট স্তম্ভের উপরিস্থাপনের প্রয়োজন হইয়াছে। নামায গৃহের উভয় প্রান্তে স্তম্ভ সারির উপরে নির্মিত হইয়াছে দুইটি মুলুক খানা বা মহিলাদের জন্য নামায মঞ্চ

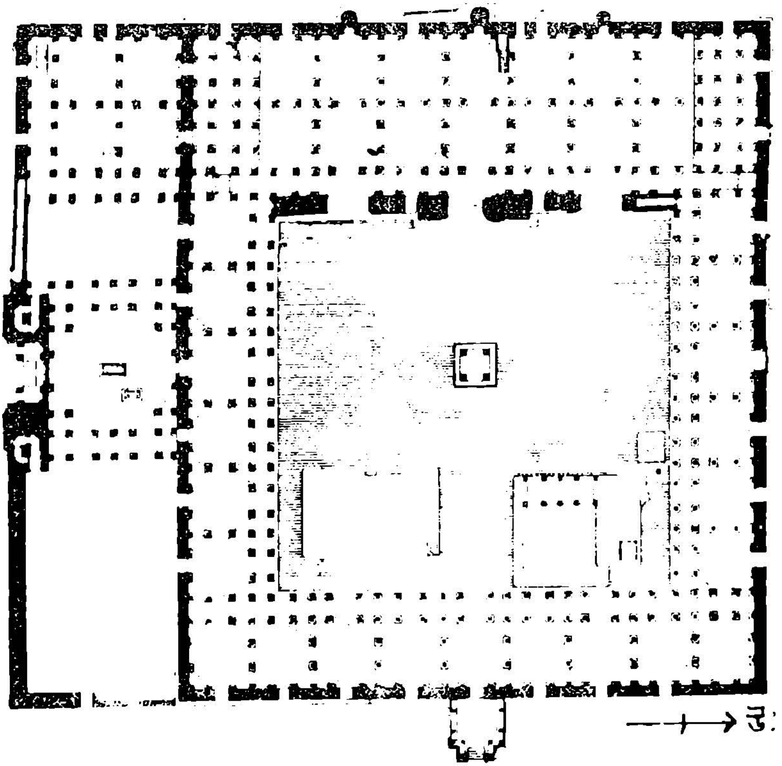

রেখাচিত্র : ২৭। ক্যাম্বে জামে মসজিদ : ভূমি নক্‌শা

(ladies gallery) । তুগলক আমলে নির্মিত মসজিদসমূহে এই ধরনের ব্যবস্থা সম্ভবত ইহাই প্রথম। নামায গৃহের কিবলা প্রাচীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে তিনটি চমৎকার মিহরাব। ইহাদের প্রত্যেকটি সুদৃশ্য মার্বেল পাথরের ফ্রেমে বসানো। কেন্দ্রীয় মিহরাবটির পার্শ্বেই রহিয়াছে মিম্বর (আলোকচিত্র : ৫৭)। নামায গৃহের উপর ১৪টি, প্রতিটি মহিলা নামায মঞ্চের উপর ২টি এবং রিওয়াকের উপর ২১টি অনুচ্চ গম্বুজের সন্নিবেশ[৫৫] তুগলক স্থাপত্য রীতির প্রতিফলন ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছে। অযু করিবার সুবিধার্থে সাহনের উত্তর পশ্চিমে স্থাপিত হইয়াছে একটি জলাধার। ইহার উপর স্থাপিত হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র গম্বুজের আচ্ছাদন।[৫৬]

পূর্বদিকের রিওয়াকের কেন্দ্রস্থলে রহিয়াছে এই মসজিদের প্রবেশপথ। ভূমি হইতে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া এখানে পৌছাইতে হয়। ইহার উপর একটি

www.pathagar.com

গম্বুজ স্থাপন করা হইলেও এই প্রবেশ পথটির (আলোকচিত্র : ৫৫) সহিত তিন শত বৎসর পূর্বে নির্মিত মোধিরা মন্দিরের প্রবেশ পথের যথেষ্ট সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[৫৭]

অলঙ্করণ

নামায গৃহের মিহরাবসমূহের মার্বেল পাথরের ফ্রেম বা কাঠামোয় কিছু অলঙ্করণের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ফুল এবং লতাপাতার খোদিত নক্‌শা দ্বারা এই ফ্রেমসমূহ চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। কিবলা প্রাচীরে আরো রহিয়াছে জাফ্‌রীযুক্ত জানালা।

মন্তব্য

নানা কারণে তুগলক আমলের একটি প্রাদেশিক মসজিদ হিসাবে ক্যাম্বের এই জামে মসজিদটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। ভারুচের জামে মসজিদের নামায গৃহের সম্মুখভাগ (facade) খিলানপর্দা বিহীন হইলেও এই মসজিদের নামায গৃহের সম্মুখভাগে সংযোজিত হইয়াছে খিলান পর্দা। এই খিলান পর্দার আকার, অবস্থান এবং ইহা নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) প্রস্তরের সরু (header) এবং প্রসারিত (stretcher) বিন্যাস এই ধারণাকেই সুদৃঢ় করে যে, ইহারা দিল্লী হইতে আনিত রাজমিস্ত্রীদেরই কাজ। আরো লক্ষণীয়, রাজধানী দিল্লীতে তাল বা পিণ্ড পাথরে (rubble) নির্মাণকার্য সমাধা হইলেও এখানে সুখণ্ডও (dressed) প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে। পার্সী ব্রাউন এই মসজিদের নামায গৃহের সম্মুখভাগের নির্মাণশৈলীর সহিত দিল্লীর জামাতখানা মসজিদের নামায গৃহের সম্মুখভাগের খিলান পর্দার সামঞ্জস্য প্রত্যক্ষ করেন।[৫৮] এই মসজিদের চমৎকার গঠনগত অনুপাত এবং আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠ্যব যে পরবর্তীকালে গুজরাটে মুসলিম স্থাপত্য বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

১০। হিলাল খান কাজীর মসজিদ

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

হিলাল খান কাজীর মসজিদ গুজরাট প্রদেশের ধোলকায় (প্রাচীন ধাবলাক) অবস্থিত। মসজিদের একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মসজিদটি ৭৩৩ হি. অর্থাৎ ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-৫১) জনৈক মালিক উল মুলকু উস সার্‌ক রুকুন উদ দৌলত কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার স্থপতি ছিলেন আব্দুল করিম লতীফ।[৫৯] মসজিদটি হিলাল খান কাজীর মসজিদ বলিয়া পরিচিত হইলেও এই হিলাল খান কাজীর সঠিক পরিচয় জানা যায় না।[৬০] অবশ্য অনেকে হিলাল খান কাজীকে তুগলক আমলের একজন প্রাদেশিক গভর্নর বলিয়া মনে করেন।[৬১]

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ১৪২ ফুট (৪৩.২৮ মি.) এবং প্রস্থ ১৪৭ ফুট (৪৪.৮০ মি.)। নামায গৃহ পাঁচটি আইলে বিভক্ত। নামায গৃহের উপরে রহিয়াছে পাঁচটি অনুচ্চ গম্বুজ। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি অন্য চারটি অপেক্ষা ৭ ফুট (২.১৩ মি.) উপরে স্থাপিত। নামায গৃহের সম্মুখভাগে (facade) রহিয়াছে খিলান পর্দা। ইহার কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে দুইটি লম্বা মিনার। নামায গৃহের সম্মুখে রহিয়াছে সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তবে ইহার তিন দিক রিওয়াক বা বারান্দা বিহীন। সাহনের উত্তর-পূর্ব কোণে অযুর জন্য একটি জলাধারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। সাহনে প্রবেশ করার জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রবেশপথ রহিয়াছে। উল্লেখনীয় যে, পূর্বদিকের প্রবেশ পথটিকে হিন্দু মন্দিরের প্রবেশপথ 'আম্ব্রেলা'র সহিত তুলনা করা চলে।[৬২] ইহার সহিত পার্শ্ব আসনও সংযুক্ত আছে। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুহাম্মদ বিন তুগলকের সমাধির প্রবেশপথেও অনুরূপ আসনের ব্যবস্থা আছে।

আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও আঙ্গিক ও গঠন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া ধোলকা মসজিদ ক্যাম্ব মসজিদের অনুরূপ। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদের অনুকরণে এই মসজিদের নামায গৃহের কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বে লম্বা মিনার সংযুক্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে।

১১। তাকা বা তন্‌কা মসজিদ

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

তাকা বা তন্‌কা মসজিদ গুজরাটের ধোলকায় অবস্থিত তুগলক আমলের একটি মসজিদ। মসজিদটির মিহরাবের উপর স্থাপিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৭৬২ হি. অর্থাৎ ১৩৬১ খ্রিস্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়।[৬৩] ইহার নির্মাতার নাম মুফাখখার আল খোয়াজ মুফাররাহ আস-সুলতানী।[৬৪] জলাধারের নিকট অবস্থিত বলিয়া এই মসজিদকে তাকা বা তনকা মসজিদ বলা হয়।[৬৫]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬০ ফুট ৮ ইঞ্চি (৪৮.৯৬ মি.) এবং প্রস্থ ৬৯ ফুট (২১.০৩ মি.)। নামায গৃহে তিন সারি স্তম্ভের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। নামায গৃহের কিব্‌লা প্রাচীরে রহিয়াছে তিনটি মিহরাব। নামায গৃহের সম্মুখে রহিয়াছে সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ইহার তিনদিক বারান্দা বা রিওয়াক সম্বলিত। রিওয়াকের তিন বাহুতে রহিয়াছে তিনটি প্রবেশপথ। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের দিক হইতে মসজিদটির খুব একটা গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না।

www.pathagar.com

১২। খানাপুর জামে মসজিদ

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলার খানাপুরে তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) এই জামে মসজিদটি নির্মিত হয়। এই মসজিদের একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুগলকের সিংহাসন আরোহণের বছরে অর্থাৎ ৭২৫ হিজরীতে (১৩২৫ খ্রি.) এই মসজিদটি জনৈক শামসুদ্দিন মালিক কর্তৃক নির্মিত হয়।[৬৬]

সাধারণ বর্ণনা

মসজিদটির নামায ঘর তিন আইল বিশিষ্ট। ইহার ছাদ ৩৬টি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। এইগুলি হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত এবং চালুক্যীয় অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। নামায গৃহের কিবলা প্রাচীরে রহিয়াছে তিনটি মিহরাব। মধ্যস্থলের মিহরাবটির খোদাই অলঙ্করণ বেশ জমকালো। এই মিহরাবটির নিকটেই স্থাপিত হইয়াছে চারি ধাপ বিশিষ্ট মিম্বার।

নামায গৃহের সম্মুখে রিওয়াকবিহীন সাহন বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। গম্বুজ সম্বলিত প্রধান প্রবেশপথ পূর্বদিকে অবস্থিত। স্থাপত্যের দিক হইতে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হইলেও মহারাষ্ট্রের প্রাচীন মসজিদের অন্যতম হিসাবে ইহার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে।

১৩। ইরিচের জামে মসজিদ (আলোকচিত্র : ৫৮)

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

ইরিচ শহর ঝাঁসী হইতে ৪০ মাইল উত্তরে বিতুয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই শহরে একটি পুরাতন জামে মসজিদ রহিয়াছে। এই মসজিদের একটি শিলালিপি অনুযায়ী ইহা ৮১৫ হি. অর্থাৎ ১৪১২ খ্রিস্টাব্দে শেষ তুগলক সুলতান মাহমুদ শাহের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালে (১৩৯৯-১৪১৩) জনৈক কাজী জিয়াউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত হয়।[৬৭]

গঠনশৈলী

মসজিদটি নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর এবং ইটের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নামায গৃহের সম্মুখভাগ (Facade) পাঁচটি খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। নামায গৃহের মিহরাবের (আলোকচিত্র : ৫৯) খিলান খাঁজ (cusp) সম্বলিত। কোণ দণ্ডের (nook) ব্যবহারের ফলে প্রধান মিহরাবের অলঙ্করণে হিন্দু রীতির ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মন্তব্য

এই মসজিদের একটি বিশেষ স্থাপত্য গুরুত্ব রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ধাপযুক্ত খিলানের ব্যবহার যাহা পরবর্তীকালে সৈয়দ এবং লোদী আমলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে তাহার প্রাথমিক প্রয়োগ আমরা এই মসজিদে প্রত্যক্ষ করি।

www.pathagar.com

এই দিক দিয়া এই মসজিদটি তুগলক স্থাপত্য হইতে পরবর্তী সৈয়দ এবং লোদী স্থাপত্যে উত্তরণের একটি বিশেষ পর্যায়কে বিধৃত করে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

১৪। জৌনপুর দুর্গের মসজিদ

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

১৩৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) জৌনপুর নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। এখানে গোমতী নদীর তীরে তিনি একটি দুর্গও নির্মাণ করেন। এই দুর্গের অভ্যন্তরে ১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুগলকের ভ্রাতা ইবরাহীম নায়েব বারবাক মিনার (লাট) সহ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ৬৮

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৩০ ফুট (৩৯.৬২ মি.) এবং প্রস্থ ২২ ফুট (৬.৭০ মি.)। দিল্লীর জামাতখানা মসজিদের ন্যায় ইহার নামায গৃহ মূলত তিনটি কক্ষে বিভক্ত। মধ্যবর্তী কক্ষটির উপর নির্মিত হইয়াছে তিনটি গম্বুজ। পার্শ্ববর্তী অপর দুইটি কক্ষের ছাদ গম্বুজ বিহীন। এই কক্ষদ্বয় নির্মাণে হিন্দু মন্দির হইতে সংগৃহীত বিভিন্ন আকৃতি এবং মাপের প্রস্তর স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়াছে। মধ্যস্থলের কক্ষটি পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুইটি হইতে সামান্য উঁচুতে। ইহার সম্মুখভাগে (facade) তিনটি খিলান পথ রহিয়াছে। ইহাদের উপর চাজ্জা বা ছাঁইচ সংযুক্ত আছে। পার্শ্ববর্তী কক্ষ দুইটির সম্মুখভাগ (facade) খিলান বিহীন।

অলঙ্করণ

মসজিদের অলঙ্করণে খুব একটা জাঁকজমক পরিলক্ষিত হয় না। নামায গৃহের সম্মুখভাগের খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) শোভা পাইতেছে তিন স্তর বিশিষ্ট রোজেট বা গোলাপ জাতীয় ফুল। চাজ্জার নিম্নদেশে নস্‌খ পদ্ধতির লিপি অলঙ্করণ বিশেষ আকর্ষণীয়। নামায গৃহের অভ্যন্তরে কেবল মিহরাবেই অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মিহরাবের অবতল উদরে উৎকীর্ণ হইয়াছে খিলান নক্শার বিন্যাস। খিলান নক্শার উপরের অংশে লতাপাতার নক্শা এবং নিচের অংশে খিলান নক্শার সহিত মেডালিয়ন এবং ঝুলন্ত মোটিফের ব্যবহার করা হইয়াছে। মিহরাবের খিলান পটহে (tympanum) নস্‌খ ব্যতীত পলেস্তারা কাটিয়া পবিত্র কুরআনের আয়াত লিখা হইয়াছে।

নামায গৃহের দক্ষিণ প্রান্তের অংশের ঠিক সম্মুখে উঁচু বেদিতে নির্মিত হইয়াছে একটি পাথরের মিনার। মিনারটি দুইভাগে বিভক্ত। জোড়ায় রহিয়াছে স্ফীত পাড় নক্শা। মিনারটির ভূমি বর্গাকৃতি। মধ্যাংশ অষ্টভুজী এবং উপরের অংশ গোলায়িত। অষ্টভুজী অংশের মধ্যাংশে ছয় লাইনের কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ করা হইয়াছে।

www.pathagar.com

মিনারের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৭৭৮ হি. অর্থাৎ ১৩৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইবরাহীম নায়েব বুরবাক ফিরোজ শাহ্ তুগলকের শাসনামলে (১৩৫১-৮৮) এই মিনারটি নির্মাণ করেন।[৭০] মিনারে উঠার কোন বন্দোবস্ত না থাকায় ইহা যে আযান দেওয়ার জন্য নির্মিত হয় নাই তাহা এক প্রকার নিশ্চিত করিয়া বলা যায়।

ঈদগাহ্

মসজিদ ব্যতীত তুগলক আমলে বেশ কয়েকটি ঈদগাহ নির্মিত হয়। নিম্নে এইরূপ দুইটি ঈদগাহের বর্ণনা প্রদান করা হইল।

১। হাওয-ই-খাসের ঈদগাহ্

এই ঈদগাহ্টি দিল্লীর হাওয-ই-খাস এলাকায় অবস্থিত। ইহা মূলত তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) নির্মিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একটি পুরু এবং উঁচু প্রাচীর। প্রাচীর গাত্রে পলেস্তারার পুরু আস্তরণের আচ্ছাদন ব্যবহার করা হইয়াছে। এই প্রাচীরের পূর্বদিকের গাত্রে এগারটি কুলঙ্গী রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যস্থলেরটি মিহরাব হিসাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীরের শীর্ষদেশ শরছিদ্র (errow-slit) সম্বলিত। এই ঈদগাহ্ প্রাচীরের উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তে রহিয়াছে দুইটি বুরুজ। এই বুরুজদ্বয়ের সহিত সুলতান-ই-ঘোরীর চারিকোণায় সন্নিবেশিত বুরুজসমূহের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই বুরুজদ্বয়ের উত্তর প্রান্তেরটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তের বুরুজটির শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মাহমুদ শাহ্ তুগলকের দ্বিতীয় বারের রাজত্বকালে (১৩৯৯-১৪১২) মাল্লু খান (প্রকৃত নাম ইকবাল খান) নামে পরিচিত জনৈক সভাসদ ৮০৭ হি. অর্থাৎ ১৪০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দে ইহা নির্মাণ করেন।[৭১] উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই ঈদগাহ্টি তুগলক আমলের শেষ পর্যায়ের স্থাপত্য কর্মের অন্যতম।

২। ভারুচের ঈদগাহ্ (আলোকচিত্র : ৬০)

তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) গুজরাটের ভারুচে ধর্মীয় ইমারতের মধ্যে কেবল জামে মসজিদই নির্মিত হয় নাই। এই জামে মসজিদ নির্মাণের কয়েক বৎসর পর ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি চমৎকার ঈদগাহ্ নির্মিত হইয়াছিল। ঈদগাহ্টি ভারুচ শহরের উপকণ্ঠে কালি তভালদি নামক স্থানে অবস্থিত। এই ঈদগাহের মিম্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা মুহাম্মাদ বিন তুগলকের শাসনামলে (১৩২৫-৫১) জনৈক তাজউদ্দিন মুহাম্মদ বাহউল মুলকের তত্ত্বাবধানে জনৈক অমাত্য মালিক-উস-সারক ফখরুদ্দিন ওয়াদিন দৌলত শাহ্ মুহাম্মদ বুতামারী কর্তৃক ৭২৬ হি. অর্থাৎ ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।[৭২] স্মরণ করা যাইতে পারে যে, এই একজন ব্যক্তি দৌলত শাহ্ বুতামারী কর্তৃক ভারুচের জামে মসজিদও নির্মিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

ভারুচের ঈদগাহ প্রায় বর্গাকার। ইহা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৩১ ফুট (৪০ মি.) এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৪৬ ফুট (৪৪.৬০ মি.)। উল্লেখনীয়, ইহার চারিদিকেই প্রাচীর বেষ্টিত। এই বেষ্টনী প্রাচীরের দৃঢ়তা নিশ্চিত করিবার জন্য এইগুলিতে পাঁচটি অর্ধবৃত্তাকার বুরুজ সংযোজিত হইয়াছে। এই বুরুজগুলির মধ্যে উত্তর-পশ্চিমেরটি ভিতরে ফাঁপা এবং ইহার শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভিত। সম্ভবত ইহা পর্যবেক্ষণ মিনার হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে।[৭৩]

পশ্চিম দিকের প্রাচীরে সন্নিবেশিত হইয়াছে তিনটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটির (আলোকচিত্র : ৬১) উপর উৎকীর্ণ হইয়াছে প্রথম কলেমা। কেন্দ্রীয় মিহরাবের সামান্য উত্তর দিকে সংযোজিত হইয়াছে বারটি সোপানযুক্ত একটি মিম্বার (আলোকচিত্র : ৬১)।

এই ঈদগাহের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার পূর্বদিকের বেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত (আলোকচিত্র : ৬২) প্রবেশপথ। উঁচু বাঁধানো ভিটির উপর ইহা নির্মিত। ভূমি হইতে বারটি সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া এখানে পৌঁছাইতে হয়। তিনটি খিলানের সমন্বয়ে এই প্রবেশ পথটি নির্মিত। ইহাদের মধ্যস্থলেরটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং নয়টি খাঁজযুক্ত; পার্শ্বের অপর দুইটির প্রত্যেকটির তিনটি ভাঁজযুক্ত।[৭৪] খিলানগুলির উপর সংযোজিত হইয়াছে ক্ষুদ্রাকৃতি আলঙ্কারিক মিনার। প্রবেশ পথের উপরে স্কুইঞ্চ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া স্থাপিত হইয়াছে একটি গম্বুজ।

দিল্লীর হাওয-ই-খাস এলাকার তুগলক ঈদগাহের প্রায় আশি বৎসর পূর্বে নির্মিত এই ঈদগাহটির স্থাপত্য গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। দিল্লীর হাওয-ই-খাসের ঈদগাহ বেষ্টনী প্রাচীর, প্রবেশপথ এবং মিম্বার বর্জিত। এই একই পদ্ধতিতে নির্মিত বদাউনের সামসী ঈদগাহ এবং রাপরির খলজী ঈদগাহ হইতে স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য বিচারে ভারুচের ঈদগাহ অধিকতর আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের দাবীদার।

ভারুচের ঈদগাহ ব্যতীত গুজরাট এবং বোম্বাই অঞ্চলে তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) নির্মিত আরো দুইটি ঈদগাহের সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলির প্রথমটি ক্যাম্বের ঈদগাহ (১৩৮১-৮২) এবং দ্বিতীয়টি গোগার ঈদগাহ (১৩৯৬-৯৯)। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি ফিরোজ শাহ্ তুগলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮) ৭৮৩ হি. অর্থাৎ ১৩৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ইখতিয়ারুদ দৌলত ওয়াদিন মালিক মুফাররাহ সুলতানী কর্তৃক[৭৫] এবং দ্বিতীয়টি তুগলক শাসক শামসুদ্দিন নুসরত শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৬-৯৯) প্রাদেশিক গভর্নর জাফর খানের নির্দেশে জনৈক কামাল হামিদ কর্তৃক নির্মিত হয়।[৭৬] তবে গঠন ও স্থাপত্যশৈলীর বিচারে ইহাদের উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না।

www.pathagar.com

সমাধিসৌধ

তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) রাজধানী দিল্লী এবং দিল্লীর বাহিরে সমাধিসৌধ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা হয়। সাধারণত দুই প্রকারের যেমন, চতুষ্কোণী এবং অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের এক বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তুগলক আমলে নির্মিত উভয় প্রকার সমাধি সৌধসমূহের একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

১। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি (আলোকচিত্র : ৬৩)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই সমাধিসৌধ গিয়াসউদ্দিন তুগলক কর্তৃক ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।[৭৭] ইবনে বতুতার মতে আফগানপুরের মর্মান্তিক ঘটনার পর গিয়াসউদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫) কে ঐ বছরেই অর্থাৎ ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দেই এই সমাধিসৌধে সমাহিত করা হয়।[৭৮] এই সমাধিসৌধটি তাঁহারই নির্মিত নগরী তুগলকাবাদের প্রধান প্রবেশ পথের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

চতুষ্কোণী এই সমাধিসৌধটি বর্গাকার পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ২৮) নির্মিত। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬১ ফুট (১৮.৫৯ মি.)। ইহা নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) লাল

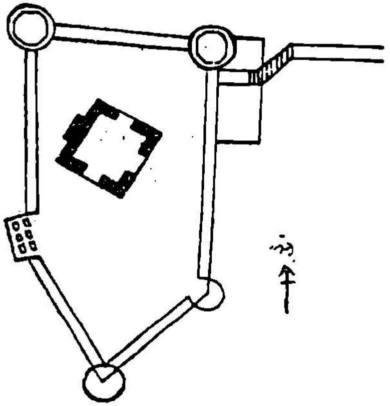

রেখাচিত্র : ২৮। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমারতটির উপর অষ্টভুজী পিপার (drum) উপর নির্মিত হইয়াছে সাদা মার্বেল পাথরের এক খোলস বিশিষ্ট একটি গম্বুজ। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির ব্যবহার করা হইয়াছে। গম্বুজটির ব্যাস ৫৫ ফুট (১৬.৭৬

www.pathagar.com

মি.)। আকৃতিতে ইহা 'তাতার' গম্বুজ যাহা পরে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গম্বুজের উপর আমলকী এবং কলস[৭৯] সম্বলিত শীর্ষদণ্ড (finial) সংযুক্ত করা হইয়াছে। ভূমি হইতে মূল ভবনের উচ্চতা ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.)। তবে গম্বুজের শীর্ষদণ্ডসহ ভূমি হইতে সমগ্র ভবনটির উচ্চতা ৮০ ফুটেরও (২৪.৩৮ মি.) অধিক।

কেবল পশ্চিম দিক ব্যতীত এই সমাধিসৌধের অন্যান্য দিকের বহির্গাত্রের মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে একটি করিয়া খিলান পথ। দেওয়াল গাত্র হইতে বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে এই খিলান পথ স্থাপিত। ভূসোঁয়া পদ্ধতি ব্যবহারে এই খিলানগুলি নির্মিত। আকৃতিগত দিক দিয়া, এই খিলানগুলি আলাই দরওয়াজায় ব্যবহৃত অশ্ব নালাকৃতি খিলান হইতে ভিন্নতর। ইহারা চতুর্কেন্দ্রিক এবং টিউডোর খিলানের আকৃতি সম্পন্ন। তবে খিলানগুলিতে সর্দলের ব্যবহার লক্ষণীয়। সম্ভবত প্রকৃত খিলানের (true arch) ভার বহনের ক্ষমতায় আশ্বস্ত না হইয়া হিন্দু কারিগরগণ সর্দল ব্যবহারে উৎসাহিত হইয়া থাকিবে।[৮০] খিলান পথের উভয় পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে দুইটি করিয়া সাদা মার্বেল পাথরের কুলঙ্গী।

এই সমাধিসৌধের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার দেওয়াল বহির্গাত্রের সুস্পষ্ট অবনমন (batter)। এই দেওয়াল বহির্গাত্র ভূমি হইতে লম্বভাবে না উঠিয়া ইহার মোট ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.) উচ্চতা ব্যাপিয়া ৭.৫ ফুট (২.২৮ মি.) এর অবনমন (batter) সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে এই সমাধিসৌধে পিরামিডের আকৃতির কিছুটা ছাপ পড়িয়াছে। তবে এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই সমাধি ভবনের দেওয়ালের বহির্গাত্র অবনমন সম্বলিত হইলেও ইহার অন্তর্গাত্র ভূমির সহিত লম্বভাবেই নির্মিত।

এই সমাধি ভবনের অভ্যন্তরভাগ একটি বর্গাকার কক্ষ। অভ্যন্তরভাগে ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩০ ফুট (৯.১৪ মি.)। ভূমি হইতে স্কুইঞ্চের তলদেশ পর্যন্ত এই কক্ষ নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে লাল বর্ণের বেলে পাথর। এই উচ্চতার পর বাকী অংশ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে সাদা মার্বেল পাথর। পশ্চিম দেওয়ালের মিহরাবের উভয় পার্শ্বে দুইটি সুন্দর কোণদণ্ড সংযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমাধি ভবনে একই সারিতে তিনটি সমাধি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি সুলতান গিয়াস উদ্দিনের, অন্য দুইটির মধ্যে একটি সুলতানের মহিষী মাখদুম-ই-জাহানের এবং অন্যটি তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১)।[৮১]

এই সমাধিসৌধটি একটি অনিয়মিত (irregular) পঞ্চভুজী প্রাচীর দ্বারা (রেখাচিত্র : ২৮) পরিবেষ্টিত। তাল বা পিণ্ড পাথরে (rubble) নির্মিত এই পঞ্চভুজ বিশিষ্ট বেষ্টনী প্রাচীরের শিরোদেশ শরছিদ্র (arrow-slit) সম্বলিত বপ্র (parapet) বিশিষ্ট। পার্বত্য এলাকায় নির্মিত বলিয়া এই স্থানের ভূ-প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই বেষ্টনী প্রাচীরটিকে একটি অনিয়মিত পঞ্চভুজ হিসাবেই নির্মাণ

www.pathagar.com

করিতে হইয়াছে। এই পঞ্চভুজী বেষ্টনীর প্রতি কোণায় নির্মিত হইয়াছে একটি মোচা বা কন্দাকৃতি (conical) বুরুজ। এই বুরুজগুলির শীর্ষদেশে এক সময়ে ছিল মার্বেল পাথরে নির্মিত উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ (pavilion)। এখন ইহাদের মধ্যে কেবল উত্তর-পশ্চিম কোণেরটিই অক্ষত রহিয়াছে। এই বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরের গাত্রে রহিয়াছে খিলান সম্বলিত কক্ষ। ইবনে বতুতার বর্ণনা অনুযায়ী এই সমস্ত কক্ষের ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে স্বর্ণ এবং ধন সম্পদ মজুদ রাখা হইত।[৮২]

সমাধি ভবনের মূল চত্বরে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকের বেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর কোণের বুরুজ সংলগ্ন একটি উঁচ এবং বিশালাকৃতি প্রবেশপথ (আলোকচিত্র : ৬৪) রহিয়াছে। এই প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে বুরুজ থাকায় অবরোধকারীদের জন্য এই প্রবেশ পথটি ছিল একটি মরণফাঁদ বিশেষ। সর্দল এবং ঠেক্‌না সমন্বয়ে নির্মিত মূল প্রবেশ দরজাটি একটি বৃহদাকার ভূসোঁয়া পদ্ধতিতে নির্মিত খিলানে সংস্থাপিত। খিলানটি দুই প্রান্তের দুইটি সুন্দর কোণদণ্ড হইতে উথিত। তুগলক স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী খিলান ধারণকারী কাঠামোটির উথানে লম্বভাবের পরিবর্তে স্পষ্ট অবনমনের (batter) ছাপ বিদ্যমান। হিন্দু মন্দিরের অনুকরণে প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে বসার আসনেরও ব্যবস্থা আছে। এই প্রবেশ পথের মাধ্যমে পৌছান যায় একটি দরদালানে। সেখান হইতে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয় সমাধি চত্বরে।

গিয়াস উদ্দিন তুগলকের (১৩২০-২৫) সমাধিসৌধটি একটি কৃত্রিম জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হইয়াছিল। সাতাশটি খিলানের উপর নির্মিত ৭৫০ ফুট (২২৮.৬ মি.) দীর্ঘ একটি সঙ্কীর্ণ জাঙ্গাল (cause way) দ্বারা ইহাকে তুগলকাবাদ নগরীর সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে জলবেষ্টিত ইমারত সম্ভবত ইহাই প্রথম। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অনেকের মতে ভারতে মুসলমানগণ কর্তৃক জলবেষ্টিত ইমারত নির্মাণের ধারণা ভারতের হিন্দু স্থাপত্য হইতে অনুকৃত। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি নির্মাণের প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম আনাতোলিয়ার কুদ হিসার দ্বীপের হ্রদের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত প্রাসাদটিকেও জাঙ্গাল (cause way) দ্বারা পাড়ের সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল।[৮৩] গিয়াসউদ্দিন তুগলকের সমাধি স্থপতিদের ইহা হয়ত অজানা ছিল না। যাহা হউক, বর্তমানে এই জলাশয় শুষ্ক এবং সংযোগকারী জাঙ্গালের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে কুতুব-বদরপুর সড়ক।

অলঙ্করণ

তুগলক স্থাপত্য অলঙ্করণের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এই সমাধিসৌধকেও জমকালো গাত্রালঙ্কারে সজ্জিত করা হয় নাই। ইমারতের উচ্চতার মাঝামাঝি স্থানে সংযোজিত হইয়াছে স্ফীত সরলরেখার নক্‌শা। খোদিত লিপিমালার নক্‌শা সম্বলিত

www.pathagar.com

পাটাভাগ (panel) এই ইমারতের গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা রাখিয়াছে। খিলান পটহে (tympanum) সংযুক্ত মার্বেল পাথরের জাফরী লাল বেলে পাথরের সহিত চমৎকার বর্ণ বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়াও খিলান গর্ভে (iutrados) বর্শাফলক বা পদ্মকোড়ক সম্বলিত নক্শার বিন্যাস খিলানসমূহে আলঙ্কারিক চমক সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই আলঙ্কারিক বিন্যাস তাৎক্ষণিকভাবে আলাই দরওয়াজার খিলানের অনুরূপ অলঙ্করণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা ছাড়াও প্রবেশপথে সাদা মার্বেল পাথরের উপর কালো পাথরের গোলাপ জাতীয় ফুলের ন্যায় নক্শা (rosett) সংযোজন সার্বিক গাত্রালঙ্কারে কিছুটা বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছে। মিহরাবের খোদাইকর্ম সমৃদ্ধ কোণদণ্ডে (nook-shaft) হিন্দু স্থাপত্য অলঙ্করণের প্রভাব লক্ষণীয়। খিলান ধারণকারী কাঠামো এবং ইমারত বহির্গাত্রের আয়তাকার প্যানেলে সাদা মার্বেল পাথরের ব্যবহার সার্বিক লাল বেলে পাথরের এক ঘেঁয়েমীকে অনেকাংশে দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। বেষ্টনী প্রাচীরের প্রবেশ পথেও সাদা মার্বেল, লাল বেলে পাথর এবং কালো শ্লেট পাথরের খোদাইকৃত ফুল জাতীয় নক্শা যেকোন আগন্তুকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। জাঁকজমকপূর্ণ গাত্রালঙ্কার বর্জিত হইলেও এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, লাল বেলে পাথরের সহিত সাদা মার্বেলের পরিমিত এবং পরিশীলিত ব্যবহার এই সমাধিসৌধটিকে তুগলক স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদার আসন দান করিয়াছে।

২। ফিরোজ শাহ্ তুগলকের সমাধি (আলোকচিত্র : ৬৫)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই সমাধি ভবনটি তারাবন্দ[৮৪] বা আনন্দের শহরে অবস্থিত হাওয-ই-খাস এলাকায় নির্মিত ইমারতসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা হাওয-ই-খাস নামক বিরাট জলাধারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ফিরোজ শাহ্ তুগলক (১৩৫১-৮৮) কর্তৃক নির্মিত মাদ্রাসার পশ্চিম এবং দক্ষিণ অংশের সংযোগস্থলে ইহা অবস্থিত। শিলালিপির অভাবে ইহার নির্মাণ তারিখ সঠিকভাবে জানা যায় না। সৈয়দ আহমদ খানের মতে ইহা ৭৯২ হি. অর্থাৎ ১৩৮৯-৯০ খ্রিস্টাব্দে নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১৩৯০-৯৪) কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৮৫] নির্মাণশৈলী বিচারে এই সমাধি ভবনটি পার্শ্ববর্তী মাদ্রাসার অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইয়াহিয়া সিরহিন্দীর মতে মাদ্রাসাটি ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৮৬] মাদ্রাসা ভবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিধায় ইহার নির্মাণ কালও ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। সম্ভবত ফিরোজ শাহ্ তুগলকের প্রধান স্থপতি মালিক গাজী শাহানা কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল[৮৭]

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধি ভবনটি (রেখাচিত্র : ২৯) একটি অনুচ্চ এবং কৌণিক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকার ইমারত। বহির্ভাগে ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট ৭ ইঞ্চি (৮.৭০ মি.)।

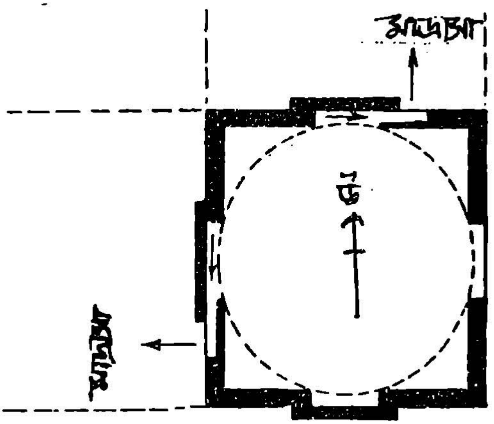

রেখাচিত্র : ২৯। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

সম্পূর্ণ ইমারতটি ২ ফুট (০.৬০৯ মি.) উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বেদীর উপর নির্মিত। ইহার নির্মাণকার্যে তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। দেওয়ালের গাত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। সমাধি ভবনটির দক্ষিণ দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি প্রবেশপথ। ঠেক্‌না এবং সর্দল সম্বলিত খিলান দ্বারা নির্মিত এই প্রবেশ পথটি দেওয়াল গাত্র হইতে কিঞ্চিৎ বহির্গত। সমাধি ভবনটির পূর্ব দিকের দেওয়ালের ঠিক মধ্যস্থলে অনুরূপ আর একটি প্রবেশপথ রহিয়াছে। তবে ইহার নিম্নাংশ লাল বেলে পাথরের বৃহৎখণ্ড দ্বারা আংশিকভাবে বন্ধ। ইমারতটির পশ্চিম এবং উত্তর দেওয়ালে একটি করিয়া দরজা আছে। এইগুলির মাধ্যমে মাদ্রাসার সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা হইত বলিয়া অনুমান করা হয়। সমাধি ভবনটির দক্ষিণ দেওয়ালের সম্মুখভাগে রহিয়াছে স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট বাঁধানো চত্বর যাহা প্রস্তর নির্মিত বেষ্টনী বা বেড়া (railing) দ্বারা ঘেরা। বৌদ্ধ স্তূপের অনুরূপ বেষ্টনীর মত এইগুলির সহিতও বসিবার আসন সংযুক্ত করা হইয়াছে।[৮৮] ইমারতটির উপর একটি মাত্র গম্বুজ রহিয়াছে।

অলঙ্করণ

সমাধি ভবনটির বহির্গাত্রে বিশেষ কোন অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হয় নাই। বহির্গাত্রের সমতল অংশে লাল বেলে পাথরের স্ফীত সরলরেখার নক্‌শা কিছুটা বৈচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। লাল বেলে পাথরের কার্নিশের উপরে ত্রি-পত্রী নক্‌শার

www.pathagar.com

(merlon) বিন্যাস কিছুটা অলঙ্করণের ভূমিকা পালন করিয়াছে। এই পত্রাকৃতি নক্‌শাগুলি ফুল সম্বলিত অলঙ্করণ শোভিত। গম্বুজের পিপার উর্ধ্বাংশেও অনুরূপ ফুল সম্বলিত অলঙ্করণ শোভিত পত্রাকৃতি নক্‌শার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। তবে এখানকার কিছু কিছু পত্রাকৃতি নক্‌শায় নস্‌খ পদ্ধতিতে 'আল্লাহ্‌' শব্দটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথের খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) গোলাপ জাতীয় ফুল (rosett) সম্বলিত নক্‌শা চক্র ব্যবহৃত হইয়াছে। সমাধি ভবনটির বহির্গাত্র অলঙ্করণ সমৃদ্ধ না হইলেও ইহার অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণ অতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফুল, লতা-পাতা, চক্রাকার নক্‌শা, রঙের ব্যবহার, লিপি অলঙ্করণ এবং জ্যামিতিক নক্‌শার ব্যবহারে ইমারতটির অভ্যন্তরভাগ বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া স্কুইঞ্চ পানদানতিফগুলির (আলোকচিত্র : ৬৬) পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে চমৎকার লিপি অলঙ্করণ, লতা-পাতা এবং ফুলের নক্‌শা। লিপি অলঙ্কারসমৃদ্ধ একাধিক বৃত্তাকার চক্র (আলোকচিত্র : ৬৭) গম্বুজের ভিতরের দিকের গাত্রে এক চমৎকার আলঙ্কারিক আবহ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়াও গম্বুজের ভিতরের দিকের শীর্ষদেশ ফুল এবং লতা-পাতা সম্বলিত একটি আলপনা দ্বারা শোভিত। তুগলক আমলের (১৩২০-১৪১৩) সাদাসিদে ধরনের গাত্রালঙ্কারের সহিত এই সমাধি ভবনের অভ্যন্তর ভাগের জৌলুসপূর্ণ অলঙ্করণ মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। তাই অভ্যন্তর ভাগের এই গাত্রালঙ্কার আদৌ ফিরোজ শাহের (১৩৫১-৮৮) সময়ের কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। জাফর হাসান,[৮৯] জন মার্শাল[৯০] এবং পার্সী ব্রাউন[৯১] মনে করেন যে, ১৫০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭) সময়ের সংস্কারকার্য সম্পাদিত হওয়ার সময়েই সম্ভবত এই অলঙ্করণ বিন্যাসের সূচনা হইয়া থাকিবে। সম্ভবত এই সময়েই ইহার বহির্গাত্রে জেল্লাদার (glazed) সবুজ ও হলুদ বর্ণের টালির সহিত হাল্কা ও গাঢ় নীল বর্ণের টালি অলঙ্করণ সংযোজিত হয়।[৯২] অবশ্য বর্তমানে এই টালি অলঙ্করণের কোন চিহ্নই আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩। শেখ কবির উদ্দিন আউলিয়ার সমাধি (আলোকচিত্র : ৬৮)

নির্মাণকাল

শেখ কবির উদ্দিন আউলিয়া বিখ্যাত সূফী সাধক নাসিরউদ্দিন চিরাগ-ই-দিল্লীর একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সমাধিসৌধ দিল্লীর শেখ সরাই গ্রামের নিকট অবস্থিত। চুন-সুড়কীর পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এই ইমারতের গম্বুজের রং লাল বলিয়া ইহাকে লাল গুম্বদ বা লাল গম্বুজও বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়াও 'রাকাবওয়ালা গুম্বদ" নামেও সমাধি ভবনটি সুপরিচিত।[৯৩] নির্মাণের সন তারিখ সম্বলিত শিলালিপির অবর্তমানে ইহার নির্মাণকাল লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। জন মার্শালের মতে

www.pathagar.com

ইহা তুগলক শাসক নাসির উদ্দিন মুহাম্মদের রাজত্বকালে (১৩৯০-৯৪) নির্মিত হইয়াছিল।[৯৪] পার্সী ব্রাউনের মতে ইহা দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তুগলকের শাসনামলের (১৩৮৮-৮৯) ইমারত।[৯৫] আর. নাথ[৯৬] এবং ওয়াই. ডি. শর্মার[৯৭] মতে ইহার নির্মাণকাল ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দ। যাহা হউক, ভক্তি আন্দোলনের এই প্রবক্তা শেখ কবির উদ্দিনের আবির্ভাব তুগলক আমলের শেষ দিকে ঘটিয়াছিল বিধায় এই সমাধিসৌধকে তুগলক শাসনামলের শেষ পর্যায়ের ইমারতগুলির অন্যতম হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধি ভবনটি বর্গাকার। ইহা লাল বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত। পূর্বদিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে কৌণিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রহিয়াছে। এই খিলানের নিচে সর্দল এবং ঠেক্‌না ব্যবহার করা হইয়াছে। দক্ষিণ এবং উত্তর দিকের দেওয়ালেও রহিয়াছে জালি নক্‌শা সম্বলিত খিলান। ইমারতটির বহির্দেয়াল অবনমন (batter) সম্বলিত। ইমারতটির উপরে নির্মিত হইয়াছে একটি কন্দাকৃতি (conical) গম্বুজ। গম্বুজের উপর স্থাপিত হইয়াছে একটি ঢালু ছাদ সম্বলিত বর্গাকার ছত্রী। নিঃসন্দেহে ইহা একটি নতুন বৈশিষ্ট্য যাহা বাংলার চৌচালার সাদৃশ্য বহন করে। ভবনের অভ্যন্তরে নয়টি সমাধি রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি প্রস্তর নির্মিত এবং বাকীগুলি চুন-সুড়কীর। কেন্দ্রস্থলেরটি শেখ কবির উদ্দিনের।

অলঙ্করণ

সমাধি ভবনটিতে গাত্রালঙ্কারের কোন বাহুল্য পরিলক্ষিত হয় না। তবে তিন দিকে দেওয়ালের খিলান পথে মার্বেল পাথরের পাটা-ভাগের (panel) ব্যবহার লক্ষণীয়। খিলানগর্ভের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হইয়াছে বর্শা ফলকের বিন্যাস। গম্বুজের ভিতরের অংশের শীর্ষদেশেও বসানো হইয়াছে মার্বেল পাথরের পাটা-ভাগ (panel)। দেওয়ালের উপর কার্নিশের লাল বেলে পাথরের পত্রাকার নক্‌শা (merlon)য় বৃত্তাকার চক্রে সাধারণ নস্‌খ পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে 'ইয়া আল্লাহু' শব্দদ্বয়।

মন্তব্য

নির্মাণ সামগ্রী এবং আকৃতিগত দিক হইতে এই সমাধিসৌধটি অর্ধ শতাব্দী পূর্বে নির্মিত গিয়াস উদ্দিন তুগলকের (১৩২০-২৫) সমাধির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। তুগলক রাজত্বের শেষ দিকে ইহার নির্মাণকার্যে মার্বেল এবং লাল বেলে পাথরের ব্যবহার ফিরোজ শাহ্ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) সময়ে নির্মিত ইমারতসমূহের নিরাভরণ এবং অপেক্ষাকৃত সস্তা নির্মাণ উপাদান ব্যবহারের বিরুদ্ধে এক প্রকার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

৪। চৌরাশী গুম্বজ (আলোকচিত্র : ৬৯)

নির্মাণকাল

চৌরাশী গুম্বজ নামক এই সমাধিসৌধটি বুন্দেলখণ্ডের কালপি নামক স্থানে অবস্থিত। অনেকের মতে ইহা সুলতান সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)র সমাধি। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নহে। কারণ সিকান্দার লোদীর সমাধি দিল্লীতে অবস্থিত। পার্সী ব্রাউন অবশ্য ইমারতটিকে জনৈক লোদী শাসকের সমাধি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[৯৮] তবে সাধারণভাবে ইহা লোদী শাহ বাদশার সমাধি বলিয়া পরিচিত। তারিখ-ই-কালপির বর্ণনা অনুযায়ী এই লোদী শাহ্ বাদশাই সম্ভবত মাহমুদ শাহ লোদী যিনি ১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) কর্তৃক বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সামান্য উঁচু ভিটির উপর বর্গাকার পরিকল্পনায় এই সমাধিসৌধটি নির্মিত।[৯৯] ইমারতটি একদা ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট রিওয়াক বা বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি চতুর্ভুজের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল। ইহার দেওয়ালগুলি তাল বা পিণ্ড (rubble) লাল বেলে পাথরে নির্মিত। চাজ্জা বা ছাঁইচ ব্যতীত এই ইমারতের বহির্গাত্র পলেস্তারার আচ্ছাদনে আবৃত ছিল। এই ইমারতের প্রতি কোণায় রহিয়াছে মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। বুরুজগুলির শীর্ষদেশ গম্বুজ সম্বলিত ছত্রী শোভিত। ইহা ছাড়াও প্রতি বাহুর মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে ঢালুছাদ সম্বলিত বর্গাকার ছত্রী। এই সমাধি সৌধের শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি অতিকায় গম্বুজ যাহা বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। আকারে এই গম্বুজটি জৌনপুরের অতলা মসজিদের গম্বুজের প্রায় সমান ছিল।[১০০]

নামকরণ

এই সমাধির চৌরাশী গুম্বজ নামকরণ লইয়া যথেষ্ট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন সময়েই ইহার ৮৪টি গম্বুজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। চারি কোণার বুরুজ শীর্ষের ৪টি, বেষ্টনী রিওয়াকের প্রতি বাহুর মধ্যস্থলের ৪টি বর্গাকার ছত্রী এবং কেন্দ্রীয় বড় গম্বুজসহ মোট গম্বুজের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯। ভি. এ. স্মিথ অবশ্য ৮৪টি গম্বুজের হিসাব মিলাইয়া দিয়াছেন।

তাঁহার মতে, বেষ্টনী রিওয়াকের ৮০টি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকটির উপরের কুচকী ছাদ (groined roof) অনেকটা অনুচ্চ গম্বুজের মতই দেখাইত। ইহাদের মোট সংখ্যা ৮০ এবং চারিকোণার চারিটি গম্বুজসহ ইহাদের সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৪।[১০১]

www.pathagar.com

মন্তব্য

অতীতে অক্ষত অবস্থায় যমুনা তীরে উঁচু ভিটির উপর নির্মিত এই সমাধিসৌধটি নিঃসন্দেহে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহার স্থাপত্য গুরুত্বও কিন্তু কম নহে। কোণায় মোচাকৃতি (conical) বুরুজ এবং ইহাদের শীর্ষে ভারতীয় স্থাপত্য হইতে অনুকৃত ছত্রীর ব্যবহার এই ইমারতটিকে তুগলক এবং লোদী স্থাপত্যের সংযোগ সাধনকারী ইমরাত হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে।

তুগলক শাসনামলে (১৩২০-১৪১৩) উচ নামক স্থানেও সমাধিসৌধ নির্মাণের বিষয়টি বেশ গুরুত্ব লাভ করে। উচ পাঞ্জাবের বাহাওয়ালপুর রাজ্যের অন্তর্গত এবং বাহাওয়ালপুর শহরের ৩৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুৎমিশের (১২১১-৩৬) রাজত্বকালে মুলতানের ন্যায় উচও একটি ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার জনৈক শিষ্য হযরত জালাল উদ্দিন বুখারী (মৃ. ১২৯১) এই স্থানে সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার একটি শাখা স্থাপন করেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে এখানে আরো কয়েকজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের মধ্যে রুক্‌ন-ই-আলমের শিষ্য জাহানিয়া জাহানঘাস্ত (১৩০৮-৮৩), বাহাউল হালিম (১৩২০), জাহানিয়া জাহানঘাস্তের ভ্রাতা সদর উদ্দিন রাজন কাত্তাল এবং তাঁহার দৌহিত্রী বিবি জাওয়ান্দি (মৃ, ১৪৯৪)র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্তজন ব্যতীত অন্য সকল সূফী সাধকের সমাধিসৌধ তুগলক আমলে সমাধি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক রীতি উদ্ভাবনে এক বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন। নির্মাণশৈলীর দিক হইতে এই সমস্ত সমাধিসৌধকে চতুষ্কোণী এবং অষ্টভুজী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। উপরে বর্ণিত তুগলক আমলের চতুষ্কোণী সমাধির বিবরণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উচে নির্মিত চতুষ্কোণী সমাধিসমূহের একটি বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৫। জাহানিয়া জাহানঘাস্তের সমাধি

নির্মাণকাল

বিখ্যাত সাধক মাখদুম-ই-জাহানিয়া জাহানঘাস্ত ১৩০৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাজী বাহাউদ্দিন এবং রুক্‌ন-ই-আলমের নিকট ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে দীক্ষা লাভ করেন বিখ্যাত সাধক হযরত জালাল শেখের নিকট। মুহাম্মদ বিন তুগলকের শাসনামলে (১৩২৫-৫১) তিনি কিছু সময়ের জন্য শেখ-উল-ইসলামের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ফিরোজ শাহ্ তুগলকের ধর্মগুরু ছিলেন। তিনি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া জাহান-ঘাস্ত বা বিশ্ব পরিব্রাজক উপাধি লাভ করেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা উচে আসেন। হাকিকাতুল আসরারের বর্ণনা অনুযায়ী ১৩৮৩ অথবা ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দে কোন এক সময়ে ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।[১০২] উচ শহরের উত্তর প্রান্তে তাঁহার সমাধি অবস্থিত।

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা, গঠন ও অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। নির্মাণকার্যে ইট ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ছাঁদ সমতল এবং গম্বুজ বিহীন। প্রবেশদ্বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। প্রবেশ পথের সম্মুখে সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি বারান্দা রহিয়াছে। বারান্দাটির নির্মাণে কাষ্ঠকাঠামো ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমারতটি বপ্র (parapet) সম্বলিত। ইমারতটির বহির্ভাগের বিশেষ করিয়া দক্ষিণ দিকের অংশে কর্তিত ইট ও জেল্লাদার টালি দ্বারা অলঙ্কৃত।[১০৩] টালি অলঙ্করণের বেশির ভাগই আধুনিক কালের বলিয়া মনে হয়। সমাধি ভবনের অভ্যন্তর ভাগে কোন প্রকার অলঙ্করণ নাই বলিলেই চলে।

মন্তব্য

গম্বুজ বিহীন সমতল ছাদ, এক কোণে ছাউনি সম্বলিত প্রবেশ দ্বার ইত্যাদি ইমারতটিকে কিছুটা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

৬। রাজন কাত্তালের সমাধি (আলোকচিত্র : ৭০)

বিখ্যাত সাধক সদর উদ্দিন রাজন কাত্তাল নামেই পরিচিত ছিলেন। তিনি জাহানিয়া জাহান-ঘাস্তের ভ্রাতা। ভ্রাতার সমাধির ন্যায় তাঁহার সমাধিও বর্গাকার এবং ইষ্টক নির্মিত। ইহারও ছাদ সমতল এবং গম্বুজ বিহীন। প্রবেশপথ উত্তর-পূর্ব কোণে। প্রবেশ পথের সম্মুখে রহিয়াছে কাষ্ট নির্মিত আচ্ছাদন। তবে লক্ষণীয় যে, এই সমাধি ভবনের ছাদ সমতল নহে; কিছুটা পিরামিডের আকৃতিবিশিষ্ট। ভবনটির নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। তবে ইহা চতুর্দশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে নির্মিত।

সমাধি ভবনটির বহির্ভাগের গাত্রালঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে কর্তিত ইট এবং জেল্লাদার রঙিন টালি।[১০৪] অভ্যন্তর ভাগে ল্যাকার পেইন্টিং এর প্রলেপ লাগানো। ইহা খুব সম্ভব আধুনিক কালের।

৭। আবূ হানিফার সমাধি

উচ নিবাসী আবূ হানিফা সিন্ধুর বুক্কুর শহরের কাজী ছিলেন।[১০৫] বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতার সহিত মুলতানে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।[১০৬] সমাধি ভবনটির নির্মাণকাল সম্পর্কিত কোন শিলালিপি নাই। তবে ইহাও চতুর্দশ শতকেই নির্মিত হইয়া থাকিবে।[১০৭]

আবূ হানিফার সমাধি একটি উঁচু ঢিবির উপর নির্মিত। পোড়ানো ইষ্টক টালি দ্বারা নির্মিত ইহা একটি বর্গাকার ইমারত। ইহার চারিটি দেওয়ালই সামান্য ঢাল বা অবনমন (batter) সম্বলিত। ইহার ছাদ সমতল এবং গম্বুজ বিহীন। ইহার উত্তর দেওয়ালে সংযুক্ত হইয়াছে প্রবেশপথ। ইহা দেওয়াল হইতে বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে সংস্থাপিত। দক্ষিণ, পশ্চিম এবং পূর্ব দেওয়ালের মধ্যস্থলেও প্রবেশ পথের অনুরূপ বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেম রহিয়াছে। তবে প্রবেশপথ

www.pathagar.com

ব্যতীত অন্য সবই বন্ধ। সমাধিভবনের পশ্চিম দেওয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে একটি মিহরাব। গাত্রালঙ্কারের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে রঙিন টালি এবং কর্তিত ইষ্টক।

মামলুক আমলে (১২০৬-৯০) মুলতান অঞ্চলে অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) তাহা আরো জোরদার হয়। ফলে এই সময়ে রাজধানী দিল্লী এবং দিল্লীর বাহিরে এই ধরনের বেশ কয়েকটি সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। নিম্নে ইহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

৮। জাফর খানের সমাধি

নির্মাণকাল

ইহা একটি ক্ষুদ্রাকৃতি অষ্টভুজী সমাধি। ইহা তুগলকাবাদে অবস্থিত। এই সমাধিটি গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধির উত্তর-পূর্ব এবং উক্ত সমাধির পঞ্চভুজী বেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর-পশ্চিমের বুরুজে নির্মিত। এই সমাধির দক্ষিণ দিকের দরজার উপরের একটি ফার্সী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই সমাধিটি গিয়াস উদ্দিন তুগলক কর্তৃক স্বীয় পুত্র জাফর খানের কবরের উপর নির্মিত হইয়াছিল।[১০৮] উল্লেখ্য, জাফর খান পিতার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং লক্ষনৌতি পর্যন্ত সমস্ত দেশ তিনি জয় করিয়াছিলেন।[১০৯]

ভূমি নক্শা ও গঠন

অষ্টভুজাকৃতি এই সমাধি ভবনটি ৬ ফুট (১.৮২ মি.) প্রশস্ত একটি ঘুরান বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। আটটি খিলান পথের মধ্য দিয়া এই বারান্দায় প্রবেশ করা যায়। ইমারতটির উপরে রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ। সমাধি কক্ষে দুইটি কবর লক্ষ্য করা যায়। তবে ইহাদের কোনটিতেই কোন শিলালিপি নাই। অষ্টভুজী সমাধি কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত সমাধিটি সম্ভবত জাফর খানের এবং অপরটি তুগলক বংশের দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১)[১১০]

অলঙ্করণ

অলঙ্করণ বলিতে এই ক্ষুদ্র সমাধি ভবনটির বিশেষ কিছুই গোচরীভূত হয় না। দক্ষিণ দরজার উপর রহিয়াছে নস্‌খ পদ্ধতিতে লিখিত ফার্সী শিলালিপি। একই পদ্ধতিতে খিলানসমূহে উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের আয়াত। আটটি খিলানের ভিতর দিকের অংশের প্রত্যেকটির উপর সন্নিবেশিত হইয়াছে এক একটি বদ্ধ খিলান। এগুলির কিছুটা আলঙ্কারিক তাৎপর্য রহিয়াছে।

মন্তব্য

দিল্লীতে অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের প্রচেষ্টা সম্ভবত ইহাই প্রথম। এই দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার স্থাপত্য গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নাই।

www.pathagar.com

৯। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি (আলোকচিত্র : ৭১)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

দিল্লীর নিযামউদ্দিন আউলিয়ার দরগার সন্নিকটে এই সমাধিসৌধ অবস্থিত। জন মার্শালের মতে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর মৃত্যুর দুই বৎসর পর তাঁহার পুত্র খান-ই-জাহান জুনান শাহ্ কর্তৃক এই সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।[১১১] সামসী সিরাজ আফিফের মতে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনী ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু মুখে পতিত হন।[১১২] মৃত্যুর দুই বৎসর পরে হইলে ইহার নির্মাণকাল দাঁড়ায় ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দ। কিন্তু আর. নাথ মনে করেন যে, সমাধিসৌধটির নির্মাণকার্য পিতা খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর দ্বারা আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু পুত্র খান-ই-জাহান জুনান শাহ্ কর্তৃক ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছিল।[১১৩]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

অষ্টভুজী পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ৩০) এই সমাধি ভবনটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার নির্মাণকার্যে তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। সমাধি কক্ষের উপরে স্থাপিত হইয়াছে আমলকী শীর্ষদণ্ড (finial) শোভিত একটি উঁচু গম্বুজ। সমাধি কক্ষটি একটি অষ্টভুজ

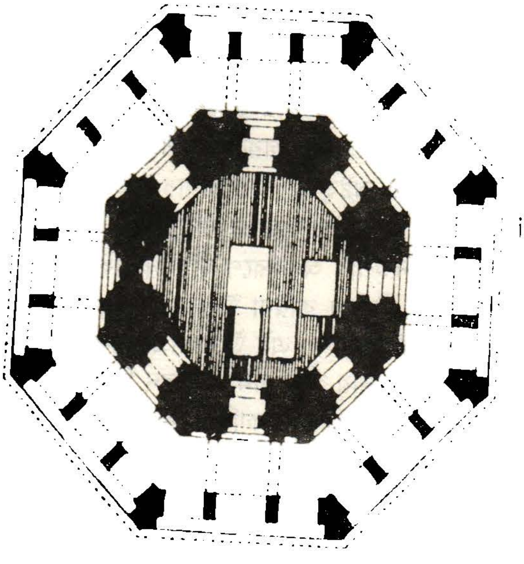

রেখা চিত্র : ৩০। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি : ভূমি নক্‌শা

www.pathagar.com

বিশিষ্ট ঘোরান বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। অষ্টভুজের প্রতিটি বাহুতে রহিয়াছে তিনটি করিয়া কৌণিক খিলান। অষ্টভুজের প্রতিবাহুর মধ্যস্থলে স্থাপন করা হইয়াছে একটি করিয়া ক্ষুদ্র গম্বুজ। ঘোরান বারান্দার খিলানগুলির উপরে সংযুক্ত হইয়াছে ছাঁইচ বা চাজ্জা যাহা প্রস্তর নির্মিত ব্রাকেট বা ঠেক্‌নার উপর ন্যস্ত।

একদা এই সমাধিসৌধটি মজবুত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই বেষ্টনী প্রাচীরের চারি কোণায় ছিল চারিটি বুরুজ। বর্তমানে এই বেষ্টনী প্রাচীরের কোন অস্তিত্বই আর অবশিষ্ট নাই। ভগ্নদশা প্রাপ্ত এই সমাধিসৌধটি বর্তমানে স্থানীয় বাসিন্দাদের বাসগৃহে পরিণত হইয়াছে। খিলান পথগুলির বেশির ভাগই জালিযুক্ত ইটের দেওয়াল দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

অলঙ্করণ

অভ্যন্তর ভাগের পলেস্তারার আস্তরণ সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ায় গাত্রালঙ্কারের কোন চিহ্নই বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইমারতটির বহির্গাত্রে পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া যে ফুলেল এবং লিপি নক্‌শার সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহার কিছু চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। অষ্টভুজের প্রতি বাহুর কেন্দ্রীয় খিলানে উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের আয়াত। কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বের খিলানসমূহের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হইয়াছে লতা ও ফুলেল নক্‌শার বিন্যাস। খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) সন্নিবেশিত হইয়াছে "হাছবী আল্লাহ্" এবং "আল্লাহ্" শব্দ ধারণকারী বৃত্তাকার অলঙ্করণ চক্র। কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট এই সমস্ত গাত্রালঙ্কার তুগলক আমলের স্থাপত্য অলঙ্করণ রীতির সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাধারণ আলোচনা

অষ্টভুজী সমাধিসৌধের প্রতি খান-ই জাহান তিলাঙ্গিনীর আকৃষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠিতে পারে। নানা কারণে কুব্বাতুস সাখরা (৬৯৪) মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র। ইহার অষ্টভুজী পরিকল্পনার সহিত মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ এবং অনুভূতির একটা বিশেষ সম্পৃক্ততা রহিয়াছে। একজন নও মুসলিম হিসাবে কুব্বাতুস সাখরার ভূমি নক্‌শার অনুকরণে স্বীয় সমাধি নির্মাণ করিয়া খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনী মুসলমানদের বিশেষ করিয়া উলামা সম্প্রদায়ের নিকট স্বীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করিবার জন্য খুবই সচেষ্ট ছিলেন। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া সম্ভবত তিনি নিজের অজান্তেই অষ্টভুজী পরিকল্পনায় স্বীয় সমাধি ভবন নির্মাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। আবশ্য তিনি মুলতানের বাহাউদ্দিন জাকারিয়া[১১৪] এবং রুক্‌নই আলমের[১১৫] সমাধির পরিকল্পনার দ্বারাও প্রভাবিত হইয়া থাকিতে পারেন। ইহা ছাড়াও নির্মাণ ব্যয় সঙ্কোচন নীতিও তাঁহাকে অষ্টভুজী পরিকল্পনা গ্রহণে উৎসাহিত করিয়া থাকিতে পারে। অষ্টভুজাকৃতি কোন কক্ষের উপর স্বল্প ব্যয়ে অতি সহজেই গম্বুজ নির্মাণ সম্ভব। কেননা ইহাতে গম্বুজ নির্মাণের জন্য স্কুইঞ্চ, পানদানতিফ প্রভৃতি জটিল এবং ব্যয়বহুল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

যাহা হউক, খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধিসৌধ ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি যুগ সৃষ্টিকারী ইমারত। ইতিপূর্বে দিল্লীতে কেবল সুলতান-ই-ঘোরীর[১১৬] সমাধি কক্ষটি এবং জাফর খানের[১১৭] ক্ষুদ্র সমাধি ভবনটি অষ্টভুজী পরিকল্পনায় নির্মিত হইলেও রাজধানী দিল্লীতে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধিই একটি পূর্ণাঙ্গ অষ্টভুজী সমাধিসৌধ। পরবর্তীকালে ইহার প্রভাবকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা ইহারই অনুকরণে পরবর্তীকালে সৈয়দ ও আফগান শাসকগণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে লোদী সুলতানগণও অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মামলুক শাসনামলে (১২০৬-৯০) মুলতানে বর্গাকার এবং অষ্টভুজী পরিকল্পনার সংমিশ্রণে সমাধি নির্মাণের যে প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) তাহা আরো জোরদার হয়। ইহার ফলে এই সময় মুলতান এবং উচ নামক স্থানে বেশ কিছু সংখ্যক সমাধি নির্মিত হয়। এইগুলি নির্মাণের মধ্য দিয়া তুগলক আমলে স্থানীয় স্থাপত্যরীতি বিকাশ লাভ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুলতান এবং উচে এই শ্রেণীর যে সকল সমাধি নির্মিত হয় তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

১০। শাম্‌স সাবজওয়ারীর সমাধি (আলোকচিত্র : ৭২)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

শামস সাবজওয়ারী[১১৮] একজন বিখ্যাত ইসমাইলী দা-ই বা প্রচারক ছিলেন। ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে সাবজওয়ারে তাঁহার জন্ম হয়। ইসমাইলী প্রচারক হিসাবে তিরিশ বৎসর বয়সে তিনি পিতা পীর সালাহউদ্দীনের স্থলাভিষিক্ত হন। বদখশান, কাশ্মীর, মুলতান, সিন্ধু, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে ইসমাইলী মতবাদ প্রচারের দায়িত্ব তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। প্রথমত উচ এবং পরে ১২০১ খ্রিস্টাব্দে মুলতান তাঁহার ধর্মীয় কর্ম তৎপরতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহাকে মুলতানে সমাহিত করা হয়। সদর উদ্দিন নামক তাঁহার জনৈক পৌত্র ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার কবরের উপর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন।[১১৯] অতীতে একাধিকবার এই সমাধি সৌধটির সংস্কার সাধন করা হইয়াছিল। ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে জনৈক সৈয়দ মেহের আলী কর্তৃক ইহা পুনর্নির্মিত হয়।[১২০]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

শাম্‌স সাবজওয়ারীর সমাধিসৌধ বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধির অনুকরণেই নির্মিত। ইহার প্রথম স্তরে রহিয়াছে বর্গাকার (রেখাচিত্র : ৩১) সমাধি কক্ষ। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট (১০.৬৬ মি.)। প্রতি বাহুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে আয়তাকার প্রবেশপথ। বর্গাকার সমাধি কক্ষের চারিদিকে ৮ ফুট প্রশস্ত (২.৪৩ মি.) বারান্দা রহিয়াছে। স্কুইঞ্চের সাহায্যে বর্গাকার সমাধি কক্ষের উপর অষ্টভুজাকৃতি

www.pathagar.com

দ্বিতীয় স্তর নির্মাণ করা হইয়াছে। এই অষ্টভুজের প্রতি বাহুতে আয়তাকার কাঠামোয় স্থাপিত হইয়াছে খিলানাকৃতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩৫ ফুট (১০.৬৬ মি.)। প্রতি বাহুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে আয়তাকার প্রবেশপথ। বর্গাকার সমাধি কক্ষের চারিদিকে ৮ ফুট প্রশস্ত (২.৪৩ মি.) বারান্দা রহিয়াছে। স্কুইঞ্চের সাহায্যে বর্গাকার সমাধি কক্ষের

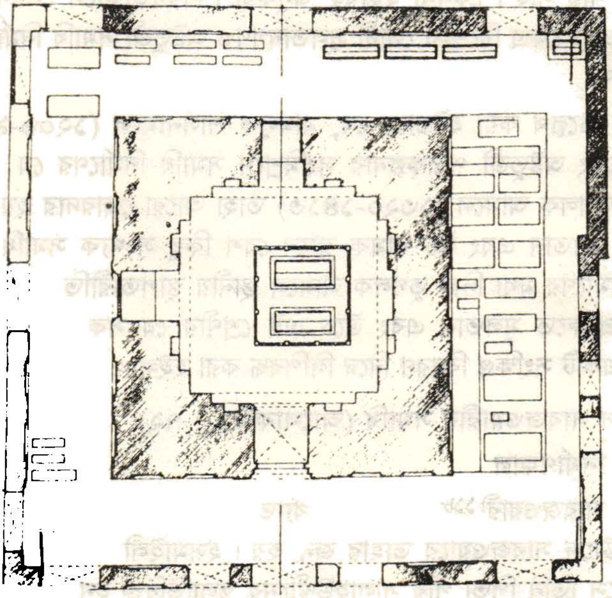

রেখাচিত্র : ৩১। শাম্‌স সাবজওয়ারীর সমাধি : ভূমি নক্‌শা

উপর অষ্টভুজাকৃতি দ্বিতীয় স্তর নির্মাণ করা হইয়াছে। এই অষ্টভুজের প্রতি বাহুতে আয়তাকার কাঠামোয় স্থাপিত হইয়াছে খিলানাকৃতি কুলঙ্গী। অষ্টভুজাকৃতি দ্বিতীয় স্তরের উপর স্কুইঞ্চের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছে ইহার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ একটি অর্ধ গোলাকৃতি গম্বুজ। ইহার পিপা (drum) ১৬ বাহুবিশিষ্ট।

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের গাত্রালঙ্কারের জন্য প্রচুর পরিমাণে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে অষ্টাদশ শতকে এই সমাধির ব্যাপক সংস্কার সাধিত হওয়ায় এই টালি অলঙ্করণকে আধুনিক কালের মনে করাই যুক্তি সঙ্গত।

১১। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি (আলোকচিত্র : ৭৩)

শেখ রুক্‌ন উদ্দিন আবুল ফতেহ রুক্‌ন-ই-আলম[১২১] (১২৫১-১৩৩৫) সোহরাওয়ার্দী তরীকার একজন প্রখ্যাত সাধক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত সাধক

www.pathagar.com

বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার পৌত্র ছিলেন। ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পিতা সদর উদ্দিন আরিফের মৃত্যু হইলে রুকন-ই-আলম ৬০ বৎসর বয়সে সোহরাওয়ার্দী সিলসিলার প্রধান নিযুক্ত হন। সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬) তাঁহাকে শায়খুল ইসলাম নিযুক্ত করেন।[১২২] খল্‌জী (১২৯০-১৩২০) এবং তুগলক (১৩২০-১৪১৩) আমলেও তিনি তাঁহার এই পদমর্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৩৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার পিতামহের সমাধিতে সমাহিত করা হয়।[১২৩] পরে অবশ্য ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮) সুলতানের সম্মতিক্রমেই রুকন-ই-আলমকে মুলতানের বর্তমান সমাধিসৌধে পুনরায় সমাহিত করা হয়।[১২৪]

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই সমাধিসৌধটির নির্মাণ তারিখ সম্পর্কিত কোন শিলালিপি না থাকায় ইহাকে কেন্দ্র করিয়া নানা ধরনের গল্প-কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন বলা হইয়া থাকে যে, খল্‌জী আমলে দিপালপুরের গভর্নর থাকাকালীন সময়ে গিয়াস উদ্দিন তুগলক নিজের জন্য এই সমাধি ভবনটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) উহা রুক্‌ন-ই-আলমকে দান করেন। উদ্দেশ্যে ছিল রুক্‌ন-ই-আলম যেন গিয়াস উদ্দিন তুগলকের (১৩২০-২৫) করুণ মৃত্যুতে মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১) ভূমিকা সম্পর্কে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য না করেন।[১২৫] এই সমস্ত গল্প-কাহিনী স্থানীয় জনশ্রুতি এবং কিছু সংখ্যক লেখকের (ইউসুফ গারদেজী, কানিংহাম, রজার্স, বার্ণস, মার্শাল, লতিফ প্রমুখ) লেখার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যথাযথ বিশ্লেষণ উপরিউক্ত মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাইতে পারে না। আলাউদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬) কর্তৃক গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫) দিপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতা দখল করা পর্যন্ত তিনি দিপালপুরেই ছিলেন। এই সময় গিয়াস উদ্দিনের প্রধান দায়িত্ব ছিল মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহত করা। একই সময়ে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ মুলতানের শাসনকর্তা মুক্‌তী আমীর মুয়লাতীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক ভাল ছিল না। এমতাবস্থায় গিয়াস উদ্দিন কর্তৃক মুলতানে স্বীয় সমাধি নির্মাণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং যাহা সম্ভাব্য তাহা হইল, এই সমাধিসৌধটি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার ভক্তদের দ্বারাই অথবা স্থানীয় জনগণের অর্থেই নির্মিত হইয়াছিল। সম্ভবত ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই রুক্‌ন-ই-আলমের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাকে সাময়িকভাবে বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধিতে দাফন করা হয়। পরে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে তাঁহার মরদেহ এই সমাধি ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়।

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

অষ্টভুজী পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ৩২) নির্মিত এই সমাধি ভবনটি একটি তিনস্তর বা তিন তলাবিশিষ্ট ইমারত। ইহা নির্মাণে উৎকৃষ্ট মানের লাল বর্ণের ইট ব্যবহার করা হইয়াছে। এই ইটের দেওয়ালে মাঝে মাঝে শিশু বা সিসাম কাঠের

রেখাচিত্র : ৩২। রুকন-ই-আলমের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

মোটা বাতা ব্যবহার করা হইয়াছে। স্থানীয়ভাবে এই বাতাগুলি "ধাজ্জা" নামে পরিচিত। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কাঠ এবং ইটের সমন্বয়ে নির্মাণ কার্যের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। ইটের সহিত কাঠের ব্যবহার আসিরীয় (খৃ. পূ. দ্বাদশ-ষষ্ঠ) জিকুরাতে ব্যবহৃত অনুরূপ কাষ্ঠ বাতার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

অষ্টভুজাকৃতি প্রথম তলার ব্যাস ৯০ ফুট (২৭.৪৩ মি.)। দেওয়ালগুলির প্রশস্ততা ১৩ ফুট ৩ ইঞ্চি (৪.০৩ মি.)। বপ্র (parapet) -সহ দেওয়ালগুলির উচ্চতা ৪১ ফুট ৪ ইঞ্চি (১২.৫৯ মি.)। আপাতদৃষ্টিতে দেওয়ালগুলিকে ভূমির সহিত লম্বমান মনে হইলেও বাস্তবিক পক্ষে এইগুলিতে সূক্ষ্ম অবনমন বা ঢাল (batter) রহিয়াছে। প্রথম তলার প্রতি কোণায় রহিয়াছে মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। বুরুজগুলির শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র গম্বুজ সম্বলিত। গম্বুজসহ এই বুরুজগুলির উচ্চতা ৫৩ ফুট ৩ ইঞ্চি (১৬.২২ মি.)। প্রথম তলার মূল (cardinal) দক্ষিণ বাহুর কেন্দ্রস্থলে আচ্ছাদনসহ একটি

www.pathagar.com

প্রবেশপথ রহিয়াছে। সম্ভবত আচ্ছাদনটি পরবর্তীকালের সংযোজন। এই প্রথম তলার মূল (cardinal) পশ্চিম দেওয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে একটি কাষ্ঠ নির্মিত মিহ্‌রাব।

এই সমাধি ভবনের দ্বিতল বা দ্বিতীয় স্তরও অষ্টভুজি পরিকল্পনায় নির্মিত। এই অষ্টভুজের প্রতি বাহুর বাহিরের দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৫ ইঞ্চি (৮.০৪ মি.)। বপ্র (parapet) সহ দেওয়ালগুলির উচ্চতা ২৫ ফুট ১০ ইঞ্চি (৭.৮৭ মি.)। ২ ফুট ৭ ইঞ্চি (০.৭৭ মি.) পরিসরবিশিষ্ট একটি সঙ্কীর্ণ পথ এই দ্বিতলকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এই তলার প্রতি বাহুতে একটি করিয়া কৌণিক খিলান সম্বলিত জানালা রহিয়াছে। জানালা গুলি আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে বসানো।

অষ্টভুজাকৃতি দ্বিতলের উপর নির্মিত হইয়াছে সমাধি ভবনটির ত্রিতল বা তৃতীয় স্তর। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (১.৯৭ মি.) উচ্চতাবিশিষ্ট পিপা (drum)-র উপর বিরাট অর্ধাগোলাকৃতি গম্বুজের সমন্বয়ে নির্মিত হইয়াছে ইহার ত্রিতল বা তৃতীয় স্তর। এই গম্বুজের বাহিরের ব্যাস ৫৮ ফুট (১৭.৬৭ মি.) এবং ইহার উচ্চতা ২৯ ফুট ৯ ইঞ্চি (৯.০৫ মি.)।

ভূমি হইতে এই সমাধিসৌধের মোট উচ্চতা ৯৯ ফুট ১ ইঞ্চি (৩০.১৯ মি.) তবে একটি কৃত্রিম ঢিবির উপর নির্মিত হওয়ায় ইহার মোট উচ্চতা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ১৬০ ফুট (৪৮.৭৬ মি.)। ইহার ফলে ইরানী সমাধি বুরুজের মতো ইহা বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সমাধিসৌধটি একটি ইষ্টক নির্মিত বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার পরিসীমা ১০১৮ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩১০.৩৫ মি.)। বেষ্টনী প্রাচীরটি অনিয়মিতভাবে বিন্যস্ত। বেষ্টনী প্রাচীরের অনিয়মিত পরিকল্পনা এবং ইহাতে ব্যবহৃত অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ইট এই বেষ্টনী প্রাচীরের নির্মাণ অথবা পুনর্নির্মাণ মুগল আমলে সম্পাদিত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে। কেননা বেষ্টনী প্রাচীরের অনিয়মিত পরিকল্পনা এবং ছোট আকারের ইটের ব্যবহার মুগল যুগে বিশেষ করিয়া শাহ্‌জাহানের সময় (১৬২৮-৫৭) জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল।[১২৬] বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে সমাধি ভবনের চত্বর বিভিন্ন মাপের বৃহদাকার ইট দ্বারা বাঁধানো ছিল। ইহাদের অনেকগুলি [বিশেষ করিয়া ২২″ (০.৪৪ মি.) × ১৭.৫″ (০.৩৫ মি.) × ২.২৫″ (০.০৪ মি.) মাপবিশিষ্ট] প্রাচীন হিন্দু অথবা বৌদ্ধ মন্দির হইতে সংগৃহীত বা ঐগুলিতে ব্যবহৃত ইটের অনুকরণে নির্মিত বলিয়া অনুমান করা হয়।[১২৭]

অলঙ্করণ

এই ইমারতের গাত্রালঙ্কার খুবই আকর্ষণীয় এবং মনোমুগ্ধকর। ইহার ইটের চমৎকার লোহিত বর্ণ এই ইমারতের বর্ণালঙ্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে।

www.pathagar.com

গাত্রালঙ্কারের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রঙিন টালির নক্‌শা[১২৮] (আলোকচিত্র : ৭৫) এবং কর্তিত ও খোদিত ইটের অলঙ্করণ (আলোকচিত্র : ৭৪) অনন্য ভূমিকা পালন করিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টালিগুলি সাদা পটভূমির উপর গাঢ় এবং হাল্কা নীল বর্ণের ফুল ও লতা পাতার নক্‌সা সম্বলিত। সমতল পৃষ্টবিশিষ্ট জেল্লাদার (glazed) টালির সহিত উত্থিত নক্‌শাবিশিষ্ট রঙিন টালিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ইটের লাল বর্ণের সহিত টালির হাল্কা এবং গাঢ় নীল বর্ণ এক চমৎকার বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা ছাড়াও এই ইমারতের বহির্গাত্রে জেল্লাদার (glazed) ইটের সহিত অজেল্লাদার (unglazed) ইটের সংমিশ্রণও এক বিশেষ অলঙ্করণ চমক সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। এই অলঙ্করণ পদ্ধতি সম্ভবত সেলজুক স্থাপত্য অলঙ্করণ রীতির দ্বারা প্রভাবিত। সমাধি ভবনের অভ্যন্তরের মেঝে একদা বৃহদাকার বর্গাকার নীল টালি দ্বারা আবৃত ছিল। এই টালিগুলির মাপ ছিল : ১১.৫″ (০.২৩ মি.) × ১১.৫″ (০.২৩ মি.) × ০.২৫″ (০.৬৩ সে. মি.)।[১২৯] ইমারতের অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণের শ্রীবৃদ্ধিতে পশ্চিম দেওয়ালে সন্নিবেশিত কারুকার্যখচিত কাষ্ঠ মিহরাবটি (আলোক চিত্র : ৭৬) বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে। মিহরাবটি শিশু বা শিসাম কাঠের তৈরি। ইহার কারুকার্যপূর্ণ খোদাই কর্ম কাষ্ঠ তক্ষণ শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। খোদাই কর্মের মাধ্যমে জ্যামিতিক ও ফুলেল নক্‌শা এবং কুফী পদ্ধতিতে আয়াতুল কুরছীর (২ : ২৫৫) উৎকিরণ এক শিল্পী মনের অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়াছে। সম্ভবত ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের শিল্প কর্মের ইহাই প্রাচীনতম নির্দশন।[১৩০]

মন্তব্য

এই সমাধিসৌধ সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া জন মার্শাল বলিয়াছেন : ".... the tomb of Rukun-i-Alam is one of the most splendid memorials ever erected in honour of the dead"[১৩১] এই মন্তব্য মোটেই অতিশয়োক্তি নহে। কারণ একাধিক বার সংস্কার[১৩২] সত্ত্বেও নির্মাণশৈলী, অলঙ্করণ ইত্যাদির প্রেক্ষিতে বিচার করিলে এই সমাধিসৌধকে যথার্থই মৃতের সম্মানে নির্মিত চমৎকার স্মারকসমূহের অন্যতম হিসাবে অভিহিত না করিয়া পারা যায় না। ইহা ছাড়াও অবনমন যুক্ত দেওয়াল, রঙিন টালি এবং কর্তিত ইটের নক্‌শা, খোদিত নক্‌শা সম্বলিত কাষ্ঠ বাতার ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে এই সমাধিসৌধ দিল্লীর রাজকীয় এবং পাঞ্জাবের স্থানীয় স্থাপত্য রীতির এক চমৎকার সংমিশ্রণ হিসাবেও পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

১২। বাহাউল হালিমের সমাধি (আলোকচিত্র : ৭৭)

বাহাউল হালিমের সমাধি উচে অবস্থিত। বাহাউল হালিম উচের বিখ্যাত সাধক জাহানিয়া জাহান ঘাস্তের ধর্ম গুরু ছিলেন। জানা যায়, বাহাউল হালিমের সমাধি

www.pathagar.com

জাহানিয়া জাহান-ঘাস্তের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।[১৩৩] কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে যেহেতু ইহা জাহানিয়া জাহান-ঘাস্তের দ্বারা নির্মিত সেইহেতু ইহা ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত হইয়া থাকিবে। কেননা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৩৮৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এবং ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দের পরে জাহানিয়া জাহান ঘাস্তের মৃত্যু হইয়াছিল।

পরিকল্পনা এবং নির্মাণশৈলীতে বাহাউল হালিমের সমাধি মুলতানের অষ্টভুজাকৃতি অন্যান্য সমাধিসৌধেরই অনুরূপ। ইহার অলঙ্করণেও কর্তিত ইষ্টক নক্শা ও রঙিন টালি (আলোকচিত্র : ৭৮) ব্যবহৃত হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) নির্মিত বিভিন্ন প্রকার সমাধি সৌধ ছাড়াও এই সময়ে আরো এক প্রকার সমাধির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। চন্দ্রাতপ সম্বলিত এই প্রকার সমাধিকে চন্দ্রাতপ সমাধি (tomb pavilion) হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। তুগলক আমলে নির্মিত এই ধরনের সমাধি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

১৩। হাউয-ই-খাস এলাকার চন্দ্রাতপ সমাধি (আলোকচিত্র : ৭৯)

গঠনশৈলী ও অলঙ্করণ

দিল্লীর হাউয-ই-খাস এলাকায় অবস্থিত ফিরোজশাহ্ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) সমাধির উত্তর-পূর্ব অংশে পাঁচটি চন্দ্রাতপ সমাধির অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। সম্ভবত ফিরোজশাহ্ তুগলকের মাদ্রাসার জ্ঞানী-গুণী কতিপয় শিক্ষককে এইগুলিতে সমাহিত করা হইয়াছিল।[১৩৪] এই পাঁচটি চন্দ্রাতপ সমাধির মধ্যে তিনটি অষ্টভুজাকৃতি; একটি ষড়ভুজী এবং একটি বর্গাকার। আকৃতি যাহাই হোক না কেন ইহারা একই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের স্তম্ভসমূহ বেলে পাথরে নির্মিত। গম্বুজ নির্মাণে ইহাদের অবস্থান্তর প্রবৃত্তিতে কোণায় ব্যবহৃত হইয়াছে স্তম্ভ শীর্ষোপরি চেপটা মাতাল বা কড়িকাঠ। ইহার পরে সংযোজিত হইয়াছে প্রস্তর নির্মিত ছাঁইচ বা চাজ্জা। আর এই সমস্ত কিছুর শীর্ষদেশে নির্মিত হইয়াছে পিপা (drum) সম্বলিত গম্বুজ। এই গম্বুজগুলির ভিতরের গাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের আয়াত। বর্গাকার এবং অষ্টভুজী চন্দ্রাতপ সমাধিদ্বয়ের গম্বুজের বহির্গাত্রের নীলবর্ণের টালির পার নক্শা ব্যবহৃত হইয়াছে। যদিও বর্তমানে টালি অলঙ্করণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে তথাপি একদা ইহাদের নীল বর্ণ লাল বেলে পাথরের গম্বুজ পিপায় (drum) খোদিত কান্জুরা নক্শার সহিত চমৎকার বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিত। টালি অলঙ্করণ সম্বলিত চন্দ্রাতপ সমাধিদ্বয় যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির তাহা সহজেই অনুমেয়।

www.pathagar.com

স্থাপত্য উৎস

এই ধরনের সমাধির স্থাপত্য উৎস সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। আর. নাথ উপরিউক্ত চন্দ্রাতপ সমাধিগুলির ভূমি নক্শাকে জৈন মণ্ডপের সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১৩৫] কিন্তু এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা মুসলিম স্থাপত্যে চন্দ্রাতপ সমাধির ইতিহাস অতি প্রাচীন। মিসরের ফুস্তাত শহরের দক্ষিণে ফাতেমীয় আমলে নির্মিত "সাবা বানাত" (আঃ ১০১০) বা সপ্তকন্যা নামে অভিহিত চারিটি সমাধি মুসলিম স্থাপত্যে চন্দ্রাতপ সমাধির প্রাচীনতম নিদর্শন।[১৩৬] ক্রেসওয়েলের মতে চাঁদোয়ার আকারে নির্মিত এই সমাধিসমূহ হেলেনিস্টিক সিরিয়ার চন্দ্রাতপ সমাধির নক্শা হইতে গৃহীত। সাম্প্রতিক কালে পারস্যে আবিষ্কৃত কয়েকটি সাসানীয় অগ্নি মন্দিরের (যেমন নাইসারের অগ্নি মন্দির) নক্শাও চন্দ্রাতপ আকারের : নিম্নে বর্গাকৃতি এবং উর্ধে গম্বুজবিশিষ্ট।[১৩৭] সাবা বানাতের ন্যায় হাউয-ই-খাসের চন্দ্রাতপ সমাধিসমূহের নক্শা তৈরিতেও স্থপতিগণ একদিকে হেলেনিষ্টিক সমাধি বা সাসানীয় অগ্নি মন্দির এবং অন্যদিকে কুব্বাত আস সাখ্রা (৬৯৪) এবং নবম শতাব্দীর কুব্বাত আস সুলাইবিয়ার মতো প্রাচীনতম মুসলিম ইমারতসমূহেরই সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান করা যায়।[১৩৮]

মাদ্রাসা

১। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা (আলোকচিত্র : ৮০)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

মসজিদ, সমাধিসৌধ, ঈদগাহ ইত্যাদি ছাড়াও তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) আরো এক প্রকার ধর্মীয় ইমারত নির্মিত হইয়াছিল। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা নির্মাণ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এইরূপ একটি মাদ্রাসা সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) কর্তৃক রাজধানী দিল্লীর হাওয-ই-খাস এলাকায় নির্মিত হইয়াছিল। ইয়াহিয়া সিরহিন্দীর মতে এই মাদ্রাসা ৭৫৩ হি. অর্থাৎ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।[১৩৯] ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং মাহমুদ তুগলককে (১৩৯৪-১৪১৩) পরাজিত করিয়া এই স্থানে শিরিব স্থাপন করিয়াছিলেন এবং হাওয-ই-খাস এলাকায় অবস্থিত মাদ্রাসার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৪০]

ভূমি নক্শা ও গঠন

মাদ্রাসাটি একটি দ্বিতলবিশিষ্ট ইমারত। ইহা হাওয-ই-খাসের দক্ষিণ এবং পূর্ব পাড় ব্যাপিয়া অবস্থিত। দক্ষিণ এবং পূর্ব পাড়ের এই দুই অংশকে সংযুক্ত করিয়াছে হাওয-ই-খাসের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত ফিরোজ শাহের সমাধি ভবন। কয়েকটি

www.pathagar.com

হলঘর এবং ছোট কক্ষের সমন্বয়ে ইংরেজী অক্ষর L আকৃতির পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ৩৩) এই মাদ্রাসাটি নির্মিত। ফিরোজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) সমাধি ভবন

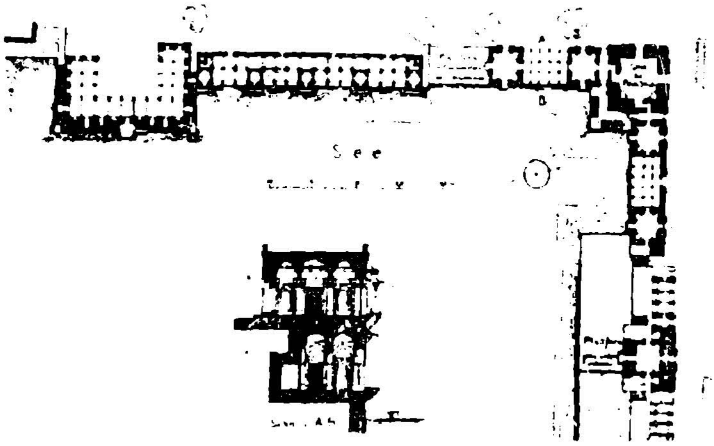

রেখাচিত্র : ৩৩। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা : ভূমি নক্‌সা

হইতে মাদ্রাসার ইমারতটি পশ্চিম দিকে ২৫০ ফুট (৭৬.২০ মি.) এবং উত্তর দিকে ৪০০ ফুটের (১২১.৯২ মি.)-ও বেশি বিস্তৃত। শেষোক্ত অংশের উত্তর প্রান্তে রহিয়াছে একটি মসজিদ যাহার বর্ণনা ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে।[১৪১]

এই মাদ্রাসা ভবনটি তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। ছাদ নির্মাণের জন্য খিলান এবং কড়ি-বর্গা উভয় পদ্ধতিই ব্যবহৃত হইয়াছে। নির্মাণ কার্যে স্থানীয় ধূসর বর্ণের প্রস্তর স্তম্ভ এবং সর্দল ব্যবহারে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হয় নাই।

অলঙ্করণ

তুগলক স্থাপত্য অলঙ্করণের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া মাদ্রাসা ভবনটিতে বলিতে গেলে কোন প্রকার অলঙ্করণ ব্যবহার করা হয় নাই। কেবল মাত্র পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া সৃষ্টি নক্‌শা চক্রে "ইয়া আল্লাহু", "ছুবহান আল্লাহ", "হাসবি আল্লাহ" ইত্যাদি শব্দাবলী খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) এবং স্কুইঞ্চে লিখিত হইয়াছে। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ গাত্রেও কোন প্রকার অলঙ্করণ ব্যবহৃত হয় নাই।

২। সমাবর্ত হলঘর (আলোকচিত্র : ৮১)

হাওয-ই-খাসের পূর্বপাড়ে তিনটি বৃহৎ চন্দ্রাতপের এক সমাহার লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের (রেখাচিত্র : ৩৪) প্রত্যেকটিই বর্গাকার। তিনটি চন্দ্রাতপ বিচ্ছিন্ন হইলেও আচ্ছাদিত পথ দ্বারা ইহারা পরস্পরের সহিত যুক্ত। অনেকে এইগুলিকে মাদ্রাসার

www.pathagar.com

মিলনায়তন বা সমাবর্তন হলঘর বলিয়া মনে করেন।[১৪২] এই চন্দ্রাতপগুলির গম্বুজের বহির্গাত্রের পলেস্তারার আস্তরণে একদা নীল বর্ণের টালি অলঙ্করণ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

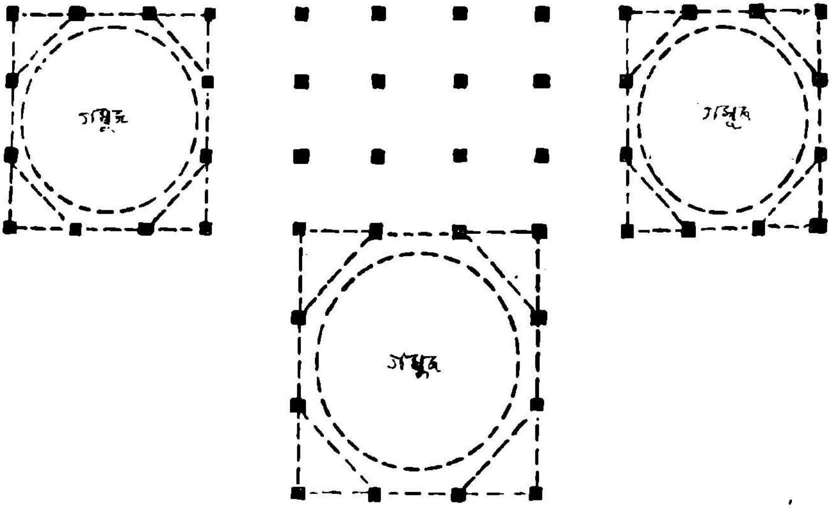

রেখাচিত্র : ৩৪। সমাবর্তন হলঘর, হাওয-ই-খাস মাদ্রাসা : ভূমি নক্শা

লোকায়ত ইমারত

তুগলক স্থাপত্য কেবলমাত্র ধর্মীয় ইমরাত নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় ইমারত ছাড়াও তুগলক আমলে লোকায়ত স্থাপত্যের[১৪২ক] বিকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই জাতীয় স্থাপত্যের মধ্যে নগরী, প্রাসাদ প্রভৃতি নির্মাণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুগলক আমলে (১৩২০-১৪১৩) নির্মিত নগর এবং প্রাসাদসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তুগলকাবাদ

ইহা দিল্লীর তৃতীয় শহর বলিয়া পরিচিত। কুতুব মিনার হইতে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে একটি পাথুরে পাহাড়ের উপর ইহা নির্মিত হইয়াছিল। তুগলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫) ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে ইহা নির্মাণের আদেশ দেন। ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়। মোটামুটিভাবে অষ্টভুজী পরিকল্পনায় এই নগরী নির্মিত হয়। ৩০০ একর জায়গা ব্যাপিয়া বিস্তৃত এই নগরীর পরিসীমা ৬.৫ কিলোমিটার। দুর্গ, রাজপ্রাসাদ এবং একটি শহরের সমন্বয়ে এই নগরী নির্মিত হইয়াছিল। প্রায় দশ হইতে পনের মিটার

www.pathagar.com

প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা এই নগরী পরিবেষ্টিত ছিল। এই বিশাল বেষ্টনী প্রাচীর সুখণ্ড (dressed) গ্রানাইট প্রস্তর এবং তাল বা পিণ্ড প্রস্তরের (rubble) সমন্বয়ে নির্মিত হইয়াছিল। ইবনে বতুতার বর্ণনা মতে অবশ্য এই প্রাচীরের নির্মাণ কার্যে নিম্নাংশে প্রস্তর এবং উর্ধাংশে ইট ব্যবহার করা হইয়াছিল।[১৪৩] এই বেষ্টনী প্রাচীরের মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়াছিল বিশালাকৃতি বুরুজ। তাহা ছাড়াও এই প্রাচীরের প্রবেশ পথের সংখ্যা ছিল আটাশটি।[১৪৪] কোন কোন স্থানে এই বেষ্টনী প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ৯৮ ফুট (২৯.৮৭ মিঃ)। প্রাচীর শীর্ষের বপ্রে (parapet) ছিল চার সারি শরছিদ্র (arrow-slit)। শরছিদ্রের সারি ছাড়াও এই দুর্গ প্রাকারে আচ্ছাদন যুক্ত দুইটি এবং আচ্ছাদন বিহীন একটি বিথিকা বা গ্যালরী সংযুক্ত ছিল। এই বেষ্টনী প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ (আলোকচিত্র : ৮২) এখনও বিদ্যমান। বর্তমানে কুতুব-বদরপুর সড়ক তুগলকাবাদ নগরীর মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

তুগলকাবাদ নগরী প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরের পশ্চিমাংশের এক বিরাট আয়তাকার এলাকা জুড়িয়া তাল বা পিণ্ড প্রস্তরে (rubble) নির্মিত উঁচু প্রাচীরের একটি বেষ্টনী ছিল। এই প্রাচীরেও বুরুজ সংযুক্ত ছিল। এই বেষ্টনীর মধ্যে ছিল দুর্গ। দুর্গটি ছিল পরিখা বেষ্টিত। দুর্গটি উঁচু স্থানে নির্মিত হওয়ায় ইহা 'জাহাননুমা' (পৃথিবী-দর্শন) নামে অভিহিত ছিল। সৈয়দ আহমদের মতে দুর্গটি নির্মাণ কার্য ১৩২১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হইয়া ১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। পূর্ব দিকের অংশে ছিল রাজ প্রাসাদ, জেনানামহল এবং সভাকক্ষ। রাজ প্রাসাদও তাল বা পিণ্ড প্রস্তরে (rubble) নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। উত্তরাংশে ছিল নগর, ঘরবাড়ি এবং রাস্তাঘাট। অবশ্য এইগুলি এখন ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইয়াছে। তবে এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে একটি ইমারতের প্রবেশ পথ এখনও এক স্থাপত্য দলিল হিসাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রবেশ পথটির (আলোকচিত্র : ৮৩) আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহাতে ব্যবহৃত খাঁজ খিলান। ১৩২০ খ্রিঃ হইতে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিল্লীতে নির্মিত এই নগরীর ইমারতে খাঁজ খিলানের ব্যবহার কৌতুহলের উদ্রেক করে। ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুগলকের (১৩২৫-৫১) আদেশে এই নগরী পরিত্যক্ত হইলেও দুর্গ, প্রাসাদ এবং শহরের সমন্বয়ে গঠিত এই নগরী পরবর্তীকালে মুগল আমলে সুরক্ষিত নগরী নির্মাণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখিয়াছিল।

২। জাঁহান পানাহ

গিয়াস উদ্দিন তুগলক (১৩২০-২৫) এর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) কর্তৃক এই নগরী নির্মিত হইয়াছিল। ইহা দিল্লীর চতুর্থ শহর বলিয়া পরিচিত। সীরী এবং কিলা-ই-রাই পিথোরার মধ্যবর্তী ফাঁকা অংশকে সুউচ্চ এবং পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া উক্ত পুরাতন শহরদ্বয়কে সংযুক্ত করা হইয়াছিল। ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহীর বর্ণনা অনুযায়ী এই নতুন নগরীর নামকরণ করা হইয়াছিল জাঁহান পানাহ (পৃথিবীর আশ্রয়)।[১৪৫] মালফুজাত-ই-তাইমুরীর বর্ণনা

www.pathagar.com

হইতে জানা যায় যে, এই নগরীর প্রবেশ দ্বারের সংখ্যা ছিল ১৩।[১৪৬] এই নগরী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে সপ্ত পরিসরে বিস্তৃত এগারটি খিলান সম্বলিত দ্বিতল সেতু 'সাতপুল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার উভয় প্রান্তে একটি করিয়া অষ্টকোণ বিশিষ্ট কক্ষ সম্বলিত বুরুজ আছে। বস্তুতঃ জাঁহান পানাহ শহরের একটি কৃত্রিম হ্রদে পানি সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই 'সাতপুল' নির্মিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ পক্ষে ইহার সাতটি পরিসর (span)-কে পানি নিয়ন্ত্রণের স্লুইচ গেট হিসাবে ব্যবহার করা হইত। প্রবাদ আছে, সাধক পুরুষ রওশন চিরাগ দিল্লী (নাসির উদ্দিন মাহমুদ) এই 'সাতপুলার' পানিতে একদা ওযূ করায় ইহার পানি অনেক রোগমুক্তির গুণাগুন অর্জন করিয়াছিল। পরবর্তীকালে এক সময়ে সাতপুলার বুরুজদ্বয় মাদ্রাসা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় স্থানীয়ভাবে সাতপুলাকে মাদ্রাসাও বলা হইত।

এই নগরীর আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল ইহার হাজার স্তম্ভবিশিষ্ট রাজ প্রাসাদ যাহা 'হাজার সাতুন' নামে পরিচিত ছিল। উল্লেখ্য, এই নামের একটি প্রাসাদ আলাউদ্দিন খল্‌জীর (১২৯৬-১৩১৬) সীরী নগরীতেও নির্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ১৯৩০-৩১ সনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে জাঁহান পানায় নির্মিত হাজার সাতূনের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১৪৭] প্রাসাদটি ১৩২৫ সালে নির্মিত হইয়াছিল। জিয়াউদ্দিন বারানী এবং ইব্‌ন বতুতার বিবরণ হইতে এই প্রাসাদ সম্পর্কে জানা যায় যে, ইহার স্তম্ভসমূহ ছিল চকচকে এবং বার্নিশকৃত। এই স্তম্ভগুলির উপর ন্যস্ত ছিল চিত্রিত কাঠের ছাদ। এই প্রাসাদের হলঘর, দরবার কক্ষ এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির কাজেও ব্যবহৃত হইত।[১৪৮] এখানেই ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) ইব্‌ন বতুতাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ইব্‌ন বতুতার মতে প্রাসাদটির অভ্যন্তরভাগে পৌঁছাইতে হইলে পর্যায়ক্রমে তিনটি প্রবেশপথ অতিক্রম করিতে হইত।[১৪৯] মালফুজাত-ই-তাইমুরীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই প্রাসাদটি এতই বিখ্যাত ছিল যে তাইমুরের মহিষী এবং হেরেমের মহিলাগণ ইহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।[১৫০]

প্রাসাদটি ছিল দ্বি-তলবিশিষ্ট। ইহার দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ ফুট (৯১.৪৪ মি:) এবং প্রস্থ ছিল ২১০ ফুট (৬৪ মি.)।[১৫১] এই প্রাসাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ঝকঝকে উজ্জ্বল বর্ণের টালি ব্যবহার করা হইয়াছিল।[১৫২] ১৯৩০-৩১ সনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননের সময়ে এই প্রাসাদের একটি জলাধারে রঙিন টালির নক্‌শা আবিষ্কৃত হয়।[১৫৩] ইব্‌ন বতুতার বর্ণনা মতে এই প্রাসাদ 'দারসারাহ' নামেও পরিচিত ছিল।[১৫৪]

বদরচাচের কাসাইদ হইতে জানা যায় যে, মুহাম্মদ বিন তুগলক ৭৪৪ হি. অর্থাৎ ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে জাঁহান পানা নগরীতে খুররমাবাদ নামে একটি ইমারত নির্মাণ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন।[১৫৫] ইহার স্থপতি ছিলেন জনৈক জহিরুল জাইউস।[১৫৬] বর্তমানে এই গুলির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকিলেও জাঁহান পানায় বিজয় মণ্ডল নামে (আলোক চিত্র : ৮৪) নামে একটি ইমারতের ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান। নিম্নে ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

বর্তমানে ইমারতটি বিজয়মণ্ডল নামে পরিচিত হইলেও ইহার পূর্বনাম ছিল বাদী মঞ্জিল বা বড় মঞ্জিল। বেগমপুরী মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত ইহা একটি বিচ্ছিন্ন ইমারত। উঁচু বেদীর উপর পিণ্ড বা তাল পাথর (rubble) দ্বারা নির্মিত ইহা একটি অষ্টভুজি ইমারত বিশেষ। ইহার পার্শ্বদেশে ঢাল বা অবনমন (batter) রহিয়াছে। মূল (cardinal) চারিটি দিকে রহিয়াছে একটি করিয়া প্রবেশ দ্বার। উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার ছাদে দণ্ডের সাহায্যে সাময়িকভাবে চাঁদোয়া খাটানোর ব্যবস্থা ছিল। কি উদ্দেশ্যে ইহা নির্মিত হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনেকের মতে ইহা পূর্বে উল্লিখিত হাজার সাতুন প্রাসাদের একটি বুরুজ বিশেষ।[১৫৭] আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা জাঁহান পানাহ নগরীর একটি বুরুজ। সৈয়দ আহমদের মতে ইহা সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)-এর আমলের বিখ্যাত সাধক শেখ হাসান তাহিরের বাসস্থান। আখবারুল আখিয়ারের লেখক আব্দুল হক এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সেনা কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের জন্য উঁচু মঞ্চ বা বুরুজ হিসাবে মুহাম্মদ বিন তুগলক ইহাকে ব্যবহার করিতেন।[১৫৮] শেষোক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়।

৩। দৌলতাবাদ

১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুগলক দিল্লী হইতে ছয়শত মাইল দক্ষিণে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া সেখানে দৌলতাবাদ নামে এক নগরী স্থাপন করেন। এই নগরীতেও মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল।

৪। আদিলাবাদ

মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১) তুগলকাবাদ নগরীর দক্ষিণে পাহাড়িয়া এলাকায় আদিলাবাদ নামে একটি ছোগ দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। জানা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দিন কর্তৃক নির্মিত তুগলকাবাদ নগরী খুব আকর্ষণীয় মনে না হওয়ায় মুহাম্মদ বিন তুগলক ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে এই নতুন দুর্গটি নির্মাণ করেন। প্রথম দিকে ইহা মুহাম্মদাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ইহার নির্মাতা ছিলেন একজন 'আদিল' বা ন্যায় বিচারক— এইরূপ বুঝাইবার জন্য পরবর্তীকালে ইহার নামকরণ করা হয় আদিলাবাদ। বিভিন্ন উচ্চতার দুইটি পাহাড়ের উপর নির্মিত আদিলাবাদ দুর্গকে দূর

www.pathagar.com

হইতে বহুতলবিশিষ্ট দুর্গ বলিয়া মনে হয়। স্পষ্ট অবনমন (batter) বিশিষ্ট এই দুর্গের প্রাচীর সুখণ্ড (ashlar) প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ইহার দুইটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। একটি পূর্বদিকে এবং অপরটি পশ্চিমদিকে। শেষোক্তটি বুরুজ, প্রহরীকক্ষ এবং বক্রদ্বার (barbican) দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এই দুর্গে কোষাগার, সভাকক্ষ, মসজিদ নির্মিত না হওয়ায় সৈয়দ আহমাদ মনে করেন যে, এই দুর্গটি সুলতানের অবসর বিনোদনের একটি আবাস স্থল হিসাবেই নির্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, তুগলকাবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই। জানা যায়, এই দুর্গেও তিনি 'হাজার সাতুন' নামে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১৫৯] ধ্বংসাবশেষ জরীপ করিয়া সৈয়দ আহমদ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইয়াছেন যে, একটি সেতু আদিলাবাদকে তুগলকাবাদের সহিত যুক্ত করিয়াছিল।

৫। নয়ি-কা-কোট

আদিলাবাদের পূর্বদিকে অন্য একটি পাহাড়ের উপর মুহাম্মদ বিন তুগলক আর একটি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করেন। সাধারণভাবে ইহা নয়ি-কা-কোট বা নাপিতের দুর্গ নামে পরিচিত ছিল। এইরূপ নাম করণের অবশ্য কোন কারণ জানা যায় না। সম্ভবত: আদিলাবাদ দুর্গ নির্মাণের পূর্বে ব্যক্তিগত আবাস হিসাবে মুহাম্মদ-বিন-তুগলক ইহা নির্মাণ করেন। কার স্টিফেন অবশ্য এই দুর্গকে 'সম্রাটের দুর্গ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।[১৫৯ক]

৬। ফিরোজাবাদ

ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) তাঁহার রাজত্বকালে চারিটি দুর্গ-নগরী নির্মাণ করেন। ইহাদের মধ্যে ফিরোজাবাদ, জৌনপুর, ফতেহাবাদ এবং হিসার এই কয়েকটির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চারিটি দুর্গ-নগরীর মধ্যে দিল্লীতে নির্মিত ফিরোজাবাদ পরিকল্পনা এবং স্থাপত্যশৈলীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে বিধায় ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

ফিরোজাবাদ দিল্লীর পঞ্চম নগরী নামে খ্যাত। যমুনা নদীর তীরে নির্মিত এই নগরীর নির্মাণ কার্য ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়।[১৬০] যদিও আজ এই নগরীর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই তথাপি জানা যায়, এই নগরীতে একদা ১৮টি প্রাসাদ, ৮টি জামে মসজিদ এবং বহুসংখ্যক সরাইখানা ছিল।[১৬১]

ফিরোজাবাদ নগরীও গিয়াস উদ্দিন তুগলক কর্তৃক নির্মিত তুগলকাবাদের মতই একটি সুরক্ষিত দুর্গ-নগরী। তবে পরিকল্পনা বিন্যাসে ইহা তুগলকাবাদ অপেক্ষা আরো উন্নতমানের। ফিরোজাবাদ শহরের এখন আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। তবে এই নগরে ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-৮৮) কর্তৃক নির্মিত দুর্গ-প্রাসাদের কিছু

www.pathagar.com

ধ্বংসাবশেষ এখনো বিদ্যমান। ফিরোজ শাহ তুগলকের এই দুর্গ-প্রাসাদ কোটলা ফিরোজ শাহ (রেখাচিত্র : ৩৫) নামে পরিচিত।

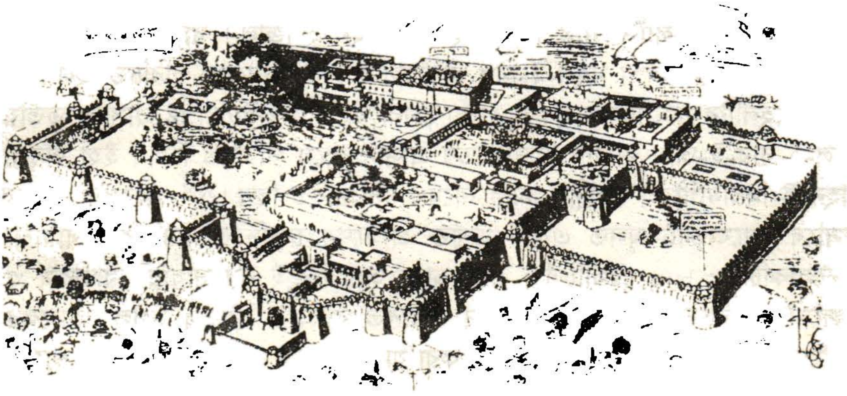

রেখাচিত্র : ৩৫। কোটলা ফিরোজ শাহ : (আনুমানিক পুনর্গঠন)

কোটলা ফিরোজ শাহ

সাধারণ বর্ণনা

যমুনা তীরের বিস্তৃত এলাকা জুড়িয়া এই কোটলা নির্মিত হইয়াছিল। প্রাচীর বেষ্টিত এই কোটলা ছিল একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ রাজকীয় প্রাসাদ। কালের করাল গ্রাসের শিকার হওয়া সত্ত্বেও কিছু ভগ্ন ইমারতের (আলোকচিত্র : ৮৫) অস্তিত্বসহ কোটলা ফিরোজশাহের পরিকল্পনা বিন্যাস এখনো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। কোটলা ফিরোজ শাহ দৈর্ঘ্য প্রায় ০.৫০ মাইল এবং প্রস্থে ০.২৫ মাইল। দৈর্ঘ্যে ইহার বিস্তৃতি উত্তর-দক্ষিণে। শরছিদ্রবিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত ছিল। বেষ্টনী প্রাচীরের মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত হইয়াছিল মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। প্রধান প্রবেশ পথ বেষ্টনী প্রাচীরের পশ্চিম গাত্রে সংযুক্ত ছিল। বক্রপথের (barbican) কলা-কৌশল অবলম্বনে নির্মিত হওয়ায় এই প্রবেশ পথ (আলোকচিত্র : ৮৬) ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। ইহাতে প্রহরী কক্ষসহ অন্যান্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাও ছিল। প্রস্থ দিকের অপর প্রান্তে এই প্রবেশ পথের ঠিক বিপরীত দিকে নদীতীর ঘেঁষিয়া রহিয়াছে একটি বিস্তৃত আয়তকার বেষ্টনী। এই অংশে রাজপ্রাসাদ, অন্যান্য রাজকীয় এবং ব্যক্তিগত নিবাস অবস্থিত ছিল। নদীর উপর দিয়া প্রবাহিত শীতল বায়ুর পরশ লাভের প্রত্যাশায় এই সমস্ত ইমারত নদীতীরের বহিঃপ্রাচীরের সমান্তরালে নির্মিত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

কোটলার অভ্যন্তরস্থ বাক-বাকী স্থানসমূহ বর্গাকার এবং আয়তকার প্রাঙ্গণে বিভক্ত ছিল। এইরূপ এক একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করিয়া নির্মিত হইয়াছিল এক একটি মহল বা প্রাসাদ। এইরূপ তিনটি মহলে ফিরোজ শাহ তুগলক স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে উপস্থিত হইতেন। তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর বর্ণনা মতে এইরূপ প্রথম মহলটির নাম ছিল মহল-ই-সাহন-ই-জিলিন বা মৃত্তিকা চত্বরের প্রাসাদ।[১৬২] ইহা অবশ্য মহল-ই-দিখ বা মহল-ই-আঙ্গুর নামেও পরিচিত ছিল।[১৬৩] দ্বিতীয় মহলটির নাম ছিল মহল-ই-চাজ্জা চোবী বা কাষ্ঠ ছাঁইচবিশিষ্ট প্রাসাদ; তৃতীয় মহল-ই-বার-ই-আম বা গণ আদালতের প্রাসাদ নামে পরিচিত ছিল। ইহা অবশ্য সাহন-ই-মিয়ানাগী বা কেন্দ্রীয় চত্বর নামেও আখ্যায়িত ছিল।[১৬৪] সংবর্ধনা হলঘর হিসাবে শেষোক্তটি মূলত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে স্তম্ভবিশিষ্ট বারান্দা (আলোকচিত্র : ৮৭; রেখাচিত্র : ৩৬) ছাড়া আর কিছুই নয় সাধারণ রাজকর্ম ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্য ইহা প্রধানত ব্যবহৃত হইত। মুগল আমলের দিওয়ান-ই-আমের সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। কোটলা ফিরোজ শাহের অবশিষ্ট অংশে নির্মিত হইয়াছিল বিভিন্ন প্রকারের ইমারত। এই গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, চন্দ্রাতপ, স্নানাগার, পুকুর, ব্যারাক, অস্ত্রাগার ইত্যাদি। এইসব কিছুকেই অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত করিয়া একটিকে অপরটির সহিত যুক্ত করা হইয়াছিল। এই গুলির নির্মাণ কার্যে তাল বা পিণ্ড পাথরের (rubble) বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। স্তম্ভ-সর্দল (trabeate) পদ্ধতির পরিবর্তে খিলান এবং খিলান ছাদের উপর নির্ভরশীলতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তুগলক স্থাপত্যের রীতি অনুযায়ী এখানকার ইমারতসমূহের দেওয়ালগুলি ছিল অবনমন (batter) সম্বলিত।

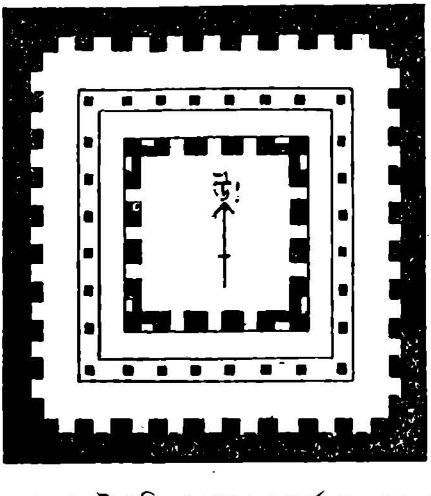

রেখাচিত্র : ৩৬। কোটলা ফিরোজ শাহ : সংবর্ধনা হলঘর : ভূমি নক্শা

www.pathagar.com

জে.বি.বার্টন অনুমান করেন যে, শের শাহ্ (১৫৪০-৪৫) ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে কোটলা ফিরোজ শাহ ধ্বংস করেন।[১৬৫] তবে ইহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শের শাহ কেন এই নগরী ধ্বংস করিবেন তাহার একটা যুক্তি সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফিরোজ শাহ্ তুগলককে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া শের শাহ্ ক্ষমতা দখল করিলে এই ধরনের একটা সম্ভাবনা থাকিলেও থাকিতে পারিত। কিন্তু দুই শাসকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই শতাব্দীর।

বস্তুত: পক্ষে এখানকার ইমারতসমূহ প্রধানত তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত হওয়ায় এখান হইতে সংগৃহীত আস্ত প্রস্তর স্তম্ভ, সর্দল, ঠেক্না ইত্যাদি দ্বারা নতুন ইমারত নির্মাণের খুব একটা সুযোগ ছিল না। সুতরাং এই স্থান হইতে শের শাহের ন্যায় শাহজাহান (১৬২৮-৫৭) ও তাঁহার শাহজাহানাবাদ নির্মাণেল জন্যে নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ করয়াছিলেন।[১৬৬] এই ধারণাও সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। প্রকৃত অবস্থা হইতেছে : তাল বা পিণ্ড পাথরে (rubble) নির্মিত এই সমস্ত ইমারত নিজের ওজনেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সিমেন্ট এবং পিণ্ড বা তাল প্রস্তরের সাহায্যে নির্মিত খিলান এবং খিলান ছাদ খুব একটা দৃঢ় হয় না। তাই একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হইবে না যে, ফিরোজাবাদ নগরীর ইমারতসমূহ নির্মাণগত ত্রুটির কারণেই বর্তমানের ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মন্তব্য

ফিরোজাবাদের কোটলা ফিরোজ শাহ নির্মাণের মাধ্যেমে ফিরোজ শাহ্ তুগলক (১৩৫১-৮৮) প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন অবদান রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ তাঁহার নির্মিত প্রাসাদ-দুর্গের সহিত রোমক এবং বাইজানটাইন শাসকগণের প্রাসাদ-দুর্গের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।[১৬৭] উদাহরণস্বরূপ স্পালাটোর ডিওক্লিসিয়ান প্রাসাদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে স্থাপত্য উৎসের দিক হইতে মৌলিকত্ব দাবি করিতে না পারিলেও পরবর্তী কালের মুসলিম শাসনামলে ভারতে দুর্গ-প্রাসাদের পরিকল্পনা ও বিন্যাসের যে উন্মেষ ঘটে তাহার গোড়াপত্তন হইয়াছিল কিন্তু ফিরোজ শাহের এই কোটলা নির্মাণের মাধ্যমেই। আর এই জন্যই হয়তবা দুই শতাব্দী পর মুগলদের আগ্রা, শাহজাহানাবাদ এবং এলাহাবাদের প্রাসাদ-দুর্গসমূহের মধ্যে ফিরোজ শাহ কোট্লারই পূর্ণাঙ্গরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

মৃগয়াবাস (শিকারগাহ্)

সুরক্ষিত নগর, দুর্গ-প্রাসাদ ইত্যাদি ছাড়াও ফিরোজ শাহ তুগলকের রাজত্বকালে (১৩৫১-৮৮) বেশ কয়েকটি মৃগয়াবাস (hunting lodge) নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইগুলিকে নিঃসন্দেহে লোকায়ত স্থাপত্যের (secular architecture) পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। উল্লেখ্য, রাজকীয় মৃগয়ার সময় এইগুলিকে সাময়িক আবাস স্থল হিসাবেও ব্যবহার করা হইত। এইজন্য এইগুলি শিকারগাহ্ বলিয়াও

www.pathagar.com

পরিচিত ছিল। ফিরোজ শাহ তুগলকের সময়ে দিল্লী ও উহার উপকণ্ঠের পার্বত্য এলাকায় যে সমস্ত মৃগয়াবাস নির্মিত হইয়াছিল নিম্নে তাহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। কুস্ক-ই-শিকার

ইহা ফিরোজ শাহ তুগলক কর্তৃক নির্মিত একটি শিকারগাহ্ বা মৃগয়াবাস। সম্ভবতঃ ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। ফিরোজাবাদ হইতে ১০ কিঃ মিঃ দূরে দিল্লীর উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় এই মৃগয়াবাসটি অবস্থিত। অষ্টাদশ শতকে গোলাবারুদের বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইহা মোটামুটিভাবে অক্ষত ছিল। আফিফের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, এই মৃগয়াবাসটির দুইটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। একটি ইহার সম্মুখস্থ ছোট আকারের অশোক স্তম্ভ; অন্যটি মৃগয়াবাসের শীর্ষদেশে স্থাপিত 'তাস-ই-ঘড়িয়াল'। শেষোক্তটি মূলতঃ একটি সূর্য-ঘড়ি হইলেও ইহার সাতটি বিভিন্ন কার্যকারিতা ছিল। জানা যায়, সুলতান ফিরোজ শাহ কর্তৃক উদ্ভাবিত এই সূর্য-ঘড়ি স্থানীয় জনগণ দিবা-রাত্রির বিভিন্ন প্রহর এবং নামাযের সময় নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করিত। কুস্ক-ই-শিকার নামক এই মৃগয়াবাসটি তৈমুর লং কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। জানা যায়, দিল্লী আক্রমণের প্রাক্কালে তিনি এখানেই তাঁহার শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন।

২। কুস্ক মহল

বর্তমানে ইহা দিল্লীর তিনমূর্তী ভবনের চত্বরে অবস্থিত। তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা বর্গাকার পরিকল্পনায় ইহা নির্মিত। পলেস্তারার আস্তরণে ইহার দেওয়ালসমূহ আচ্ছাদিত। ইহার গৃহমুখের (facade) দেওয়ালে তিনটি খিলান পথ রহিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগ খিলান ছাদবিশিষ্ট হইলেও ইমারতটি গম্বুজ বিহীন। এই ইমারতের নিকট পানি ধরিয়া রাখার জন্য একটি বান্দ নির্মিত হইয়াছিল। ইমারতটি ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃগয়াবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইত।[১৬৮]

৩। মাল্চা মহল

দক্ষিণ দিল্লীর পার্বত্য এলাকায় বর্তমান প্যাটেল ক্রিসেন্টের এক কিলোমিটার পশ্চিমে এই মৃগয়াবাসটি অবস্থিত। ইহা মাল্চা বিস্তদারী নামেও পরিচিত। ইহা প্রায় বর্গাকার। তবে কুস্ক মহল হইতে আয়তনে বড়। ইহার নির্মাণ কার্যে পিণ্ড পাথর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা তিন বে' বিশিষ্ট এবং প্রতি বে' তে তিনটি করিয়া কক্ষ আছে। ইহার বাহিরের ছাদ (roof) সমতল হইলেও ভিতরের ছাদ (ceiling) খিলানাকৃতি। ইহার কিছু দক্ষিণে পানি ধরিয়া রাখার বান্দ আছে। আফিফের মতে এই বান্দ এর পানিতে ফিরোজ শাহ জমজমের পবিত্র পানি মিশ্রিত করিয়াছিলেন। এই মৃগয়াবাসটিও ফিরোজ শাহের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।[১৬৯]

www.pathagar.com

৪। ভুলি ভাটিয়ারী কা মহল

দিল্লীর দক্ষিণ প্রান্তের পার্বত্য এলাকায় ফিরোজ শাহ্ তুগলক (১৩৫১-৮৮) কর্তৃক নির্মিত ইহা আর একটি মৃগয়াবাস।[১৭০] ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ইহার সামান্য কিছু অংশ এখনো বিদ্যমান। ইহা মূলত একটি আয়তাকার বেষ্টনী বা হায়ের বিশেষ। ইহার উত্তর-পূর্ব কোণে দুইটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। বেষ্টনীর মধ্যে বেদী বা মঞ্চের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। আয়তাকার বেষ্টনীর দক্ষিণ এবং পূর্বদিকের প্রাচীর বুরুজ সম্বলিত। আসারউস্ সানাদিদের লেখক সৈয়দ আহমদ খানের বরাত দিয়া ওয়াই, ডি, শর্মা বলেন যে, এই ভবনটি একদা জনৈক বু আলী ভাট্টি নামক এক ব্যক্তির মালিকানায় ছিল। পরবর্তীকালে এই নামটি বিকৃত হইয়া ভুলি ভাটিয়ারী বা 'ভুলো মনের সরাইখানার কর্ত্রী'তে রূপান্তরিত হইয়াছে।[১৭১] তবে এই মতের কোন জোরালো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না।

৫। পীরগায়েব

এই মৃগয়াবাসটি দিল্লীর উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। ইহা বর্তমানের হিন্দুরাও হাসপাতালের চত্বরে অবস্থিত। ইহাও ফিরোজ শাহ্ তুগলকের আমলে (১৩৫১-৮৮) নির্মিত বলিয়া অনুমান করা হয়।[১৭২] তাল বা পিণ্ড প্রস্তরে (rubble) নির্মিত ইহা একটি দ্বিতল ইমারত বিশেষ। ইমারতটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় থাকিলেও ইহার নীচের তলায় অবশিষ্ট রহিয়াছে দুইটি সঙ্কীর্ণ কক্ষ। এই কক্ষদ্বয়ে পূর্ব ও পশ্চিম হইতে প্রবেশ করার জন্য রহিয়াছে প্রবেশ পথ। এই কক্ষদ্বয়ের উত্তরে ও দক্ষিণে রহিয়াছে অন্যান্য কক্ষ। দ্বিতলে রহিয়াছে দুইটি কক্ষ। ইহাদের প্রবেশ পথ রহিয়াছে পূর্বদিকে। কক্ষদ্বয়ের পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে মিহরাব এবং কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট লিপি অলঙ্করণ। সম্ভবতঃ কক্ষদ্বয় নামাযগৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। ইহাদের উত্তরাংশের কক্ষে রহিয়াছে একটি বাঁধানো কবর। দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের কক্ষের মেঝে এবং ছাদে রহিয়াছে একটি গর্ত বা ছিদ্র। ইহাতে লাগানো আছে সিমেন্ট বা ঐ জাতীয় নির্মাণ উপাদানে তৈরি একটি ফাঁপা নল। কি উদ্দেশ্যে নলটি সংযোজিত সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। অনুমান করা হয় যে, ইহা জ্যোতির্বিদ্যার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য হয়তবা ব্যবহৃত হইত। অথবা তৈমুর কর্তৃক বর্ণিত[১৭৩] কুসাক-ই-জাহাননুমার (বিশ্বদর্শন প্রাসাদের) সহিত ইহার কোন সংশ্রব থাকিলেও থাকিতে পারে। কেননা উক্ত প্রাসাদেও অনরূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়া জানা যায়। অনেকে আবার এই ইমারতটিকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মৃগয়াবাস কুস্ক-ই-শিকারের অংশ বলিয়াও মনে করে।[১৭৪]

এই ইমারতটির 'পীরগায়েব' নামকরণের পশ্চাতে একটি গল্প প্রচলিত আছে। দ্বিতলে যে কবরটি রহিয়াছে তাহা কোন সাধক পুরুষ বা দরবেশের বলিয়া অনুমান করা হয়। ইমারতটি মৃগয়াবাস হিসাবে ব্যবহৃত হইলেও পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে জনৈক দরবেশ ইহাকে তাঁহার চিল্লাহ গাহ বা আরাধনার স্থান হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকেন। একদিন তিনি সবার অলক্ষে রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হইয় যান। তখন হইতে ইমারতটির নাম হয় পীরগায়েব বা অদৃশ্য দরবেশ।[১৭৫] তবে এই

www.pathagar.com

ইমারত এবং এই স্থানটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। মনে করা হয়, তৈমুর তাঁহার দিল্লী অভিযান শেষে এই স্থান দিয়াই দিল্লী হইতে বাহির হইয়া স্বদেশের পথে যাত্রা করেন।

উপরোক্ত লোকায়ত ইমারতসমূহ ছাড়াও তুগলক আমলে বেশ কিছু সংখ্যক হাসপাতাল, সরাইখানা, হাওয, বান্‌দ্‌ (dam) বাউলী (stepped well) নির্মিত হইয়াছিল। জানা যায়, ফিরোজ শাহ দিল্লী এবং ফিরোজাবাদের সর্বমোট ১২০টি সরাইখানা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তবে বর্তমানে এইগুলির কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নাই। মুহাম্মদ বিন তুগলকের আমলে দিল্লীর বাহিরে লালমিস নামে একটি এবং দিল্লী ও সীরীর মধ্যবর্তী স্থানে আর একটি ব্যক্তিগত হাওয নির্মিত হয়। সিরাত-ই-ফিরোজ শাহীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ফিরোজ শাহের আমলেও বেশ কয়েকটি হাওয নির্মিত হয়। ইহাদের মধ্যে হাওয-ই-তুগলক শাহ, হাওয-ই-কুতুব খান (মুহাম্মদ বিন তুগলকের শিক্ষক), হাওয-ই-শাহজাদা মুবারক খান (ফিরোজ শাহের পুত্র), হাওয-ই শাহজাদা ফতেহ খান (ফিরোজ শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তুগলক আমলে নির্মিত হাওযসমূহের অনেকগুলিই তাহাদের স্থাপত্য গঠন ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হিসার দুর্গে ফিরোজ শাহ কর্তৃক নির্মিত বিরাট জলাধার (cistern) ইহার স্থাপত্য গঠন ও সৌন্দর্যের জন্য সুনাম অর্জন করিয়াছিল। সঞ্চিত বৃষ্টির পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্মিত অসংখ্য বান্‌দ্‌ (dam)-এর মধ্যে বান্‌দ-ই-ফতেহ খান, বান্‌দ্‌-ই-মহিপালপুর, বান্‌দ্‌-ই ওয়াজিরাবাদ ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বান্‌দ্‌ নির্মাণ ছাড়াও জনগণের পানীয় জলের কষ্ট দূর করিবার জন্য তুগলক আমলে বহুসংখ্যক বাউলী (stepped well) নির্মিত হইয়াছিল। গিয়াস উদ্দিন তুগলকাবাদে বেশ কয়েকটি বাউলী নির্মাণ করেন। ফিরোজশাহ তুগলকও তাঁহার কোটলায় একটি বাউলী নির্মাণ করেন বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এই সমস্ত বাউলী বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত।

১৩৮৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যু তুগলক স্থাপত্যের জন্য ছিল এক বিশেষ আঘাতস্বরূপ। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতানাত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা হারাইয়া ফেলে। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুগলকের পৌত্রদের মধ্যে অন্যতম নুসরত শাহ (১৩৯৬-৯৮) মাহমুদ তুগলকের নিকট হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লন। দুইজনের মধ্যে চলিতে থাকে তীব্র ক্ষমতার লড়াই এবং মাহমুদ তুগলক ১৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে নুসরাত শাহকে হত্যা করিয়া পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়েই ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং ভারত অভিযান করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন। তৈমুর পরের বৎসর স্বদেশে ফিরিয়া গেলে মাহমুদ শাহের অধিনস্থ অমাত্যগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ইহার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক অরাজকতায় তুগলক স্থাপত্য কর্ম চাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হইয়া পড়ে।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. গিয়াস উদ্দিন তুগলক সাধারণভাবে তুগলক শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন।

২. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮২।

২ক. অলঙ্করণ-বাহুল্য বর্জিত তুগলক স্থাপত্যের এই রূপ ইংলন্ডের প্রাথমিক নরম্যান স্থাপত্যের সহিত তুলনীয় (ভি. এ. স্মিথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪)

৩. প্রাচীন ভারতে সিন্ধু উপত্যকায় (আঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০-২০০০) ইমারতের অবনমন সম্বলিত দেওয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। [পার্সী ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড হিন্দু পিরিয়ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১]। নিম্নাংশের ভিত্তিমূলে উর্ধাংশের পুরু দেওয়ালের প্রবল চাপ কমাইবার জন্য এই ধরনের নির্মাণ রীতি কাদামাটি বা ইটের তৈরি পুরু দেওয়ালের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। অন্যথায় উপরের চাপে নীচের কাদামাটি বা ইট গুড়াইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তবে পাথরের দেওয়াল নির্মাণের জন্য এই প্রক্রিয়ার প্রয়োজন না থাকিলেও তুগলকগণ ইট বা কাদামাটির দ্বারা নির্মিত এইরূপ দেওয়ালের নির্মাণ রীতি পাঞ্জাব, সিন্ধু অথবা আফগানিস্তান হইতে গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয় (ওয়াই, ডি, শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)

৪. বিজয় মণ্ডল সম্পর্কে দেখুন, পৃ ...

৫. সৈয়দ আহমদ খান, আসার, পৃ. ২০৯।

৬. কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩।

৭. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৮. আগা মাহদী হোসেন, দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব মুহাম্মদ বিন তুগলক, (দিল্লী, ১৯৭২), পৃ. ১১৯, ১২০, ২৪২।

৯. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

১০. আলাউদ্দিন খলজীর সীরী নগরীতেও এই নামের একটি প্রাসাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১১. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১২. রেহলা, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৭।

১৩. আর. নাথ, (প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬) কর্তৃক উল্লিখিত।

১৪। ঐ, পৃ. ৫৭।

১৫। ঐ, পৃ. ৬০; এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

১৬. জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫; তবে লেখক ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদ পরিদর্শনকালে এইরূপ কোন টালি অলঙ্করণ প্রত্যক্ষ করেন নাই।

www.pathagar.com

১৭. স্টিফেন কার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

১৮. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

১৯. ঐ; এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত ৬৭।

২০. ফিরোজ শাহের কোটলার বর্ণনার জন্য দেখুন : পৃ...।

২১. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

২২. মে. আ. সা. ই., নং ৫২, পৃ. ৭।

২৩. কিভাবে এই বিশালাকার স্তম্ভটিকে দিল্লীতে আনা হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫০-৫৩।

২৪. মিনারা-ই-জারিনের পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন : এ. বি. এম. হোসেন, মানারা, প্রাগুক্ত পৃ. ৫৪-৫৮।

২৫. ওয়াই ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

২৬. ইয়াহিয়া সিরহিন্দী, তারিখ-ই-মুবারক শাহী, (কে. কে. বাসু কর্তৃক অনূদিত, বরোদা, ১৯৩২) পৃ. ১২৭।

২৭. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২৮. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

২৯. সৈয়দ আহমদ খান, আসার, পৃ. ২১০।

৩০. এই লিপি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফীউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

৩১. মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ২১।

৩২. এ. বি. এম. হোসেন, আরব স্থাপত্য, (ঢাকা, ১৯৭৯), পৃ. ৩৯৫।

৩৩. ঐ।

৩৪. আর. এ. জয়রাজভয় প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৩৫. ঐ।

৩৬. ঐ. পৃ. ২৫৩।

৩৭. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৩৮. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৩৯. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬।

৪০. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

৪১. তারাপদ ভট্টাচার্য, দি ক্যাননস অব ইন্ডিয়ান আর্ট, (কলিকাতা, ১৯৬৩), পৃ. ৪৮০।

৪২. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৮।

www.pathagar.com

৪৩. এ. ই. মো, ১৯৩৩-৩৪, (সাপ্লিমেন্ট). পৃ. ২৫।

৪৪. আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ওয়েস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২০।

৪৫. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।

৪৬. এ. ই. মো., ১৯৩৩-৩৪ (সাপ্লিমেন্ট), পৃ. ২৫।

৪৭. ঐ, পৃ. ২৬।

৪৮. জে. বার্জেস, আর্কিওসজিকাল সার্ভে, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৪৯. এ. বি. এম. হোসেন, আরব স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২।

৫০. জে, বার্জেস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; পার্সী ব্রাউনের (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮) মতে অবশ্য সাহনের তিন দিকেই প্রবেশ পথ আছে।

৫১. হি. ই., ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭, ৩৯, ৮৪।

৫২. ঐ; জানা যায়, পার্সীদের এই মসজিদ ধ্বংসের সংবাদ হিন্দু শাসক সিদ্ধরাজ জয় সিংহের গোচরে আনা হইলে তিনি মিনারসহ মসজিদটির পুনর্নির্মাণে সাহায্য করেন। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে এই মসজিদটি পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে জনৈক সৈয়দ সারাফ তামিন কর্তৃক ইহা পুনরায় নির্মিত হয়। (হি. ই., ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ১৬৪)

৫৩. লিস্ট অব অ্যানটিক রিমেইনস, (বোম্বাই, ১৮৮৫), পৃ. ২৬৭, ২৬৮।

৫৪. এপিগ্রাফিয়া ইনডিকা অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান সাপ্লিমেন্ট, ১৯৫৭-৫৮, পৃ. ৩০।

৫৫. জে. বার্জেস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৫৬. ঐ, পৃ. ২৬।

৫৭. সতীশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮. এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, (নতুন সংস্করণ) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৪।

৫৮. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

৫৯. জে. বার্জেস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৬০. ঐ।

৬১. সতীশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

৬২. ঐ।

৬৩. জে. বার্জেস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৬৪. ঐ।

৬৫. ঐ, পৃ. ৩২।

৬৬. এ. ই. মো. ১৯৩৩-৩৪, (সাপ্লিমেন্ট), পৃ. ৪৭।

www.pathagar.com

৬৭. মে. আ. সা. ই., নং ১৯, পৃ. ৭।

৬৮. আ. সা. ই. রি., ১১তম খণ্ড, পৃ. ১০৬; এ. ফুহ্‌রার. এবং ই. ডবলু স্মিথ, দি সরকী আর্কিটেকচার অব জৌনপুর, (কলিকাতা, ১৮৮৯), পৃ. ২৬-২৭।

৬৯. এস. এম. শফীউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৭০. ফুহ্‌রার এবং স্মিথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; এইচ. ব্লোকম্যান, "রিডিংস অব ইনসক্রিপশন ফ্রম তিলবেগমপুর", প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, (জানুয়ারী, ১৮৭৫), পৃ. ১৪-১৫।

৭১. জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯২২), পৃ. ১৬৪; ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৭২. এ. ই. মো., ১৯৩৩-৩৪ (সাপ্লিমেন্ট), পৃ. ২৭।

৭৩. সুলতান আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮।

৭৪. ঐ. পৃ. ২৩০।

৭৫. এ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান এপিগ্রাফী, ১৯৫৯-৬০, পৃ. ১৪৮।

৭৬. ঐ, ১৯৫৪-৫৫, পৃ. ৭৮।

৭৭. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

৭৮. ইবনে বতুতা, রেহলা (ইংরাজী অনুবাদ : মাহদী হোসেন), বরোদা, ১৯৫৩, পৃ. ৫৫।

৭৯. শীর্ষদণ্ড হিসাবে আমলকীর ব্যবহারের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। শীর্ষদণ্ড হিসাবে সমাধি ভবনে কলসের ব্যবহারও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মৃত ব্যক্তির তৃষ্ণার্ত আত্মা জলপান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিবে এই ধারণার বশবর্তী হইয়া খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নাবাতীয় আরবরা প্রস্তর সমাধি গাত্রে জলপাত্র বা কলসের নক্‌শা খোদিত করিত। (আ. এ. জয়রাজভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩)। অবশ্য শীর্ষদণ্ড হিসাবে কলসের ব্যবহার ভারতীয় মন্দিরের চূড়াতেও লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসাবে খাজুরাহের মন্দিরের (আঃ ১০০০ খৃঃ) কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (দ্রষ্টব্য : এ. কে. কুমারাস্বামী, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান এ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট, ১৯২৭, আলোকচিত্র : (LXIV)। শীর্ষদণ্ড হিসাবে হিন্দু স্থাপত্যে কলসকে দেবতার পানীয় রস (nector) এর পাত্রেরই প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে সৌন্দর্যের খাতিরে মুসলিম ইমারতের কলস প্রতীক সম্বলিত শীর্ষদণ্ডের ব্যবহার সম্ভবত হিন্দু মন্দির হইতে অনুকৃত হইলেও ইহাতে হিন্দু ধর্মের প্রতীকী ব্যঞ্জনার কোন প্রতিফলন ঘটে নাই।

www.pathagar.com

৮০। তবে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে, এই সমাধি নির্মাণের অনেক পূর্বে সর্দল ও খিলান সমন্বয়ে প্রবেশ পথ নির্মাণের দৃষ্টান্তও মুসলিম স্থাপত্যে রহিয়াছে। এ প্রসঙ্গে কুব্বাত আসসাখরার (৬৯৪) সর্দল ও খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। (এ. বি. এম. হোসেন, আরব স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০)।

৮১। মে. আ. সা. ই. নং ৪৭, পৃ. ৭৩-৭৪।

৮২। পার্সী ব্রাউন, (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১) কর্তৃক উল্লিখিত।

৮৩। ইবনে বতুতা, (গীব অনূদিত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৪)

৮৪। জে. ডি. হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

৮৫। সৈয়দ আহমদ খান, আসার, পৃ. ২১৫।

৮৬। এস. এম. শফিউল্লাহ (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২) কর্তৃক উল্লিখিত।

৮৭। আর. এ. জয়রাজভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫।

৮৭ক. এই ধরনের বেষ্টনী বা ঘের (railing) বৌদ্ধ শিল্প কলা এবং স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হইলেও পবিত্র স্থানের জন্য ইহার ব্যবহার ভারতে অতি সুপ্রাচীন। বৈদিক যুগে উপসনালয়ের বা গ্রামের চারিদিকে এই ধরনের ঘের বা বেষ্টনীকে 'রক্ষা প্রতীক' (emblem of protection) হিসাবে গণ্য করা হইত। [পার্সী ব্রাউন ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, (বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড হিন্দু পিরিয়ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪]

৮৮। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

৮৯। জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮, ১৭৯; মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৭৪।

৯০। কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

৯১। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

৯২। আর. নাথ., প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১; এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৯৩। এইরূপ জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, কতিপয় চোর একদা এই ইমারতের গম্বুজের স্বর্ণখচিত শীর্ষদণ্ড (finial) চুরি করিবার উদ্দেশ্যে ইহার পশ্চিম দিকের দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠার জন্য রাকাব বা লৌহ বলয় সংযুক্ত করিয়াছিল। রাকাব সংযুক্তির জন্য এই সমাধি ভবনকে "রাকাব ওয়ালা গুম্বদ"-ও বলা হইয়া থাকে।

৯৪। কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩।

৯৫। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৯৬। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

www.pathagar.com

৯৭। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

৯৮। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৯৯। চৌরাষী গুম্বজের বর্ণনার জন্য দেখুন : মে. আ. সা. ই., নং ১৯, পৃ. ৬-৭।

১০০। ঐ।

১০১। ঐ।

১০২। এস. ফিরোজ 'উচ দি অ্যানসিয়েন্ট', পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ৫ম খণ্ড, নং ১ (১৯৫৫), পৃ. ২৬।

১০৩। এই ইমারতের বিস্তারিত টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

১০৪। বিস্তারিত টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : ঐ, পৃ. ২০৪-২০৫।

১০৫। এ. রশীদ, 'সিন্ধ ইনদি ফোরটিন্থ সেনচুরী', পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ১১ খণ্ড, নং ২ (১৯৬২), পৃ. ৩৮।

১০৬। আহমদ নবী খান, উচঃ হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিটেকচার, (ইসলামাাদ, ১৯৮০), পৃ. ৫৬।

১০৭। উচ ভ্রমণের সময় লেখক ব্যক্তিগতভাবে স্থানীয় জনগণ ও পাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মকর্তাদের সহিত আলোচনা করিয়াও উচের তারিখ বিহীন সমাধিগুলির কোন সঠিক নির্মাণকাল নির্ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই।

১০৮। অনেকে এইরূপও মনে করেন যে, এই ক্ষুদ্র সমাধিভবনটিই এই স্থানের প্রথম ইমারত। ইহার নির্মাণ কার্য চলাকালে এই ক্ষুদ্র সমাধির সহিত একই বেষ্টনীতে নিজের সমাধি নির্মাণের ইচ্ছাও গিয়াস উদ্দিন তুগলককে পাইয়া বসে। (ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩)।

১০৯। মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৭২।

১১০। মুহাম্মদ বিন তুগলক প্রকৃতপক্ষে কোথায় সমাহিত হইয়াছেন তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। তাঘী নামক এক বিদ্রোহীকে দমন করিবার সময় সিন্ধুর থাট্টায় ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন তুগলকের মৃত্যু হয়। মুহাম্মদ সাফীর মতে সুলতানের মৃত্যুর পর রাজধানীতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জন্য তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য তাঁহাকে সিউয়ানের প্রখ্যাত সাধক কালান্দার সাহবাজ (মখদুম মুহাম্মদ উসমান মারওয়ান্দী)-এর দরগায় সমাহিত করা হয়। (আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ., ৫৭)। আগা মেহেদী হোসেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩) এই মর্মে মত পোষণ করেন যে, মৃত সুলতানকে তুগলকাবাদে তাঁহার পিতার সমাধি ভবনেই সমাহিত করা হয়। প্রকৃত অবস্থা হইতেছে : রাজধানীতে বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের মরদেহ সাময়িকভাবে কালান্দার সাহবাজের দরগায় সমাহিত

www.pathagar.com

করা হয়। [বালুচ নবী বখ্স আল-সিনধি, 'দি ব্যারিযাল প্লেস অব সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক', ইসলামিক কালচার, ২২-১ (জানুয়ারী, ১৯৪৮) পৃ. ৭১-৭৪।] পরবর্তীকালে রাজধানীর অবস্থা শান্ত হইলে ফিরোজ শাহ্ তুগলক হস্তীপৃষ্ঠে বিশেষ মর্যাদায় সুলতানের মরদেহ দিল্লীতে লইয়া আসেন এবং তুগলকাবাদের দারুল আমানে তাঁহাকে সমাহিত করেন। (হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৮৬)। ফিরিশতা এবং ইয়াহিয়া সিরহিন্দী এই মত সমর্থন করেন।

১১১। কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

১১২। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭১।

১১৩। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

১১৪। পূর্বে দেখুন : পৃ.

১১৫। নিচে দেখুন : পৃ.

১১৬। পূর্বে দেখুন : পৃ.

১১৭। পূর্বে দেখুন : পৃ.

১১৮। শাম্স সাবজওয়ারীকে অনেকেই জালাল উদ্দিন রুমীর ধর্মগুরু শাম্স তাব্রিজী (মৃ. ১২৭৩) বলিয়া ভুল করিয়া থাকেন। কিন্তু শাম্স তাব্রিজী কুনিয়ায় একটি দাঙ্গায় মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহাকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। (আহমদ নবী খান, মুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪)।

১১৯। আহমদ নবী খান, মুলতান, প্রাগুক্ত পৃ. ২০৬।

১২০। ঐ।

১২১। রুকন-ই-আলমের সংক্ষিপ্ত জীবনীর জন্য দেখুন : আহমদ নবী খান, মুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫-১৬।

১২২। ব্রিগস, ফিরিশতা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৫।

১২৩। ইউসুফ গারদেজী, জয়নুল আখবার (বার্লিন, ১৯২৮), পৃ. ৩২ [আহমদ নবী খান, মুলতান, (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫) কর্তৃক উল্লিখিত।]

১২৪। আহমদ নবী খান, মুলতান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

১২৫। আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড পৃ. ২১৪।

১২৬। মুহাম্মাদ ওয়ালী উল্লাহ্ খান, মৌজোলিয়াম অব শেইখ রুকুন-ই-আলম, (লাহোর, ১৯৮৫), পৃ. ৩০।

১২৭। ঐ, পৃ. ২৮।

১২৮। এই সমাধিভবনের টালি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এ. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-২০০।

১২৯। মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

www.pathagar.com

১৩০। ঐ. পৃ. ৪১।

১৩১। কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৯।

১৩২। ১৯৭০ সনে মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ্ খান কর্তৃক ইহার ব্যাপক সংস্কার কাজ আরম্ভ হয়। এই কাজের জন্য তিনি ১৯৮৩ সলে আগাখান স্থাপত্য পুরস্কার লাভ করেন।

১৩৩। আহমদ নবী খান, উচ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

১৩৪। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৩৫। ঐ, পৃ. ৬২।

১৩৬। এ. বি. এম. হোসেন. আরব স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২।

১৩৭। ঐ, পৃ. ৩৪৪।

১৩৮। ঐ।

১৩৯। তারিখ-ই-মুবারক শাহী, হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, (এলাহাবাদ, ১৯৬৪), পৃ. ৭।

১৪০। মালফুজাত-ই-তাইমুরী, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

১৪১। মসজিদটির বর্ণনার জন্য দেখুন, পৃ.

১৪২। আর. নাথ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১৪২ক। তুগলক আমলের লোকায়ত স্থাপত্যের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : আভা রানী, 'সেকুলার আর্কিটেকচার অব তুগলক্স ইন দিলহী অ্যান্ড ইট্স নেইবারহুড', চিত্তরঞ্জন প্রসাদ সিন্‌হা সম্পাদিত, আর্কিওলজি অ্যান্ড আর্ট, ১ম খণ্ড, (নিউ দিল্লী, ১৯৯০), পৃ. ১৮০-২০০।

১৪৩। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯-৯০।

১৪৪। ঐ।

১৪৫। ঐ, পৃ. ৩৮৫।

১৪৬। ঐ, পৃ. ৪৪৭-৪৮।

১৪৭। এ. রি. আ. সা. ই., ১৯৩০-৩৪, পৃ. ১৪৬।

১৪৮। ভি. এ. স্মিথ, অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫।

১৪৯। এইচ. এ. আর. গিব, ট্রাভেলস অব ইবনে বতুতা, পৃ. ১৯৮।

১৫০। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৫।

১৫১। আগা মাহদী হোসেন, রাইজ অ্যান্ড ফল, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

১৫২। কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৮৬।

১৫৩। এ. বি. আ. সা. ই. ১৯৩০-৩৪, পৃ. ১৪৭।

১৫৪। রেহ্‌লা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

www.pathagar.com

১৫৫। হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৭২।

১৫৬। ঐ।

১৫৭। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

১৫৮। আবদুল হক মুহাদ্দিস, আখবারুল আখিয়ার (দিল্লী, ১৯১৪), পৃ. ১৯৫-৯৬; ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

১৫৯। আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১৫৯ক। কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১৬০। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৬১। আর. এ. জয়রাজভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪।

১৬২। হি. ই., ৩য় খণ্ড. পৃ. ৩৪৩।

১৬৩। ঐ।

১৬৪। ঐ।

১৬৫। মে. আ. সা. ই., নং ৫২, পৃ. ১৭।

১৬৬। ঐ, পৃ. ২৫।

১৬৭। পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

১৬৮। ওয়াই, ডি, শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

১৬৯। ঐ, পৃ. ৯৬।

১৭০। ঐ।

১৭১। ঐ, পৃ. ৯৬।

১৭২। জাফর হাসান, লিস্ট, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৮।

১৭৩। মালফুজাত-ই-তাইমুরী, হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৩-৩৪।

১৭৪। ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

১৭৫। ঐ।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

সৈয়দ আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ফিরোজ শাহ তুগলকের (১৩৫১-৮৮) মৃত্যুর পর তুগলক রাজবংশের যে দুর্দিন আরম্ভ হয় ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দের তৈমুরের ভারত অভিযান তাহাকে আরো সঙ্কটাপন্ন করিয়া তোলে। তৈমুরের সমরকন্দে প্রত্যাবর্তনের পর তুগলক বংশের শেষ শাসক মাহমুদ শাহ তুগলক (১৩৯৮-১৪১৩) পুনরায় নাম মাত্র সুলতান হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর সভাসদগণ তাহাদের নেতা দৌলত খানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কিন্তু মালফুজাত-ই-তাইমুরীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাইমুর কর্তৃক নিযুক্ত মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খান দৌলত খানকে পরাজিত করিয়া ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে মে তারিখে বিজয়ীর বেশে দিল্লীতে প্রবেশ করেন।[১] খিজির খান (১৪১৪-২১) নিজেকে সৈয়দ বা মহানবীর বংশধর বলিয়া দাবি করেন। এই জন্য তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সৈয়দ বংশ বলিয়া পরিচিতি লাভ করে। স্বল্প স্থায়ীত্বের (১৪১৪-৫১) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা খিজির খানসহ মোট চারজন শাসকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁহাদের স্বল্পকালীন রাজত্বে নানা প্রকারের বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা তাঁহাদিগকে সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ছাড়াও তৈমুরের আক্রমণের পর রাজ্যের সার্বিক অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হওয়ায় সৈয়দ শাসনামলে স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই। ইহারই ফলশ্রুতিতে সৈয়দ আমলে অধিক সংখ্যায় নতুন শহর প্রাসান, দুর্গ, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয় নাই।

ধর্মীয় ইমারত

সমাধিসৌধ

সৈয়দ আমলের স্থাপত্য ক্রিয়াকলাপ মূলত দুই-একটি সমাধি নির্মাণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে মুবারক শাহ সৈয়দ (১৪২১-৩৪) তাঁহার পিতা খিজির খানের (১৪১৪-২১) কবরের উপর একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন।[২] দিল্লীর নিকটবর্তী যমুনা তীরের ওক্‌লা গ্রামে ইহা অবস্থিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সমাধির কিছুই অবশিষ্ট নাই। বস্তুতঃপক্ষে দিল্লীতে অবস্থিত দুইটি রাজকীয় সমাধিসৌধ ব্যতীত সৈয়দ আমলে স্থাপত্য কর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই সমাধি সৌধদ্বয়ের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

www.pathagar.com

১। মুবারক শাহ্ সৈয়দের সমাধি (আলোকচিত্র : ৮৮)

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

দিল্লীর কোটলা মুবারকপুরে এই সমাধিসৌধ অবস্থিত। সুখণ্ড (dressed) ধূসর প্রস্তর দ্বারা এই ইমারতটি নির্মিত। ইহা অষ্টভূজী পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার ব্যাস ৭১ ফুট (২১.৬৪ মি.)। প্রতি কোণায় ব্যবহৃত হইয়াছে অবনমন (batter) সম্বলিত পোস্তা (buttress)। সমাধি ভবনটি একটি ৪ফুট (১.২১ মি.) উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। ইহার সমাধি কক্ষটিও অষ্টভুজাকৃতি এবং ইহা অষ্টভুজী ঘুরানো বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ঘুরানো বারান্দার প্রতি বাহুতে রহিয়াছে ঠেক্‌না (bracket) সম্বলিত চাজ্জা বা ছাঁইচের নিচে তিনটি করিয়া খিলান পথ। সমাধি কক্ষের উপর নির্মিত হইয়াছে একটি গম্বুজ। ইহার পিপা (drum) ষোল বাহুবিশিষ্ট। এই পিপার বপ্র (Parapet) শরছিদ্র (arrow-slit) বিশিষ্ট এবং পিপার প্রতি কোণে সংযোজিত হইয়াছে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ। এই ক্ষুদ্র বুরুজগুলি ইরানের সুলতানিয়ার উলজাইতুর সমাধির (১৩১৩) অনুরূপ ক্ষুদ্র বুরুজের সহিত চমৎকার সাদৃশ্য বহন করে। ঘুরানো বারান্দার প্রত্যেক বাহুর উপর এবং শীর্ষ গম্বুজকে বেষ্টন করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে আটটি অষ্টভুজী ছত্রী। গম্বুজটির শীর্ষদেশে পদ্মকোষের উপর শীর্ষদণ্ড (finial) হিসাবে স্থাপিত হইয়াছে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের খিলান সম্বলিত দীপাধার (lantren)। উল্লেখ্য, এইরূপ গম্বুজ শীর্ষদণ্ড (finial) মাজার আস্তানা বাবার উবেদা এবং জুবেদা সমাধিসৌধের গম্বুজ শীর্ষদণ্ডের সহিত খুবই সাদৃশ্যপূর্ণ।[৩] সমাধিকক্ষে প্রবেশের প্রধান পথ অষ্টভুজের মূল (cardinal) দক্ষিণ বাহুতে স্থাপিত। ইহা ছাড়াও প্রতি বাহুর তিনটি খিলান পথের মাঝেরটি ছাড়া পার্শ্বের দুইটি প্রস্তর নির্মিত জাফ্‌রী দ্বারা বন্ধ করা। জালি সম্বলিত এই খিলানগুলির উপর খিলানকৃতি কুলঙ্গীর সারি বিন্যাস লক্ষণীয়। বস্তুত এইগুলি ইমারত শীর্ষে নির্মিত গম্বুজের অবস্থান্তর পর্যায়ের নির্দেশক। সমাধিকক্ষে মূল (cardinal) পশ্চিম বাহুর মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত একটি মিহরাব। সমাধিকক্ষে সাতটি কবরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে প্রবেশ পথের ঠিক সম্মুখেরটি সুলতান মুবারক শাহ সৈয়দের। বাকিগুলি রাজপরিবারের অন্য সদস্যদের।

অলঙ্করণ

এই সমাধির বহির্দেশে গাত্রালঙ্কার বলিতে তেমন কিছুই গোচরীভূত হয় না। তবে ইহার শীর্ষদেশের ছত্রী, পিপার কোণায় ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ, শরছিদ্র (arrow-slit) বিশিষ্ট পিপার বপ্র (parapet এই ইমারতের আঙ্গিক এবং গঠনগত সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। ইমারতটির অভ্যন্তরের গাত্রালঙ্কারে বিন্যাস সহজেই দৃষ্টি আকর্ষন করে। এক্ষেত্রে লিপি অলঙ্করণের প্রাধান্য সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। ঘুরানো বারান্দার ভিতরের ছাদে আলঙ্কারিক চক্রে আল্লাহ্‌র গুণাবলী সংক্রান্ত শব্দাবলী, ধর্মীয় বিভিন্ন বাক্যাংশ (যেমন, 'ইয়াফাত্তাহু, 'ছুবহান আল্লাহ' ইত্যাদি) এবং মুবারক শাহের নাম[৪]

www.pathagar.com

পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া নস্‌খ পদ্ধতিতে লিখিত হইয়াছে।[৫] আবার একই পদ্ধতিতে এই ধরনের অলঙ্করণ খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) ব্যবহার করা হইয়াছে। পশ্চিম বাহুতে স্থাপিত মিহরাবের অলঙ্করণও মোটামুটিভাবে আকর্ষণীয়। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট খিলান সম্বলিত এই মিহরাবটির উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে দুইটি করিয়া গোলায়িত স্তম্ভ। খাত এবং স্ফীত রৈখিক নক্‌শা স্তম্ভগুলির আঙ্গিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। মিহরাবের কুলঙ্গীর ঊর্ধ্বাংশ পবিত্র কুরআনের আয়াত সম্বলিত লিপি অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। মিহরাব খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া আরব্য নকসার পটভূমিতে সৃষ্টি করা হইয়াছে "রোজেট" বা গোলাপ জাতীয় ফুল। মিহরাবের খিলান পটহ (tympanum) চমৎকার লিপি অলঙ্করণে সজ্জিত। মিহরাবের কুলঙ্গীতে একটি আয়তাকার পাটাভাগে (panel) সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্ষুদ্র খিলানের নক্‌শা। এই সমস্ত আলঙ্কারিক খিলানের উভয় পার্শ্বের ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) ব্যবহৃত হইয়াছে গোলাপ জাতীয় ফুল। উপরন্তু, এই সমস্ত খিলানের শীর্ষদেশ হইতে ঝুলন্ত শিকল এবং ঘন্টার প্রতিকৃতি সম্বলিত নক্‌শা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের গাত্র বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। ইহার অভ্যন্তরের শীর্ষদেশের একটি বৃহৎ আলঙ্কারিক চক্রে লতা-পাতা সম্বলিত নক্‌শা পরিদৃষ্ট হয়। এই লতা-পাতা সম্বলিত আরব্য নক্‌শাকে বেষ্টন করিয়া আছে পলেস্তারায় উৎকীর্ণ একটি চমৎকার লিপি নক্‌শার মালিকা। গম্বুজের নিম্নদেশ বা ভূমিতেও লিপি অলঙ্করণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত নক্‌শার পটভূমি বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত। গম্বুজের অভ্যন্তরের এই ধরনের গাত্রালঙ্কারের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব রহিয়াছে। এই ধরনের অলঙ্করণ ঐ একই সময়ের দাক্ষিণাত্যের বাহমনী রাজ্যের গুলবার্গায় ফিরোজশাহের (মৃঃ ১৪২২) এবং বিদারের আস্তরে অবস্থিত বাহমনী শাসক আহমদ শাহ ওয়ালীর (মৃঃ ১৪৩৬) সমাধিদ্বয়ের গম্বুজের অনুরূপ অলঙ্করণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। উৎস সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এই ধরনের অলঙ্করণের সহিত পারস্যের কুমের ইমাম জাদা আলী বিন জাফর (১৩৩১-৩৯), সুলতানিয়ার উলজাইতুর (১৩০৫-১৩) এবং ভারামিনের জামি মসজিদের গম্বুজ অভ্যন্তরের অলঙ্করণের অপূর্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে আলোচ্য সমাধিসৌধের গম্বুজ অভ্যন্তরস্থ এই ধরনের অলঙ্করণ বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে।

এই সমাধিভবনের গাত্রালঙ্কারে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে।[৬] খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) কর্তিত পলেস্তারার নক্‌শা এইভাবে রঙিন টালির কর্তিত টুকরা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। উল্লেখ্য, নক্‌শা চক্রকে এইভাবে রঙিন টালির টুকরা দ্বারা সজ্জিত করিবার রেওয়াজ খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের পারস্যে প্রচলিত ছিল।[৭] বর্তমানে এই সমাধির রঙিন টালি নক্‌শার খুব বেশি কিছু অবশিষ্ট না থাকিলেও ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের সময়

www.pathagar.com

রঙিন টালির টুকরা দ্বারা অলঙ্কৃত নক্‌শা চক্র কানিংহামের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।[৮] গম্বুজের পিপার বপ্রে (parapet) রঙিন টালিতে সৃষ্ট ক্রুশ নক্‌শার দুই-একটি এখনো দৃষ্টিগোচর হয়। গম্বুজের পিপা (drum) গাত্রেও রঙিন টালি দ্বারা সৃষ্ট ছয়-পাপড়ী বিশিষ্ট ফুল নক্‌শার এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। লালবর্ণের পলেস্তারার আস্তরণের উপর নীল টালির ফুল নক্‌শা একদা চমৎকার বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সমাধিসৌধের শীর্ষদেশের রঙিন টালি অলঙ্করণের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এই ইমারতের বহির্বেষ্টনীর প্রবেশ পথেও রঙিন টালির সরু পাড় নক্‌শা ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৯]

২। মুহাম্মদ শাহ্ সৈয়দের সমাধি (আলোকচিত্র : ৮৯)

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

সৈয়দ বংশের তৃতীয় শাসক মুহাম্মদ শাহ্ সৈয়দ (১৪৩৪-৪৫)-এর সমাধি বর্তমানে দিল্লীর লোদী উদ্যানে অবস্থিত। এই সমাধিভবনটি ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই বংশের চতুর্থ এবং শেষ সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ্ (১৪৪৫-৫১) কর্তৃক নির্মিত হয়।[১০]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

ইহা এক গম্বুজবিশিষ্ট একটি অষ্টভুজী সমাধি। গঠনশৈলী ও আকৃতির দিক হইতে এই সমাধিসৌধের সহিত উপরে বর্ণিত মোবারক শাহ্ সৈয়দ (১৪২১-৩৪) -এর সমাধির বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে বিধায় ইহার গঠন বর্ণনার খুব একটা প্রয়োজন নাই। তবে কয়েকটি বিষয়ে এই সমাধিভবনটি পূর্বোক্ত সমাধিসৌধ হইতে কিছু গুণগত পার্থক্য নির্দেশ করে। যেমন ছত্রী এবং গম্বুজসহ মুহাম্মদ শাহ্ সৈয়দের সমাধির উচ্চতা অনেক বেশি। ফলে আনুপাতিকভাবে এই সমাধিসৌধের আকৃতিও বড়। ইহা ছাড়াও ঘোরানো বারান্দার কোণায় অতিরিক্ত আটটি ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ সংযোজন ইহার সার্বিক গঠনশৈলীতে কিছুটা বৈচিত্র আনয়ন করিয়াছে। গম্বুজের শীর্ষদেশে উল্টানো পদ্ম নক্‌শার সংযোজন হিন্দু অলঙ্করণ রীতির প্রভাবকেই পরিস্ফুট করে।

সমাধিকক্ষে আটটি বাঁধানো কবর রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি সম্ভবত মুহাম্মদ শাহ্ সৈয়দের এবং বাকিগুলি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। লক্ষণীয়, এই সমাধিভবনের পশ্চিম দেওয়ালে কোন মিহরাব সংযোজিত হয় নাই।

অলঙ্করণ

অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত সমাধিসৌধের সহিত এই সমাধিসৌধের যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সমাধির বহির্দেশে কোন গাত্রালঙ্কার নাই। তবে ছত্রী, ক্ষুদ্র বুরুজ ইত্যাদির সংযোজন এই ইমারতের আঙ্গিক সৌন্দর্য বর্ধনে অবদান রাখিয়াছে। গম্বুজ পিপা (drum)-এর বপ্রে (parapet) সন্নিবেশিত পত্রাকার নক্‌শায় (merlon) “আল্লাহ” শব্দটি উৎকীর্ণ। ঘুরানো বারান্দার ভিতরের ছাদে কোন প্রকার লিপি

www.pathagar.com

অলঙ্করণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অভ্যন্তর ভাগের কিছু কিছু অংশে যেমন, গম্বুজ গর্ভের কর্তিত পলেস্তারার অলঙ্করণের (আলোকচিত্র : ৯০) প্রাধান্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মন্তব্য

স্বল্পকালীন স্থায়ীত্বের কারণে সৈয়দ বংশীয় সুলতানদের দ্বারা নতুন স্থাপত্য রীতির বিকাশ ও পরিপুষ্টি সম্ভব ছিল না। তথাপি এই অল্পসময়ের মধ্যে দুইটি অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের মাধ্যমে সৈয়দ বংশীয় শাসনামল (১৪১৪-৫১) সমাধি স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। নির্মাণ ক্ষেত্রে প্রকৌশলগত বা কারিগরী কোন বিপ্লব সাধিত না হইলেও ভারতে সমাধি স্থাপত্যের বিকাশ ধারায় উপরোক্ত সমাধিদ্বয় নব জীবন সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছিল। অর্ধশতাব্দী পূর্বে নির্মিত খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি অনুকরণে যে ইহারা নির্মিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গঠনশৈলীর বৈচিত্রের প্রেক্ষিতে আলোচ্য সমাধিদ্বয় খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি অপেক্ষা অধিক গুণগত মানের অধিকারী। উচ্চতার দিক দিয়া খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি এই সমাধিদ্বয়ের সমকক্ষ নহে। ফলে ইহাদেরকে অনেক দূর হইতেই চোখে পড়ে। গম্বুজ পিপায় (drum) এবং ঘুরানো বারান্দার কোণে ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজের সংযোজন মুহাম্মদ শাহের সমাধিকে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব দান করিয়াছে। খান-ই-জাহানর সমাধিতে ঘুরানো বারান্দার উপর স্থাপিত অনুচ্চ গম্বুজের চাইতে এই দুই ক্ষেত্রে একই স্থানে ভারতীয় স্থাপত্যের ছত্রীর ব্যবহার এই সমাধি ভবনদ্বয়কে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

বস্তুত উপরিউক্ত সমাধিদ্বয়কে তুগলক আমলের নিরাভরণ এবং সামরিক ছাপযুক্ত স্থাপত্য শৈলীর বিরুদ্ধে বিশেষ এক প্রকার প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসাবেও গণ্য করা যাইতে পারে। প্রকাশ থাকে যে, শেখ কবির উদ্দিনের সমাধি নির্মাণের মাধ্যমে তুগলক আমলের শেষের দিকেই এই বিশেষ ভাবধারার কিছুটা বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছিল।[১১]

মসজিদ

সৈয়দ বংশীয় শাসনামলে নির্মিত বৃহৎ কোন জামে মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে একটি ছোট আকৃতির মসজিদ এই আমলে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। নিম্নে এই মসজিদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হইল।

কোটলা মোবারকপুরের মসজিদ

নির্মাণকাল

কোটলা মোবারকপুরের মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধিসৌধের বেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে এই মসজিদটি অবস্থিত। সমাধি ভবনটির সামান্য পশ্চিমে মসজিদটির

www.pathagar.com

অবস্থান। ইহার নির্মাণ তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাণকাল লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। কার স্টিফেন ইহাকে সৈয়দ আমলের (১৪১৪-৫১) বলিয়া মনে করেন।[১২] জাফর হাসানের মতে ইহার নির্মাণকাল ১৪৩৩-৩৪ খ্রিস্টাব্দ।[১৩] অর্থাৎ ইহা নিকটবর্তী মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধির সমসাময়িক। সমাধিভবনের সন্নিকটে মসজিদটির অবস্থান হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মসজিদটি হয়তবা মোবারক শাহের সমাধির একটি স্বাভাবিক সংযুক্ত (annexe) ইমারত হিসাবেই নির্মিত হইয়াছিল।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাল বা পিণ্ড পাথর। ইহার দৈর্ঘ্য ৬৪ ফুট ৯ ইঞ্চি (১৯.৭২ মি.) এবং প্রস্থ ২৯ ফুট ৪ ইঞ্চি (৮.৯৩ মি.)। উল্লেখ্য, মসজিদটির কোন সাহন এবং রিওয়াক নাই। মসজিদের নামায গৃহটি দুই আইলে বিভক্ত। পূর্বদিকে রহিয়াছে পাঁচটি খিলান পথ। এই খিলানসমূহের উপর সংযুক্ত হইয়াছে ছাঁইচ বা চাজ্জা। মসজিদের ছাদে রহিয়াছে তিনটি গম্বুজ। ইহাদের মধ্যে মাঝেরটি আকারে বড়।

অলঙ্করণ

অলঙ্করণের দিক হইতে বিচার করিলে মসজিদটিকে নিরাভরণই বলা চলে। মসজিদের অভ্যন্তরে রহিয়াছে পলেস্তারার আচ্ছাদন। মসজিদ গৃহমুখের (facade) খিলানসমূহের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) রহিয়াছে পলেস্তারায় উৎকীর্ণ লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত নক্‌শা বলয়। এইগুলি এক সময় জেল্লাদার (glazed) ক্ষুদ্র রঙিন টালির টুকরা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।[১৪] ইহা ছাড়াও বপ্র এবং চাজ্জার মধ্যবর্তী স্থলে বর্গাকার নীল বর্ণের টালির একটি পাড় বা পট্টি উত্তর-দক্ষিণে মসজিদটির সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া বিস্তৃত ছিল।[১৫]

লোকায়ত ইমারত

সৈয়দ আমলে নির্মিত মাদ্রাসা, রাজপ্রাসাদ এবং দুর্গ-নগরীর নিদর্শন বিদ্যমান না থাকিলেও তারিখ-ই-মোবারক শাহীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ আমলে অন্তত দুইটি নগরী নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের একটি খিজিরাবাদ এবং অন্যটি মোবারকবাদ।[১৬] উভয় নগরীই যমুনা তীরে অবস্থিত ছিল। তবে বর্তমানে ইহাদের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৫।

২. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

৩. আর. এ. জয়রাজভয়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬, পাদটিকা নং ৪৯।

৪. মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৫৭।

৫. এই সমাধির লিপি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফীকউল্লাহ্‌, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩-৯৫।

৬. এই সমাধির টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

৭. ওকতাই আসলানাপা, টারকিশ আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার, (লন্ডন, ১৯৭১), পৃ. ২৭১।

৮. আ. সা. ই. রি. খণ্ড ২০, পৃ. ১৫৩।

৯. এইচ, সি. ফ্যান্‌শ, দিল্লী, পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, (লন্ডন, ১৯০২). পৃ. ২৪৫।

১০. মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৩১; জন মার্শাল, কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।

১১. উপরে দেখুন : পৃ.

১২. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

১৩. জাফর হাসান, লিস্ট, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩।

১৪. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

১৫. ঐ।

১৬. হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৮; কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

লোদী আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

সৈয়দ বংশীয় শাসনের শেষ দিকে অরাজকতা এবং বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করিলে এই বংশের শেষ শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৩-৫১) বাহলুল লোদী (১৪৫১-৮৮) নামক জনৈক আফগান তুর্কীর হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ভাতার বিনিময়ে উত্তর ভারতের বদাউন নামক স্থানে স্বপরিবারে চলিয়া যান।[১] ইহার ফলশ্রুতিতে ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে বাহলুল লোদী কর্তৃক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশ পঁচাত্তর বৎসরকাল স্থায়ী হয়। এই সময়ে স্থাপত্য বিষয়ক কর্মকাণ্ড বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইলেও সম্ভবত অর্থাভাবে নতুন নগরী, দুর্গ-প্রাসাদ বা বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। এই সময়ে দুই-একটি মসজিদ নির্মিত হইলেও প্রধান স্থাপত্য ক্রিয়াকলাপ সমাধিসৌধ নির্মাণকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইতে থাকে। ফলশ্রুতিতে লোদী শাসনামলে (১৪৫১-১৫২৬) এত অধিক সংখ্যক সমাধিসৌধ নির্মিত হয় যে, দিল্লী এবং ইহার উপকণ্ঠ তৈমুরীয়দের মধ্য এশিয়ার রাজকীয় সমাধি ক্ষেত্র শাহ-ই-জিন্দ এর রূপ পরিগ্রহ করে।

ধর্মীয় ইমারত

সমাধিসৌধ

লোদী শাসনামলে সমাধিসৌধ নির্মাণের বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করায় এই বিষয়টিই প্রথমে আলোচনা করা যাক। নির্মাণ শৈলীর প্রকারভেদে এই সময়ে বর্গাকার এবং অষ্টভুজী এই দুই প্রকারের সমাধি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লক্ষণীয়, ইহাদের মধ্যে অষ্টভুজী সমাধি শাসকদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অন্যদিকে বর্গাকার সমাধিগুলি সভাসদ ও অমাত্যবর্গের মরদেহ ধারণ করিত।[২] উল্লেখ্য, লোদী বংশের শাসকগণ আগ্রা হইতে শাসন কার্য পরিচালনা করিলেও তাঁহাদের মৃতদেহ সমাহিত হইত দিল্লীতে।[৩] এই ব্যবস্থার ফলে দিল্লী ও ইহার উপকণ্ঠে লোদী বংশীয় শাসক, মন্ত্রী এবং অমাত্যগণের প্রায় পঞ্চাশটিরও অধিক সমাধি আজও বিদ্যমান।

www.pathagar.com

লোদী শাসনামলে যে সমস্ত সমাধি বর্গাকার (রেখাচিত্র : ৩৭) পরিকল্পনায় নির্মিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

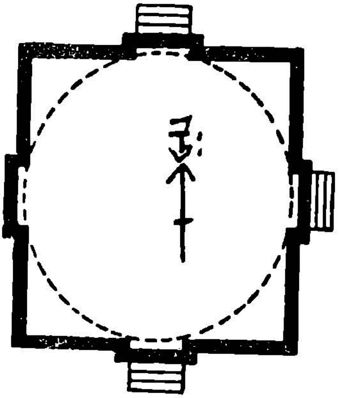

রেখাচিত্র : ৩৭। প্রতিরূপ (typical) বর্গাকৃতি সমাধি : ভূমি নক্‌শা

১। কালিখান কা গুম্বদ[৪] (আলোকচিত্র : ৯১)

নির্মাণকাল

কালিখান কা গুম্বদ বা কালিখানের গম্বুজ দিল্লীর কোটলা মোবারকপুরে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা বাহলুল লোদীর (১৪৫১-৮৮) জনৈক সভাসদ মোবারক খানের সমাধি। স্মর্তব্য, বাহলুল লোদীর দরবারে মোবারক খান নামক দুইজন সভাসদ ছিলেন। আলোচ্য সমাধিতে সমাহিত মোবারক খান সম্ভবত বাহলুল লোদীর রাজসভার অন্য একজন প্রভাশালী সভাসদ দরিয়া খান লোহানীর পিতা।[৫] এই সমাধি সৌধের মিহরাবের উপর স্থাপিত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই সমাধি ভবনটি ৮৮৬ হি. অর্থাৎ ১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে বাহলুল লোদীর শাসনামলে (১৪৫১-৮৮) নির্মিত হয়।[৬]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

বর্গাকার পরিকল্পনায় সমাধিসৌধটি নির্মিত। ইহার নির্মাণকার্যে তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপরে আরোপ করা হইয়াছে পলেস্তারার আচ্ছাদন। ইমারতটির দেওয়াল বহির্গাত্রে সামান্য অবনমন (batter) তুগলক স্থাপত্যের ক্ষীণ প্রভাবকেই প্রতিফলিত করে। সমাধিভবনটির উপর নির্মিত হইয়াছে একটি গম্বুজ এবং ইহার উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দেওয়ালে রহিয়াছে একটি করিয়া খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথের খিলানগুলি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট। ইহারা দেওয়াল হইতে

www.pathagar.com

কিঞ্চিৎ বহির্গত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। ইমারতটির বহির্গাত্র অনুভূমিক (horizontal) স্ফীত সরলরেখার নক্‌শার সাহায্যে দ্বিধা বিভক্ত। এই বিভক্তি রেখার উপরে এবং নিচে খিলানকৃতি কুলঙ্গী নির্মাণের মাধ্যমে এই একতলাবিশিষ্ট ইমারতের আলাই দরওয়াজার মতো দ্বিতল ইমারতের ছাপ দেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইমারতের অভ্যন্তরে রহিয়াছে তাল বা পিণ্ড প্রস্তরে (rubble) নির্মিত দুইটি কবর। ইহাদের উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার প্রলেপ। কবর দুইটি বর্তমান প্রায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অলঙ্করণ

ইমারতটির বহির্গাত্রের অলঙ্করণের মধ্যে লিপি নক্‌শা সম্বলিত চক্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট কালেমা সম্বলিত এই সমস্ত লিপিচক্র প্রধানত প্রবেশ পথের খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) তে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমারতের অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণের জন্য লতা পাতা এবং লিপি নক্‌শার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। একই ধরনের অলঙ্করণ প্রবেশ পথের ভিতরের দিকের এবং মিহরাবের খিলান মুখে (face of the arch) ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট এই খিলানগুলির নিজের স্তরকেই এই ধরনের অলঙ্করণের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উপরের খিলান এবং স্কুইঞ্চ খিলান 'ছুবহান আল্লাহ' কলেমা বা 'আল্লাহ' ইত্যাদি শব্দ সম্বলিত লিপি অলঙ্করণ চক্র দ্বারা অলঙ্কৃত। মিহরাবের উপরে তরঙ্গায়িত রেখার একটি অনুভূমিক (horizontal) পাটাভাগ (panel) লক্ষ্য করা যায়। এই তরঙ্গায়িত রেখার ভাঁজে ভাঁজে 'আল্লাহ্' শব্দটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। এই ইমারতের পলেস্তারার আবরণের উপর এক সময় জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির অলঙ্করণ ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।[৭] বর্তমানে ইহার সামান্য চিহ্ন বিদ্যমান। লোদী আমলের নির্মাণ তারিখ সম্বলিত বর্গাকার সমাধির মধ্যে সম্ভবত ইহাই প্রাচীনতম।

২। বাহলুল লোদীর সমাধি

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই সমাধিভবনটি হযরত নাসিরুদ্দিন মাহমুদ রওশন চিরাগ-ই-দিল্লীর সমাধির বহির্বেষ্টনীর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। বাহলুল লোদীর পুত্র নিযাম খান (যিনি পরবর্তীকালে সিকান্দার লোদী নামে পরিচিত হন) কর্তৃক ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধি সৌধটি নির্মিত হয়। তবে জন মার্শাল এই ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[৯] একদা এই সমাধি ভবনটি 'জুধবাগ' নামক উদ্যানে অবস্থিত ছিল।[১০] বর্তমানে এই উদ্যানের কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই। এখানে এই ইমারতের চারিদিকে অপরিকল্পিতভাবে বসত-বাড়ি গড়িয়া ওঠায় সমাধি ভবনটির পূর্ণ ফটোগ্রাফ গ্রহণও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধিটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত।[১১] ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪৪ ফুট (১৩.৪১ মি.)। ইহা নির্মাণে তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। ইমারতটির উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের বাহুতে তিনটি করিয়া খিলান পথ রহিয়াছে। খিলানগুলি দ্বি-স্তরবিশিষ্ট। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে একটি মিহরাব এবং ইহার উভয়পার্শ্বে রহিয়াছে একটি করিয়া খিলান পথ। ইমারতটির উপর পাঁচটি গম্বুজ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারিকোণার চারিটি সমতল পৃষ্ঠবিশিষ্ট এবং মধ্যস্থলেরটি শিরাল। ইহা নিঃসন্দেহে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য। সমাধিসৌধের অভ্যন্তরে দুইটি সমাধি রহিয়াছে। ইহাদের একটি পুরুষের অন্যটি মহিলার।

অলঙ্করণ

এই সমাধি ভবনের গাত্রালঙ্কারের জন্যও লিপি নক্‌শার ব্যবহার করা হইয়াছে। বাহিরের দিকে খিলানের উপরের স্তরে উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের আয়াত। পলেস্তারার আস্তরণ কাটিয়া এই সমস্ত নক্‌শা তৈয়ার করা হইয়াছে। খিলানসমূহের বাহিরের দিকের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) একদা লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত চক্র দ্বারা শোভিত ছিল। অভ্যন্তরে মিহরাবের একই স্থানেও রহিয়াছে অনুরূপ অলঙ্করণ। এক সময়ে লিপি অলঙ্করণ চক্রের সহিত টালি নক্‌শার সমন্বয় ঘটানো হইয়াছিল।[১২] এই মত সমর্থনযোগ্য, কেননা ইমারতটির নিকটস্থ আবর্জনা স্তূপে লেখক বেশ কয়েকটি নীল বর্ণের টালির টুকরার সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

৩। শীস গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯২)

নির্মাণকাল

বড় গুম্বদ মসজিদের কিছু উত্তরে দিল্লীর লোদী উদ্যানে এই সমাধিসৌধটি অবস্থিত। ইমারতের অভ্যন্তরে আটটি কবরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কবরগুলি নাম ফলকবিহীন হওয়ায় সমাহিত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে কিছু জানার উপায় নাই। সমাধি ভবনটির নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলা লিপিও পাওয়া যায় না। আর. নাথ ইহার নির্মাণকাল আনুমানিক ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া মনে করেন।[১৩] অপরদিকে ওয়াই, ডি. শর্মা ইমারতটিকে সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)-এর শাসনামলে নির্মিত বলিয়া মনে করেন।[১৪] তবে এই সমাধিসৌধটি যে লোদি আমলের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধিসৌধটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। নির্মাণ কার্যে তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ।

www.pathagar.com

এই আস্তরণ অবশ্য এখন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ইমারতের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে দেওয়াল হইতে বহির্গত আয়তাকার কাঠামোয় স্থাপিত হইয়াছে একটি করিয়া খিলান পথ। পশ্চিমের দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। ইমারতটির বহির্গাত্র অনুভূমিক (horizontal) স্ফীত সরলরেখার নক্‌শা দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। এই রৈখিক অলঙ্করণের উপরে এবং নিচে খিলান সম্বলিত কুলঙ্গীর সুশৃঙ্খল বিন্যাস একতলাবিশিষ্ট এই ইমারতটিকে দ্বিতল ভবনের আঙ্গিকতা প্রদান করিয়াছে।

অলঙ্করণ

ইমারতটির অভ্যন্তরের অলঙ্করণের জন্য কর্তিত পলেস্তারায় লিপি নক্‌শা চক্রের বহুল ব্যবহার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ গাত্রে আলঙ্কারিক চক্রে লিপি নক্‌শার বিন্যাস খুবই সুরুচিপূর্ণ। বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহারে এইগুলি খুবই বৈচিত্রময় হইয়া উঠিয়াছে। জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির সীমিত ব্যবহার এই ইমারতের গাত্রালঙ্কারের মান অনেকাংশে বাড়াইয়া দিয়াছে।[১৫] প্রধানত তিনদিকের প্রবেশ পথে এই ধরনের অলঙ্করণ কেন্দ্রীভূত। হাল্কা এবং গাঢ় নীল এই দুই প্রকার টালির ব্যবহারই চোখে পড়ে। কিছু সংখ্যক সাদা টালির উপর হালকা নীল বর্ণের লতা-পাতার নক্‌শাও পরিলক্ষিত হয়। ফোগেল অবশ্য এই ইমারতে সাদা এবং সবুজ টালির অলঙ্করণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১৬] তবে লেখকের জরীপে ঐ দুই প্রকার টালির ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বলা বাহুল্য, চমৎকার রঙিন টালির অলঙ্করণের জন্য এই ইমরাতকে শিস (কাঁচ) গুম্বদ বা রঙিন টালি অলঙ্কৃত গুম্বদ বলা হইত। অবশ্য শিস গুম্বদ নামকরণ হইতে ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে যে, বর্তমানে রঙিন টালি অলঙ্করণের চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলেও একদা হয়ত ইহা গম্বুজ জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল।

৪। দাদী কা গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯৩)

নির্মাণকাল, ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটি দিল্লী-মেহেরলী সড়ক হইতে হাউজ-ই-খাস এলাকায় যাওয়ার রাস্তার উত্তরদিকে অবস্থিত। এই সমাধিভবনের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। গঠনশৈলীর দিক হইতে ইহাকে লোদী আমলে (১৪৫১-১৫২৬) নির্মিত ইমারত বলিয়াই ধারণা করা হয়। উপরে বর্ণিত সমাধিগুলির মতো ইহাও একটি বর্গাকৃতি সমাধিসৌধ। ইহা তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত। ইহার উপরে ব্যবহার করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাহুতে রহিয়াছে খিলান পথ। পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। ইমারতটির শীর্ষে নির্মাণ করা হইয়াছে একটি অতিকায় গম্বুজ। খিলান সম্বলিত কুলঙ্গীর চাতুর্যপূর্ণ বিন্যাস এই একতলাবিশিষ্ট ইমারতটিকে একটি ত্রি-তল ভবনের আঙ্গিকতা প্রদান করিয়াছে। সমাধিভবনের অভ্যন্তরে নামফলক বিহনী ছয়টি কবর রহিয়াছে। স্থানীয়ভাবে এই সমাধিভবনটি বিবি অথবা গুম্বদ বলিয়াও পরিচিত।

www.pathagar.com

অলঙ্করণ

সমাধিভবনটির বহির্গাত্রে কোন প্রকার অলঙ্করণ না থাকিলেও অভ্যন্তর ভাগে ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। গম্বুজের ভিতরের গাত্রের শীর্ষ দেশ কর্তিত পলেস্তারার লিপি অলঙ্করণ চক্র বা বৃত্ত দ্বারা শোভিত। খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি(Spandrel)-তে উৎকীর্ণ হইয়াছে মামুলী ধরনের লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত চক্র। তবে পলেস্তারার আস্তরণ যুক্ত মিহ্‌রাবে কোন প্রকার অলঙ্করণ বিন্যাস লক্ষ্য করা যায় না।

৫। বড়া গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯৪)

দিল্লীর লোদী উদ্যানে এই বিরাট ইমারতটি অবস্থিত। সৈয়দ বংশীয় শাসক মুহাম্মদ শাহ সৈয়দ (১৪৩৪-৪৫) এর সমাধির প্রায় তিনশত মিটার উত্তর-পূর্বে এই ইমারতটি অবস্থিত। ইহার উত্তর প্রান্তের কিছূ অংশ ঘেষিয়া নির্মিত হইয়াছে একটি মসজিদ যাহা স্থানীয়ভাবে বড়া গুম্বদ মসজিদ বলিয়া পরিচিত।[১৭]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

ইমারতটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহা নির্মাণে ধূসর গ্রানাইট পাথর ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার চারি দেওয়ালে রহিয়াছে চারিটি খিলান পথ। এই খিলানগুলিতে সর্দল এবং ঠেক্‌না (bracket) ব্যবহার করা হইয়াছে। ইমারতটির উপরে রহিয়াছে একটি বিরাট আকারের অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ। গম্বুজটি একটি দ্বাদশ বাহুবিশিষ্ট পিপার উপর স্থাপিত। গম্বুজের শীর্ষদেশ প্রস্ফুটিত পদ্মকোষ দ্বারা অলঙ্কৃত। ইমারতের চারিকোণায় সংযোজিত হইয়াছে চারিটি ক্ষুদ্র মিনার। যদিও ইমারতটি একতলাবিশিষ্ট তথাপি ইহার বহির্গাত্রে খিলান সম্বলিত দুই সারি কুলঙ্গীর ব্যবহার ইহাকে একটি দ্বিতল ভবনের আঙ্গিকতা প্রদান করিয়াছে।

অলঙ্করণ

ইমারতটির অলঙ্করণ খুবই সাধারণ ধরনের। বহির্গাত্রে অনুভূমিক স্ফীত সরল রেখার নক্‌শা, খিলান সম্বলিত কুলঙ্গী ইত্যাদিকে অলঙ্করণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যাইতে পারে। ইমারতটির ধূসর গ্রানাইটের গাত্রে লাল বেলে পাথরের সর্দল এবং ঠেকনা (bracket) কিছুটা বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগে প্রত্যেক প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের দেওয়ালে সন্নিবেশিত খিলানাকৃতি কুলঙ্গীসমূহও অনেকাংশে অলঙ্করণের ভূমিকা পালন করিয়াছে। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের গাত্র রঙিন নক্‌শা চক্র দ্বারা অলঙ্কৃত।

নির্মাণের উদ্দেশ্য

মসজিদ সংলগ্ন বড়া গুম্বদ নামের এই ইমারতটি কি উদ্দেশ্যে নির্মিত হইয়াছিল তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে কোন কবর নাই। এই জন্য অনেকে

www.pathagar.com

ইহাকে এই ইমারত সংলগ্ন মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ বলিয়া অনুমান করেন।[১৮] কিন্তু গঠনশৈলী, আঙ্গিক বিরাটত্ব, নির্মাণ উপাদানের বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি বিশ্লেষণে এই ইমারত ও তৎসংলগ্ন মসজিদকে সম্পূর্ণ আলাদা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। মসজিদ নির্মাণে তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) এবং তাহার উপর পলেস্তারার আস্তরণ ব্যবহার করা হইয়াছে। অপরদিকে বড়া গুম্বদ নির্মিত হইয়াছে ধূসরবর্ণের সুখণ্ড গ্রানাইট পাথরে। মসজিদে রহিয়াছে কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট অলঙ্করণের প্রাধান্য; অপরদিকে বড় গুম্বদে রহিয়াছে খোদিত প্রস্তর শিলালিপি। আকারে বড়া গুম্বদ এতই বিরাট যে, ইহা ঐরূপ একটি ছোট মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ হইতে পারে না। ইহাকে প্রধান প্রবেশপথ হিসাবে ধরিয়া লইলেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, এই বিরাট প্রবেশ পথটি মসজিদের পূর্বদিকে না হইয়া মসজিদের দক্ষিণ দিকে নির্মিত হইল কেন ? দক্ষিণ এবং পূর্ব দিক হইতে বড়া গুম্বদে প্রবেশের জন্য কোন সিঁড়ির বন্দোবস্ত নাই। কেবলমাত্র পশ্চিম দিকেই এই ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথ হইলে ইহাতে প্রবেশের জন্য দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকেও সিঁড়ি থাকিত। এই সমস্ত বিবেচনায় বড় গুম্বদকে মসজিদের প্রবেশ পথ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না।

বর্তমানকালে বড়া গুম্বদ এবং তৎসংলগ্ন মসজিদের সংযোগ বিন্যাস বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, মসজিদটিকেই বড়া গুম্বদের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, বড়া গুম্বদ নামের ইমারতটি মসজিদটির অনেক আগেই নির্মিত হইয়াছিল। ইমারতটির অভ্যন্তরে কবর না থাকিলেও কবরের জন্য স্থান বিশেষভাবে চিহ্নিত আছে। লক্ষণীয়, সর্দলে উৎকীর্ণ পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ (যেমন সূরা কাছাছ : আয়াত ৮৫-৮৮ এবং সূরা যুখরূফ : আয়াত ৩৬-৩৮) জীবন-মৃত্যু সম্পর্কিত এবং এইগুলি মসজিদের প্রবেশ পথ অপেক্ষা সমাধি সৌধের জন্যই বিশেষ উপযোগী।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বড়া গুম্বদ নামে পরিচিত ইমারতটি সম্ভবত কোন প্রভাবশালী লোদী সভাসদের সমাধি। আর এই সভাসদ বা অমাত্য হয়ত ইবরাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)-এর সিংহাসনের আরোহণের বিরোধী ছিলেন অথবা সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)-এর 'শাসক আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তার ছায়া' এইরূপ রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।[১৯] এই ধরনের অনেকের প্রতিই সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭) চরম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা যায় যে, বিরুদ্ধাচারী কোন সভাসদ বা অমাত্যের দেহাবশেষ অন্যত্র সরাইয়া প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে ইহাকে মসজিদের প্রবেশ পথে রূপান্তরিত করা হইয়া থাকিবে।

www.pathagar.com

৬। ভুরে খান কা গুম্বদ

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

কোটলা মোবারকপুরের কিছু দক্ষিণে এই সমাধিটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এই ইমারতটি খাসিওয়ালা গুম্বদ বলিয়াও পরিচিত।[২০] ইহা বর্গাকার। প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট (৮.২২ মি.)। ইমারতটি একটি উঁচু বেদীর উপর নির্মিত। ইহা সম্পূর্নরূপে সুখণ্ড (dressed) লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ইহার উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দেওয়ালে রহিয়াছে খিলান পথ। খিলান পথ আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে বসানো। পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি অবতল মিহরাব। ইমারতটির উপরে রহিয়াছ একটি গম্বুজ। অনেকে মনে করেন যে, ইহা ইবরাহীম লোদী (১৫১৭-২৬)-এর প্রধানমন্ত্রী ভুরে খানের সমাধি। ইহা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া না গেলেও গঠনশৈলীর বিবেচনায় ইহাকে লোদী আমলের (১৪৫১-১৫২৬) নির্মাণকার্য বলিয়াই মনে হয়।[২১]

অলঙ্করণ

ইমারতটির বহির্গাত্রে এক সময়ে রঙিন টালি অলঙ্করণ শোভা পাইত।[২২] অভ্যন্তর ভাগে লিপি অলঙ্করণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel)-তে আরব্য ও লিপি নক্‌শা সম্বলিত চক্রের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৭। ছোটি খান কা গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯৫)

নির্মাণকাল, ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটিও কোটলা মোবারকপুরে অবস্থিত। ইহা সম্ভবত ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[২৩] ইহা বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৪৩ ফুট (১৩.১০ মি.)। সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর দ্বারা ইহা নির্মিত। ইহার উপর ছিল পলেস্তারার আস্তরণ যাহা বর্তমানে দেওয়াল গাত্র হইতে পড়িয়া গিয়াছে। অনুভূমিক এবং স্ফীত সরল রৈখিক নক্‌শার উপরে এবং নিচে খিলান সম্বলিত কুলঙ্গীর সুশৃঙ্খল বিন্যাস ইমারতটিতে দ্বিতলবিশিষ্ট ভবনের ছাপ আনিয়া দিয়াছে। লোদী আমলের অন্যান্য বর্গাকৃত সমাধির ন্যায় এইটিতেও উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তিনটি খিলান পথ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ বাহুরটি প্রধান প্রবেশ পথ। পশ্চিম দেওয়ালে সন্নিবেশিত হইয়াছে লাল বেলে পাথরে নির্মিত একটি অবতল মিহরাব। ইমারতটির শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি গম্বুজ। ইমারতের চারিকোণায় রহিয়াছে চারিটি ষড়ভুজী ছত্রী। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেরটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইমারতটির অভ্যন্তরে শিলালিপিবিহীন একটি কবর রহিয়াছে। এই কবরে সমাহিত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় না। অনুমান করা যাইতে পারে যে, ছোটি খান সম্ভবত লোদী রাজদরবারের কোন প্রভাবশালী সদস্য হইবেন।

www.pathagar.com

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের অভ্যন্তর ভাগে যথারীতি কর্তিত পলেস্তারার লিপি এবং আরব্য নক্‌শা গোচরীভূত হয়। এই নক্‌শাগুলিতে গাঢ় লাল, গাঢ় নীল এবং সোনালী রঙের প্রলেপ ব্যবহার করা হইয়াছে। একদা এই ইমারতের বহির্গাত্রে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি অলঙ্করণ শোভা পাইত।[২৪] বিশেষ করিয়া দক্ষিণ দিকের প্রধান প্রবেশপথের খিলান ধারণকারী কাঠামোর ঊর্ধাংশে নীল ও সবুজ বর্ণের বর্গাকার টালির পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস এই প্রবেশ পথকে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। গম্বুজের পিপায় এবং ছত্রীসমূহেও একদা রঙিন টালির অলঙ্করণ ছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে কানিংহাম এই ইমারতের টালি অলঙ্করণের অনেকটাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।[২৫]

মন্তব্য

বর্গাকৃতি সমাধি হিসাবে এই ইমারতটির একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। চারিকোণার ছত্রীর মাঝে সুউচ্চ গম্বুজ ইমারতটির সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহার মোটামুটিভাবে সুটৌল আঙ্গিকের গম্বুজ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অবস্থান্তর পর্যায়ে প্রস্তর নির্মিত পানদানতিফের উপর ন্যস্ত প্রশস্ত স্কুইঞ্চও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্কুইঞ্চের উপর প্রস্তর নির্মিত ঠেক্‌না বা ব্রাকেটের ব্যবহার হিন্দু স্থাপত্য রীতির আংশিক মিশ্রণ ঘটাইবার প্রয়াস হিসাবে প্রতীয়মান। অনুরূপভাবে প্রবেশ পথের খিলানে সর্দল এবং ঠেকনার ব্যবহারকেও দুই স্থাপত্য রীতির সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

৮। বাগ ই আলম কা গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯৬)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই সমাধিসৌধটি দিল্লীর হাউজ-ই-খাস এলাকার সন্নিকটে বর্তমানের গ্রীন পার্কে অবস্থিত। এই সমাধির পশ্চিম দেওয়ালে বহির্গাত্রের একটি ফার্সী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫১৭)। জনৈক সুলতান আবূ সাঈদ কর্তৃক বিখ্যাত সাধক মিঞা শেখ সাহিব আল-দীন তাজ খানের কবরের উপর ৯০৬ হি. অর্থাৎ ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হয়।[২৬] স্থানীয়ভাবে এই সমাধিসৌধকে তাজকান কা গুম্বদও বলা হইয়া থাকে।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধিসৌধটি বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ধূসর বর্ণের সুখণ্ড (dressed) এবং তাল বা পিণ্ড পাথরের (rubble) সংমিশ্রণে এই ইমারতটি নির্মিত। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৪ ফুট ৮ ইঞ্চি (১৬.৬৫) বহির্গাত্রে তিন সারি কুলঙ্গীর অনুভূমিক বিন্যাস এই

www.pathagar.com

ইমারতকে ত্রিতল ভবনের আঙ্গিকতা প্রদান করিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দেওয়ালে সর্দল এবং ঠেকনা সম্বলিত তিনটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ দেওয়ালেরটি প্রধান প্রবেশপথ। এই প্রধান প্রবেশ পথটি একটি বৃহৎ খিলান ধারণকারী সামান্য বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে স্থাপিত। এই প্রধান প্রবেশ পথের উপরে তিনটি ক্ষুদ্র খিলানাকৃতি ফোঁকড় রহিয়াছে। ইহাদের নিচে বসানো আছে একটি ক্ষুদ্র ছাঁইচ বা চাজ্জা। চাজ্জার উভয় পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে খোদাই নক্শা সম্বলিত লাল বেলে পাথরের দুইটি কোণদণ্ড। এই সবগুলির সমন্বয়ে সৃষ্টি হইয়াছে একটি ক্ষুদ্র ঝড়োকা। বর্গাকৃতি সমাধিসৌধে এই ধরনের গঠনশৈলী সম্ভবত ইহাই প্রথম। পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে লাল বেলে পাথরে নির্মিত একটি মিহ্রাব। ইমারতের শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি গম্বুজ। উল্লেখ্য, ইহা একটি দ্বি-খোলাসবিশিষ্ট গম্বুজ (double dome)। অর্থাৎ ইহার বাহিরের বৃহৎ আবরণের অভ্যন্তরেও রহিয়াছে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ। সম্ভবত ভারতে এই ধরনের গম্বুজের ইহাই প্রথম নিদর্শন।[২৭] গম্বুজ শীর্ষে স্থাপন করা হইয়াছে পদ্মকোষ এবং আমলকী। ইহার উপরে বসান হইয়াছে সাদা মার্বেল পাথরের পদ্মফুল বহনকারী একটি শীর্ষদণ্ড। ইমারতটির চারিকোণায় একদা ছিল চারিটি ষড়ভুজী ছত্রী। তবে এইগুলি এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগে নামফলক বিহীন এবং ভগ্ন দশাপ্রাপ্ত কয়েকটি কবর রহিয়াছে।

অলঙ্করণ

এই সমাধি ভবনের গাত্রালঙ্কার বিশেষ আকর্ষণীয়। ইহার মিহ্রাবে এবং গম্বুজের ভিতরের গায়ে অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে লিপি নক্সা। গম্বুজের দ্বিতীয় খোলসের ভিতরের গাত্রের শীর্ষদেশ কর্তিত এবং রঞ্জিত পলেস্তারার লিপিচক্র নক্শা দ্বারা চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। এই ধরনের অলঙ্করণ ইতিপূর্বে ব্যবহৃত অনুরূপ অলঙ্করণ (আলোকচিত্র : ৯০) হইতে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। বহির্গাত্রের অলঙ্করণে স্থান বিশেষে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রধান প্রবেশ পথের উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র ঝড়োকার কুলঙ্গীতে হাল্কা নীল বর্ণের টালি বসানো আছে। লাল বেলে পাথরের সহিত হাল্কা নীল বর্ণের টালির ব্যবহার বর্ণ সমন্বয় সম্পর্কিত সুরুচির পরিচয় বহন করে।[২৮]

৯। বড়ে খান কা গুম্বদ (আলোকচিত্র : ৯৭)

ভূমি নক্শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটি কোটলা মোবারকপুরে অবস্থিত। ইহা ইতিপূর্বে বর্ণিত ছোট খানকা গুম্বদের ৭৫ ফুট (২২.৮৬ মি.) পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৭২ ফুট ৯ ইঞ্চি (২২.১৬ মি.)। ইহা নির্মাণে ধূসর বর্ণের

www.pathagar.com

সুখণ্ড (dressed) এবং তাল বা পিণ্ড পাথর (rubble) উভয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। বহির্গাত্রে তিনসারি কুলঙ্গীর ব্যবহারজনিত কারণে ইহাকে আপাতঃ দৃষ্টিতে ত্রিতল ভবন বলিয়া মনে হয়। ইহার উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব দেওয়ালে তিনটি খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ রহিয়াছে। সর্দল এবং ঠেক্না (bracket) সম্বলিত প্রধান প্রবেশ পথের উপর স্থাপন করা হইয়াছে একটি বহির্গত জানালা (oriel window)। পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। ইমারতের অভ্যন্তরে নামফলকবিহীন পাঁচটি কবর রহিয়াছে। ভবনটির শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি গম্বুজ। ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে পদ্মকোষ, পদ্ম এবং কলসীর শীর্ষদণ্ড (finial)। ইমারতটির চারিকোণায় চারিটি ছত্রী রহিয়াছে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বেরটি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

নির্মাণকাল

এই সমাধিতে ইহার নির্মাণ তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপি নাই। তবে অনেকের মতে ইহা আনুমানিক ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[২৯]

অলঙ্করণ

এই সমাধি ভবনটির বহির্গাত্রে বিশেষ কোন অলঙ্করণ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে অভ্যন্তর ভাগে কুলঙ্গীর খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) এবং স্কুইঞ্চে ব্যবহৃত হইয়াছে আলঙ্করিক নক্শা চক্র। এই নক্শা চক্রগুলির কোনটা কুরআনের আয়াত সম্বলিত আবার কোনটা আরব্য নক্শা সম্বলিত। নক্শাগুলি সবই কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট। পশ্চিম দেওয়ালের মিহরাব লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ইহাতে রহিয়াছে শিকল-ঘণ্টার প্রতীকী নক্শা। গম্বুজের অভ্যন্তর গাত্র রঙিন-পাড় নক্শা এবং শীর্ষদেশ লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত নক্শা চক্র দ্বারা শোভিত।

উপরে বর্ণিত বর্গাকার সমাধিসৌধগুলি ছাড়াও দিল্লীর গ্রীন পার্ক এবং ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় লোদী আমলের আরো কয়েকটি বর্গাকার সমাধির অস্তিত্ব রহিয়াছে। গঠনশৈলী, অলঙ্করণ ইত্যাদিতে তাহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য নির্দেশকারী বৈশিষ্ট্য না থাকায় কেবলমাত্র তাহাদের নামোল্লেখই যথেষ্ট হইবে। এইগুলি হইল : বিরান কা গুম্বদ (ভ্রাতার গম্বুজ); ছোটি গুম্বদ (ছোট গম্বুজ); সাক্রি গুম্বদ (সঙ্কীর্ণ গম্বুজ) ইত্যাদি।[৩০]

১০। মাখদুমা জাহানের সমাধি (আলোকচিত্র : ৯৮)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সৈয়দ বংশীয় শেষ শাসক আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৩-৫১) বাহলুল লোদী নামক জনৈক আফগান তুর্কীর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সপরিবারে বদাউনে চলিয়া যান এবং সেখানে দীর্ঘ আটাশ বৎসর অবস্থান করেন। বদাউনের উপকণ্ঠে এই সময়ে নির্মিত কমপক্ষে ছয়টি বর্গাকার সমাধির

www.pathagar.com

সন্ধান পাওয়া যায়। এইগুলি সৈয়দ বংশের নির্বাসিত সদস্যগণের বলিয়া অনুমান করা হয়।[৩১] মাখদুমা জাহানের সমাধি এইগুলির অন্যতম। নিম্নে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

আলাউদ্দিন আলম শাহর মাতা মাখদুমা জাহানের সমাধি উত্তর ভারতের বদাউন শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই সমাধিভবনের পূর্বদিকের প্রবেশ পথের উপরের একটি ফার্সী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ৮৬৬ হি. অর্থাৎ ১৪৬২ খ্রিস্টাব্দে এই সমাধিসৌধটি আলাউদ্দিন আলম শাহ্ কর্তৃক তাঁহার মাতার জন্য নির্মিত হয়।[৩২]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধি ভবনটির বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহা নির্মাণে প্রস্তরের পরিবর্তে ইট ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৩ ফুট ৪ ইঞ্চি (৭.১১ মি.)। পূর্বদিকের দেওয়ালে রহিয়াছে খিলান সম্বলিত প্রবেশ পথ। ইমারতটির শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি অনুচ্চ গম্বুজ। ছাদের পূর্বদিকের দুই কোণে রহিয়াছে দুইটি ছত্রী। ইহাদের ক্ষুদ্র গম্বুজ চারিটি চতুষ্কোণী স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। সমাধি ভবনের অভ্যন্তরে রহিয়াছে তিনটি কবর। ইহাদের মধ্যে দুইটি মেঝের মধ্যস্থলে এবং অন্যটি মেঝের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। উইলসন মনে করেন যে, এই সমাধিভবনে ক্ষমতাত্যাগী সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-৫১) এবং তাঁহার মাতা শাহ মাখদুমা জাহানকে সমাহিত করা হয়।[৩৩] কিন্তু কানিংহাম ভিন্ন মত পোষণ করিয়া বলেন, আলাউদ্দিন আলম শাহকে বদাউন শহরের পশ্চিমে অন্য একটি সমাধিতে সমাহিত করা হয়।[৩৪]

অলঙ্করণ

এই সমাধি ভবনের অভ্যন্তর ভাগে কোন প্রকার অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হয় নাই। তবে বহির্গাত্রে সমগ্র ভবনটি বেষ্টনকারী তিনটি অনুভূমিক এবং স্ফীত সরল রেখার নক্‌শা লক্ষ করা যায়। শরছিদ্র (arrow slit) বিশিষ্ট বপ্রের (parapet) নিচে একটি এবং প্রবেশ পথের উপরে একটি আলঙ্কারিক পাটাভাগ (panel) রহিয়াছে। এই পাটাভাগ দুইটি বৃত্তাকার চক্র এবং চৌকোণা হীরকদানার নক্‌শা (lozenge) দ্বারা অলঙ্কৃত। এই সমাধি ভবনের গাত্রালঙ্কারের জন্য জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির সীমিত ব্যবহার লক্ষণীয়। এই ইমারতের কার্নিশের তলদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে বর্গাকার নীল টালির একটি আলঙ্কারিক পাড় বা ব্যান্ড। এই বর্গাকার টালিগুলিতে কুফী লিখন পদ্ধতিতে আরবীতে 'আল্লাহ' শব্দটি লিখিত হইয়াছে। রিলিফ পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ায় অক্ষরগুলি ভূমি সমতল হইতে উত্থিত।[৩৫]

www.pathagar.com

মন্তব্য

ক্ষমতা হারাইয়া নির্বাসিত সৈয়দ সুলতানের পক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় তাঁহাকে ইষ্টক নির্মিত সাধারণ মানের বর্গাকার সমাধিতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, বদাউনে প্রাক্তন সৈয়দ সুলতান কর্তৃক নির্মিত এই সমাধিকে লোদী আমলে নির্মিত বর্গাকার সমাধিরই একটি বিশেষ সংস্করণ হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

লোদী শাসনামলে (১৪৫১-১৫২৬) বেশ কিছুসংখ্যাক বর্গাকার সমাধিসৌধ নির্মিত হইলেও এই সময়ে নির্মিত অষ্টভুজী সমাধির সংখ্যা মাত্র একটি। নিম্নে এই অষ্টভুজী সমাধিসৌধের একটি বিবরণ দেওয়া হইল।

১১। সিকান্দার লোদীর সমাধি (আলোকচিত্র : ৯৯)

নির্মাণ ও নির্মাণকাল

এই সমাধিসৌধটি দিল্লীর লোদী উদ্যানে অবস্থিত। ইহা সুলতান ইবরাহীম লোদী কর্তৃক ৯২৩ হি. অর্থাৎ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।৩৬

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই সমাধিসৌধটি অষ্টভুজী পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহা নির্মাণে ধূসরবর্ণের সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছিল পলেস্তারার পাতলা আস্তরণ। ইহার প্রতি বাহুতে তিনটি করিয়া খিলান রহিয়াছে। প্রত্যেক বাহু কোণে সংযোজিত হইয়াছে অবনমন সম্বলিত পোস্তা। ইহা ছাড়াও সমাধি ভবনটিতে প্রস্তর নির্মিত ছাঁইচ বা চাজ্জার ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সমাধিসৌধের অষ্টভুজী সমাধি কক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে একটি অষ্টভুজবিশিষ্ট ঘুরানো বারান্দা। বারান্দায় জোড়া স্তম্ভের উপর খিলান ন্যস্ত করা হইয়াছে। সমাধি কক্ষের প্রবেশ পথের খিলান সর্দল সম্বলিত। সমাধি ভবনের শীর্ষদেশে রহিয়াছে একটি অতিকায় গম্বুজ। গম্বুজটি দ্বি-খোলসবিশিষ্ট। গম্বুজটির পিপা (drum) ষোল বাহুবিশিষ্ট। পিপার প্রতি কোণে সংযোজিত হইয়াছে ক্ষুদ্রাকৃতি বুরুজ। ইমারতটি এক সময়ে ছিল ছত্রী শোভিত। তবে বর্তমানে সেগুলি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

সিকান্দার লোদীর অষ্টভুজী সমাধি সৈয়দ আমলে (১৪১৪-৫১) নির্মিত অষ্টভুজী সমাধিদ্বয়ের (মোবারক শাহ সৈয়দ এবং মোহাম্মদ শাহ সৈয়দ-এর সমাধি) ন্যায় বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত নহে। সিকান্দার লোদীর সমাধি একটি উত্থিত ভিটির উপর নির্মিত। ইহা একদা বর্গাকার উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই উদ্যানে পরিবেষ্টিত সমাধিসৌধের চারিদেকে ছিল বেষ্টনী প্রাচীর। এই বেষ্টনী প্রাচীরের (রেখাচিত্র : ৩৮) পশ্চিম বাহুটি কার্যত ছিল মিহরাব সম্বলিত একটি মসজিদ প্রাচীর। বেষ্টনী প্রাচীরের

www.pathagar.com

দক্ষিণ বাহুর মধ্যস্থলের বহির্ভাগে নির্মিত হইয়াছিল প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি সুদৃশ্য প্রবেশ পথ।

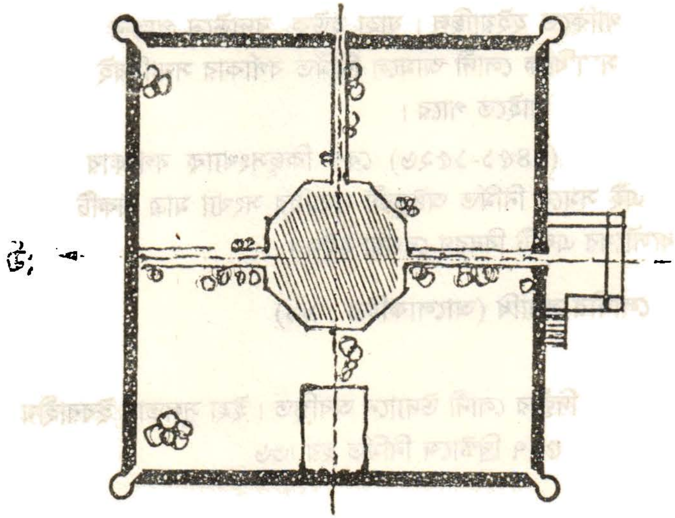

রেখাচিত্র : ৩৮। সিকান্দার লোদীর সমাধি (বেষ্টনী প্রাচীরে প্রবেশ পথসহ) : ভূমি নক্‌শা

অলঙ্করণ

সমাধি ভবনের অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জায় চিত্রন শিল্পের ব্যাপক প্রয়োগ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খিলানের তিনদিকে ঘি রঙের পটভূমিতে নীল, সবুজ এবং লাল রঙের ফুলেল নক্‌শা অত্যন্ত দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই নক্‌শাগুলির চিত্রন কার্য এতই নিঁখুত যে, ফোগেলের ন্যায় এইগুলিকে টালি অলঙ্করণ বলিয়া ভুল করা খুবই স্বাভাবিক।[৩৭] খিলানগুলির খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) গোলাকার চক্রে কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট করা হইয়াছে ফুল এবং লিপি নক্‌শা। বহির্গাত্রের অলঙ্করণে একদা জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছিল।[৩৮] গম্বুজের পিপা (drum), পিপায় সংযুক্ত ক্ষুদ্র বুরুজ এবং পিপার বপ্রে (parapet) এক সময় বিদ্যমান ছিল নীল, সবুজ এবং হলুদ টালির চমৎকার নক্‌শা। তবে বর্তমানে এই টালি নক্‌শার বর্ণ বৈচিত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমাধির বেষ্টনী প্রাচীরের দক্ষিণ বাহুতে বিশেষভাবে নির্মিত প্রবেশ পথের ছত্রীদ্বয়ে রঙিন টালির অলঙ্করণ এখনও বিদ্যমান।

মন্তব্য

সৈয়দ আমলে (১৪১৪-৫১) নির্মিত অষ্টভুজী সমাধি হইতে এই অষ্টভুজী সমাধি গঠনশৈলীর দিক হইতে খুব উন্নতমানের না হইলেও উদ্যান পরিবেষ্টনীর মধ্যে ইহার

www.pathagar.com

অবস্থান এই সমাধিসৌধটির জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ আবহ সৃষ্টি করিয়াছে। সম্ভবত ইহাই মুসলিম ভারতের প্রথম উদ্যান পরিবেষ্টিত সমাধিসৌধ।[৩৯] ইহা ছাড়াও তুগলকদের সুরক্ষিত সমাধিসৌধ এবং মুগলদের মনোমুগ্ধকর উদ্যান পরিবেষ্টিত সমাধিসৌধের মধ্যে সিকান্দার লোদীর সমাধিসৌধটি রচনা করিয়াছে একটি চমৎকার সেতু বন্ধন।

বর্গাকার এবং অষ্টভুজী সমাধি নির্মাণের পাশাপাশি লোদী আমলে কিছু সংখ্যক চন্দ্রাতপ সমাধি (tomb pavilion) ও নির্মিত হইয়াছিল। নিম্নে এইরূপ চন্দ্রাতপ সমাধির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল।

১২। হযরত ইউসুফ কাত্তালের চন্দ্রাতপ সমাধি

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

এই চন্দ্রাতপ সমাধিটি তুগলক আমলে নির্মিত খিড়কী মসজিদ হইতে প্রায় অর্ধ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বর্গাকার এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। ইহা নির্মাণে লাল বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই চন্দ্রাতপ সমাধিটির একটি নতুন বৈশিষ্ট্য হইল ইহার চারিদিক লাল বেলে পাথরের জাফ্‌রী দ্বারা আবদ্ধ। দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে একটি প্রবেশপথ। পশ্চিম দিকের জাফ্‌রী সম্বলিত বাহুতে সংযোজিত হইয়াছে একটি মিহরাব।

অলঙ্করণ

এই চন্দ্রাতপ সমাধির বহির্গাত্রে নীলবর্ণের টালি অলঙ্করণের সীমিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। গম্বুজ পিপা (drum)-এর নিম্নদেশে সংযুক্ত ছাঁইচ বা চাজ্জার নীচে নীল রঙ্গে বর্গাকার টালির বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। লাল বেলে পাথরের সহিত নীল রঙের টালির সমাহার এক চমৎকার বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে। অভ্যন্তর ভাগের মিহরাবের ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) তে খোদিত হইয়াছে গোলাপ জাতীয় ফুল (rosette)। মিহরাবের উপরে ফুল এবং লতা-পাতার সমন্বয়ে কুফী পদ্ধতিতে লিখিত কলেমা মিহরাবের আলঙ্কারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।[৪০]

নির্মাণকাল

লাহোরের কাজী জালাল উদ্দিনের শিষ্য ইউসুফ কাত্তালের উত্থান লোদী আমলেই (১৪৫১-১৫২৬) ঘটিয়াছিল এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।[৪১] সৈয়দ আহমদ খানের মতে হযরত শেখ ফরিদ শাকারগঞ্জের দৌহিত্র শেখ আলাউদ্দিন এই সমাধি হযরত ইউসুফ কাত্তালের মৃত্যুর পূর্বে ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন।[৪২] এই নির্মাণ তারিখের জন্য তিনি সমাধি অভ্যন্তরের একটি শিলা লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সমাধির অভ্যন্তরে এই ধরনের কোন শিলালিপি নাই।[৪৩]

www.pathagar.com

১৩। রাজন কি বাইনের চন্দ্রাতপ সমাধি (আলোকচিত্র : ১০০)

রাজন কি বাইন বস্তুত একটি বাউলী বা সোপান সম্বলিত কূপ। ইহা কুতুব মিনারের অনতিদূরে লাধা সরাইতে অবস্থিত। চারি সোপানবিশিষ্ট এই বাউলী রাজন বা রাজমিস্ত্রীদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহাকে রাজন কি বাইন বা রাজমিস্ত্রীদের কূপ বলা হইত।[৪৪] এই বাউলীর পশ্চিম দিক ঘেঁষিয়া একটি মসজিদের সাহন বা প্রাঙ্গণে এই চন্দ্রাতপ সমাধিটি অবস্থিত।

ভূমি নক্‌শা, গঠন ও অলঙ্করণ

এক গম্বুজবিশিষ্ট এই চন্দ্রাতপ সমাধিটি বর্গাকার। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট (৫.৪৮ মি.)। গম্বুজটি ১২টি প্রস্তর স্তম্ভের উপর নির্মিত। গম্বুজটির পিপা (drum) ১৬ বাহুবিশিষ্ট। গম্বুজের অভ্যন্তর গাত্র কর্তিত পলেস্তারার রঙিন নক্‌শা চক্র দ্বারা অলঙ্কৃত। বাহিরে চাজ্জা বা ছাঁইচের উপর রহিয়াছে বর্গাকার নীল টালির একটি সারি এবং গম্বুজ পিপা (drum)-এর বপ্র (parapet) নীল টালির ক্রুশ নক্‌শা দ্বারা শোভিত।

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

কে এই সমাধিতে সমাহিত তাহা সঠিক জানা যায় না। তবে ইহার দক্ষিণ বাহুর ছাঁইচের উপর স্থাপিত একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ইহা ৯২২ হিঃ অর্থাৎ ১৫১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোদীর (১৪৮৯-১৫১৭) সভাসদ দৌলত খানের অনুগ্রহ লাভের আশায় জনৈক খাজা মুহাম্মদ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৪৫]

মসজিদ

পূর্বেই উল্লেক করা হইয়াছে যে, লোদী শাসনামলে (১৪৫১-১৫২৬) কোন বড় আকারের জামে মসজিদ নির্মিত হয় নাই। তবে দিল্লী ও ইহার উপকণ্ঠে এই আমলে নির্মিত কেবলমাত্র চারিটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে ইহাদের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

১। বড়া গুম্বদ মসজিদ (আলোকচিত্র : ১০১)

নির্মাণকাল

মসজিদটি পূর্বে উল্লিখিত লোদী উদ্যানে অবস্থিত বড়া গুম্বদ সৌধের পশ্চিম প্রান্ত সংলগ্ন। এই মসজিদটি খয়েরপুরের মসজিদ বলিয়াও পরিচিত। মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিহরাবের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি ৯০০ হি. অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫১৭) নির্মিত হইয়াছিল।[৪৬] সম্ভবত মাখদুমা-ই-জাহান সিত্তি মুগলাবুয়া নাম্নী জনৈকা মহিলা কর্তৃক ইহা নির্মিত হইয়াছিল।[৪৬ক]

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহা সাহন ও রিওয়াকবিহীন। ইহা নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। ইহা একটি এক আইলবিশিষ্ট মসজিদ। এই আইলে রহিয়াছে পাঁচটি বে'। পূর্বদিকে রহিয়াছে পাঁচটি খিলান পথ। কেন্দ্রীয় খিলানটি চার স্তরবিশিষ্ট এবং ইহা বহির্গত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। কেন্দ্রীয় খিলানটি ব্যতীত অন্য আর চারিটি খিলান দ্বি-স্তরবিশিষ্ট। ইমারতের গৃহমুখে (facade) পাঁচটি খিলানের যে সারি রহিয়াছে তাহার উপর সংযুক্ত হইয়াছে প্রস্তর নির্মিত ছাঁইচ বা চাজ্জা। পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে লাল বেলে পাথরে নির্মিত পাঁচটি মিহরাব। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি (আলোকচিত্র : ১০২) খুবই আকর্ষণীয়। ঢাল বা অবনমন (batter) যুক্ত পোস্তা (buttress) দ্বারা মিহরাব সুরক্ষিত। মসজিদটির বহির্গাত্রে রহিয়াছে তিনটি বহির্গত জানালা (oriel window)। ইহাদের একটি উত্তর দেওয়ালে, একটি দক্ষিণ দেওয়ালে এবং অপরটি পশ্চিম দেওয়ালের মিহরাবের পিছন দেওয়ালে। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এক আইলবিশিষ্ট এই মসজিদের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হইয়াছে পাঁচটি বে'। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয়টি এবং ইহার পার্শ্বস্থ অপর দুইটির উপর নির্মিত হইয়াছে তিনটি গম্বুজ। ইহাদের অবস্থান্তর পর্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত (আলোকচিত্র : ১০৩) পানদানতিফ। প্রান্ত সীমার অন্য বে-দ্বয়ের ছাদ সমতল এবং গম্বুজবিহীন। পশ্চিম দেওয়ালের উত্তর ও দক্ষিণ কোণে সংযোজিত হইয়াছে তুগলক স্থাপত্যের ছাপ বহনকারী দুইটি মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। নামায গৃহের সম্মুখের হল ঘরটি পরবর্তীকালে মেহমান খানা বা অতিথিশালা হিসেবে নির্মাণ করা হইয়াছিল।[৪৭]

অলঙ্করণ

প্রবেশ পথের স্তরবিশিষ্ট খিলানগুলির মুখ (face) লিপি অলঙ্করণ দ্বারা চমৎকারভাবে সজ্জিত। পলেস্তারার পুরু আবরণ কাটিয়া এইগুলিতে উৎকীর্ণ হইয়াছে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত। জানা যায়, এইগুলি হামিদ শাহ নামক জনৈক শিল্পীর শিল্পকর্ম।[৪৮] খিলানগুলির খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) আরব্য নক্‌সার পটভূমিতে লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত চক্রের সংযোজন এক অপূর্ব আলঙ্কারিক আবহ সৃষ্টি করিয়াছে। এক সময়ে এইগুলি জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির নক্‌শা সমৃদ্ধ ছিল।[৪৯] বর্তমানে অবশ্য এই টালি অলঙ্করণের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।

মন্তব্য

মসজিদটি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার যথেষ্ট স্থাপত্য গুরুত্ব রহিয়াছে। এই মসজিদের কতকগুলি আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এইগুলির মধ্যে

www.pathagar.com

রহিয়াছে নামায গৃহের পাঁচ খিলানবিশিষ্ট সম্মুখভাগ (facade), বহির্গত জানালা (oriel wimdow) এবং মোচাকৃতি (conical) বুরুজের ব্যবহার। সূর এবং মুগল আমলে এই আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাপক এবং সমন্বিত ব্যবহার ভারতে মসজিদ স্থাপত্যের বিকাশ সাধনে বিশেষ অবদান রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রেও এই মসজিদের একটি বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। অনেকের মতে, কর্তিত পলেস্তারার নক্শা এবং রঙিন টালি অলঙ্করণের সমন্বয়ে সৃষ্ট সৌন্দর্য সুষমা একদা এই ক্ষুদ্র মসজিদটিকে ভারতের বুকে এক অনন্য উদাহরণে পরিণত করিয়াছিল।[৫০]

২। মথ কি মসজিদ (আলোকচিত্র : ১০৪)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

এই মসজিদটি দিল্লীর উপকণ্ঠে মথ নামক গ্রামে অবস্থিত। নির্মাণকাল সংক্রান্ত শিলালিপির অভাবে মসজিদটির নির্মাণকাল লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকে মনে করেন যে, মসজিদটি সিকান্দার লোদীর প্রধানমন্ত্রী মিঞা ভূয়া কর্তৃক সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৫১] কার স্টিফেনের মতে ইহার নির্মাণকাল ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দ।[৫২] পার্সী ব্রাউনের মতে মসজিদটির আনুমানিক নির্মাণকাল ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ।[৫৩] মসজিদটির উন্নত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এই ধারণাই প্রদান করে যে, মসজিদটি ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বড়া গুম্বদ মসজিদের পরে নির্মিত।

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার একটি নামায গৃহ এবং নামায গৃহের সম্মুখে রিওয়াকবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ রহিয়াছে। নামাযগৃহের দৈর্ঘ্য ১২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (৩৭.৯৪ মি.) এবং প্রস্থ ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি (৮.২৯ মি.)। ইহার নির্মাণকার্যে ধূসর প্রস্তর, লাল বেলে পাথর এবং সাদা মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মসজিদের পূর্বদিকের গৃহমুখ (facade) গ্রানাইট এবং লাল বেলে পাথরের সমন্বয়ে নির্মিত। ইহাতে রহিয়াছে পাঁচটি খিলান পথ। মধ্যস্থলের খিলান পথটি আকারে বড় এবং ইহা লাল বেলে পাথরে নির্মিত। এই খিলানটি একটি বহির্গত কাঠামোর বৃহৎ খিলানের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় ইহা মসজিদের ইওয়ানে পরিণত হইয়াছে। বহির্গত কাঠামোর বৃহৎ খিলানের খিলান গর্ভে এবং প্রবেশ পথের খিলানের ঠিক উপরে সংযোজিত হইয়াছে একটি বহির্গত জানালা। বৃহৎ খিলান ধারণকারী বহির্গত কাঠামোর উভয় পার্শ্বের চতুষ্কোণী স্তম্ভদ্বয়ে সামান্য ঢাল বা অবনমন (batter) লক্ষ করা যায়। এই চতুষ্কোণী স্তম্ভদ্বয় খিলানাকৃতি কুলঙ্গী সম্বলিত পাটাভাগ (panel) (আলোকচিত্র : ১০৪) দ্বারা সজ্জিত। বস্তুতপক্ষে নামায গৃহের সম্মুখ ভাগের (facade) অন্যান্য খিলানেও একই ধরনের স্তম্ভ ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রধান প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বের চারিটি খিলানই স্তরবিশিষ্ট। তবে আকার, পরিসরের অনুপাত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ উল্লম্বতা ইহাদিগকে বড়া গুম্বদ মসজিদের গৃহমুখের (facade) খিলানসমূহ হইতে অনেকাংশে আকর্ষণীয় করিতে সক্ষম হইয়াছে।

www.pathagar.com

এক আইলবিশিষ্ট এই মসজিদের নামাযগৃহ পাঁচটি বে'র সমন্বয়ে গঠিত। এই পাঁচটি বে'তে রহিয়াছে পাঁচটি মিহরাব। এই পাঁচটি বে'র মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তের দুইটির উপর স্থাপিত হইয়াছে মোট তিনটি গম্বুজ। ইহাদের অবস্থান্তর পর্যায়ে ব্যবহৃত হইয়াছে স্কুইঞ্চ (আলোকচিত্র : ১০৫) এবং ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত পানদানতিফ (আলোকচিত্র : ১০৬)

এই মসজিদের স্থপতি তাঁহার নির্মাণ দক্ষতা কেবলমাত্র নামাযগৃহ নির্মাণেই সীমাবদ্ধ রাখেন নাই ; বরং মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের বাহিরের দুই কোণে বড়া গুম্বদ মসজিদে সংযোজিত মোচাকৃতি (conical) বুরুজের পরিবর্তে স্থাপন করিয়াছেন দুইটি দ্বিতলবিশিষ্ট অষ্টভুজী বুরুজ (আলোকচিত্র : ১০৭)। ছাঁইচ বা চাজ্জাসহ এই বুরুজদ্বয়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে খিলান সম্বলিত বাতায়ন। ইহা ছাড়াও নামাযগৃহের উত্তর এবং দক্ষিণ দেওয়ালে সংযোজিত হইয়াছে দুইটি বহির্গত জানালা (oriel window)।

মসজিদটি ৬ ফুট (১.৮৫ মি.) উঁচু ভিটির উপর নির্মিত। নামাযগৃহের সম্মুখে রহিয়াছে অনুচ্চ দেওয়াল পরিবেষ্টিত একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন। এই প্রাঙ্গনের পূর্বদিকের দুই কোণে রহিয়াছে দুইট ষড়ভূজী ছত্রী।[৫৪] পশ্চিমের দেওয়ালের কোণে সংযোজিত অষ্টভুজী দ্বিতল বুরুজের সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই সম্ভবত ছত্রীদ্বয় নির্মিত। রিওয়াকবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের পূর্বদিকের ঠিক মধ্যস্থলে নির্মিত হইয়াছে গম্বুজ শোভিত (আলোকচিত্র : ১০৮) একটি সুদৃশ্য প্রবেশ তোরণ। ইহা লাল বেলে পাথরে নির্মিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই তোরণের অভ্যন্তর ভাগে তিনটি পাটাভাগে (panel) পাখি এবং জীবজন্তুর নক্শা খোদাই করা আছে। ভূমি হইতে বেশ কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া এই প্রবেশ তোরণে পৌঁছান যায়। এই সুদৃশ্য প্রবেশ তোরণটি মসজিদটিকে এক বিশেষ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

অলঙ্করণ

লোদী স্থাপত্য অলঙ্করণের ক্ষেত্রে এই মসজিদের গাত্রালঙ্কার এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। নামাযগৃহের সম্মুখ ভাগের (facade) খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট আরব্য নক্শা সম্বলিত চক্র অনেকটা গতানুগতিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় খিলানের মার্বেল পাথরের খোদিত নক্শা এই গতানুগতিকতার ধারাকে অনেকাংশে দূরীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছে। মসজিদের অভ্যন্তরে ও খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি ও স্কুইঞ্চের অনুরূপ নক্শাচক্র ব্যবহৃত হইয়াছে। লাল বেলে পাথরে নির্মিত কেন্দ্রীয় মিহরাবে লিপি অলঙ্করণের আধিক্য সহজেই চোখে পড়ে। কেন্দ্রীয় গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের শীর্ষদেশ লিপি অলঙ্করণ সম্বলিত চক্রাকার পাড় (band) দ্বারা সজ্জিত। প্রান্তীয় গম্বুজদ্বয়ের ভিতরের গাত্র রঙিন

www.pathagar.com

পলেস্তারার কর্তিত নক্‌শা দ্বারা শোভিত। রঙিন টালির ব্যবহার এই মসজিদের গাত্রালঙ্কারে একদা নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছিল। নামাযগৃহের সম্মুখ ভাগের (facade) নক্‌শা চক্রগুলির কর্তিত নক্‌শা একদা রঙিন টালির টুকরা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। বর্তমানে অবশ্য ইহার কিছুই অবশিষ্ট নাই। ১৮৮২-৮৩ খ্রিস্টাব্দে ইহার কিছু কানিংহামের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।[৫৫] উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ কোণের ছত্রীদ্বয়ও রঙিন টালির অলঙ্করণে সমৃদ্ধ ছিল। এগুলির কিছু অবশিষ্ট অবশ্য এখনও প্রত্যক্ষ করা যায়।[৫৬]

মন্তব্য

ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য এবং আলঙ্কারিক মাধুর্য এই মসজিদটিকে একটি বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করিয়াছে। খিলান, চাজ্জা, বহির্গত বাতায়ন, অষ্টভুজী বুরুজ, গম্বুজ এবং সুদৃশ্য তোরণদ্বার ইত্যাদি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় ইহার স্থাপত্যগত মান বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইহা ছাড়াও, পাথরে উৎকীর্ণ নক্‌শার সহিত কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট নক্‌শার ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং ছন্দবিধান মসজিদটিকে এই শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী এক অনন্য ইমারতে পরিণত করিয়াছে।

৩। নীলী মসজিদ (আলোকচিত্র : ১০৯)

নির্মাণকাল ও নির্মাতা

আলাউদ্দিন খলজীর (১২৯৬-১৩১৬) সীরী নগরীর পশ্চিমে হাউস-ই-খাস এলাকার খারিরা নামক স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের উপর স্থাপিত মার্বেল পাথরের উপর উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ৯১১ হিঃ অর্থাৎ ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে এই মসজিদটি নির্মিত হয়।[৫৭] জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, মসজিদটি তৎকালীন দিল্লীর গভর্নর খান-ই-জাহান মসনদ আলী খাওয়াস খানের পুত্র ফতেহ খানের ধাত্রী কাসুমভীল কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৫৮]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

উত্থিত ভিটির উপর তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা মসজিদটি নির্মিত। চিরাচরিত মসজিদ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহা নির্মিত হয় নাই। মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ৫২ ফুট (১৫.৮৪ মি.) এবং প্রস্থ ৩৩ ফুট (১০.০৫ মি.)। ইহার নামায গৃহ এক আইলবিশিষ্ট। এই আইল আবার তিনটি বে'তে বিভক্ত। মসজিদটির পূর্বদিকের গৃহমুখে (facade) তিনটি খিলান পথ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলেরটি একটি বৃহৎ বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমের মধ্যে স্থাপিত। অভ্যন্তর ভাগে পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে তিনটি মিহরাব। বড়া গুম্বদ মসজিদের অনুকরণে ইহারও পশ্চিম দেওয়ালের উভয় কোণে রহিয়াছে মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। তবে উত্তর এবং দক্ষিণ দেওয়ালে বহির্গত বাতায়নের পরিবর্তে রহিয়াছে

www.pathagar.com

খিলান সম্বলিত ফোঁকড়। মথ-কি-মসজিদের মতোই ইহারও নামাযগৃহের সম্মুখে রহিয়াছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। তবে এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিনদিকে রিওয়াকের পরিবর্তে রহিয়াছে অনুচ্চ প্রাচীর বেষ্টনী। মসজিদের উপর নির্মিত হইয়াছে একটি মাত্র গম্বুজ। গম্বুজটি অষ্টভূজী পিপার (drum) উপর স্থাপিত। পিপার প্রতি কোণায় রহিয়াছে একটি করিয়া ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার। মথ-কি-মসজিদের ন্যায় এই মসজিদের পূর্বদিকে কোন সুদৃশ্য তোরণদ্বার নির্মিত হয় নাই। পূর্বদিক হইতে সিঁড়ি বাহিয়া এই মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়।

অলঙ্করণ

এই মসজিদের অলঙ্করণে নীল রঙের টালি এবং লিপিকার ব্যবহার বিশেষভাবে নজরে পড়ে। পূর্বদিকের গৃহমুখে (facade) ছাঁইচ বা চাজ্জার নিচে এক সারি নীল রঙের বর্গাকার টালি উত্তর-দক্ষিণে মসজিদের সমগ্র দৈর্ঘ্য ব্যাপিয়া বিস্তৃত। এই টালির সারির উপর কর্তিত পলেস্তারার দুইটি পাড় নক্শা রহিয়াছে। ইহাদের একটি লিপি সম্বলিত এবং অন্যটিতে রহিয়াছে ফুল এবং লতা-পাতার নক্শা। কেন্দ্রীয় খিলান ধারণকারী কাঠামোর শীর্ষদেশের পত্রাকার (merlon) বপ্র (parapet) একদা নীল বর্ণের টালির ক্রুশ নক্শা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। নামাযগৃহের সম্মুখ ভাগের (facade) খিলানসমূহের ত্রিকোণাকার ভূমিতে নক্শা চক্রে কর্তিত পলেস্তারায় কালিমা এবং মিহরাবের খিলানের অনুরূপ স্থানেও ব্যবহৃত হইয়াছে লিপিকলা এবং আরব্য নক্শা সম্বলিত নক্শা চক্র। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের গাত্রে কোন প্রকার অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হয় নাই। তবে গম্বুজের বহির্গাত্রে হয়ত একদা নীলবর্ণের জেল্লাদার (glazed) টালির আচ্ছাদন বা অলঙ্করণ ছিল।[৫৯] আর এই জন্যই হয়ত বা এই মসজিদ নীলী মসজিদ বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছিল।

৪। রাজন-কি বাইনের মসজিদ

এই মসজিদটি কুতুব মিনারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইতিপূর্বে উল্লিখিত রাজন-কি-বাইন[৬০] নামক বাউলী সংলগ্ন। মসজিদের সম্মুখস্থ একটি চন্দ্রাতপ সমাধির[৬১] শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি সিকান্দার লোদীর জনৈক সভাসদ দৌলত খান কর্তৃক ৯১২ হিজরী অর্থাৎ ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[৬২]

ভূমি নক্শা, গঠন ও অলঙ্করণ

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৫.৬৯ মি.) এবং প্রস্থ ১৬ ফুট (৪.৮৭ মি.)। তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা ইহা নির্মিত। ইহার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে পলেস্তারার আস্তরণ। পূর্বদিকের গৃহমুখে (facade) রহিয়াছে তিনটি খিলান পথ। নামাযগৃহের সম্মুখে রহিয়াছে রিওয়াকবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।

www.pathagar.com

খিলান পথের খিলানসমূহের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে রহিয়াছে লিপিকলা সম্বলিত নক্‌শা চক্র। এইগুলি সবই কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট। গাত্রালঙ্কার বলিতে এই মসজিদের আর তেমন কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না।

লোকায়ত ইমরাত

লোদী আমলের লোকায়ত স্থাপত্যের খুব একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে দুই-একটির নিদর্শন পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে আগ্রায় সিকান্দার লোদীর বারাদারী এবং দিল্লীর জাহাজ মহলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে এই ইমারতদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

১। সিকান্দার লোদীর বারাদারী (রেখাচিত্র : ৩৯)

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লোদী শাসনামলে (১৪৫১-১৫২৬) রাজকার্য আগ্রা হইতে পরিচালিত হইত। আগ্রার নিকট সিকান্দ্রায় সিকান্দ্রার লোদী ১৪৯৫

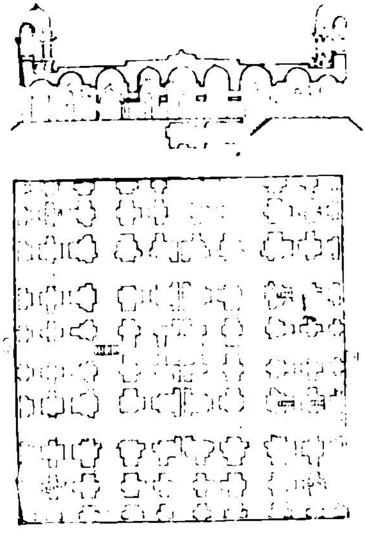

রেখাচিত্র : ৩৯। সিকান্দার লোদীর বারাদরী : ভূমি নক্‌শা

খ্রিস্টাব্দে একটি বারাদারী নির্মাণ করেন।[৬৩] ইহা ছিল একতলা বিশিষ্ট এবং ক্ষেত্রফল ৩৮৭ বঃ ফুট (১১৭.৯৫ ব. মি.)।[৬৪] ইহার প্রতি কোণায় ছিল ছত্রী। প্রবেশদ্বার ছিল চারিটি। প্রত্যেকটি প্রবেশ পথই ছিল ছত্রী সম্বলিত। মধ্যস্থলের চাহারবাগে সমরকন্দে তৈমুরের প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল ব্যক্তিগত আবাস।[৬৫] উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মুগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের মাতা মরিয়ম জামানীকে এই বারাদারীতে সমাহিত করা হইয়াছিল।[৬৬]

www.pathagar.com

২। জাহাজ মহল (আলোকচিত্র : ১১০)

সাধারণ বর্ণনা

ইহা লোদী আমলে নির্মিত বিদ্যমান লোকায়ত ইমারতের অন্যতম। এই ইমারতটি মেহেরলীর হাউজ-ই-সামসীর উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ইহা লাল বেলে পাথরে নির্মিত। বিরাট হ্রদের তীরে অবস্থিত বলিয়া ইহা জাহাজ মহল বলিয়া পরিচিত। একটি উন্মুক্ত অঙ্গনকে বেষ্টন করিয়া ইমরারতটি নির্মিত। এই অঙ্গনের চারিদিকে রহিয়াছে খিলান সম্বলিত প্রকোষ্ঠ। এই ইমারতের পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে মিহরাব। পূর্ব দিকে রহিয়াছে গম্বুজ সম্বলিত প্রবেশ পথ। ইমারতটির চারিকোণা ছত্রী শোভিত।

এই ইমারতের গাত্রালঙ্কারে নীলবর্ণের জেল্লাদার (glazed) টালি ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার ব্যবহার বিশেষত কোণার ছত্রী এবং প্রবেশ পথে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৬৭]

নির্মাণের উদ্দেশ্য

কি উদ্দেশ্যে এই ইমারতটি নির্মিত হইয়াছিল তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে। পশ্চিম দেওয়ালে মিহরাবের সংযোজন এই অংশকে ব্যক্তিগত মসজিদ হিসাবে ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়। স্থানীয় জনগণের মতে ইমারতটি জনৈক সওদাগর কর্তৃক কোন এক দরবেশের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।[৬৮] আবার কেহ কেহ ইহাকে একটি মাদ্রাসা বলিয়াও অনুমান করেন।[৬৯] আবার অনেকে ইহাকে তীর্থ যাত্রীদের বিশ্রামাগার বলিয়াও মনে করেন।[৭০] তবে ইহা নির্মাণের উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদ থাকিলেও ইহা যে লোদী আমলের ইমারত সে সম্পর্কে উপরোক্ত সকল লেখকই একমত।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, খণ্ড ১০, পৃ. ৪২।
২. ওয়াই. ডি. শর্মা. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।
৩. সতীস গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।
৪. ফার্সী ভাষায় গম্বুজকে গুম্বদ বা গুনবদ বলা হয়।
৫. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।
৬. জাফর হাসান, লিস্ট, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬; মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৫৬।
৭. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮; এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
৮. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
৯. কে. হি. ই. ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪, পাদটিকা নং ১।
১০. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।
১১. পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লোদী আমলে নির্মিত বর্গাকার সমাধিসমূহ অমাত্যগণের জন্য এবং অষ্টভুজী সমাধি রাজন্যবর্গের জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু লোদী বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাহলুল লোদীর বর্গাকার সমাধি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হইতে পারে যে, রাজ মর্যাদা সম্পর্কে বাহলুল লোদীর ধারণা প্রধানত আফগান গোত্রবাদের সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এইজন্যই তিনি নিজেকে অমাত্যগণেরই একজন বলিয়া মনে করিতেন। তাই সঙ্গত কারণেই হয়ত তিনি অমাত্যগণের জন্য ব্যবহৃত বর্গাকার সমাধি পছন্দ করিয়া আফগান গোত্রবাদের সমতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে স্বীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটাইতে চাহিয়াছিলেন।
১২. এস. ডিব্বি, 'দি টোম্ব অব বাহলুল লোদী', বুলেটিন অব দি স্কুল অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ৩৮ (১৯৭৫), পৃ. ৫৫১।
১৩. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।
১৪. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।
১৫. এই ইমারতের টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।
১৬. জে. পি. এইচ ফোগেল, টাইল মোজাইক অব লাহোর ফোর্ট, (কলিকাতা, ১৯২০), পৃ. ৫৬।
১৭. নিম্নে দেখুন, পৃ.
১৮. মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৩২।
১৯. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
২০. মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, ৬০।
২১. ঐ।
২২. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

www.pathagar.com

২৩. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।
২৪. জাফর হাসান, লিস্ট, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫; এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮-৮৯।
২৫. আ. সা. ই. বি., খণ্ড ২০; পৃ. ১৫৫।
২৬. সৈয়দ আহমদ খান, আসার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫১; জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৭; মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৭৯।
২৭. কে. হি. ই., ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৫।
২৮. এই ইমারতের টালি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।
২৯. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।
৩০. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।
৩১. আ. সা. ই. রি., (নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ), খণ্ড ১২; পৃ. ২২।
৩২. এইচ ব্লকম্যান, 'কানিংহাম্‌স ইন্সক্রিপশসন্‌স ফ্রম বদাউন অ্যান্ড দিল্‌হী', প্রসিডিংস অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (মে, ১৮৭৪), পৃ. ১০০।
৩৩. উইলসন, 'বদাউন ইন্সক্রিপশসন্‌স' প্রসিডিংস অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (মার্চ, ১৮৭২, পৃ. ৪৯)।
৩৪. আ. সা.ই. রি., খণ্ড ১১, পৃ. ৯।
৩৫. এই সমাধির টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১।
৩৬. সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬; কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৩৭. জে. পি. এইচ, ফোগেল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।
৩৮. এই সমাধি ভবনের টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৮।
৩৯. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।
৪০. এই লিপি অলঙ্করণের বিবরণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফীকউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
৪১. সৈয়দ আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬।
৪২. ঐ, পৃ. ২২৬, ৪১৮।
৪৩. এম. এম. শফীকউল্লার সহায়তায় লেখক ব্যক্তিগতভাবে এই ইমারত পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহাতে ইহার নির্মাণ তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপির সন্ধান পান নাই।
৪৪. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
৪৫. জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩; শিলালিপিটির ভুল পাঠের জন্য কার স্টিফেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০) ইহাকে দৌলত খান কর্তৃক নির্মিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৪৬. ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩; জাফর হাসান অবশ্য মনে করেন যে, মসজিদটি সিকান্দার লোদীর ক্ষমতা লাভের পূর্বেই নির্মিত হইয়াছিল। তবে মসজিদটির সমূদয় গাত্রালঙ্কারকে তিনি সিকান্দার লোদীর সময়ে বলিয়া অনুমান করেন। (এ. ই. মো., ১৯১৯-২০, পৃ. ২)।

৪৬ক. জেড. এ. দেশাই, ইন্দো-ইসলামিক আর্কিটেকচার (নিউ দিল্লী, ১৯৭০) পৃ. ১৬।

৪৭. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

৪৮. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৪৯. জাফর হাসান, লিস্ট, ২য় খণ্ড. পৃ. ৩৪।

৫০. এইচ. সি. ফ্যান্‌শ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

৫১. আর. নাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৫২. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৫৩. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৫৪. ওয়াই. ডি. শর্মা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯) এইগুলিকে অষ্টভুজী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সঠিক নহে।

৫৫. আ. সা. ই. রি., খণ্ড ২০, পৃ. ১২৮।

৫৬. এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৫৬. এ. ই. মো. ১৯১৯-২০, পৃ. ৫-৬; মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৬৩।

৫৮. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৫৯. আর. নাথ, ইসলামিক আর্কিটেকচার অ্যান্ড কালচার ইন ইন্ডিয়া, (দিল্লী, ১৯৮২), পৃ. ১২২।

৬০. উপরে দেখুন, পৃ.

৬১. উপরে দেখুন, পৃ.

৬২. এ. ই. মো., ১৯১৯-২০, পৃ. ৭; জাফর হাসান, লিস্ট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৩; মে. আ. সা. ই., নং ৪৭, পৃ. ৮৫।

৬৩. জে.ডি, হগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০।

৬৪. ঐ।

৬৫. ঐ।

৬৬. ঐ।

৬৭. টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০-১২।

৬৮. জাফর হাসান, লিস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৬৯. জে. বার্টন পেজ, 'দিহ্‌লী', এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, ২য় খণ্ড, (লাইডেন, ১৯৬৫), পৃ. ২৬৪।

৭০. ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সূর আমলে মুসলিম স্থাপত্য

ঐতিহাসিক পটভূমি

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবুর (১৫২৬-৩০) সুলতান ইবরাহীম লোদীকে (১৫১৭-২৬) পরাজিত করিয়া ভারতে মুগল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু মুগল সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্বেই ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্র হুমায়ূন (১৫৩০-৪০; ১৫৫৫-৫৬) সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী শেরশাহের (১৫৪০-৪৫) নিকট পরাজিত হইয়া ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে পারশ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার ফলশ্রুতিতে ভারতে সূর বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশ মাত্র পনের বৎসর স্থায়ী হয়। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সূর বংশের পতন ঘটাইয়া হুমায়ূন ভারতে পুনরায় মুগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। সূর বংশীয় শাসন স্বল্পস্থায়ী হইলেও এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহের পৃষ্ঠপোষকতা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশে এক বিশেষ অধ্যায়ের সূচনা করে। প্রধানত দুইটি স্থানে সূর আমলের স্থাপত্য কর্ম তৎপরতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের একটি শেরশাহের জন্মস্থান বিহারের সাসারাম এবং অপরটি সূর সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী। এই আমলে নির্মিত ধর্মীয় এবং লোকায়ত ইমারতসমূহের মধ্যে রহিয়াছে মসজিদ, সমাধিসৌধ, তোরণদ্বার, দুর্গ নগরী ইত্যাদি। উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকার ইমারতের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হইল।

ধর্মীয় ইমারত

মসজিদ

১। কিলা ই কুহনা মসজিদ (আলোকচিত্র : ১১১)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

কিলা-ই-কুহনা মসজিদের অর্থ হইতেছে পুরাতন কেল্লা বা দুর্গের মসজিদ। ইহা শেরশাহ কর্তৃক দিল্লীতে নির্মিত কিলা-ই-কুহনা বা পুরাতন দুর্গে অবস্থিত। মসজিদটিতে ইহার নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাতা এবং নির্মাণকাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। আব্বাস খান শিরওয়ানী[১] রচিত

www.pathagar.com

তারিখ-ই-শেরশাহী এবং আবদুল্লাহ[২] রচিত তারিখ-ই-দাউদীর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি শেরশাহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, মসজিদটি শেরশাহ কর্তৃক ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়।[৩] ইহা শেরশাহের মসজিদ নামে পরিচিত হইলেও অনেকে ইহাকে হুমায়ূনের আমলে নির্মিত বলিয়া মনে করেন।[৪] পার্সী ব্রাউন ইহাকে রাজকীয় ভজনালয় (Royal Chapel) বলিয়া মনে করেন।[৫]

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ১৬৮ ফুট (৫১.২০ মি.) এবং প্রস্থ ৪৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (১৩.৫৬ মি.)। মসজিদটি নির্মাণে প্রধানত লাল বেলে পাথর এবং ধূসর বর্ণের পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। মসজিদটি এক আইলবিশিষ্ট। আইলটি আবার পাঁচটি বে'তে বিভক্ত। মসজিদটি সাহন এবং রিওয়াকবিহীন। মসজিদটির পূর্বদিকের গৃহমুখে (facade) পাঁচটি এবং উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে দুইট খিলান পথ রহিয়াছে। শেষোক্ত প্রবেশ পথ দুইটি সম্ভবত রাজ পরিবারের সদস্যগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

পূর্বদিকের খিলানসমূহের গঠন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। আঙ্গিকতার দিক দিয়া এইগুলিকে মুগল আমলে বহুল ব্যবহৃত চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের উত্তরসূরি হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্বদিকের এই পাঁচটি খিলানই বৃহত্তর খিলান সম্বলিত কুলঙ্গীতে স্থাপিত। এই পাঁচটি খিলানের মধ্যে কেন্দ্রীয় খিলানটি উভয় পার্শ্বস্থ অপর চারিটি খিলান অপেক্ষা অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট। বহির্গত ফ্রেম বা কাঠামোসহ কেন্দ্রীয় খিলানটির উচ্চতা ৬৬ ফুট (২০.১১ মিঃ)। এই কাঠামো বা ফ্রেমের উভয় পার্শ্বে চিকন খাত (fluting) বিশিষ্ট দুইটি পোস্তা বা আলম্ব (buttress) রহিয়াছে। মধ্যবর্তী খিলানের অবতল গাত্রে একটি ফোঁকড় এবং শীর্ষদেশে সংযুক্ত হইয়াছে একটি বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। পূর্বদিকের পাঁচটি খিলানের মধ্যে প্রান্তিকদ্বয় ধূসর বর্ণের এবং অপর তিনটি লাল বেলে পাথরে নির্মিত। পূর্বদিকের পাঁচটি খিলান পথের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ইহাদের সহিত একই অক্ষরেখায় কিবলা প্রাচীরে নির্মিত হইয়াছে পাঁচটি অবতল মিহরাব। ইহাদের মধ্যে কেন্দ্রীয়টির (আলোকচিত্র : ১১২) নির্মাণশৈলী বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কয়েকটি এককেন্দ্রিক (concentric) খিলানের একটিকে অপরটির মধ্যে স্থাপন করিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছে। অভ্যন্তর ভাগের পাঁচটি বে'র মধ্যে কেন্দ্রীয় বা মধ্যস্থলেরটির উপর গম্বুজ এবং অপর চারিটির উপর নির্মিত হইয়াছে খিলান ছাদ। এই মসজিদের গম্বুজ এবং খিলান ছাদ ন্যস্ত করিবার জন্য তিন ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বন করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় বে'র উপরে গম্বুজ নির্মাণের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে (phase of transition)ব্যবহৃত হইয়াছে স্কুইঞ্চ; কেন্দ্রীয় বে'র উভয় পার্শ্বস্থ বে'দ্বয়ের উপর খিলান ছাদ ন্যস্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে অস্বাভাবিক ধরনের ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত মুকার্নাস এবং প্রান্ত বে'দ্বয়ে খিলান ছাদ ন্যস্ত করার জন্য সম্ভবত পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে

www.pathagar.com

ক্রুশাকৃতি পঞ্জর (rib)। শান্তিস্বরূপের মতে ছাদ নির্মাণে উপরোক্ত তিন পদ্ধতির একত্রে ব্যবহার সত্যিই বিস্ময়কর।[৬]

মসজিদটির শীর্ষদেশে নির্মিত গম্বুজটির একদা ছত্রী পরিবেষ্টিত থাকিলেও বর্তমানে ছত্রীগুলির কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নাই। কিবলা প্রাচীরের উভয় প্রান্তে সংযোজিত হইয়াছে দুইটি দ্বিতলবিশিষ্ট মোচাকৃতি (conical) বুরুজ। কিবলা প্রাচীরের দুইটি এবং উত্তর এবং দক্ষিণ দেওয়ালের প্রত্যেকটিতে রহিয়াছে একটি করিয়া বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। মসজিদটির সম্মুখে রিওয়াকবিহীন ক্ষুদ্র উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এখনো বিদ্যমান রহিয়াছে পানির একটি ঝর্ণা। বর্তমানে ইহা অবশ্য অকেজো।

অলঙ্করণ

গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে কিলা-ই-কুহনা মসজিদ সূর স্থাপত্যের আলঙ্কারিক জাঁক-জমক চমৎকারভাবে বিধৃত করে। লাল বেলে পাথরের খোদিত গাত্রে বিভিন্ন বর্ণের মার্বেল পাথরের নকশা স্থাপন, লিপি অলঙ্করণ,[৭] জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির সীমিত ব্যবহার[৮] বর্ণালঙ্কারের ক্ষেত্রে রীতিমত এক চমক সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় খিলানের গর্ভস্থিত বর্শাফলকের সারি আলাই দরওয়াজার অনুরূপ অলঙ্করণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। কেন্দ্রীয় খিলানটিকে ধারণকারী বহির্গত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমটি খোদিত লিপি নক্‌শা এবং লাল বেলে পাথরের গাত্রে খোদাই করিয়া বসানো বিভিন্ন বর্ণের মার্বেল পাথরের জ্যামিতিক নক্‌শা পাড় দ্বারা চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। ইহা ছাড়াও কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বের চমৎকার খোদাই কার্য সম্বলিত সরু পোস্তা বা আলম্ব (buttress) এই কেন্দ্রীয় খিলান পথের সার্বিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। লাল বেলে পাথরের গায়ে খোদাই করিয়া বসানো বিভিন্ন বর্ণের মার্বেল পাথরের নক্‌শা ইমারতটির সার্বিক অলঙ্করণ বিন্যাসে মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দ এবং সুরুচিপূর্ণ বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করিয়াছে। মিহরাবসমূহের অলঙ্করণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একাধিক এককেন্দ্রিক খিলানের চাতুর্যপূর্ণ অন্তঃস্থাপনের মাধ্যমে এক চমৎকার গঠনশৈলীর অবতারণা করা হইয়াছে। ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে মিহরাব নির্মাণের এই কৌশলকে অদ্বিতীয় বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।[৯] বস্তুত এই মিহরাবের খিলান প্রান্ত বহনকারী বহির্গত অংশের (impost) চমকপ্রদ কারুকার্য, ইহার প্রধান খিলানের খিলান পটহের (tympanum) লাল গাত্রে খোদাই করিয়া বিভিন্ন বর্ণের মার্বেল পাথরে সৃষ্ট ফুলেল এবং জ্যামিতিক নক্‌শা এবং ইহার আয়তাকার কাঠামোয় মনোমুগ্ধকর লিপি নক্‌শার শৈল্পিক বিন্যাস এই কেন্দ্রীয় মিহরাবটিকে ফলিত শিল্পকলার (applied art) এক অনন্য নিদর্শনে পরিণত করিয়াছে।

www.pathagar.com

মন্তব্য

সার্বিক বিচারে এ কথা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না যে, গঠনশৈলীর বৈশিষ্ট্য, গম্বুজ এবং খিলান ছাদ ন্যস্তকরণ সম্পর্কিত কলা-কৌশল এবং অনুপাত নির্ভর গাত্রালঙ্কারের শৈল্পিক মাধুর্য্যের জন্য এই মসজিদটি লোদী এবং মুগল স্থাপত্যের মধ্যে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য।

২। ঈসা খাঁর মসজিদ (আলোকচিত্র : ১১৩)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধির পশ্চিমদিকের প্রবেশ পথের সন্নিকটে প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে এই মসজিদটি অবস্থিত। উল্লেখ্য, একই প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যে ঈসা খাঁর সমাধিও[১০] অবস্থিত। এই স্থানটির নাম আরব সরাই।[১১] শেরশাহ এবং তাঁহার পুত্র সেলিম শাহের (১৫৪৫-৫৩) রাজসভার জনৈক প্রভাবশালী সভাসদ ঈশাখাঁ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলালিপি এই মসজিদে নাই। সৈয়দ আহমদ খানের মতে মসজিদটি ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[১২]

ভূমি নক্শা ও গঠন

মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮৬ ফুট (৫৬.৬৯ মি.) এবং প্রস্থ ৩৪ ফুট (১০.৩৬ মি.)। ইহা নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) ধূসর বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বদিকের গৃহমুখে (facade) রহিয়াছে তিনটি খিলানপথ। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট এই খিলানগুলি প্রশস্ত এবং কৌণিক। কেন্দ্রীয় খিলানটি পার্শ্বস্থ অপর খিলানদ্বয় হইতে আকারে বড় এবং ইহা লাল বেলে পাথরে নির্মিত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে স্থাপিত। খিলান ধারণকারী এই লাল বেলে পাথরের কাঠামোয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্ষুদ্র কুলঙ্গীর সারি বিন্যাস।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগ এক আইলবিশিষ্ট এবং আইলটি তিনটি বে'তে বিভক্ত। তিনটি প্রবেশ পথের সোজাসোজি পশ্চিম দেওয়ালে নির্মিত হইয়াছে তিনটি মিহরাব। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজের উভয় পার্শ্বে রহিয়াছে একটি করিয়া ষড়ভূজী ছত্রী।

অলঙ্করণ

মসজিদটির অলঙ্করণে প্রস্তর খোদাই, জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি এবং লিপিকলার সমন্বিত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খিলান প্রান্ত বহনকারী পাথরের পোস্তা বা আলম্ব (buttress)গুলি উচ্চমানের প্রস্তর খোদাই শিল্পকর্মের সাক্ষ্য বহন করে। কেন্দ্রীয় খিলানের বহির্মুখের রেখা বরাবর প্রয়োগ করা হইয়াছে রঙিন টালির নক্শা। হীরক খণ্ডাকারে (lozenge) কর্তিত নীল এবং সবুজ টালির নক্শা এই কেন্দ্রীয়

www.pathagar.com

খিলানটিকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। লাল বেলে পাথরের কাঠামোর বিপরীতে ইহারা চমৎকার বর্ণ বৈচিত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছে। খিলানটির খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে ফুল এবং লতা-পাতা সম্বলিত আরব্য নক্‌শার পটভূমিতে "আল্লাহ্' শব্দ সম্বলিত নক্‌শাচক্র সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট এই নক্‌শা চক্রগুলিও রঙিন টালির ক্ষুদ্র টুকরা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। এই কেন্দ্রীয় খিলানের উভয় পার্শ্বস্থ্ অপর খিলানদ্বয়েও একই প্রকার টালি অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়।[১৩] গম্বুজ পার্শ্বস্থ্ ছত্রীদ্বয়ও একদা রঙিন টালির নক্‌শা দ্বারা সজ্জিত ছিল। টালি অলঙ্করণের পাশাপাশি লিপিকলাও এই মসজিদের সার্বিক অলঙ্করণ বিন্যাসে বিশেষ ভূমিকা রাখিয়াছে। বপ্রের (parapet) পত্রাকার নক্‌শা (merlon) এবং গম্বুজ পিপায় (drum) নস্‌খ পদ্ধতিতে আরবী অক্ষরে "আল্লাহ" শব্দটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। মসজিদ অভ্যন্তরের মিহরাবসমূহেও লিপি অলঙ্করণের প্রাধান্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৪]

৩। হাজীগঞ্জের মসজিদ

ভারতের বিহার প্রদেশের রাজধানী পাটনার হাজীগঞ্জ নামক স্থানে একটি মসজিদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহা শেরশাহের মসজিদ নামেও পরিচিত। এই মসজিদের গম্বুজ পিপা (drum)-এর ভিতরের অংশে সংযোজিত একটি শিলালিপিতে শেরশাহের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে।[১৫] ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইহা শের শাহের রাজত্বকালে (১৫৪০-৪৫) নির্মিত। ইষ্টক নির্মিত এই মসজিদটি বর্গাকার। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৬৩ ফুট (১৯.২০ মি.)। মসজিদটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। মসজিদটি সাহন এবং রিওয়াকবিহীন। একাধিক বার সংস্কারের ফলে মসজিদটির মৌলিক গঠনের অনেক পরিবর্তন সাধিত হওয়ায় শেরশাহের স্থাপত্যরীতির যথার্থ প্রতিফলন ইহাতে লক্ষ্য করা যায় না।

৪। রোটাস গড়ের জামে মসজিদ

ভারতের বিহার প্রদেশের রোটাস গড় নামক স্থানে এই মসজিদটি অবস্থিত। এই মসজিদের একটি ফার্সী শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মসজিদটি শেরশাহের জনৈক সেনাপতি আযম হুমায়ূন হায়বত খান কর্তৃক ৯৫০ হি. অর্থাৎ ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[১৬]

ইহা আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। ইহা নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মসজিদটিও সাহন এবং রিওয়াক বর্জিত। ইহার পূর্বদিকের গৃহমুখ (facade) ত্রি-খিলান পথ সম্বলিত। উল্লেখ্য, ইহার কেন্দ্রীয় খিলান পথ নির্মাণে জৌনপুর মসজিদের প্রকারান্তরে তুগলক স্থাপত্যের সূচিত পাইলনের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

সমাধিসৌধ

সূর বংশীয় শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) মসজিদ ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক সমাধি সৌধ নির্মিত হয়। এইগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চতুষ্কোণী এবং অষ্টভুজী। নিচে উভয় শ্রেণীর সমাধিসৌধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল।

ইবরাহীম খানের সমাধি

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

ইবরাহীম খানের সমাধিসৌধ ভারতের বর্তমান হারিয়ানা প্রদেশের নারনাউলে অবস্থিত। ইবরাহীম খান শেরশাহের পিতামহ। তিনি লোদী রাজদরবারের একজন প্রভাবশালী সভাসদ ছিলেন। ইমারতটির পূর্বদিকের প্রবেশ পথের উপরের ফার্সী শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমাধিসৌধটি শেরশাহ্ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[১৭] সম্ভবত ইহার নির্মাণকাল ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ। উল্লিখিত শিলালিপি হইতে আরো জানা যায় যে, জনৈক শেখ আহমদ নিয়াজীর পুত্র আবূ বকর এই সমাধি সৌধের স্থপতি বা নির্মাণকার্য তদারককারী ছিলেন।[১৮]

ভূমি নক্‌শা, গঠন ও অলঙ্করণ

ইতিপূর্বে বর্ণিত অন্যান্য লোদী অমাত্যবর্গের সমাধির অনুকরণে এই সমাধি সৌধটিও বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। একটি উঁচু বেদীর উপর সমাধি ভবনটি নির্মিত। ইহার প্রতি বাহুর ভিতরের দৈর্ঘ্য ৩৪ ফুট ৬ ইঞ্চি (১০.৫১ মি.)। দেওয়ালের প্রশস্ততা ১১ ফুট (৩.৩৫ মি.)। ইমারতটি সুখণ্ড (dressed) প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ইমারতটির শীর্ষদেশ একটি গম্বুজ শোভিত। গম্বুজটি ষোল বাহুবিশিষ্ট পিপার (drum) উপর স্থাপিত। গম্বুজের ব্যাস ৪৮ ফুট (১৪.৬৩ মি.)। গম্বুজ পিপা চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে অষ্টভুজী ছত্রী। সমাধি ভবনটির উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বদিকে দরজা রহিয়াছে। তবে ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র পূর্বদিকেরটিই উন্মুক্ত। উত্তর এবং দক্ষিণ দিকের দরজা দুইটি জাফরী দ্বারা বন্ধ করা। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে কোন প্রকার খোলা দরজা না থাকিলেও সেখানেও একটি বদ্ধ (blind) দরজার প্রতিকৃতি রহিয়াছে। সমাধি কক্ষের কেন্দ্রস্থলে মার্বেল পাথরের কারুকার্যখচিত একটি শবাধার রহিয়াছে। গম্বুজের ভিতরের দিকের অংশে কিছু রঙিন টালির নক্‌শা লক্ষ্য করা যায়।

লোদী আমলে নির্মিত বর্গাকার সমাধিগুলির অনুকরণে ইহা নির্মিত হইলেও স্থাপত্য শৈলীর দিক হইতে ইহা বাগ-ই-আলম কা গুম্বদ[১৯] বা বড়া খান কা গুম্বদ[২০] অপেক্ষা উন্নতমানের নহে। তবে ইহা সত্ত্বেও সূর শাসনামলে (১৫৪০-৫৫)র একটি সুন্দর ও পরিশীলিত বর্গকার সমাধি হিসাবে ইহা বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

২। জামান মাদারীর সমাধি

এই সমাধিটি বিহারের পাটনা শহর হইতে প্রায় পনের মাইল দক্ষিণে হিলসা নামক গ্রামে অবস্থিত। ইহা জামান মাদারী নামক জনৈক মুসলমান সাধকের কবরের উপর নির্মিত। কথিত আছে, এই সাধক পুরুষ এক সময়ে হিলসার অধিপতি হিলসা দেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।[২১]

সমাধিসৌধটি বর্গাকার। প্রতি বাহুর বাহিরের দৈর্ঘ্য ৩৪ ফুট ৫ ইঞ্চি (১০.৪৮ মি.)। দেওয়ালের প্রশস্ততা প্রায় ১০ ফুট (৩.০৪ মি.)। ইমারতটি ইষ্টক নির্মিত এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। ইহার দরজার উপরে স্থাপিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সমাধি ভবনটি ৯৫০ হি. অর্থাৎ ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'হযরত সুলিমান শেরশাহ সুলতান' এর রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

৩। আলাউল খানের সমাধি (আলোকচিত্র : ১১৪)

আলাউল খান শেরশাহের আমলের একজন প্রখ্যাত স্থপতি। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, স্থপতি হিসাবে শেরশাহের সময়ে (১৫৪০-৪৫) একাধিক উল্লেখযোগ্য সমাধিসৌধ নির্মাণ করিলেও তাঁহার নিজের সমাধিটি অত্যন্ত সাধারণ ধরনের। এই সমাধিটি সাসারাম শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। ইহা প্রায় বর্গাকার। ইহার দৈর্ঘ্য ১১২ ফুট ১০ ইঞ্চি (৩৪.৩৮ মি.) এবং প্রস্থ ১১১ ফুট ৪ ইঞ্চি (৩৩.৯৩ মি.)। ইহার নির্মাণকার্যে হলুদ আভাযুক্ত সুখণ্ড (dressed) বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি বেষ্টনীবিশিষ্ট উন্মুক্ত স্থান। ইহার পূর্বদিকে বর্গাকার ছত্রী সম্বলিত বিশাল প্রবেশপথ। এই ছত্রীগুলি প্রবেশ পথের গাত্র হইতে বহির্গত ঠেকনা বা ব্রাকেটের উপর স্থাপিত। প্রবেশ পথটি সর্দল সম্বলিত এবং ইহা একটি বৃহৎ দ্বি-স্তরবিশিষ্ট খিলানের মধ্যে বসানো। খিলানটির উভয় পার্শ্বের কাঠামো তিন-স্তরবিশিষ্ট। প্রতি স্তরে বসানো আছে খিলানকৃতি কুলঙ্গী। পশ্চিমদিকের বেষ্টনী প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে নির্মিত হইয়াছে মিহরাব (আলোকচিত্র : ১১৫)। ইহার গঠনশৈলীর সহিত পূর্বদিকের প্রবেশ পথের গঠনশৈলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রহিয়াছে। দ্বি-স্তরবিশিষ্ট বৃহৎ খিলানে ধারণকৃত মিহরাবটির খিলান খাঁজ যুক্ত। মিহরাব ধারণকারী বৃহৎ খিলানের উভয়পার্শ্ব তিন স্তরে বিভক্ত। প্রতি স্তরে রহিয়াছে প্রবেশ পথের অনুরূপ খিলান সম্বলিত কুলঙ্গী। মিহরাবের উপরে ছিল দুইটি বর্গাকার ছত্রী। ইহাদের মধ্যে বর্তমানে উত্তর দিকেরটি অক্ষত রহিয়াছে।

বেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর এবং দক্ষিণ বাহুতে রহিয়াছে দুইটি বহির্গত বাতায়ন (oriel window) । ইহা ছাড়াও বেষ্টনী প্রাচীরের কোণায় স্থাপন করা হইয়াছে চন্দ্রাতপ। এই বিরাট আবেষ্টনীর কেন্দ্রস্থলে যে বড় ধরনের নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান করা যাইতে পারে যে, আলাউল খান, ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩) এবং তাঁহার নিজের সমাধিসৌধের কাজ সম্ভবতঃ একই

www.pathagar.com

সঙ্গে ইসলাম শাহের রাজত্বকালের শেষ পর্যায়ের কোন এক সময়ে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইসলাম শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সূর বংশের দুর্দিন শুরু হইলে উভয় সমাধিসৌধের নির্মাণ কার্যই অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

৪। বদাউনের বর্গাকার সমাধি

উত্তর ভারতের বদাউন শহরের উপকণ্ঠে একটি ইস্ট নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকার সমাধির সন্ধান পাওয়া যায়। এই সমাধিতে কে সমাহিত তাহা জানা যায় না। স্থানীয়ভাবে এই ইমারতটি "চৌকি" (বর্গাকার ইমারত) বলিয়া পরিচিত। প্রবেশ পথের উপরের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই সমাধিটি ইসলাম শাহ সূরের (১৫৪৫-৫৩) আমলে ৯৫৭ হি. অর্থাৎ ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[২৩] উল্লেখ্য, ইমারতটির বহির্গাত্র গাঢ় নীল বর্ণের টালির একটি পাড় দ্বারা সজ্জিত।

উপরে বর্ণিত চতুষ্কোণী সমাধিগুলি ছাড়াও সূর শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) বেশ কিছু সংখ্যক অষ্টভুজাকৃতি সমাধিসৌধ নির্মিত হয়। এই অষ্টভুজাকৃতি সমাধি সৌধগুলির গঠন এবং নির্মাণশৈলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫। হাসান খান সূরের সমাধি (আলোকচিত্র : ১১৬)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

শেরশাহের পিতা হাসান খান সূরের সমাধি বর্তমান সাসারাম শহরের এক জনবহুল এলাকায় অবস্থিত। এই ইমারতে ইহার নির্মাণকাল সংক্রান্ত কোন শিলালিপি না থাকায় ইহার নির্মাণকাল সঠিকভাবে নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে এই ইমারতের মিহরাব শীর্ষের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, জনৈক শেখ আবূ শারওয়ানীর অনুরোধক্রমে শেরশাহের আমলে (১৫৪০-৪৫) ইহা নির্মিত হয়।[২৪] পার্সী ব্রাউনের মতে ইহা আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হইয়াছিল।[২৫] আর. নাথ মনে করেন যে, এই সমাধিসৌধটি ১৫৪০ হইতে ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত।[২৬] কানিংহামের মতে বিহারে শের খানের ক্ষমতা সুদৃঢ় হইবার পর আনুমানিক ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে সমাধিসৌধটি নির্মিত হইয়াছিল।[২৭]

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধিসৌধটি অষ্টভুজী। ইহা সুখণ্ড (dressed) ধূসর বেলে পাথরে নির্মিত এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। অষ্টভুজের ব্যাস ১১২ ফুট (৩৪.১৩ মি.)। ইহার প্রতি বাহুতে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট তিনটি করিয়া খিলান আছে। সমাধিভবনের অভ্যন্তর ভাগ একটি অষ্টভুজী বৃহৎ কক্ষ বিশেষ। এই অষ্টভুজী সমাধিকক্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে একটি অষ্টভুজাকৃতি ঘুরানো বারান্দা যাহা ঠেক্‌না বা ব্রাকেট সম্বলিত পাথরের ছাঁইচ বা চাজ্জা দ্বারা রক্ষিত। অষ্টভুজাকৃতি সমাধি কক্ষের মূল (cardinal) পশ্চিম দেওয়ালে রহিয়াছে একটি মিহরাব। সমাধি কক্ষে বেশ কয়েকটি কবরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের মধ্যে মধ্যস্থলে নির্মিত কবরটি হাসান কান সূরের।

www.pathagar.com

ভূমি পরিকল্পনায় এই সমাধিসৌধটি সৈয়দ এবং লোদী আমলের অষ্টভুজী সমাধি সৌধেরই সংস্করণ। ভূমি হইতে গম্বুজ পর্যন্ত এই সমাধিভবনটিকে একটি ত্রিতল ইমারত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সমাধিকক্ষ এবং ইহার ঘুরানো বেষ্টনী বারান্দাকে এক তলা হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই একতলার বারান্দার প্রতি বাহুর প্রতিটি খিলানের উপর বারান্দার ছাদে নির্মিত হইয়াছে একটি করিয়া অনুচ্চ গম্বুজ। ছত্রীসহ গম্বুজের অষ্টভুজী সুউচ্চ পিপা (drum)-কে দ্বিতীয় তলা এবং ইমারত শীর্ষের বৃহদাকার গম্বুজটিকে তৃতীয় তলা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আলোচ্য ইমারতের এইরূপ ত্রিতল বিন্যাসকে অনেকটা মুলতানের রুক্‌ন-ই-আলমের[২৮] ত্রিতল বিন্যানের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সমাধিসৌধটি একটি বর্গাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। এই বেষ্টনী প্রাচীর তাল বা পিণ্ড প্রস্তর (rubble) দ্বারা নির্মিত। এই বেষ্টনী প্রাচীরের চারি বাহুতেই রহিয়াছে সুদৃশ্য প্রবেশপথ এবং চারিকোণায় সংযোজিত হইয়াছে গম্বুজ সম্বলিত চারিটি চন্দ্রাতপ।

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের গাত্রালঙ্কার বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। অষ্টভুজী ঘুরানো বারান্দার মূল (cardinal) পূর্ব বাহুর খিলানসমূহের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) একদা কর্তিত পলেস্তারার জ্যামিতিক এবং লতা-পাতার নক্‌শা দ্বারা সজ্জিত ছিল। ইহাদের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল লিপ অলঙ্করণ। বর্তমানে এই সমস্ত অলঙ্করণের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া গেলেও অবশিষ্টাংশ হইতে এই গাত্রালঙ্কারের শৈল্পিক মান সহজেই অনুমান করা যায়। বারান্দার উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র গম্বুজসমূহের স্তর বিশিষ্ট পানদানতিফ, আলঙ্কারিক কুলঙ্গী, কর্তিত এবং রঞ্জিত পলেস্তারায় সৃষ্টি আরব্য নক্‌শা এবং লিপি অলঙ্করণ (আলোকচিত্র : ১১৭) সত্যই মনোমুগ্ধকর। বারান্দার নক্‌শাচক্রে পরবর্তী মুগল আমলে বহুল ব্যবহৃত হিন্দু অলঙ্করণ প্রতীক সাতকোণার ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বারান্দার উপরে নির্মিত ক্ষুদ্র এবং অনুচ্চ গম্বুজসমূহের অভ্যন্তরের ছাদ বা শীর্ষদেশ ফুলেল নক্‌শা দ্বারা সজ্জিত। এই গম্বুজগুলিতেও ব্যবহৃত হইয়াছে পদ্মকোষ এবং শীর্ষদণ্ড (finial)। সমাধি কক্ষের মূল (cardinal) পশ্চিম বাহুতে নির্মিত মিহরাব ও লিপি অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। সৈয়দ এবং লোদী আমলে গম্বুজ অলঙ্করণ রীতির অনুকরণে এই সমাধিসৌধের শীর্ষ গম্বুজের অভ্যন্তরের শীর্ষদেশ কর্তিত এবং রঞ্জিত পলেস্তারায় সৃষ্ট একটি লিপি নক্‌শাচক্র দ্বারা অলঙ্কৃত। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ গাত্রের নিম্নাংশেও রহিয়াছে প্রায় একই প্রকার লিপি নক্‌শা চক্র। গম্বুজ শীর্ষের দুইটি পদ্মকোষ এবং তিনটি কলস সম্বলিত শীর্ষদণ্ডের (finial) সুষম সমন্বয় গম্বুজের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ইহা ছাড়াও বেষ্টনী প্রাচীরের প্রবেশ পথে এবং বেষ্টনী প্রাচীরের চারিকোণায় চন্দ্রাতপগুলিতে রঙিন টালির ব্যবহার এই সমাধিসৌধের অলঙ্করণ বিন্যাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করিয়াছে।[২৯]

www.pathagar.com

মন্তব্য

এই সমাধিসৌধটি কোন বাঁধানো উঁচু ভিটি বা বেদীর উপর নির্মিত না হওয়ায় ইহার সার্বিক স্থাপত্য সৌষ্ঠব কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

৬। ইখতিয়ার খানের সমাধি

সাসারামের কয়েক মাইল পশ্চিমে চাইনপুর নামক স্থানে এই সমাধিসৌধটি অবস্থিত। জানা যায়, ইখতিয়ার খান শেরশাহের জনৈক জামাতা ফতেহ খানের পিতা ছিলেন।[৩০] পার্সী ব্রাউন তাঁহাকে বখতিয়ার খান হিসাবে অভিহিত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, তিনি সূর আমলের একজন প্রভাবশালী অমাত্য ছিলেন।[৩১] তিনি আরো এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে, সমাধিসৌধটি সম্ভবত শেরশাহের দিল্লীতে ক্ষমতা লাভের পূর্বেই অথাৎ ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের আগেই নির্মিত হইয়াছিল।[৩২]

সমাধিসৌধটি অষ্টভুজাকৃতি। ইহার ব্যাস ৫৩ ফুট (১৬.১৫ মি.)। দেওয়ালের প্রশস্ততা ১২ ফুট (৩.৬৫ মি.)। সমাধিকক্ষ পরিবেষ্টনকারী বারান্দার প্রশস্ততা ৯ ফুট (২.৭৪ মি.)। সমাধিকক্ষে সর্বমোট আটাশটি কবর রহিয়াছে। এই সমাধিসৌধের সহিত ইতিপূর্বে বর্ণিত হাসান খান সূরের সমাধির যথেষ্ট স্থাপত্যগত সাদৃশ্য বিদ্যমান।

৭। ঈসা খানের সমাধি (আলোকচিত্র : ১১৮)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

পূর্বেই উল্লেখ কর হইয়াছে যে, ঈসা খানের সমাধি দিল্লীর আরব সরাই এলাকায় ঈসা খানের মসজিদের নিকট অবস্থিত। এই সমাধিসৌধের মিহরাব শীর্ষের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা ৯৫৪ হি. অর্থাৎ ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম শাহের রাজত্বকালে (১৫৪৫-৫৪) জনৈক সভাসদ মসনদ-ই-আলী ঈসা খান কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।[৩৩]

ভূমি নক্শা ও গঠন

সমাধিসৌধটি অষ্টভুজী। ইহা নির্মাণে সুখণ্ড (dressed) ধূসর বেলে পাথর ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টভুজের প্রতি বাহুতে রহিয়াছে তিনটি করিয়া খিলান। ইহাদের উপর রহিয়াছে ঠেক্না বা ব্রাকেট সম্বলিত ছাঁইচ বা চাজ্জা। অষ্টভুজের প্রতি বাহুর উপর স্থাপিত হইয়াছে একটি করিয়া ছত্রী। অষ্টভুজের প্রতিকোণে রহিয়াছে অবনমন সম্বলিত পোস্তা (buttress)। পোস্তার শীর্ষদেশ ক্ষুদ্র বুরুজ সম্বলিত। ইহার সমাধি কক্ষটি অষ্টভুজী। সমাধি কক্ষে দুই সারিতে রহিয়াছে মোট ছয়টি কবর। ইহাদের মধ্যে উপরের সারির মাঝেরটি ঈসা খানের। অন্যগুলি সম্ভবত তাঁহার পরিজনবর্গের। সমাধিকক্ষটি ঘুরানো বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সমাধি কক্ষের মূল (cardinal) পশ্চিম বাহুতে নির্মিত হইয়াছে মিহরাব। মূল দক্ষিণ বাহুতে রহিয়াছে প্রবেশ পথ। মূল পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক ব্যতীত সমাধিকক্ষটির অন্যান্য খিলানপথগুলি প্রস্তর

www.pathagar.com

জাফরী দ্বারা বন্ধ করা। সমাধিভবনটির উপরে নির্মিত হইয়াছে একটি বিশাল গম্বুজ। ইহার পিপা (drum) বত্রিশ বাহুবিশিষ্ট। পিপার প্রতি কোণে স্থাপিত হইয়াছে ক্ষুদ্র বুরুজ। পদ্মকোষ এবং পদ্মের সমন্বয়ে গঠিত শীর্ষদণ্ড (finial) এই গম্বুজের আঙ্গিক সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। সংলগ্ন মসজিদসহ মূল সমাধি ভবনটি অষ্টভুজী বেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

অলঙ্করণ

এই সমাধিসৌধের গাত্রালঙ্কারের জন্য কর্তিত পলেস্তারায় ফুল এবং লতা-পাতার নক্শা, লিপিকলা এবং জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালি ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমাধিকক্ষ পরিবেষ্টকারী বারান্দার কিছু সংখ্যক খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) ব্যবহৃত হইয়াছে আরবী লিপিকলা সম্বলিত নক্শাচক্র। কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট এই সমস্ত নক্শাচক্রে নীল বর্ণের জেল্লাদার (glazed) টালি খণ্ড ব্যবহৃত হইয়াছে। শীর্ষ গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের শীর্ষদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে লোদী ঐতিহ্য বহনকারী লিপিকার আলঙ্কারিক চক্র। কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট এই নক্শাগুলিকে লাল এবং নীল বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে। সমাধিকক্ষের মিহরাব ধারণকারী লাল বেলে পাথরের কাঠামোয় উৎকীর্ণ আরবী লিপিকার শৈল্পিক ব্যবহার মিহরাবের আঙ্গিক সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। সমাধি ভবনটির বহির্গাত্রের অলঙ্করণে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির সীমিত ব্যবহার শিল্পীর সুরুচির স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। ইমারত বেষ্টনকারী চাজ্জা এবং বপ্রের (parapet) মধ্যবর্তী স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে নীল রঙের বর্গাকৃতি টালির একটি সুদৃশ্য পাড় নক্শা। ইহা ছাড়াও খিলানসমূহের বহির্দেশ রেখায় নীল বর্ণের কর্তিত টালির ফুলেল এবং জ্যামিতিক নক্শা ইমারতটির বর্ণালঙ্কার বিন্যাসে সুরুচিপূর্ণ শৈল্পিক চেতনার স্বাক্ষর রাখিতে সক্ষম হইয়াছে।[৩৪]

মন্তব্য

সার্বিক বিচারে এ কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, সুষম আঙ্গিক গঠনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও গম্বুজসহ ইমারতটি কম উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ায় ইহার পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য রূপ পরিস্ফুট হয় নাই।

৮। চিমনী খানের সমাধি

নির্মাণকাল

সমাধিসৌধটি উত্তর ভারতের বদাউন শহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। চিমনী খান সূর রাজ দরবারের একজন প্রভাবশালী সভাসদ ছিলেন। নির্মাণ সম্বলিত শিলালিপি না থাকায় ইহার সঠিক নির্মাণকাল নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য। তবে ইহা নিঃসন্দেহে সূর শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) নির্মিত। আর. নাথ ইহার আনুমানিক নির্মাণকাল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ বলিয়া মনে করেন।[৩৫]

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

সমাধিসৌধটি অষ্টভুজী। ইহা ইষ্টক নির্মিত। ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি (৮.০৭ মি.)। ইতিপূর্বে বর্ণিত অষ্টভুজী সমাধিসৌধের সমাধি কক্ষগুলিও ছিল অষ্টভুজী। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, চিমনী খানের সমাধি অষ্টভুজী হইলেও সমরকন্দে অবস্থিত তৈমুরের অষ্টভুজী সমাধিসৌধ গোর-ই-মীরের (আঃ ১৪০৫) বর্গাকৃতি সমাধি কক্ষের ন্যায় ইহার সমাধিকক্ষও বর্গাকার। এই বর্গকার সমাধিকক্ষের প্রতি বাহুর ভিতরের দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট ৬ ইঞ্চি (৮.৩৭ মি.) ইমারতটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। কিন্তু গম্বুজটি অনুচ্চ। সুতরাং গঠনশৈলীর দিক হইতে এই সমাধি সৌধটি হাসান খান সূর অথবা ঈসা খানের সমাধি হইতে উন্নত মানের হয় নাই।

অলঙ্করণ

তবে গাত্রালঙ্কারের ক্ষেত্রে ইমারতটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি করিতে পারে। ইহার বপ্রে (parapet) ইষ্টক কারুকার্যের অলঙ্করণ বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ইহার সহিত রঙিন টালি অলঙ্করণের সমন্বয় সাধন শিল্পী মনেরই স্বাক্ষর বহন করে।

মন্তব্য

অনেকের মতে প্রস্তর খোদাই কর্মের অনুপস্থিতি, কর্তিত পলেস্তায়ার নক্‌শা এবং রঙিন টালির ব্যবহার এই ইমারতটিকে দিল্লীর অন্যান্য সমসাময়িক সমাধিসৌধ অপেক্ষা অধিকতর ইসলামী বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে।[৩৬] আবার অনেকে এই বলিয়াও মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহার গম্বুজটি অনুচ্চ না হইয়া বিশালাকৃতির হইলে এই সমাধি সৌধটি ইষ্টক নির্মিত সমাধিসৌধের এক বিস্ময়কর উদাহরণ হিসাবে পরিগণিত হইতে পারিত।[৩৭]

৯। শেরশাহের সমাধি (আলোকচিত্র : ১১৯)

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

সূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা শেরশাহের সমাধিসৌধ বিহারের সাসারামে অবস্থিত। সূর আমলে (১৫৪০-৫৫) নির্মিত অষ্টভুজী সমাধির মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম। এই সমাধিসৌধের অভ্যন্তরস্থ মিহরাবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই সমাধিসৌধের নির্মাণকার্য ইসলাম শাহের (১৫৪৫-৫৫) রাজত্বকালে ৯৫২ হি. অর্থাৎ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল।[৩৮] আব্বাস খান শিরওয়ানীর তারিখ-ই-শেরশাহী হইতে জানা যায় যে, ৯৫২ হি. ১০ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই মে শেরশাহের মৃত্যু হয়।[৩৯] শের শাহের মৃত্যুকাল এবং সমাধিসৌধের নির্মাণকার্য সমাপ্তির তারিখ পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, শেরশাহের রাজত্বকালেই (১৫৪০-৪৫) ইহার নির্মাণ কার্য প্রায় সমাপ্তির পথে ছিল।

মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-৫১)-এর সমাধির ন্যায় শেরশাহের সমাধিসৌধও একটি বর্গাকার কৃত্রিম হ্রদের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কৃত্রিম হ্রদের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর

www.pathagar.com

বেদীর উপর এই সমাধিসৌধটি নির্মিত হইয়াছে। এই প্রস্তর বেদীটি আবার অন্য একটি বৃহৎ ধাপযুক্ত বেদীর উপর নির্মিত। ধাপযুক্ত এই বেদীটি বর্গাকার এবং ইহার প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ২৪৩ ফুট (৭৪.০৬ মি.)।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

অষ্টভুজী পরিকল্পনায় (রেখাচিত্র : ৪০) এই সমাধিসৌধটি নির্মিত। চুনার হইতে সংগৃহীত হলুদ বেলে পাথরে ইহা নির্মিত। অষ্টভুজের ব্যাস ২৫০ ফুট (৭৬.২ মি.)। আকারে ইহা এত বড় যে, ইতিপূর্বে নির্মিত যে কোন অষ্টভুজী সমাধিসৌধের ব্যাস অপেক্ষা ইহার ব্যাস বেশ কয়েক গুণ বড়। অষ্টভুজের প্রতি বাহুতে ৯ ফুট (২.৭৪ মি.) পরিসরবিশিষ্ট তিনটি করিয়া দ্বি-স্তরবিশিষ্ট খিলান রহিয়াছে। খিলানগুলি ভারী এবং মজবুত চতুষ্কোণী স্তম্ভের উপর ন্যস্ত। খিলানগুলির উপর রহিয়াছে ছাঁইচ বা চাজ্জা যাহা প্রস্তর নির্মিত ঠেক্‌না বা ব্রাকেটের পর স্থাপিত। এই সমাধিসৌধের সমাধিকক্ষ অত্যন্ত প্রশস্ত। ইহার ব্যাস ৭১ ফুট ৬ ইঞ্চি (২১.৭৯ মি.) এবং ইহার উচ্চতা ১০১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৩১.০০ মি.)। এত বিরাট আয়তনের সমাধিকক্ষ উত্তর ভারতের আর কোন সমাধিসৌধে নাই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাজমহলের সমাধিকক্ষের ব্যাস শেরশাহের সমাধিকক্ষের ব্যাস অপেক্ষা ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি (৪.১১ মি.) কম; তাজমহলের সমাধিকক্ষের উচ্চতাও শের শাহের সমাধিকক্ষের উচ্চতা অপেক্ষা ২১ ফুট ৯ ইঞ্চি (৬.৬২ মি.) কম।[৪০] সমাধিকক্ষের

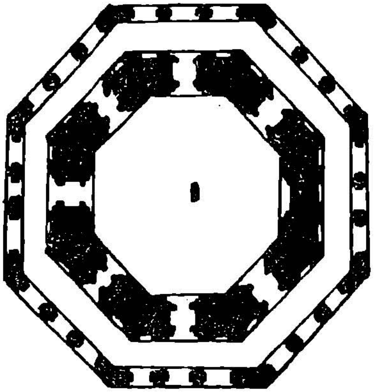

রেখাচিত্র : ৪০। শেরশাহের সমাধি : ভূমি নক্‌শা

বিশাল আয়তন ইহার অভ্যন্তরভাগে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহের সৃষ্টি করিয়াছে। এই সমাধি কক্ষটিকে বেষ্টন করিয়া আছে একটি অষ্টভুজী ঘুরানো বারান্দা। এই বারান্দা হইতে সমাধিকক্ষে প্রবেশের জন্য মূল (cardinal) পশ্চিম বাহু ব্যতীত অন্যান্য

www.pathagar.com

বাহুগুলিতে সর্বমোট সাতটি দরজা রহিয়াছে। প্রবেশদ্বারগুলি সর্দল এবং ঠেকনা সম্বলিত। মূল (cardinal) পশ্চিম বাহুতে রহিয়াছে একটি মিহরাব। সমাধিকক্ষের কেন্দ্রস্থলে শেরশাহের সমাধি এবং ইহার আশে পাশে আরো চব্বিশটি সমাধিতে সমাহিত রহিয়াছে শেরশাহের প্রিয় পাত্রবৃন্দের স্মৃতি চিহ্ন।[৪১]

শেরশাহের সমাধিসৌধটি এক গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজটি প্রশস্ত এবং অনুচ্চ। উত্তর ভারতে সম্ভবত ইহাই সর্ববৃহৎ গম্বুজ।[৪২] ইহা এক খোলসবিশিষ্ট। ষোল বাহুবিশিষ্ট পিপা (drum)র উপর ইহা স্থাপিত। ইমারতের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য পিপায় প্রস্তর নির্মিত জাফরী সংযোজিত হইয়াছে। সমাধিসৌধটি অষ্টভুজী পরিকল্পনায় নির্মিত বলিয়া ইহার উপর গম্বুজ নির্মাণ বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত বিজাপুরের গোল গম্বুজ (১৬৫৬-৫৭) নির্মাণ অপেক্ষা সহজতর হইয়াছে। শেরশাহের সমাধির গম্বুজ নির্মাণের অবস্থান্তর পর্যায়ে অষ্টভুজের প্রতি কোণে খিলানকৃত কুলঙ্গীর সমন্বয়ে এবং স্কুইঞ্চ খিলানের সম্পূরক হিসাবে বর্গা এবং ঠেক্না পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহার ফলে অভ্যন্তর ভাগের দেওয়ালসমূহে পরিলক্ষিত হয় অধ্যারোপিত তিন সারি খিলানের বিন্যাস। নিচের সারি হইতে উপরের সারিগুলি উচ্চতায় কম হইলেও এইগুলিতে খিলানের সংখ্যা নিচের সারির খিলানের সংখ্যার চাইতে বেশি। সর্বনিম্নের সারিতে খিলানের সংখ্যা আট; দ্বিতীয় পর্যায়ে খিলানের সংখ্যা ষোল এবং সকলের উপরের সারিতে খিলানের সংখ্যা বত্রিশ। এই সমস্ত খিলানে সংযুক্ত জাফরীর মাধ্যমেও অভ্যন্তরভাগে আলো প্রবেশ করিতে পারে। প্রতি পর্যায়ের কোণসমূহ ইহার কেন্দ্রের সহিত সর্দল দ্বারা সংযুক্ত। এই ব্যবস্থাকে আরো কার্যকর করার জন্য সাহায্য লওয়া হইয়াছে ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতির। অবস্থান্তর পর্যায়ের প্রক্রিয়া সহজ পদ্ধতিতে সম্পন্ন হইলেও ইহাতে কারিগরী এবং প্রকৌশলগত দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, শেরশাহের সমাধিসৌধটি একটি ত্রি-স্তরবিশিষ্ট ইমারত। ইহার প্রথম স্তর বা সর্বনিম্ন তলায় রহিয়াছে সমাধিকক্ষ এবং ইহাকে বেষ্টনকারী অষ্টভুজাকৃতি ঘুরানো বারান্দা। এই প্রথম তলার উপর প্রতি কোণে রহিয়াছে একটি করিয়া ছত্রী। এই প্রথম স্তরে বা তলায় সংযুক্ত আছে ছাঁইচ বা চাজ্জা। এই তলার শীর্ষদেশ বপ্র (parapet) সম্বলিত। এই সমাধিসৌধের দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় তলা হাসান সূরের সমাধির অনুকরণে সাদাসিদে ধরনের অষ্টভুজাকৃতি উঁচু দেওয়াল যাহার প্রতি কোণে স্থাপিত হইয়াছে ছত্রী। দুই ছত্রীর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত হইয়াছে বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। এই ইমারতের তৃতীয় স্তর বা তৃতীয় তলা গঠিত হইয়াছে পিপা (drum) এবং পিপার উপরে নির্মিত গম্বুজ দ্বারা। গম্বুজ শীর্ষে সংযুক্ত হইয়াছে পদ্মকোষ এবং কলস সম্বলিত শীর্ষদণ্ড।

যে বেদীর উপর সমাধিসৌধটি নির্মিত তাহা প্রাচীর বেষ্টিত। এই বেষ্টনী প্রাচীরের চারি কোণায় নির্মিত হইয়াছে চারিটি অষ্টভুজী চন্দ্রাতপ। এই বেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব বাহুর মধ্যস্থলে রহিয়াছে একটি করিয়া প্রবেশ পথ। প্রবেশ পথগুলির

www.pathagar.com

উভয় পার্শ্বে এবং বেষ্টনী প্রাচীরের প্রবেশ পথবিহীন পশ্চিম বাহুতে প্রস্তর নির্মিত সুদৃঢ় ঠেক্না (bracket)র উপর স্থাপিত হইয়াছে দুইটি করিয়া বহির্গত বাতায়ন। বহির্গত এই বাতায়নগুলি (আলোকচিত্র : ১২১) বেষ্টনী প্রাচীর গাত্রের একঘেঁয়ে সমতল ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্রের আবেদন সৃষ্টি করিয়াছে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে ত্রি-স্তরবিশিষ্ট এই সমাধিসৌধটিকে একটি নিখুঁত প্রতিসম (symmetrical) পরিকল্পনায় নির্মিত ইমারত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে বর্গাকার প্রস্তর বেদীর উপর ইহা নির্মিত জ্যামিতিক ভূলবশত তাহার বাহুগুলির সহিত সমাধির অষ্টভুজের অক্ষ সমান্তরাল না হইয়া ৮° পার্থক্য (রেখাচিত্র : ৪১) সৃষ্টি করিয়াছে। অবশ্য এই কারণে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি

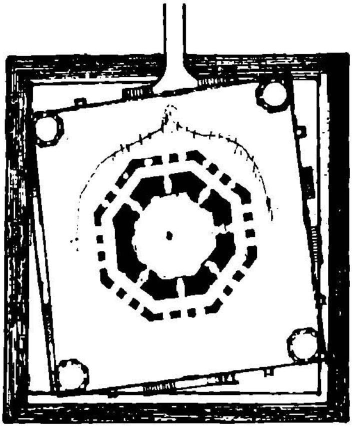

রেখাচিত্র : ৪১। শেরশাহের সমাধি : সমাধি বেদী ও সমাধিসৌধের দিগ্বলন নক্‌শা

হইয়াছিল স্থপতি তাঁহার কারিগরী দক্ষতা এবং মূল ভবনের দিগ্বলনের (orientation) সামান্য সংশোধনের মাধ্যমে তাহা সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছেন।

কৃত্রিম জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে যে বেদীর উপর সমাধিসৌধটি নির্মিত হইয়াছে উত্তর দিকে তাহা চতুষ্কোণী প্রস্তর স্তম্ভের উপর নির্মিত সেতু বা জাংগাল দ্বারা পাড়ের ভূমির সহিত যুক্ত। জাংগাল এবং তীরের মিলনস্থলে গম্বুজ সম্বলিত চন্দ্রাতপ জাংগালের প্রবেশ দ্বার বা প্রহরী কক্ষরূপে ব্যবহৃত। মূল পরিকল্পনায় অবশ্য জাংগালের কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সমাধিসৌধটি সংস্কারের সময় ইহা সংযুক্ত হয়।[৪৩]

অলঙ্করণ

অবক্ষয়জনিত কারণে এই সমাধিসৌধটির গাত্রালঙ্কার বর্তমানে দৃষ্টিগোচর না হইলেও একদা ইহার অলঙ্করণের জন্য নানা বর্ণের (গাঢ় নীল, হাল্কা নীল, সাদা)

www.pathagar.com

জেল্লাদার (glazed) টালি ব্যবহৃত হইয়াছিল।[৪৪] বর্ণরঞ্জিত নক্‌শা এবং রঙিন টালি অলঙ্করণের চিহ্ন বপ্র (parapet) , ছত্রী, বহির্গত বাতায়ন (oriel window) এবং বেষ্টনী প্রাচীরের প্রবেশ পথে এখনও বিদ্যমান। মিহরাবে এবং প্রথম স্তরে ব্যবহৃত চাজ্জা বা ছাঁইচের নিচে রঙিন টালির সারি বিন্যাস এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৪৫] অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণে বিশেষ করিয়া মিহরাবের গাত্রালঙ্কারে লিপি নক্‌শা বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়াছে।[৪৬]

মন্তব্য

ইমারতটির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করিয়া শান্তিস্বরূপ যথার্থই ইহাকে "সংযত জাঁকজমক বা আড়ম্বরে অপূর্ব প্রকাশ" (unique expression of sober magnificence) বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।[৪৭] সূর আমলে নির্মিত হইলেও ইহা যে লোদী সমাধি স্থাপত্যের সফল এবং পরিপূর্ণ বিকাশকেই বিধৃত করে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কুতুব মিনারের মতো ইহাও দিল্লীর সুলতানী স্থাপত্যের প্রতিনিধিত্বকারী একটি ইমারত হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। শুধু তাহাই নহে, অপূর্ব গঠনশৈলী, সংযত আড়ম্বর সম্বলিত গাত্রালঙ্কার, কলেবরের নিখুঁত ভারসাম্য এই সব কিছুর প্রেক্ষিতে শেরশাহের সমাধি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হওয়ারও দাবি রাখে।

১০। ইসলাম শাহের সমাধি (আলোকচিত্র : ১২২)

ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৩)-এর সমাধি সাসারাম শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ইহা অসমাপ্ত এবং বর্তমানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

ভূমি নক্‌শা

এই সমাধিসৌধের ভূমি পরিকল্পনাও ছিল অষ্টভুজী। শেরশাহের সমাধির ন্যায় ইহাকেও কৃত্রিম জলাশয়ের কেন্দ্রস্থলে নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল। তবে শেরশাহের সমাধির কৃত্রিম জলাশয় এখনো সজীব থাকিলেও ইসলাম শাহের সমাধির জলাশয় বর্তমানে শুষ্ক।

পরিকল্পনা অনুযায়ী শেরশাহের সমাধির মতো ইহাও তিন স্তরে নির্মিত হইত। যদি ঠিকমত সমাপ্ত হইতে পারিত তবে শেরশাহের সমাধির গম্বুজ এই সমাধির গম্বুজের পরিসর ২.৫ ফুট (০.৭৫ মি.) বেশি হইত এবং ইহার অষ্টভুজাকৃতি সমাধিকক্ষের ব্যাসও শেরশাহের সমাধির অনুরূপ ব্যাসের চাইতে ৫ ফুট (১.৫২ মি.) বেশি হইত।[৪৮] শেরসাহের সমাধি অপেক্ষা ইহাতে আরো কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজনের পরিকল্পনা ছিল বলিয়া মনে হয়। যেমন নিম্নের একতলাস্থিত স্তরে অষ্টভুজের প্রতিকোণে সংযোজিত হইয়াছিল ছত্রীর পরিবর্তে ক্ষুদ্রাকৃতি মিনার। ইহাদের নিম্নাংশ অষ্টভুজী এবং ঊর্ধ্বাংশ ছয়টি খাত (fluting) সম্বলিত। এই খাতগুলির তিনটি কৌণিক এবং তিনট গোলায়িত। ইহারা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত।[৪৯]

www.pathagar.com

মন্তব্য

পরিকল্পনা অনুযায়ী ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলে শেরশাহের সমাধিসৌধের মতো ইহাও বিশেষ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইতে সক্ষম হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলাম শাহের রাজত্বের শেষভাগে সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় এবং ইসলাম শাহের মৃত্যুজনিত কারণে ইহার নির্মাণকার্য অসমাপ্ত থাকিয়া যায়।

লোকায়ত ইমারত

ধর্মীয় স্থাপত্য শ্রেণীভুক্ত ইমারত মসজিদ এবং সমাধিসৌধ ব্যতীত সূর শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) লোকায়ত স্থাপত্যের (secular architecture)ও বিকাশ সাধিত হয়। এই শ্রেণীভুক্ত স্থাপত্যের মধ্যে দুর্গ, তোরণদ্বার, নগর ইত্যাদি নির্মাণের বিষয়কে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। নিম্নে সূর আমলে লোকায়ত স্থাপত্যের বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দুর্গ

সামরিকভাবে মুগলদেরকে পরাজিত করিয়া শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করায় সূর বংশীয় শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) দুর্গ নির্মাণ সংক্রান্ত সামরিক স্থাপত্য বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই সময়ে সূর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত দুর্গ নির্মাণ করা হয় তাহাদের দুই-একটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

১। পুরানা কিলা (আলোকচিত্র : ১২৩-১২৪)

নির্মাণকাল

মুগল সম্রাট হুমায়ূনকে বিতাড়িত করিয়া সূর বংশীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পর হুমায়ূন কর্তৃক নির্মিত নগরী দিন পানাহ্ (ধর্মের আশ্রয়) ধ্বংস করিয়া তাহার নিকটবর্তী স্থানে যমুনা নদীর তীরে শেরশাহ 'পুরানা কিলা' বা পুরানা কালা নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন।[৫০] অনেকের মতে এই স্থানে একদা মহাভারতের পাণ্ডবগণের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ অবস্থিত ছিল। অবশ্য পুরানা কিলা দুর্গের নির্মাতা সম্পর্কে ভিন্ন মতও রহিয়াছে। অনুমান করা হয় যে, শেরশাহ পুরানা কিলা অসমাপ্ত রাখিয়া যান। পুনরায় ক্ষমতা উদ্ধারের পর হুমায়ূন ইহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। এই দুর্গের উত্তর দিকের প্রবেশ পথের কয়েকটি কুলঙ্গীতে কালি দ্বারা হুমায়ূনের নাম লিখা আছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, এই প্রবেশ পথটি হুমায়ূন কর্তৃক নির্মিত না হইলেও তাঁহার দ্বারা উহার সংস্কার কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকিতে পারে। আবার হুমায়ূন দরওয়াজা নামে অভিহিত এই দুর্গের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে কালি দ্বারা তারিখসহ শেরশাহের নাম লিখিত আছে। ইহাতে তারিখ হিসাবে ৯৫০ হি. অর্থাৎ ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ আছে।[৫১] ১৫৪৩ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। সুতরাং পুরানা কিলা শেরশাহ কর্তৃক নির্মিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়।

www.pathagar.com

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

পুরানা কিলা দুর্গটি অনিয়মিত (irregular) আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। পূর্ব পশ্চিমে ইহার দৈর্ঘ্য পৌনে এক মাইল এবং উত্তর দক্ষিণে ইহা প্রায় অর্ধ মাইলের মতো প্রশস্ত। ইহার মৃত্তিকা নির্মিত উচ্চ বেষ্টনী প্রাচীরের পরিসীমা প্রায় দুই কিলোমিটার। এই দুর্গের চারিকোণায় এবং পশ্চিমদিকের প্রাচীরে সংযোজিত হইয়াছে অতিকায় বুরুজ। দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরের ভিতরের দিক ঘেঁষিয়া রহিয়াছে দুই বে' বিশিষ্ট কক্ষের সারি। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এই দুর্গের তিনটি সুউচ্চ প্রবেশ পথ রহিয়াছে। বর্তমানে কেবলমাত্র পশ্চিম দিকের প্রবেশ পথটিই ব্যবহৃত হইতেছে। সুখণ্ড (dressed) লাল বেলে পাথরে নির্মিত এই প্রবেশ পথগুলির প্রত্যেকটি দ্বি-তলবিশিষ্ট প্রত্যেকটির শীর্ষদেশ ছত্রী শোভিত। এই প্রবেশ পথগুলির আঙ্গিক গঠন প্রায় একই প্রকার বলিয়া কেবলমাত্র তালাকি দরওয়াজা বা উত্তর দিকের প্রবেশ পথটির বর্ণনা দেওয়া হইল।

তালাকি দরওয়াজা : পুরানা কিলার উত্তর দিকের এই প্রবেশ পথটি তালাকি দরওয়াজা (নিষিদ্ধ/পরিত্যক্ত দরজা) নামে পরিচিত। (আলোকচিত্র : ১২৪)। প্রবেশ পথটির কেন এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে তাহা সঠিক জানিতে পারা না গেলেও এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, অতীতে কোন এক রাজা এক বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য এই পথ দিয়া সসৈন্যে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল : বিদ্রোহীকে সমুচিত শাস্তি না দিয়া তিনি ফিরিবেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিদ্রোহীকে দমন করিতে গিয়া তিনি নিজেই নিহত হন। আর সেই জন্যই এই প্রবেশ পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে তালাকি দরওয়াজা বা পরিত্যক্ত দরজা বলা হইয়া থাকে।[৫২]

তালাকি দরওয়াজা পুরানা কিলার একটি সুদৃশ্য প্রবেশ পথ। ৫৬ ফুট ২ ইঞ্চি (১৭.১১ মি.) উচ্চতা এবং প্রায় ১৫ ফুট (৪.৫৭ মি.) পরিসরবিশিষ্ট খিলান সম্বলিত এই সুউচ্চ প্রবেশ পথটি সুখণ্ড (dressed) লাল এবং ধূসর বর্ণের বেলে পাথরের সংমিশ্রণে নির্মিত। প্রবেশ পথের এই সুউচ্চ খিলান ধারণ করিয়া আছে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের দ্বি-স্তরবিশিষ্ট খিলান। খিলান সম্বলিত এই প্রবেশ পথটি হলুদ বর্ণের সুখণ্ড (dressed) বেলে পাথরে নির্মিত আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে স্থাপিত। খিলান পথের উভয় পার্শ্বে নির্মিত হইয়াছে দুইটি বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। ইহাদেরকে প্রস্তর নির্মিত সুদৃশ্য ঠেক্‌না বা ব্রাকেটের উপর স্থাপন করা হইয়াছে। বহির্গত বাতায়নের উপরে স্থাপিত হইয়াছে মার্বেল পাথরে খোদিত সিংহ রাশির প্রতিকৃতি। তালাকি দরওয়াজার শীর্ষদেশ তিনটি পিরামিডাকৃতি ছত্রী দ্বারা শোভিত। ইহাদের চতুষ্কোণী স্তম্ভসমূহ লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ছত্রীসমূহের শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছে পদ্ম-কোরক।

www.pathagar.com

এই প্রবেশ পথের বহির্গাত্রে জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির ব্যবহার এই প্রবেশ পথের আঙ্গিক বিরাটত্বকে এক বিশেষ সুষমা প্রদান করিয়াছে।[৫৩] এই প্রবেশ পথের ভিতরের অংশ সংলগ্ন কক্ষসমূহ কর্তিত পলেস্তারায় সৃষ্ট বর্ণাঢ্য অলঙ্করণে সজ্জিত ছিল। বর্তমানে এই অলঙ্করণের প্রায় কিছুই অবশিষ্ট নাই। লাল বেলে পাথরের সহিত সাদা মার্বেল পাথরের সীমিত ব্যবহারও এই প্রবেশ পথের সার্বিক অলঙ্করণ বিন্যাসে মনোরম বর্ণ বৈচিত্রের সৃষ্টি করিয়াছে।

২। রোটাস দুর্গ

নির্মাতা ও নির্মাণকাল

বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই দুর্গটি অবস্থিত। এই অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী গোত্রসমূহকে দমন করিবার জন্য আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে[৫৪] শেরশাহ কর্তৃক এই দুর্গটি নির্মিত হইয়াছিল।

সাধারণ বর্ণনা

দুর্গটি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কোন কোন স্থানে এই বেষ্টনী প্রাচীর ৩০ ফুট (৯.১৪ মি.) হইতে ৪০ ফুট (১২.১৯ মি.) পর্যন্ত প্রশস্ত ছিল। কোন কোন স্থানে এই বেষ্টনী প্রাচীরের উচ্চতা ছিল ৩০ ফুট (৯.১৪ মি.) হইতে ৫০ ফুট (১৫.২৪ মি.)। এই বেষ্টনী প্রাচীরের মোট পরিধি ছিল প্রায় আড়াই মাইল।[৫৫] এই দুর্গের বেষ্টনী প্রাচীরে ছিল ৬৮টি বুরুজ এবং ১২টি সুদৃশ্য প্রবেশ পথ। ইহাদের কোন কোনটি সমকালীন স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন হিসাবে পরিগণিত প্রবেশ পথগুলির উন্নত বপ্রের (barapet) নিকটে নির্মিত হইয়াছে বুরুজগাত্রে বহির্গত গ্যালারী বা মেশিকোলিস (machicoulis)। বেষ্টনী প্রাচীরের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে সোহাল নামের এইরূপ একটি প্রবেশ দ্বার (আলোকচিত্র : ১২৫) আজও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।[৫৬] এই দুর্গের প্রবেশ পথগুলির মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। সুখণ্ড (dressed) প্রস্তরে নির্মিত এই প্রবেশ দ্বারের উচ্চতা ৭০ ফুট (২১.৩৩ মি.)-এরও অধিক। খিলান সম্বলিত এই প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার ফ্রেমে ধারণকৃত কুলঙ্গীর মধ্যে স্থাপিত। এই প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে একটি করিয়া চমৎকার বহির্গত বাতায়ন (oriel window)। ইহারা (আলোকচিত্র : ১২৫) হিন্দু স্থাপত্য ঐতিহ্য বহনকারী ঠেক্না বা ব্রাকেটের উপর স্থাপিত।

মন্তব্য

নিরাপত্তা এবং রাজশক্তির প্রতীক হিসাবে নির্মিত কোন কিছু যে স্থাপত্যগত দিক হইতেও মাধুর্যমণ্ডিত হইতে পারে, রোটাস দুর্গের সোহেল দ্বার তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। এইরূপ আর একটি প্রবেশদ্বারের নাম খাসখানি। জানা যায়, এই দুর্গের

www.pathagar.com

উত্তরাংশ বাকি অংশ হইতে একটি প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল। এই সুরক্ষিত অংশ অন্দর কোট নামে পরিচিত ছিল। রোটাস দুর্গের ন্যায় এইরূপ প্রবেশদ্বার সম্বলিত দুর্গ স্থাপত্য প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া মুগল দুর্গ নির্মাণশৈলীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

৩। সেলিম গড় দুর্গ

শেরশাহের পুত্র ইসলাম শাহ (১৫৪৫-৫৫) ১৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে এই ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য দুর্গটি নির্মাণ করেন। তুগলকাবাদ নগরীর বেশ উত্তরে যমুনার এক চরে নির্মিত এই দুর্গটি সম্ভবত ইসলাম শাহের অপর নাম সেলিম শাহের নামানুসারে সেলিম গড় দুর্গ নামে পরিচিত লাভ করে।

ভূমি নক্‌শা ও গঠন

দুর্গটি ত্রিকোণাকার পরিকল্পনায় নির্মিত ছিল। তাল বা পিণ্ড (rubble) প্রস্তর দ্বারা নির্মিত উঁচু প্রাচীর দ্বারা দুর্গটি পরিবেষ্টিত ছিল। বেষ্টনী প্রাচীরকে সুরক্ষিত করার জন্য ইহার মাঝে মাঝে বুরুজ সংযোজিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে শাহজাহান (১৬২৮-৫৭) কর্তৃক নির্মিত লাল কেল্লার সহিত সেতু দ্বারা ইহাকে সংযুক্ত করা হয়।

তোরণ

একাধিক তোরণদ্বার নির্মাণ সূর শাসনামলে (১৫৪০-৫৫) লোকায়ত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সুউচ্চ এবং সুদৃশ্য তোরণদ্বার ইসলামী স্থাপত্যের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নগরী অথবা দুর্গের প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত এই সমস্ত তোরণদ্বার নৃপতির পরাক্রমের প্রতীক হিসাবেও বিবেচিত হইত। হুমায়ূনকে পরাজিত করিয়া ক্ষমতা দখলের পর শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) দিল্লীতে শেরগড় নামে একটি নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অবশ্য এই নগরী দিল্লী শেরশাহী নামে পরিচিত হয়।[৫৭] এই নগরীর পরিসীমা ছিল নয় মাইল। এই নগরীর প্রবেশ পথ হিসাবে যে দুইটি তোরণদ্বার আজও বিদ্যমান নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হইল।

১। শেরশাহ তোরণ বা লাল দরওয়াজা (আলোকচিত্র : ১২৬)

পুরানা কিলার পূর্বদিকের প্রবেশ পথের ঠিক বিপরীতে মুগল আমলে নির্মিত খায়রুল মনজিল মসজিদের (১৫৬১) সামান্য উত্তরে এই তোরণদ্বারটি অবস্থিত। দ্বিতলবিশিষ্ট এই তোরণদ্বারটি সুখণ্ড (dressed) লাল বেলে পাথরে নির্মিত। এইজন্য ইহা লাল দরওয়াজা বলিয়াও পরিচিত। তবে উল্লেখ্য লাল দরওয়াজা বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহা নির্মাণে সামান্য পরিমাণে ধূসর বেলে পাথরও ব্যবহৃত হইয়াছে।

www.pathagar.com

সুউচ্চ কুলঙ্গিত খিলান সম্বলিত এই প্রবেশ পথটি একটি আয়তাকার কাঠামো বা ফ্রেমে স্থাপিত। একটি বৃহৎ কুলঙ্গী প্রবেশ দ্বারের মূল খিলানটিকে ধারণ করিয়া আছে। প্রবেশ পথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত হইয়াছে একটি করিয়া বহির্গত বাতায়ন (oriel window) । এইগুলির উপর নির্মিত হইয়াছে এই তোরণের দ্বিতীয় তলা। খিলানের খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি (spandrel) সাদা মার্বেল পাথরের গোলাপ ফুল সদৃশ নক্শা দ্বারা শোভিত। জ্যামিতিক ও ফুলেল আরব্য নক্শার সহিত সীমিত জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির অলঙ্করণ[৫৮] এই তোরণদ্বারকে বেশ আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে।

২। খুনী দরওয়াজা (আলোকচিত্র : ১২৭)

নামকরণ

এই তোরণদ্বারটি কোটলা ফিরোজ শাহের পশ্চিমে এবং বর্তমানের মৌলানা আজাদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের নিকট মথুরা রোডে অবস্থিত। ইহাও একদা শের শাহের নির্মিত শের গড় নগরীর একটি প্রবেশ পথ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। দ্বি-তল বিশিষ্ট এই প্রবেশদ্বারটি সুখণ্ড (dressed) ধূসর বেলে পাথরে নির্মিত। তবে ইহা কয়েকটি জানালার ফোকড়ের কাঠামোর জন্য লাল বেলে পাথরও ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই জন্য ইহাকেও লাল দরওয়াজা বলা হইয়া থাকে। ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহের দিল্লী অভিযানের এক পর্যায়ে নাদির শাহের মৃত্যু হইয়াছে এই মর্মে গুজব ছড়াইয়া পড়িলে একদল মুগল সৈন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নাদিরের সৈন্যদের উপর হামলা চালায়। এই বিদ্রোহকে দমনের লক্ষ্যে নাদির শাহের সেনারা এই ফটকের নিকট হইতে দিল্লীর বাসিন্দাদের উপর এক নির্মম হত্যা যজ্ঞের সূচন করে। তখন হইতেই এই ফটক খুনী দরওয়াজা নামে অভিহিত হয়।[৫৮ক] সিপাহী বিদ্রোহের সময় দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের (১৮৩৭-৫৮) দুই পুত্রকেও এই ফটকের কাছে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া হত্যা করা হয়।[৫৯] কাবুলের পথে দিল্লী সম্ভবত এই ফটকের মধ্য দিয়াই ত্যাগ করিতে হইত বলিয়া এই তোরণ কাবুলী দরওয়াজা নামেও পরিচিত ছিল।[৬০]

গঠনশৈলী

সুউচ্চ কুলঙ্গীত খিলান সম্বলিত এই তোরণদ্বারটি দ্বিতলবিশিষ্ট। মূল খিলান পথটিকে ধারণ করিয়া আছে সুউচ্চ খিলান সম্বলিত একটি কুলঙ্গী। বৃহৎ খিলানটির খিলান পটহের (tympanum) মধ্যস্থলে ঠেক্না বা ব্রাকেটের উপর স্থাপন করা হইয়াছে খিলান সম্বলিত একটি ফোঁকড়। প্রবেশদ্বার ধারণকারী বৃহৎ খিলানের উভয় পার্শ্বের দ্বি-তলে সন্নিবেশিত হইয়াছে এক জোড়া করিয়া অধ্যারোপিত খিলান সম্বলিত

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র ফোঁকড়। ইহা ছাড়াও তোরণদ্বারটির পার্শ্ব প্রাচীরে প্রতি তলায় রহিয়াছে একটি করিয়া বহির্গত বাতায়ন (oriel window) । প্রবেশ তোরণটির অলঙ্করণ বলিতে বিশেষ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবলমাত্র খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমিতে (spandrel) বর্গাকার কাঠামোর মধ্যে খোদিত হইয়াছে গোলাপফুল (rosettee) সদৃশ্য নক্‌শা।

অন্যান্য ইমারত

উপরে উল্লিখিত দুর্গ, তোরণদ্বার ইত্যাদি ছাড়াও শেরশাহের শাসনামলে (১৫৪০-৪৫) পুরানা কিলার অভ্যন্তরে, একটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী ইমারত নির্মিত হয় যাহা এই সময়ের লোকায়ত স্থাপত্যের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। এই ইমারতটি পুরানা কিলার অভ্যন্তরস্থ কিলা-ই-কুহনা মসজিদের কিছুটা দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। শের মণ্ডল নামে পরিচিত এই ইমারতটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শেরমণ্ডল (আলোকচিত্র : ১২৮)

নির্মাতা, নির্মাণকাল, ভূমি নক্‌শা ও গঠন

ইহা একটি অষ্টভুজবিশিষ্ট দ্বি-তল[৬১] অট্টালিকা। ইহা শেরশাহ (১৫৪০-৪৫) কর্তৃক ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়।[৬২] ইহা সুখণ্ড (dressed) লাল বেলে পাথরে নির্মিত। ইহার উচ্চতা ৬১ ফুট (১৮.৫৯ মি.) এবং ব্যাস ৫২ ফুট (১৫.৮৪ মি.)। ইহার প্রতি বাহুর মধ্যস্থলে রহিয়াছে খিলানকৃতি কুলঙ্গী। দ্বিতীয় তলার শীর্ষদেশে স্থাপন করা হইয়াছে একটি অষ্টভুজী ছত্রী বা চন্দ্রাতপ। গঠনশৈলীর দিক হইতে ইহার দ্বি-তলের অভ্যন্তর ভাগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দ্বি-তলের এই অভ্যন্তর ভাগ ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত। ফলে ইহার কেন্দ্রস্থলে সৃষ্টি হইয়াছে একটি বর্গাকার কক্ষ। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বাহমনী শাসনামলে (১৩৪৭-১৫২৭) নির্মিত বিদারের রঙিন মহল (১৪৮২-১৫১৮)-এর খাস কামরাটিও এই ক্রুশাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত। যাহা হউক, এই উভয় ইমারতদ্বয় তৈমুরের (১৩৩৬-১৪০৫) ক্রুশাকৃতি উদ্যান চন্দ্রাতপের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

নির্মাণের উদ্দেশ্য

কি উদ্দেশ্যে এই ইমারতটি নির্মিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তারিখ-ই-দাউদীর রচয়িতা আবদুল্লার মতে ইহা শেরশাহের একটি অসমাপ্ত প্রাসাদ যাহাকে শেরশাহ শেরমণ্ডল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।[৬৩] পুরানা কিল্লার অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ স্থানে ইহা নির্মিত হওয়ায় ইহাকে সম্রাট হুমায়ূনের জ্যোতির্বিদগণের তথাকথিত মানমন্দির 'সৌরমণ্ডল' বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন।[৬৪] আবার

www.pathagar.com

অনেকের মতে ইহা শেরশাহ কর্তৃক নির্মিত একটি বিনোদন ভবন যাহা পরবর্তীকালে হুমায়ুন পাঠাগারে রূপান্তরিত করেন।[৬৫] উল্লেখ্য, এই ভবনের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়াই হুমায়ূনের মৃত্যু হয়।

অলঙ্করণ

এই ইমারতের বহির্গাত্রের অলঙ্করণে সাদা মার্বেল ফালি লাল বেলে পাথরের গায়ে খোদাই করিয়া বসাইয়া ছয় কোণাবিশিষ্ট তারকার সৃষ্টি করা হইয়াছে। লাল বেলে পাথরের পটভূমিতে সাদা মার্বেল পাথরের এই তারকা নক্‌শা চমৎকার বর্ণ বৈচিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছে। উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে হুমায়ূনের সমাধিতে অনুরূপ অলঙ্করণের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অভ্যন্তর ভাগের অলঙ্করণে কর্তিত রঙিন পলেস্তারায় সৃষ্ট জ্যামিতিক এবং ফুলেল আরব্য নক্‌শা এখনো দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহা ছাড়াও দ্বি-তলের বর্গাকার কক্ষের নিম্নাংশের (dado) জেল্লাদার (glazed) নীল, হলুদ, সাদা এবং সবুজ রঙের কর্তিত টালি খণ্ডের দ্বারা মোজাইক পদ্ধতিতে সৃষ্ট জ্যামিতিক (ছয় কোণবিশিষ্ট তারকা এবং ষড়ভুজ) এবং আরব্য নক্‌শার অলঙ্করণ (আলোকচিত্র : ১২৯) আজও দর্শকদের বিস্ময়াভূত করে।[৬৬] বস্তুত দিল্লীর সুলতানী আমলের আর কোন ইমারতেই কর্তিত রঙিন পলেস্তারার নক্‌শা এবং জেল্লাদার (glazed) রঙিন টালির দ্বারা সৃষ্ট এইরূপ মনোমুগ্ধকর অলঙ্করণের অপূর্ব সমন্বয় দৃষ্টিগোচর হয় না।

সূর আমলের পনের বছর (১৫৪০-৫৫) এবং বিশেষ করিয়া শেরশাহের পাঁচ বৎসর (১৫৪০-৪৫) রাজত্বকাল ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। গঠনশৈলী এবং অলঙ্করণের দিক হইতে এই আমলে নির্মিত ধর্মীয় এবং লোকায়ত ইমারতসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। শেরশাহের অকালমৃত্যু না হইলে তাঁহার সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় আরো সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মিত হইয়া ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসকে যে আরো সমৃদ্ধ এবং প্রাণবন্ত করিয়া তুলিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

www.pathagar.com

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১. হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪১৯।

২. ঐ. পৃ. ৪৭৭।

৩. আ. সা. ই. রি., ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২; কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০; জেম্‌স ফারগুসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।

৪. আর. নাথ, হিস্ট্রি অব সুলতানেট আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০, ১১৩।

৫. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৬. শান্তিস্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৭. এই মসজিদের লিপি অলঙ্করণের জন্য দেখুন; এস. এম. শফীকউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১-৫৫।

৮. এই মসজিদের টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-৩৭।

৯. কে. হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫২৯।

১০. নিম্নে দেখুন, পৃ.

১১. আরব সরাই হুমায়ূনের সমাধির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থান। এইরূপ জনশ্রুতি রহিয়াছে যে, হুমায়ূনের বিধবা মহিষী হাজী বেগম মক্কা হইতে তিনশত মোল্লা আনিয়া এখানে তাহাদের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মতান্তরে, হুমায়ূনের সমাধি নির্মাণে নিয়োজিত পারস্যের কারিগরগণের আস্তানা এখানেই গড়িয়া উঠিয়াছিল (ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০)।

১২. সৈয়দ আহমদ খান, আসার পৃ. ২৪৭।

১৩. টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-৩৯।

১৪. লিপি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এস. এম. শফীকউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

১৫. আ. সা. ই. রি., ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৮।

১৬. এ. ই. মো., ১৯২৩-২৪, পৃ. ২৮; আ. সা. ই. (নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ), খণ্ড, ৪১, পৃ. ১৮১-৮৩।

১৭. জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, আগস্ট, ১৯০৭, ৮ম খণ্ড, নং ৮, পৃ. ৫৮৪।

১৮. ঐ, পৃ. ৫৮৫।

১৯. উপরে দেখুন, পৃ.

২০. উপরে দেখুন : পৃ.

www.pathagar.com

২১. আ. সা.ই.রি., খণ্ড, ১১, পৃ: ১৬৩-৬৪।

২২. ঐ. পৃ: ১৬৩

২৩. আ. সা. ই. রি., খণ্ড ১১, পৃ. ৯।

২৪. আ. সা. ই. (নিউ ইমপেরিয়াল সিরিজ), খণ্ড ৪১, পৃ. ১৮৬; এ. ই. মো. ১৯২৩-২৪, পৃ. ২৭, আলোকচিত্র : ১৩ এ।

২৫. পার্সী ব্রাউন প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২৬. আ. নাথ., হিস্ট্রি অব সুলতানেট আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১।

২৭. আ. সা.ই. রি., খণ্ড ১১, পৃ. ১৩৪।

২৮. উপরে দেখুন, পৃ.।

২৯. টালি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এম.এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১-৪৪।

৩০. আ. সা. ই. রি., খণ্ড, ১১, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৩১. পার্সী ব্রাউন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

৩২. ঐ।

৩৩. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮; জাফর হাসান, লিস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪, মে. আ. সা. ই. নং ৪৭, পৃ. ১৯।

৩৪. এই সমাধির রঙিন টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪-৪৭।

৩৫. আর. নাথ, হিস্ট্রি অব সুলতানেট আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৩৬. ঐ।

৩৭. আ. সা. ই. রি., খণ্ড, ১১, পৃ. ৯।

৩৮. আ. সা. ই. (নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ), খণ্ড ৪১, পৃ. ১৯০; এ. ই. মো., ১৯২৩-২৪, পৃ. ২৮।

৩৯. হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

৪০. আ. নাথ, হিস্ট্রি অব সুলতানেট আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২।

৪১. আ. সা. ই. (নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ), খণ্ড ৪১, পৃ. ১৮৭; জেম্‌স ফারগুসন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

৪২. আ. সা. ই. রি., খণ্ড, ১১, পৃ. ৫।

৪৩. আ. সা. ই. (নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭।

৪৪. ঐ, পৃ. ১৮৮।

৪৫. এই সমাধির রঙিন টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-৫৩।

www.pathagar.com

৪৬. এই সমাধির লিপি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এস, এম. শফীকউল্লাহ্, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯।

৪৭. শান্তিস্বরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৪৮. আ. সা. ই. রি., খণ্ড ১১, পৃ. ১৩৭।

৪৯. ঐ।

৫০. ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৫১. ঐ, পৃ. ১২৩।

৫২. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

৫৩. তালাকি দরওয়াজার রঙিন টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-২২।

৫৪. এ. বি. আ. সা. ই, ১৯২১-২২, পৃ. ৪।

৫৫. পাঞ্জাব ডিসট্রিক্ট গেজেটিয়ার, (ঝিলাম ডিসট্রিক্ট), খণ্ড ২৭ এ. পৃ. ৩০, ৩৪।

৫৬. এ. রি. আ. সা. ই., ১৯২১-২২, পৃ. ৪।

৫৭. সতীশ গ্রোভার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১।

৫৮. টালি অলঙ্করণের জন্য দেখুন; এম. এম., রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩-৩৪।

৫৮ক. পার্সী সাইক্স, এ হিস্ট্রি অব পার্শিয়া, ২য় খণ্ড, (লন্ডন, ১৯৫১), পৃ. ২৬২।

৫৯. ওয়াই, ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ ১৩২।

৬০. ঐ।

৬১. সতীশ গ্রোভার (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩) সম্ভবত ভূলবশত ইমারতটিকে ত্রিতল বলিয়াছেন।

৬২. কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

৬৩. হি. ই. ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭; কার স্টিফেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩।

৬৪. আর. নাথ, হিস্ট্রি অব সুলতানেট আর্কিটেকচার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

৬৫. ওয়াই. ডি. শর্মা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭।

৬৬. এই ইমারতের টালি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এম. এম. রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-৫৬।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-ক

পরিভাষা

Abutment	প্রান্তস্থ বা পার্শ্বস্থ অবলম্বন
Aisle	আইল, খিলানপথ, স্তম্ভপথ, বালত (আরবী)
Alcove	চোরকুঠরী
Alignment	একরেখন
Altar	(গীর্জা বা মন্দিরের) বেদী
Apex	শীর্ষ, চূড়া
Apex stone (Saddle stone)	শীর্ষ প্রস্তর
Arabesque	আরব্য নক্শা
Arcade	খিলান সারি
Arch	খিলান
Arch block	খিলানের ইট
Architrave	মাতাল, স্তম্ভ শীর্ষস্থ প্রধান কড়িকাঠ
Arcuate	খিলান নির্ভর-(স্থাপত্য)
Arrow-slit	শরছিদ্র
Ashlar (Dressed stone)	সুখণ্ড (প্রস্তর)
Axis	অক্ষ
Balcony	ঝুলবারান্দা
Balustrade	রেলিং দ্বারা যুক্ত ছোট ছোট শিল্পা শ্রেণী
Barbican	বক্রদ্বার
Barrel Vault	পিপাকৃতি খিলান ছাদ
Basement	তলার ঘর, ভূগৃহ
Bastion	বুরুজ, দুর্গ প্রাচীরের বহির্গত অংশ
Battlemented parapet	সামরিক প্যারাপিট বা বপ্র, সচ্ছিদ্র বপ্র
Batter	অবনমন, ঢাল
Bay	খিলান পথ, স্তম্ভ পথ
Beam	তীর, সর্দল
Bevelled	তেরচা
Blind arch	বদ্ধ খিলান

www.pathagar.com

Block	প্রস্তর খণ্ড, কাষ্ঠ খণ্ড
Bond	গাঁথুনি
Border	প্রান্ত, ধার, পাড়, সীমা
Boss	সম অবয়ব হইতে উন্নীত বা উচ্চ অলঙ্করণ
Bracket	ব্রাকেট, ঠেকনা, ঠেস
Bulbus	কন্দাকৃতি
Buttress	পোস্তা, আলম্ব
Cairn	স্মৃতি স্তম্ভ, শিলাস্তূপ
Canopy	চন্দ্রাতপ
Capital	স্তম্ভশীর্ষ
Cardinal point	দিগবিন্দু
Carving	খোদাইকার্য
Cenotaph	নকল কবর, কবরফলক
Chattri (kiosk)	ছত্রী
Chevron pattern	খাঁজ নক্‌শা
Column	থাম,স্তম্ভ
Concave	অবতল
Concentric	এককেন্দ্রিক, সমকেন্দ্রিক
Conical	মোচাকৃতি, কৌণিক
Convex	উত্তল
Coping	দেওয়াল মুকুট, প্রাচীর শীর্ষের জল নিষ্কাষণী আবরণ
Corbell	কর্বেল, ক্রম প্রলম্বন
Cornice	কার্নিস
Court	অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, সাহন (আরবী, মসজিদের বেলায় বিশেষ অর্থে)
Courtyard	Court দ্রষ্টব্য
Crenel	শরছিদ্র
Crest	কিরীট, শিখা, শীর্ষালঙ্কার
Crosswise	আড়াআড়িভাবে, ক্রুশাকারে
Cross vault	ক্রুশাকৃতি খিলানছাদ
Crown (Ogee)	খিলানশীর্ষ
Cruciform	ক্রুশাকার, ক্রুশাকৃতি

www.pathagar.com

Crypt	ভূ-গর্ভস্থ সমাধিকক্ষ
Cusp	খাঁজ
Cusped arch	খাঁজ খিলান
Dado	দেওয়ালের নিম্নাংশ
Decoration	অলঙ্করণ, সজ্জা
Dentil	দণ্ড নক্‌শা
Diameter	ব্যাস
Disc (Disk)	চাক্‌তি, থালা, সরা
Dome	গম্বুজ
Domical vault	গম্বুজাকৃতি খিলান ছাদ
Double tiered	দ্বিস্তলবিশিষ্ট
Dressed stone	Ashlar দ্রষ্টব্য
Drop tracery	খিলানের উত্থান রেখা পর্যন্ত বিস্তৃত জাফ্‌রী
Drum	(গম্বুজের) পিপা
Elevation	উচ্চতা, পক্ষদর্শন
Embed	নিহিত করা
Emboss	খোদিত করা, বুটাঙ্কিত করা
Enamelled	কলাইকৃত
Enclosing wall	বেষ্টনী প্রাচীর
Enclosure	প্রাচীর বেষ্টিত স্থান
Engaged	বিজড়িত, সংলগ্ন
Engaged column	বিজড়িত থাম, বিজড়িত স্তম্ভ
Engrailled	খাঁজবিশিষ্ট
Engrailled arch	খাঁজ খিলান
Epigraph	শিলালিপি
Epitaph	সমাধি লেখ
Executed	কার্যকৃত
Extrados	খিলানপৃষ্ঠ
Facade	ফাসাদ (ফরাসী), ইমারতের সম্মুখভাগ, গৃহমুখ, সম্মুখদৃশ্য
Faect	সরুপৃষ্ঠ, ক্ষুদ্রমুখ, ক্ষুদ্রদিক
Face work	অবয়বের কাজ, গাত্রের কাজ
Facing tile	গাত্রটালি

www.pathagar.com

False arch	মেকী খিলান
False beam	মেকী আড়কাঠ
False door	মেকী দরজা
Filigree	স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত তারের কারুকার্য্য
Finial	(গম্বুজের) শীর্ষদণ্ড
Flint	চকমকি পাথর, অরনি প্রস্তর
Fluted	শিরাল, খাতযুক্ত, পলকাটা
Flying buttress	ঝুলন্ত পোস্তা, ঝুলন্ত ঠেস
Foil	ভাঁজ
Foiled arch	খাঁজ খিলান
Foliated	উৎকীর্ণ পত্রালঙ্কার শোভিত
Foundation	ভিত, ভিত্তি
Four-centred	চতুর্কেন্দ্রিক
Four centred arch	চতুর্কেন্দ্রিক খিলান
Frame	কাঠামো, ফ্রেম
Fresco	ফ্রেসকো
Frieze	ফ্রীজ, পাড় নক্শা
Gable roof	গ্যাবল বা দোচালা ছাদ
Gallery	গ্যালারী, বীথিকা, লম্বাদালান
Gate	তোরণ, দ্বার, ফটক
Glit	স্বর্ণমণ্ডিত, গিল্টি করা
Glass mosaic	কাচ মোজাইক, ফুসাইফিস (আরবী)
Glaze	জেল্লা, জেল্লাদার করা, চক্কনলোপ
Glazed	জেল্লাদার
Graffito (Pl. graffiti)	কালির লিপি
Groin vault	সম্মিলিত খিলানছাদ
Groove	খাত
Ground plan	ভূমি নক্শা
Hall	হলকক্ষ, অভ্যর্থনা কক্ষ
Hamman	স্নানাগার
Halo	জ্যোতিশ্চক্র, বর্ণবলয়
Hastate	বর্শাকৃতি
Header	ইটের সরুপ্রান্তের বিন্যাস

www.pathagar.com

Hemispherical dome	গোলাকার গম্বুজ
Hexagon	ষড়ভুজ
Horizontal	অনুভূমিক
Horizontal arch	অনুভূমিক খিলান, সমান্তরাল খিলান
Horizontal excavation	অনুভূমিক উৎখনন
Horse-shoe arch	অশ্বনালাকৃতি খিলান
Hypaethral	ছাদবিহীন
Hypostyle	অসংখ্য স্তম্ভবিশিষ্ট হলঘর
Impost	খিলান প্রান্ত স্থাপনের বহির্গত স্থান
Inlay	(খোদাই করিয়া) ভিতরে বসানো
Inscribe	উৎকীর্ণ করা
In situ	পূর্বস্থানে, যথাবস্থায়
Intarsia	বহুবর্ণী মোজাইক
Interior	অভ্যন্তর
Intradis (soffit)	খিলানগর্ভ
Iwan	ঈওয়ান, উন্মুক্ত খিলান ছাদ
Jag	খাঁজ
Jam	বাজু, দ্বারপক্ষ
jam block	কোণার ইট
Joggled	খাঁজযুক্ত
Joggled-voussoir	খাঁজ ভূসোঁয়া
Juxtapose	পাশাপাশি স্থাপন করা
Juxtaposition	সন্নিধি
Kalash	কলস, অমৃত পাত্রের প্রতীক (মন্দিরচূড়ার অলঙ্করণ বিশেষ. গম্বুজশীর্ষেও বহুল ব্যবহৃত)
Kangura	কাঙ্গুরা, কাঙ্গুরা নক্‌শা
Keel	কীল, তরীতল
Keeled dome	তরীতলাকৃতি গম্বুজ
Key block	চূড়াবন্ধনী
Key stone	শীর্ষ-ভূসোঁয়া, চূড়াবন্ধনী
Kiosk	Chatri দ্রষ্টব্য

www.pathagar.com

Lantern	চতুর্দিকে জানালাবিশিষ্ট ছোট বুরুজ
Lantern ceiling	চাঁদোয়া ছাদ
Lattice	জাফরী, জালী
Latticed	জাফরী কাঁটা
Linear	রৈখিক
Lintel	সর্দল
Lobe	খাঁজ
Lobbed	খাঁজযুক্ত
Loop hole	দুর্গপ্রাকারে ক্ষুদ্র ছিদ্র
Low relief	স্বল্পোদ্ভূত নক্‌শা
Lunette (tympanum)	খিলান পটহ, সমতল বা অর্ধ বৃত্তাকার ক্ষেত্র
Machicoulis	ম্যাসিকোলিস (বুরুজগাত্রে বহির্গত গ্যালারী)
Madel	ম্যাডেল
Mantle	দেওয়ালের বহিরাবরণ
Maqsura	মাকসূরা (আরবী, খলিফার নিরাপত্তার জন্য মসজিদ অভ্যন্তরে দেওয়াল বেষ্টিত স্থান)
Marble	মর্মর
Mason	রাজমিস্ত্রী
Masonry	রাজমিস্ত্রীর কাজ
Material	উপকরণ, উপাদান, মাল-মসলা
Material remains	প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ
Measurement	পরিমিতি
Merlon	পত্রাকৃতি নক্‌শা
Mihrab	মিহরাব (আরবী, মসজিদের কেবলা দিকে ইমাম দাড়াইবার অবতলাকার বা আয়তাকৃতি স্থান)
Minar (minaret)	মিনার, মাযিনা (আরবী, আযান দেওয়ার স্থান)
Minbar (Pulpit)	মিম্বার, মসজিদের প্রচার বেদী
Moat	পরিখা
Monument	স্মারক, স্মৃতিস্তম্ভ
Mortar	জোড়ক মসলা
Mortuary	সমাধি সংক্রান্ত
Mosaic	মোজাইক, ফুসাইফিসা (আরবী)
Mosque	মসজিদ

www.pathagar.com

Motif	অলঙ্করণ চিহ্ন, নক্‌শা বিষয়বস্তু
Mould	ছাঁচ
Moulding	ছাঁচ নক্‌শা
Muqarnas (Stalactite)	মুকার্নাস, মুকার্নাস কার্য
Musrabeyeh	জমকালো কাষ্ঠজাফরী
Nailhead	ক্ষুদ্রাকৃতি পিরামিড সারির অলঙ্করণ
Necropolis	সমাধিক্ষেত্র
Niche	কুলঙ্গী
Nookshaft	কোণদণ্ড
Oblate	কমলাকৃতি
Oblong	লম্বাকৃতি
Octagonal	অষ্টকোণী, অষ্টভুজী
Ogee	Crown দ্রষ্টব্য
Open court	উন্মুক্ত অঙ্গন
Opus sectile	উৎকীর্ণ প্রস্তর গাত্রে রঙিন মর্মরের নক্‌শা বিন্যাস
Oriel window	বহির্গত বাতায়ন, বহির্গত জানালা
Orientation	দিগ্বলন
Outer wall	বহিঃপ্রাচীর, বহির্দেয়াল
Outline	পরিলেখ, রূপরেখা
Oval (Ovoid)	ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকার
Ox-eye	ডিম্বাকৃতি জানালা
Pad stone (Template)	পীঠিকা প্রস্তর
Palmet (palmette)	পামেট
Panel	প্যানেল, পাটাভাগ
Parapet	উন্নতবপ্র, ছাদ-পাঁচিল, প্যারাপিট
Pavement	আচ্ছাদন, পাকারাস্তা
Pavilion	চন্দ্রাতপ
Pavilion roof	চারের অধিক বাহুবিশিষ্ট ছাদ
Pebble	নুড়ি, ক্ষুদ্র প্রস্তর
Pedestal (Socle)	স্তম্ভপদ
Peg	গোঁজি
Pendant	কর্ণকুন্তল সদৃশ লম্বমান নক্‌শা
Pendentive	পান্দানতিফ

www.pathagar.com

perforated	ছিদ্রিত
Perforated screen	ছিদ্রিত পর্দা
Perimeter	পরিসীমা
Perspective	পরিপ্রেক্ষণ, চিত্রানুপাত
pier	চতুষ্কোণী স্তম্ভ
Pilaster	আয়তাকার স্তম্ভ বা পেস্তা (সাধারণত দেওয়াল হইতে বহির্গত)
Pillar	স্তম্ভ থাম, খুঁটি
Pillar edict	স্তম্ভ লেখ
Pinnacle	চূড়া, শীর্ষ
Pistaq	পিশতাক, খিলানধারী কাঠামো
plan	নক্শা
Plaster	আস্তর
Plate	আলোক চিত্র
Plinth	ভিত, পীঠ
Plump	খাড়া, উলম্ব
Pointed arch	কৌণিক খিলান, সূক্ষ্মাগ্রখিলান
Porch	অলিন্দ, চাঁদনি
Portal	দ্বারপথ
Portcullis	ঝুলন্ত দরজা
Portics	তোরণ, অলিন্দ, চাঁদনি
Post	স্তম্ভ, থাম, খুঁটি
Postern	খিড়কী
Prayer chamber	নামাযগৃহ, প্রার্থনাকক্ষ, যুল্লা (আরবী)
Projection	অভিক্ষেপ
Prostyle	(অট্টালিকার সম্মুখভাগে) স্তম্ভবিশিষ্ট বারান্দা
Pulpit	Minber দ্রষ্টব্য
Pylon	প্রাচীন মিসরীয় মন্দিরের প্রবেশপথ
Rampart	দুর্গপ্রাকার
Rampart walk	দুর্গ রক্ষায় রাস্তা
Random rubble	অগোছাল গাঁথুনি
Recess	কুলঙ্গী
Recessed arch	কুলঙ্গীত খিলান
Relief	রেলিফ, সমতল পৃষ্ঠোৎগত নক্শা

www.pathagar.com

Replica	অনুকৃতি
Ribb	(বক্র) আড়কাঠ
Ribbed	শিরাল
Ribbed dome	শিরাল গম্বুজ
Riwaq	রিওয়াক, বারান্দা
Rosette	রোজেট, গোলাপ সদৃশ ফুল নক্‌শা
Rotunda	গম্বুজবিশিষ্ট বৃত্তাকার ইমারত
Round Column	গোলায়িত স্তম্ভ
Row	সারি
Rubble	তালপাথর, পিণ্ড পাথর
Saddle stone	Apexstone দ্রষ্টব্য
Sahn (Arabic)	মসজিদাঙ্গণ
Sanctuary	নামাযগৃহ, প্রার্থনাকক্ষ, যুল্লা (আরবী)
Sand stone	বেলে পাথর
Sarcophagus	কবর ফলক
Sardab (Sirdab)	সির্দাব (ফারসী), নিম্নতল কক্ষ
Saucer dome	রেকাবী গম্বুজ
Semi-Circular	অর্ধবৃত্তাকৃতি
Semi-dome	অর্ধগম্বুজ
Sepulchre	কবর, সমাধি
Serrated	দন্তুরিত (নক্‌শা)
Shaft	স্তম্ভদণ্ড
Shell	খোলক, খোলস
Sill	গোবরাট
Slab	শিলাফলক
Socle	Pedestal দ্রষ্টব্য
Soffit	Intrados দ্রষ্টব্য
Span	পরিসর
Spandrel (Spandril)	খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি
Springing line	উত্থান রেখা
Spira	স্তম্ভ পাদমূল
Spiral	প্যাঁচানো

www.pathagar.com

Squinch	স্কুইঞ্চ
Stair	সিঁড়ি, সোপান
Stalactite	Muqarnas দ্রষ্টব্য
Standard plan	আদর্শ নক্‌শা
Stela (pl. stelae)	স্মারক স্তম্ভ
Stepped arch	ধাপ খিলান
Stilted	খাড়া, উলম্ব, লম্বিত
Stilted arch	খাড়া খিলান
Stilted dome	খাড়া গম্বুজ, লম্বিত গম্বুজ
String course	স্ফীত সরলরেখার ছাঁচ নক্‌শা
Stucco	পলেস্তারা, পলস্তারা
Sunk panel	নিম্নীভূত পাটাভাগ
Super imposition	অধ্যারোপন
Super structure	উপরিকাঠামো
Surface	গাত্র, বহির্গাত্র, পৃষ্ঠ, উপরিভাগ
Synagogue	সিনাগগ (ইহুদী উপাসনালয়)
Tapdering	ক্রমহ্রাসমান
Template	Padstone দ্রষ্টব্য
Tendril	লতাতন্তু, আঁকড়ি
Terrace	সমতল ছাদ বা চত্বর
Texure	গঠন বিন্যাস
Tie-beam	বন্ধন তীর
Tower	টাওয়ার, বুরুজ, মিনার
Trebeate	স্তম্ভ ও সর্দল নির্ভর (স্থাপত্য)
Tracery	জালিকার্য, জাফরী
Transept	ট্রানসেপ্ট (ক্রুশাকৃতি গীর্জার আড়াআড়ি বাহুসমূহ)
Transverse	আড়াআড়ি, তেরছা
Trellis	জালি, জাফ্‌রী
Trifoiled	ত্রি-ভাঁজী
Trifoilad arch	ত্রি-ভাঁজ খিলান
Trippled-aisled entrance	ত্রি-খিলানদ্বার

www.pathagar.com

Tubular	নলাকৃতি
Tunel-vault	নলাকৃতি খিলান ছাদ
Turret	ক্ষুদ্র বুরুজ
Two-centred	দ্বিকেন্দ্রিক
Tympanum	Lunette দ্রষ্টব্য
Undulating	তরঙ্গায়িত
Undulating tracery	তরঙ্গায়িত নক্‌শা সম্বলিত জাফ্‌রী
Upright	খাড়াভাবে
Urceolate	কলসাকৃতি
Vault	খিলান ছাদ, ভল্ট
Verge	ছাদ প্রান্ত
Vertex	চূড়া, শীর্ষ
Vertical	উলম্ব, খাড়া
Vestibule	দরদালান, দেউরী
Voussoir	ভূসোঁয়া, গোঁজাকৃতি ফাঁলি
Wall-face	প্রাচীরগাত্র
Wall-tie	প্রাচীর বন্ধনী
Wave moulding	ঢেউদার স্ফীত ছাঁচ নক্‌শা
Xoanon (German)	খোদিত মূর্তি
Xylograph	কাঠের উপর খোদিত চিত্র
Yard	অঙ্গন
Yasti (Sanskrit)	স্তূপ চূড়ার দণ্ড
Ziada	যিয়াদা, (আরবী, মসজিদের বেষ্টিত এক বা একাধিক বহিরাঙ্গণ)
Ziggurat (Zikurat)	জিগুরাত, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয় মন্দির বুরুজ
Zigzag	আঁকাবাঁকা
Zone of transition	অবস্থান্তর পর্যায়, অবস্থান্তর প্রবৃত্তি

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-খ

দিল্লীর সুলতানদের বংশগত তালিকা

ক) মামলুক বংশ (খ্রি. ১২০৬-১২৯০)

১। কুতুবউদ্দিন আইবক (১১৯২-১২১০)
(ঘুরের মুঈজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম (১১৭৪-১২০৬) এরং ভাইসরয় হিসাবে ১১৯২-১২০৫ এবং দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হিসাবে ১২০৬-১২১০)

২। আরাম শাহ (১২১০-১২১১)

৩। সামসউদ্দিন ইলতুৎমিশ (১২১১-১২৩৬)

৪। রুক্নউদ্দিন ফিরোজ শাহ (১২৩৬)

৫। সুলতানা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

৬। মুঈজ উদ্দিন বাহরাম (১২৪০-১২৪২)

৭। আলাউদ্দিন মাসুদ (১২৪২-১২৪৬)

৮। নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২৪৬-১২৬৬)

৯। গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

১০। মুঈজ উদ্দিন কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৯০)

খ) খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০)

১। জালাল উদ্দিন ফিরোজ শাহ (১২৯০-১২৯৬)

২। রুক্নউদ্দিন ইবরাহীম (১২৯৬)

৩। আলাউদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১২৯৬-১৩১৬)

৪। শিহাবউদ্দিন উমর (১৩১৬)

৫। কুতুবউদ্দিন মুবারক (১৩১৬-১৩২০)

৬। নাসির উদ্দিন খসরু (১৩২০)

গ) তুগলক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

১। গিয়াস উদ্দিন তুগলক শাহ (১৩২০-১৩২৫)

২। মুহাম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১)

৩। ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)

৪। গিয়াস উদ্দিন তুগলক (দ্বিতীয়) (১৩৮৮-১৩৮৯)

www.pathagar.com

৫। আবু বকর (১৩৮৯-১৩৯০)
৬। নাসির উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ (১৩৯০-১৩৯৪)
৭। আলাউদ্দিন সিকান্দার (১৩৯৪)
৮। নুসরত শাহ (১৩৯৪)
৯। মাহমুদ শাহ (১৩৯৪-১৪১৩)

ঘ) সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১)

১। খিজির খান (১৪১৪-১৪২১)
২। মুঈজ উদ্দিন মুবারক শাহ (১৪২১-১৪৩৪)
৩। মুহাম্মদ শাহ (১৪৩৪-১৪৪৫)
৪। আলাউদ্দিন আলম শাহ (১৪৪৫-১৪৫১)

ঙ) লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

১। বাহলুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)
২। সিকান্দার লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
৩। ইবরাহীম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)

চ) সূর বংশ (১৫৪০-১৫৫৫)

১। শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫)
২। ইসলাম শাহ (১৫৪৫-১৫৫৪)
৩। মুবারিজ খান মুহাম্মদ আদিল শাহ (১৫৫৪-১৫৫৫)
৪। ইবরাহীম শাহ (১৫৫৫)
৫। আহমদ খান সিকান্দার শাহ (১৫৫৫)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট - গ

বিদ্যমান ইমারতসহ সুলতানী আমলে নির্মিত দিল্লীর নগরীসমূহ

সুলতান	নগরী	বিদ্যমান ইমারতসমূহ
কুতুব উদ্দিন আইবক	১। কিলা-ই-রাই পিথোরা এবং লালকোট (বর্তমানে কুতুব)	কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, কুতুব মিনার ইত্যাদি।
ইলতুৎমিশ	ঐ; মেহেরলীর নিকটস্থ মালিকপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত	সুলতানঘরি, তাঁহার নিজের সমাধি, সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, হাউয-ই-সামসী ইত্যাদি।
গিয়াস উদ্দিন বলবন	ঐ	দারুল আমান (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন এবং নিশানা বিহীন)।
কায়কোবাদ	২। কিলুগারহি (বর্তমানে হুমায়ূনের সমাধিস্থল)	অসনাক্তকৃত একাধিক ইমারত এবং উদ্যান
জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজী	ঐ	---
আলাউদ্দিন খলজী	৩। সীরী, (বর্তমানে মালবিয়ানগর) শেরশাহ কর্তৃক ধ্বংসকৃত	হাজার সুতুন প্রাসাদ, মসজিদ সবই নিশ্চিহ্ন।
গিয়াস উদ্দিন তুগলক	৪। তুগলকাবাদ	সুরম্য অট্টালিকাসমূহ (বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ), দুর্গ, নিজের সমাধি, দারুল আমান।
মুহাম্মদ বিন তুগলক	৫। জাহান পানাহ	হাজার সুতুন প্রাসাদ, (বর্তমানে ধ্বংসস্তূপ), বেগমপুরী মসজিদ।
ফিরোজ শাহ তুগলক	৬। ফিরোজাবাদ	কোটলা ফিরোজ শাহ, জামে মসজিদ (ধ্বংসাবশেষ), লাট পিরামিড।
মুবারক শাহ সৈয়দ	৭। মুবারকাবাদ (কোটলা মুবারকপুর; দক্ষিণের সম্প্রসারণ)	নিজের সহ অন্যান্য কয়েকটি সমাধিসৌধ।
শেরশাহ	৮। শেরগড় (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন)	ধ্বংসাবশেষ বিহীন

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী

ক. পুস্তকাদি

আল-বিরুনী	:	তারিখ-উল-হিন্দ (ই. সি. সাচাউ), দিল্লী, ১৯৬৪
আবুল ফজল	:	আকবর নামা (ইংরেজী অনুবাদ : এইচ. বিভারিজ) খণ্ড : ১-৩, (দিল্লী, ১৯৭২-৭৩).
	:	আইন-ই-আকবরী ১ম খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ : এইচ. ব্লকম্যান) কলিকাতা, ১৮৭৩); ২য় এবং ৩য় খণ্ড (ইংরেজী অনুবাদ : এইচ. এস. জ্যারেট) কলিকাতা, ১৮৯১-৯৪)
আফিফ (সাম্‌স-ই-সিরাজ)	:	তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (হি.ই. ৩য় খণ্ড)
আবদুল্লাহ্‌	:	তারিখ-ই-দাউদী (হি.ই. ৪র্থ খণ্ড)
আমীর খসরু	:	খাজায়েন-উল-ফুতুহ (হি.ই. ৩য় খণ্ড)
আসলানাপা, ওক্‌তাই	:	টার্কিশ আর্ট এ্যান্ড আর্কিটেকচার, (লন্ডন, ১৯৭১)
আর্নল্ড, টি. ডব্লউ এ্যান্ড গিউম. এ	:	দি লিগ্যাসী অব ইসলাম (লন্ডন, ১৯৬০)
আর্নল্ড, টি. ডব্লুই	:	দি প্রিচিং অব ইসলাম (লাহোর, ১৯৬৮)
আল-উতবী	:	কিতাব-ই-ইয়ামানী (ইংরেজী অনুবাদ : জে, রেনল্ড), (লন্ডন, ১৮৫৮)
আহমদ, সুলতান	:	আর্কিওলজি অব মুসলিম টাউনস্‌ অব গুজরাট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দেয়ার মনুমেন্টস, অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস (বারোদা, ১৯৮২)
ইয়াজদি, শরফুদ্দিন	:	জাফরনামা (হি. ই. ৩য় খণ্ড)
ইলিয়ট, এইচ, এম. অ্যান্ড ডওসন, জে.	:	দি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইট্‌স হিসটোরিয়ান্‌স, খণ্ড ১-৮; (লন্ডন, ১৮৬৭-৭৭)
ইবনে বতুতা	:	রেহ্‌লা (ইংরেজী অনুবাদ : মাহদী হোসেন) (বারোদা, ১৯৫৩)
কানুনগো, কালিকারঞ্জন	:	শেরশাহ (কলিকাতা, ১৯২১)
কেরোট্রি, জি	:	হিস্ট্রি অব আর্ট, খণ্ড : ১-২; (লন্ডন, ১৯০৮-৯)

www.pathagar.com

কুমারস্বামী, এ. কে. : হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট (নিউইয়র্ক, ১৯৬৫)

কুহনেল, ই. : ইসলামিক আর্ট এ্যান্ড আর্কিটেকচার (নিউইয়র্ক, ১৯৬৬)

কিন, এইচ, জি. : হ্যান্ডবুক ফর ভিজিটরস্ টু দিল্লী (কলিকাতা, ১৯৭৬)

কোরেশী, আই, এইচ. : এ্যাডমিনিসট্রেশন অব দি সুলতানেট অব দিল্লী (দিল্লী, ১৯৭১)

কোঁল, এইচ, এইচ. : প্রিজারভেশন অব ন্যাশনাল মনুমেন্টস, (আগ্রা, দিল্লী, গোয়ালিয়র) (মাদ্রাজ, ১৮৮৪)

ক্রেসওয়েল, কে. এ. সি. : আর্লি মুসলিম আর্কিটেকাচার, খণ্ড ১-২; (অক্সফোর্ড, ১৯৩২-৪০)

: দি মুসলিম আর্কিটেকচার অব ইজিপ্ট, (অক্সফোর্ড, ১৯৫২-৫৯)

: এ সর্ট এ্যাকাউন্ট অব আর্লি মুসলিম আর্কিটেকচার (পেংগুইন প্রকাশনা, ১৯৫৮)

: এ বিব্লিওগ্রাফী অব দি আর্কিটেকচার, আর্টস এ্যান্ড ক্রাফটস অব ইসলাম (কায়রো, ১৯৬১)

খান, আহমদ নবী : মুলতান: হিস্ট্রি এ্যান্ড আর্কিটেক্চার, (ইসলামাবাদ, ১৯৮৩)

: উচ: হিস্ট্রি অ্যান্ড আর্কিটেকচার, (ইসলামাবাদ, ১৯৮০)

খান, এফ. এ. : আর্কিটেকচার অ্যান্ড আর্টট্রেজার অব পাকিস্তান (করাচী, ১৯৬৯)

খান, মুহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ : মৌজোলিয়াম অব রুকন-ই-আলম (লাহোর, ১৯৮৫)

খান, সৈয়দ আহমদ : আসারউস সানাদিদ (দিল্লী, ১৯৬৫)

গডার্ড, এনড্রি : দি আর্ট অব ইরান (লন্ডন, ১৯৬৫)

গাঙ্গুলী, ও. সি. : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (বোম্বাই, ১৯৫৪)

গিব, এইচ. এ. আর (সম্পাদিত) : ট্রাভেলস্ অব ইবনে বতুতা, ১৩২৫-১৩৫৪, খণ্ড ২ (কেম্ব্রিজ, ১৯৬২)

গ্যারাট, জি. টি. (সম্পাদিত) : দি লিগ্যাসী অব ইন্ডিয়া (অক্সফোর্ড, ১৯৩৭)

www.pathagar.com

জয়রাজভয়, আ. এ. : এ্যান আউট লাইন অব ইসলামিক আর্কিটেকচার (নিউইয়র্ক, ১৯৭২)
: আর্ট অ্যান্ড সিটিজ অব ইসলাম (নিউইয়র্ক, ১৯১৪)

টমাস, এডওয়ার্ড : দি ক্রনিকল্স অব দি পাঠান কিংগস অব দিল্লী (লন্ডন, ১৮৭১)

টেরী, জন : দি চার্ম অব ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার (লন্ডন, ১৯৫৫)

তৈমুর : মালফুজাত-ই-তিমুরী (হি. ই. ৩য় খণ্ড)

দেশাই, জেড. এ. : ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার (নিউ দিল্লী, ১৯৭০)

নাজিম, মুহাম্মদ : দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অব সুলতান মাহমুদ অব গজনী (কেম্ব্রিজ, ১৯৩১)

নাথ, আর. : হিস্ট্রি অব দি সুলতানেট আর্কিটেকচার (নিউ দিল্লী, ১৯৭৮)
: ইসলামিক আর্কিটেকচার অ্যান্ড কালচার ইন ইন্ডিয়া (নিউ দিল্লী, ১৯৮২)
: দি ইম্‌মরটাল তাজমহল (বোম্বাই, ১৯৭২)
: মনুমেন্টস্ অব দিল্লী (সৈয়দ আহমদ খানের আসারউস সানাদিদের ইংরেজী অনুবাদ) (দিল্লী, ১৯৮৫)
: সাম আসপেকটস অব মুগল আর্কিটেকচার (দিল্লী, ১৯৭৬)

নিজাম, হাসান : তাজ-উল-মাসির (হি. ই. ২য় খণ্ড)

পপাড়ুপুলো, আলেকজান্ডার : ইসলাম অ্যান্ড মুসলিম আর্ট (ইংরেজী অনুবাদ রবার্ট এরিক উল্‌ফ) (লন্ডন, ১৯৮০)

পোপ, এ. ইউ. : এ্যান ইনট্রোডাকসন টু পার্সিয়ান আর্ট (লন্ডন, ১৯৩০)
: এ সার্ভে অব পার্সিয়ান আর্ট, খণ্ড : ১-৬ (অক্সফোর্ড, ১৯৩৯)

ফসিউদ্দিন, মুহাম্মদ : দি শরকী মনুমেন্টস অব জৌনপুর (এলাহাবাদ, ১৯২২)

ফারগুসন, জেমস্ : হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার খণ্ড ১-২ (লন্ডন, ১৯১০)

www.pathagar.com

	:	হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার (লন্ডন, ১৮৯৯)
ফোগেল, জে. পি- এইচ,	:	টাইল মোজাইক অব লাহোর ফোর্ট (কলিকাতা, ১৯২০)
ফ্যানস্হ, এইচ. সি.	:	দিল্লী পাষ্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট (লন্ডন, ১৯০২)
ফ্রাব্রি, চার্লস	:	এ্যান ইনট্রোডাকসন টু ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (বোম্বাই, ১৯৬৩)
ফিরিশতাহ্	:	তারিখ-ই-ফিরিশতাহ্ (ইংরাজী অনুবাদ; জে. ব্রিগ্স) খণ্ড : ১-৪ (কলিকাতা, ১৯৬৬-৭১)
ফিরোজশাহ	:	ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহ (হি. ই. ৩য় খণ্ড)
ফ্লেচার, ব্যানিস্টার	:	এ হিস্ট্রি অব আর্কিটেকচার (অন দি কমপারেটিভ মেথোড), (লন্ডন, ১৯৬১)
বদর চাচ	:	সারহ-ই-কাসাইদ (লক্ষ্ণৌ, তারিখ বিহীন)
বাটলার, এ. জে.	:	দি অ্যারাব কনকোয়েষ্ট অব ইজিপ্ট এ্যান্ড দি লাষ্ট থারটি ইয়ারস অব দি রোমান ডমিনেশন, (অক্সফোর্ড, ১৯০২)
বারানী (জিয়াউদ্দিন)	:	তারিখ-ই-ফিরোজশাহী (হি. ই. ৩য় খণ্ড)
বারথোল্ড, ডব্লু	:	টারকিস্তান ডাউন টু দি মোঙ্গল ইনভেসন (লন্ডন, ১৯২৮)
বাবুর	:	তুজুক-ই-বাবুরী (বাবুরনামা) খণ্ড : ১-২ (ইংরেজী অনুবাদ : এ. এস. বিভারিজ) (দিল্লী, ১৯৭০)
বুখারী	:	মিশকাত আল মাসাবিহ (ইংরেজী অনুবাদ : জে. রবসন) খণ্ড : ১-৪, (লাহোর, ১৯৬৪)
বেল, ই.	:	আর্লি আর্কিটেকচার ইন ওয়েস্টার্ন এশিয়া (লন্ডন, ১৯২৪)
ব্যাটলে সি.	:	ডিজাইন ডেভোলপমেন্ট অব ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (বোম্বাই, ১৯৩৪)
ব্রাউন, পার্সী	:	ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (বুদ্ধিষ্ট অ্যান্ড হিন্দু পিরিয়ড) (বোম্বাই, ১৯৫৯)
	:	ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড) (বোম্বাই, ১৯৬৪)
ভট্টাচার্য্য, তারাপদ	:	দি ক্যাননস অব ইন্ডিয়ান আর্ট (কলিকাতা, ১৯৬৩)

www.pathagar.com

ভলওয়াসেন, এ. : লিভিং আর্কিটেকটার ইসলামিক ইন্ডিয়ান (লন্ডন, ১৯৭০)
মজুমদার, আর. সি. (সম্পাদিত) : দি দিল্লী সুলতানেট (বোম্বাই, ১৯৬০)
মিনহাজ-উস-সিরাজ : তাবাকাত-ই-নাসিরী (হি. ই. ২য় খণ্ড)
মিশেল, জর্জ (সম্পাদিত) : আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্লড (লন্ডন, ১৯৭৮)
মুজীব, এম. : ইসলামিক ইনফ্লুয়েনস অন ইন্ডিয়ান সোসাইটি (মিরাট, ১৯৭২)
মুন্‌সী, আর. এন. : হিস্ট্রি অব দি কুতুব মিনার, দিল্লী, (বোম্বাই, ১৯১১)
মুমতাজ, কামিল খান : আর্কিটেকচার অব পাকিস্তান (সিঙ্গাপুর, ১৯৮৫)
মুমতাজ, খান পাঠান : দি কিংডোম অব মানসুরা (প্রকাশনার স্থান ও তারিখ বিহীন)
মেহেথা, আর. জে. : মাষ্টার পিসেস অব ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার (বোম্বাই, ১৯৭৬)
রস, ই. ডি. (সম্পাদিত) : তারিখ-ই-মুদাব্বির (কলিকাতা, ১৯২৮)
রহমান, মোহাম্মদ মোখলেছুর : টাইল অরনামেনটেশন ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার : এ স্টাডি ফ্রম টুয়েলফ্‌থ টু মিড সিক্সটিনথ সেঞ্চুরী, (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬)
রাজপুত, এ. বি. : আর্কিটেকচার ইন পাকিস্তান (করাচী, ১৯৬৩)
রিচমন্ড, ই. টি. : মোসলেম আর্কিটেকচার (লন্ডন, ১৯২৬)
রিভয়রা, জি. টি. : মোসলেম আর্কিটেকচার (লন্ডন, ১৯১৮)
লতিফ, এস. এম. : লাহোর, (লাহোর, ১৮৯২)
শফিকুল্লাহ, শাহ মুহাম্মদ : ক্যালিগ্রাফী ইন দি সুলতানেট আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া : এ স্টাডি অব অরনামেলটেশন অ্যান্ড ষ্টাইলিসটিক ডেভোলপমেন্ট, (অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)
শেরওয়ানী, আব্বাস খান : তারিখ-ই-শেরশাহী (হি. ই. ৪র্থ খণ্ড)
সতীশ গ্রোভার : আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া : ইসলামিক (৭২৭-১৭০৭ এ. ডি.) (নিউ দিল্লী, ১৯৮১)

www.pathagar.com

সাইক্স, পার্সী : এ হিস্ট্রি অব পার্শিয়া, ২য় খণ্ড, (লন্ডন, ১৯৫১)
সার্প, এইচ. : দিল্লী : ইট্স গ্লোরী অ্যান্ড বিল্ডিং (বোম্বাই, ১৯২১)
সারদা, হরবিলাস : আজমীর : হিস্ট্রিকাল অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ (আজমীর, ১৯১১)
সিরহিন্দী, ইয়াহিয়া : তারিখ-ই-মুবারকশাহী (ইংরেজী অনুবাদ : কে. কে. বসু) (বরোদা, ১৯৩২)
সিন্হা, চিত্তরঞ্জন প্রসাদ (সম্পাদিত) : আর্কিওলজি অ্যান্ড আর্ট, ১ম খণ্ড, (নিউ দিল্লী, ১৯৯০)
সেন, এস. এন. : ইন্ডিয়ান ট্রাভেলস অব থিভনট অ্যান্ড ক্যারিরী (নিউ দিল্লী, ১৯৪৯)
সৈন, আর. বি. কানোয়ার : দিল্লী কা লাট অর কুতুব মিনার (দিল্লী, ১৯৫১)
স্পায়ারস, আর. পি. : আর্কিটেকচার, ইষ্ট অ্যান্ড ওয়েষ্ট (লন্ডন, ১৯০৫)
স্বরূপ, শান্তি : ফাইভ থাউজান্ড ইয়ারস অব আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস ইন ইন্ডিয়া এ্যান্ড পাকিস্তান (বোম্বাই, ১৯৬৮)
স্টিফেন, কার : দি আর্কিওলজি অ্যান্ড মনুমেন্টাল রিমেইনস অব দিল্লী (লধিয়ানা, ১৮৭৬)
স্মিথ, ভি. এ. : হিস্ট্রি অব ফাইন আর্ট ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলন (অক্সফোর্ড, ১৯১১)
হগ, জে. ডি. : ইসলামিক আর্কিটেকচার (নিউইয়র্ক ১৯৭৭)
হাবিবুল্লাহ, এ. বি. এম. : দি ফাউন্ডেশন অব মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া (এলাহাবাদ, ১৯৬১)
হাবিব, এম,. এ্যান্ড নিয়ামী, এ. কে : এ কমপারেটিভ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ৪র্থ খণ্ড (দিল্লী, ১৯৭০)
হার্ন, জি. আর. : দি সেভেন সিটিজ অব দিল্লী (লন্ডন, ১৯০৬)
হার্লিম্যান, মার্টিন : দিল্লী, আগ্রা এ্যান্ড ফতেপুর সিক্রি (লন্ডন, ১৯৬৫)
হাসান, জাফর : লিষ্ট অব মোহামেডান অ্যান্ড হিন্দু মনুমেন্টস ইন দি প্রভিন্স অব দিল্লী, ১ম, ৩য় খণ্ড (কলিকাতা ১৯২২)

www.pathagar.com

হ্যাভেল, ই. বি. : এ হ্যান্ড বুক অব ইন্ডিয়ান আর্ট (লন্ডন, ১৯২০)
---------- : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার : ইট্স সাইকোলজী, স্ট্রাকচার এ্যান্ড হিস্ট্রি (লন্ডন, ১৯১৩)
---------- : এ্যানসিয়েন্ট এ্যান্ড মেডিয়েভাল আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া (লন্ডন, ১৯১৫)
----------- : ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার ফ্রম দি ফার্স্ট মোহামেডান ইনভেশন টু দি প্রেজেন্ট ডে (লন্ডন, ১৯১৩)
হিউজ, টি. পি. : এ ডিকশনারী অব ইসলাম (লন্ডন, ১৮৮৫)
হিল, ডেরেক এ্যান্ড গ্রাবার, ওলেগ : ইসলামিক আর্কিটেকচার এ্যান্ড ইটস ডেকোরেসন (লন্ড, ১৯৬৪)
হুইলার, আর. ই. এম : ফাইভ থাউজ্যান্ড ইয়ারস অব পাকিস্তান (লন্ডন ১৯৫০)
----- (সম্পাদিত) : এসপ্লেন্ডারস অব দি ইষ্ট (লন্ডন ১৯৫৫)
হেগ, উলসলী (সম্পাদিত) : দি কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া ৩য় খণ্ড (কেম্ব্রিজ, ১৯২৮)
হোসেন, আগা মেহেদী : দি রাইজ অ্যান্ড ফল অব মুহাম্মদ বিন তুগলক (দিল্লী, ১৯৭২)
হোসেন, এ. বি. এম. : দি মানার ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার (ঢাকা, ১৯৭০)
---------- : আরব স্থাপত্য (ঢাকা, ১৯৭৯)।

খ. প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ প্রতিবেদন ও প্রকাশনা

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া

আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্টস(কানিংহাম সিরিজ) খণ্ড : ১-২৩; (কলিকাতা, সিমলা ১৮৬২-৮৪)
অ্যানুয়াল বিবলিওগ্রাফী অব ইন্ডিয়ান আর্কিওলজী, খণ্ড : ১-২১; (লিডেন, ১৯২৬-৬৬)
অ্যানুয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট অব দি সুপারিনটেনডেন্ট অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে, নর্দান সার্কেল, লাহোর, ১৯০৪-৫ টু ১৯০৯-১০।
অ্যানুয়াল প্রগ্রেস রিপোর্ট অব দি সুপারিনটেনডেন্ট, মুহামেডান অ্যান্ড বৃটিশ মনুমেন্টস, নর্দান সার্কেল এলাহাবাদ, ১৯১২-১৩ টু ১৯২০-২১।
অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, কলিকাতা, সিমলা, দিল্লী, ১৯০২-৩ টু ১৯৩৬-৩৭।

www.pathagar.com

অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি ডাইরেকটর জেনারেল অব আর্কিওলজি অব ইন্ডিয়া পার্ট-১, কলিকাতা : ১৯১১-১২ টু ১৯২০-২১।

অ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া পার্ট-২, কলিকাতা, ১৯০২-৩ টু ১৯১৫-১৬।

অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ইন্ডিয়ান এ্যাপিগ্রাফী, দিল্লী, ১৯৪৯-৫০ টু ১৯৭০-৭১।

অ্যানুয়াল রিপোর্ট, পাকিস্তান আর্কিওলজি, খণ্ড : ১-৪, করাচী, ১৯৬৪-৬৮।

কাজেন্স, এইচ. : এ্যান্টিকুইটিজ অব সিন্দ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ইম্পেরিয়াল সিরিজ, খণ্ড : ৪৬; কলিকাতা, ১৯২৯)

কোরেশী, এম. এইচ. : লিস্ট অব অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্টস প্রোটেকটেড আনডার এ্যাকট সেভেন অব ১৯০৪ ইন দি প্রভিনস অব বিহার অ্যান্ড উড়িষ্যা, কলিকাতা, ১৯৩১ (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ, খণ্ড : ৫১)

খান, এফ, এ. : এ প্রিলিমিনারী রিপোর্ট অন দি রিসেন্ট আর্কিওলজিক্যাল এক্সকাভেশন্স এ্যাট ভ্যাম্বোর (করাচী, ১৯৬৩)

খান, ডব্লউ, ডব্লউ. : লাহোর অ্যান্ড ইটস ইমপরটেন্ট মনুমেন্টস, (পাকিস্তান আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট, ১৯৬৪)

ফুহ্‌রার, এ. এ্যান্ডস্মিথ, ই. ডব্লউ : দি সরকী আর্কিটেকচার অব জৌনপুর (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ, খণ্ড : ১১; কলিকাতা ১৮৮৯)

ফুহরার, এ. : দি মনুমেন্টাল এ্যানটিকুইটিজ অ্যান্ড ইনসক্রিপসনস ইন দি নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিনসেস এ্যান্ড ওধ (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নিউ ইম্পেরিয়াল সিরিজ, খণ্ড : ১২, এলাহাবাদ ১৮৯১)

বার্জেস, জে. : মোহামেডান আর্কিটেকচার ইন গুজরাট (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া, খণ্ড : ৬, লন্ডন, ১৮৯৬)

শর্মা, ওয়াই ডি. : দিল্লী অ্যান্ড ইটস নেইবারহুড (ডাইরেকটর জেনারেল, আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, নিউ দিল্লী, ১৯৮২)

www.pathagar.com

মেমোয়রস অব দি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া

নং ১০. জাফর হাসান : এ গাইড টু নিজামউদ্দিন (কলিকাতা, ১৯২২)

নং ১৯ জে. এফ. ব্লাকিসটন : দি জামী মসজিদ অব বদাউন অ্যান্ড আদার বিল্ডিংস ইন দি ইউনাইটেড প্রভিনসেস (কলিকাতা, ১৯২৬)

নং ২২. জে. এ. পেজ : অ্যান হিসটোরিকাল মেমোয়ার অন দি কুতুব : দিল্লী (কলিকাতা, ১৯২৬)

নং ৪৭. এম. আশরাফ হোসেন : এ রেকর্ড অব অল দি কোরানিক অ্যান্ড নন-হিসটোরিক্যাল এ্যাপিগ্রাফস অন দি প্রোটেকটেড মনুমেন্টস ইন দি দিল্লী প্রভিনস (কলিকাতা, ১৯৩৬)

নং ৫২. এম.এইচ. কোরেশী : এ মেমোয়র অন কোটলা ফিরোজশাহ, দিল্লী (দিল্লী, ১৯৩৭)

গ. সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধাদি

আল-সিনদি, বালুচনবী বকস : 'দি ব্যরিয়াল প্লেস অব সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক', ইসলামিক কালচার ২২/১, (হায়দ্রাবাদ, ১৯৪৮)

আহমদ, সামসুদ্দিন : 'সাম পার্শিয়ান ইনসক্রিপশনস অব দি পিরিয়ড অব দি লোদী অ্যান্ড মুগল সুলতানস অব দিল্লী', এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্দো-মোসলেমিকা, ১৯৩৩-৩৪।

উইলসন, : 'বদাউন ইনসক্রিপশনস', প্রসিডিংস অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, (মার্চ, ১৮৭২)

কোরেশী, এম. এইচ : ইনসক্রিপশনস অব শের শাহ অ্যান্ড ইসলাম শাহ' এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্দো-মোসলেমিকা, ১৯২৩-২৪।

খান, আহমদ নবী : 'ভ্যাম্বোর : এ প্রবাবল সাইট অব দেবুল', ইসলামিক রিভিউ, ৫৪/১০ (ওকিং, ১৯৬৬)।

খান, এম. এস. : 'দি ফাইভ এ্যরাব স্টেটস ইন সাউথ এশিয়া (এইটথ টু ইলেভেনথ সেঞ্চুরীজ);' হামদর্দ ইসলামিকাস, ১৫/২ (করাচী, ১৯৯২)

www.pathagar.com

গোয়েট্স্, এইচ. : 'পাঠান টোমব্স্ ইন সারহিন্দ', ইসলামিক কালচার নং ১৩ (হায়দ্রাবাদ, ১৯৩৩)

--------- : 'দি মৌজোলিয়াম অব শেরশাহ এ্যাট সাসারাম', আরস্ ইসলামিকা ৫/১ (এ্যানারবার, ১৯৩৮)

------------- : 'ইন্দো-মোসলেম স্কুল্স', এনসাইক্লোপেডিয়া অব ওয়ার্লড আর্ট, খণ্ড ৮, (নিউইয়র্ক, ১৯৬৩)

চাঘতাই, এম. এ. : 'হোয়াট ইন্ডিয়া ওজ টু সেন্ট্রাল এশিয়া ইন ইসলামিক আর্কিটেকচার', ইসলামিক কালচার, নং ৮, (হায়দ্রাবাদ, ১৯৩৪)

--------- : 'দি গজনভীদ পিরিয়ড ইন ওয়েস্ট পাকিস্তান : আর্কিটেকচারাল রিমেইনস্' পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ১/৫ (করাচী, ১৯৫৩)

-------------- : 'ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার', এ্যনালস্ অব দি ভানডারকার ওরিয়েন্টোল রিসার্চ ইনসটিটিউট, নং ২২ (১৯৪১)।

---------- : 'ইন্ডিয়ান লিঙ্ক উইথ সেন্ট্রাল এশিয়া ইন আর্কিটেকচার', ইন্ডিয়ান আর্টস অ্যান্ড লেটারস্-১১ (লন্ডন, ১৯৩৭)

---- : 'প্রি-মুগল আর্ট এ্যান্ড আর্কিটেকচার অব লাহোর', প্রসিডিংস অব দি পাকিস্তান হিসটোরিকাল কনফারেন্স (থার্ড সেসন) ঢাকা, ১৯৫৩।

---------- : 'দি ওলডেষ্ট এক্সটান্ট মুসলিম আর্কিটেকচারাল রেলিক এ্যাট লাহোর', জার্নাল অব দি পাকিস্তান হিসটোরিক্যাল সোসাইটি, খণ্ড ১২/ পার্ট-১

ডিব্বি, এস. : 'দি টোম্ব অব বাহলুল লোদী', বুলেটিন অব দি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ, ৩৮ (লন্ডন, ১৯৭৫)

তরফদার, এম. আর. : 'সাম আসপেক্টস অব দি মামলুক বিল্ডিংস্ অ্যান্ড দেয়ার ইনফ্লুয়েনসেস অন দি আর্কিটেকচার অব দি সাকসিডিং পিরিয়ডস্', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১১/১, ১৯৬৬।

www.pathagar.com

: 'নোটস অন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার', জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১১/২, ১৯৬৬।

নকভী, এস. এ. এ. : 'সুলতান ঘুরি, দিল্লী', অ্যানসেন্ট ইন্ডিয়া, নং ৩ (দিল্লী, ১৯৪৭)

পাল, ধরম : 'পোয়েট্রি অ্যান্ড আর্কিটেকচার ইন দি টাইম অব আলাউদ্দিন খিলজী', ইসলামিক কালচার, নং ১৯ (হায়দ্রাবাদ, ১৯৪৫)

ফিরোজ, এস. : 'উচ দি অ্যানসেন্ট', পাকিস্তান কোয়ার্টারলি, ৫/১, (করাচী, ১৯৫৫)

বাজমী-আনছারী, এ. এস. : 'দেবল', এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, (নতুন সংস্করণ) খণ্ড ২, (লণ্ডন, ১৯৬৫)

বার্টিন-পেজ, জে. : 'হিন্দ : আর্কিটেকচার', এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম (নতুন সংস্করণ) খণ্ড : ৩ (লন্ডন/লাইডেন ১৯৭১)

------ : 'দিহলী', এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলাম, খণ্ড ২ (লিডেন, ১৯৬৫)

বার্নস, ই. : 'দি পাঠান আর্কিটেকচার ইন ইন্ডিয়া : এ্যান হিসটোরিক্যাল সার্ভে', ইসলামিক কালচার, নং ২০ (হায়দ্রাবাদ, ১৯৪৬)

ব্যানার্জী, এস. কে. : 'দি কুওয়াতুল ইসলাম অব দি ওলডেষ্ট মস্‌ক্ ইন দিল্লী',জার্নাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড ৪, ১৯৩৮।

ব্রাউন, পার্সী : 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব শেরশাহ অন দি ইসলামিক আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া', বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, ৫৮ (কলিকাতা, ১৯৪০)

ব্রিগস, এম. এস. : 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন ইন্ডিয়া', দি লিগ্যাসী অব ইন্ডিয়া (জি. টি. গ্যারাট সম্পাদিত) (অক্সফোর্ড, ১৯৩৭)

ব্লকম্যান, এইচ. : 'কানিংহাম্‌স ইনসক্রিপশনস্ ফ্রম বদাউন অ্যান্ড দিল্লী', প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, (মে, ১৮৭৪)

-------- : 'রিডিংস অব ইনসক্রিপশনস ফ্রম তিল বেগমপুর', প্রসিডিংস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, (জানুয়ারী, ১৮৭৫)

www.pathagar.com

রশীদ, এ. : 'সিন্ধু ইন দি ফোরটিন্‌থ্ সেঞ্চুরী', পাকিস্তান ফোয়ার্টারলি, ১১/২ (করাচী, ১৯৬২)

রহমান, মুহাম্মদ মোখলেছুর : 'এ খালজী ঈদগাহ এ্যাট রাপ্‌রি (১৩১২) : রিফ্লেকশন্‌স্ অন ইট্‌স্ গ্লেইজড টাইল ডেকোরেশন', ইসলামিক স্টাডিজ, ২৭/৩ (ইসলামাবাদ, ১৯৮৮)

রাজপুত, এ. বি. : 'মুসলিম আর্কিটেকচার ইন পাকিস্তান', পাকিস্তান মিসলেনী-২ (১৯৫৮)

রাণী, আভা : 'সেকুলার আর্কিটেকচার অব তুগলকস্ ইন দিলহী অ্যান্ড ইট্‌স নেইবারহুড', চিত্তরঞ্জন প্রসাদ সিনহা সম্পাদিত, আর্কিওলজি, অ্যান্ড আর্ট, ১ম খণ্ড, (নিউ দিল্লী, ১৯৯০)

সেন, এস. এন. : 'এ নোট অন দি পুরানা কিলা', জার্নাল অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, খণ্ড ২০, (ত্রিভেন্দ্রাম, ১৯৪১)

স্যানডারসন, জি. : 'দি সিটিজ অব দিল্লী অ্যান্ড দেয়ার মনুমেন্টস', দি বিল্ডার খণ্ড ৯৪, (স্প্রিং ফিলড্, ১৯১৪)

হাসান, জাফর : 'ইনসক্রিপসনস অব সিকান্দার শাহ লোদী ইন দিল্লী',এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্দো-মোসলেমিকা, ১৯১৯-২০।

হোসেন, এ. বি. এম. : "অরনামেনটেশন ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার', শিল্পকলা, ১ (ঢাকা, ১৯৮৬)

---------- : 'ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলঙ্করণ : উৎস ও ক্রমবিকাশ ', আবূ মহামেদ হাবিবুল্লাহ্ স্মারক গ্রন্থ, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ (ঢাকা, ১৯৯১)

ঘ. গেজেটিয়ারস

ডিসট্রিকট গেজেটিয়ারস অব দি ইউনাইটেড প্রভিনসেস, খণ্ড ৮, (আগ্রা, এলাহাবাদ, ১৯২১; খণ্ড ১৫ (বদাউন, এলাহাবাদ, ১৯০৭; খণ্ড ২৮ (জৌনপুর), এলাহাবাদ ১৯০৮ গেজেটিয়ার অব দি দিল্লী ডিসট্রিকট ১৮৮৩-৮৪, (পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট)

মুলতান ডিসট্রিকট গেজেটিয়ার, খণ্ড ৮, পার্ট-এ।

মুলতান গেজেটিয়ার (লাহোর, ১৯২০)

গেজেটিয়ার, এন. ডব্লুউ, পি. (এলাহাবাদ, ১৮৭৫)

www.pathagar.com

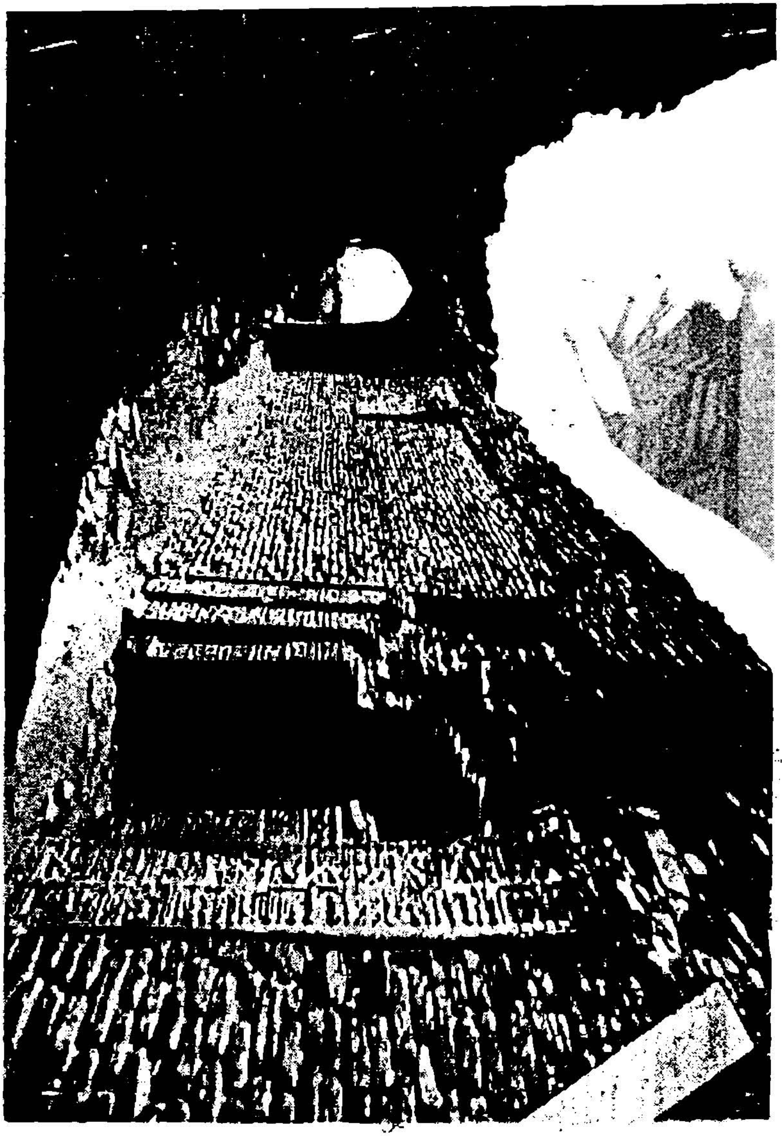

আলোকচিত্র ১। খালিদ ওয়ালিদের সমাধি

www.pathagar.com

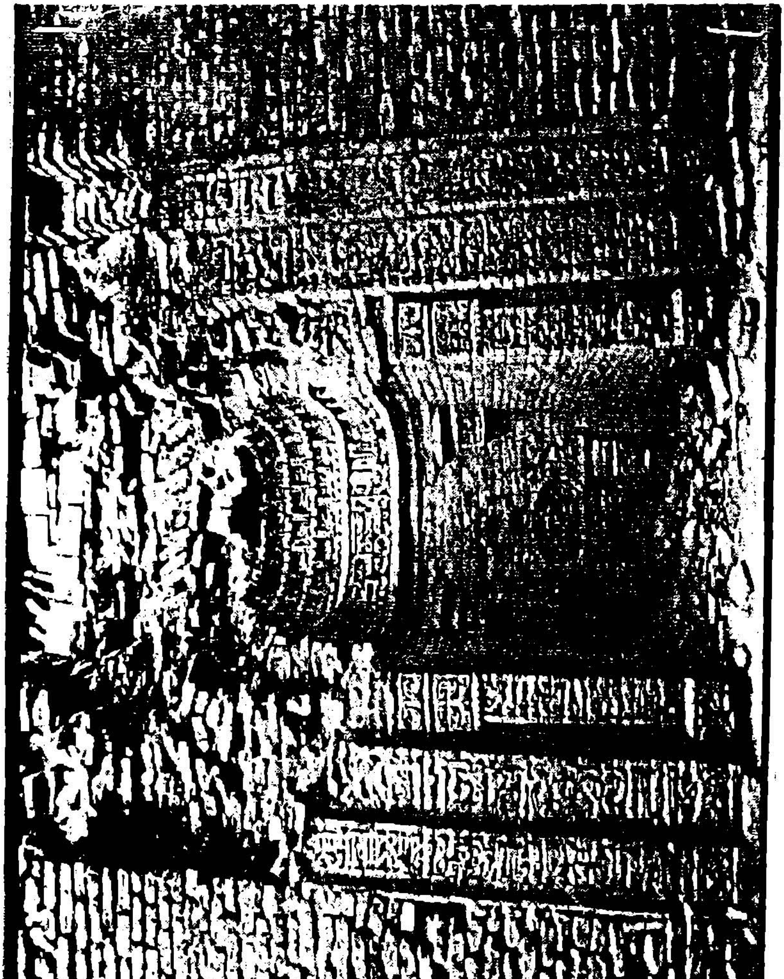

আলোকচিত্র ২। খালিদ ওয়ালিদের সমাধি ঃ মিহরাব

www.pathagar.com

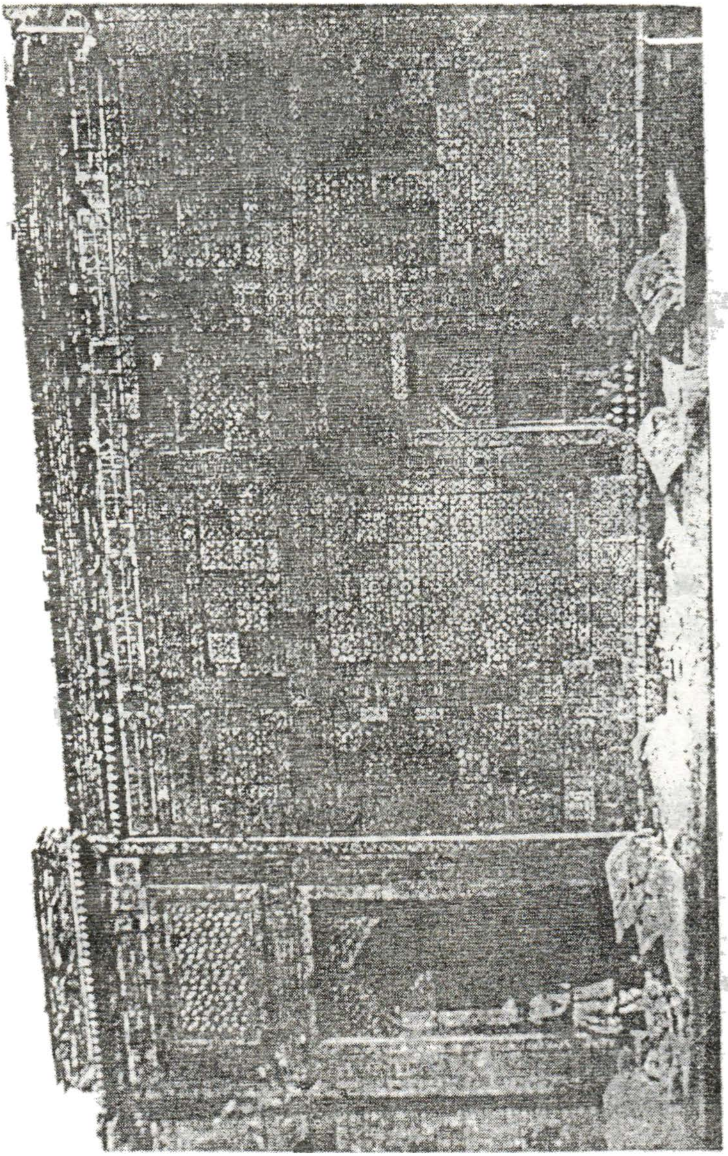

আলোকচিত্র ৭। মাখদুম সৈয়দ মুহাম্মদ ইউসুফ গারদেজীর সমাধি

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৪। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ঃ কুতবউদ্দিন আইবক
কর্তৃক নির্মিত অংশ

www.pathagar.com

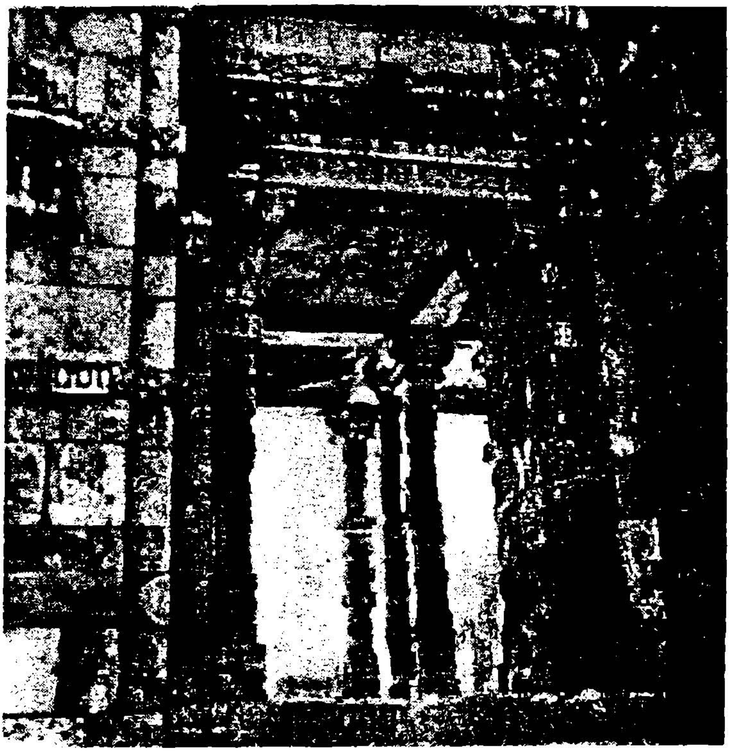

আলোকচিত্র ৫। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ঃ ল্যান্টার্ণ বা চাঁদোয়া ছাদ (lantern ceiling) সম্বলিত উত্তর দিকের প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

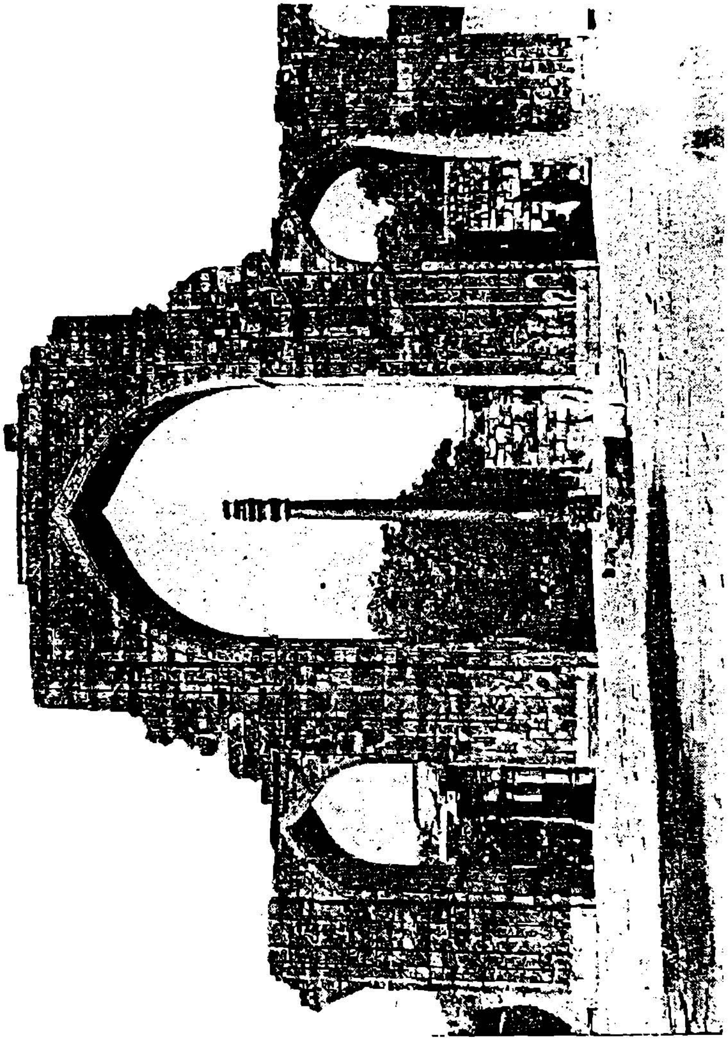

আলোকচিত্র ৬। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ : খিলান পর্দা ও লৌহ স্তম্ভ

www.pathagar.com

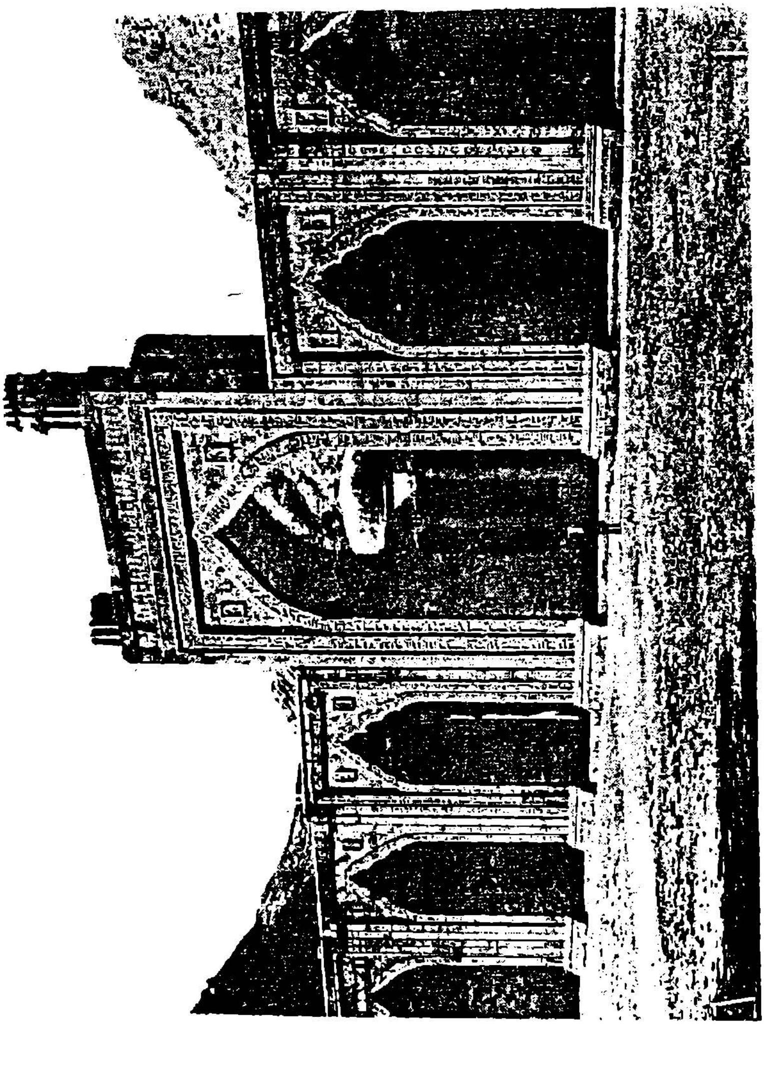

আলোকচিত্র ৭। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ নামাজগৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

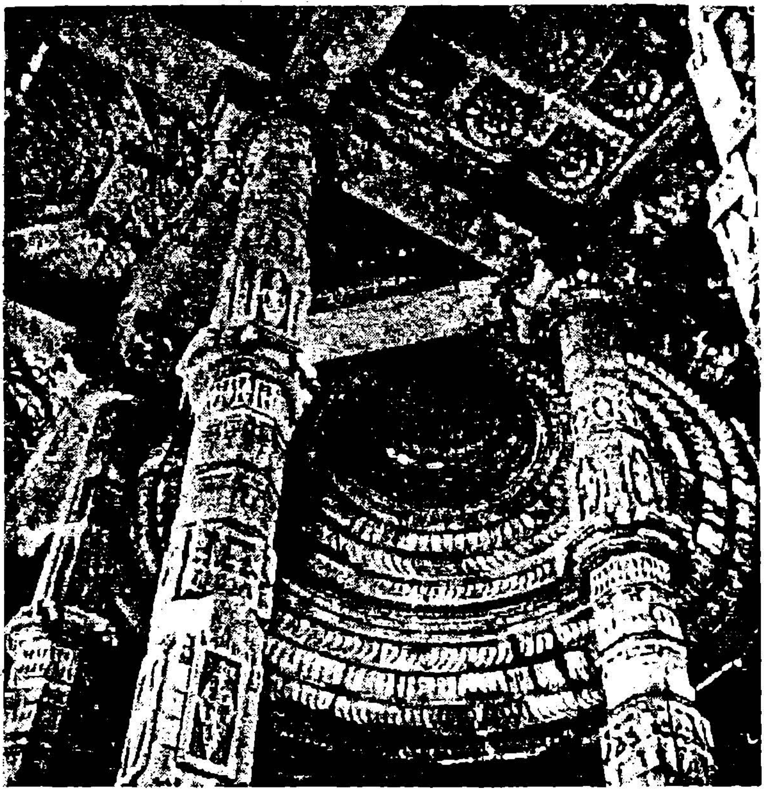

আলোকচিত্র ৮-ক। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ ল্যান্টার্ণ বা চাঁদোয়া ছাদ (lantern ceiling)

www.pathagar.com

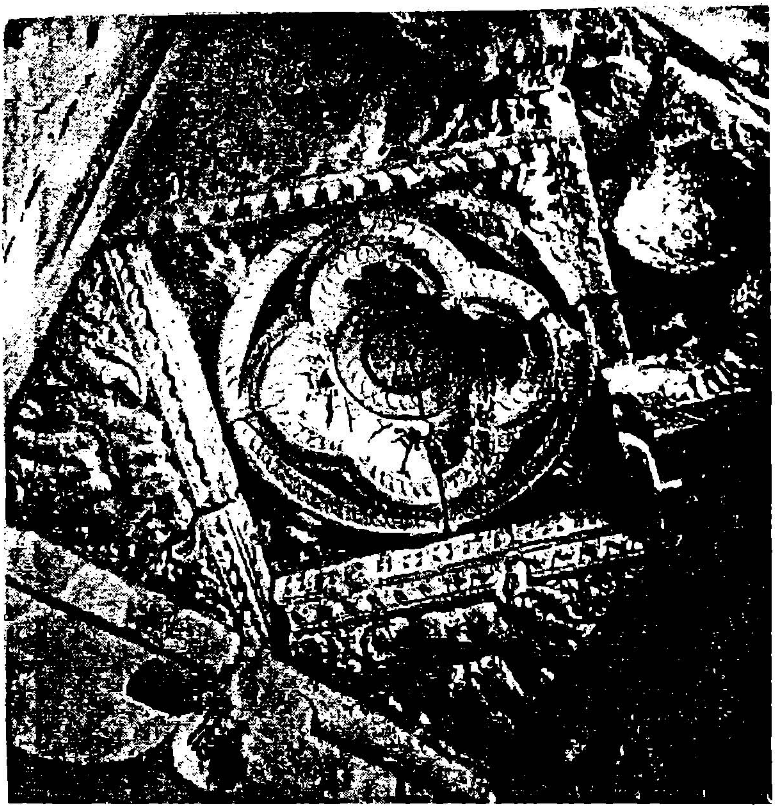

আলোকচিত্র ৮-খ। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ ল্যান্টার্ণ বা চাঁদোয়া ছাদ (lantern ceiling)

www.pathagar.com

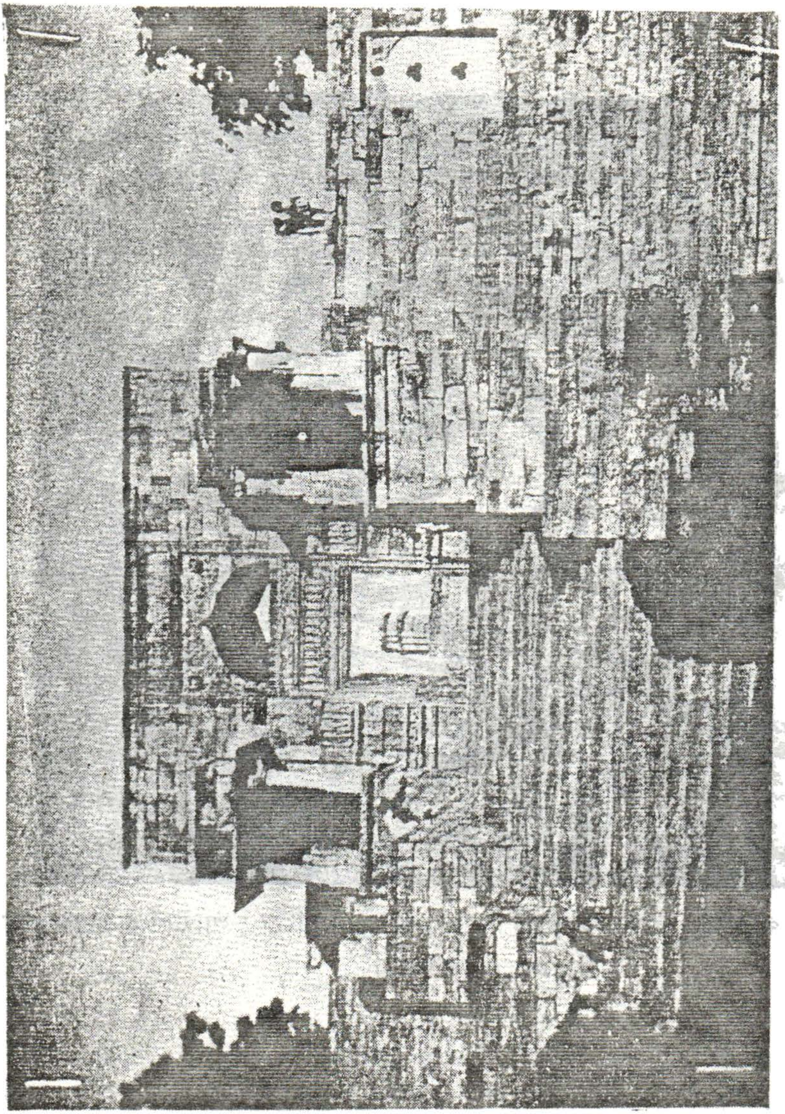

আলোকচিত্র ৯। আড়াই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ প্রধান প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

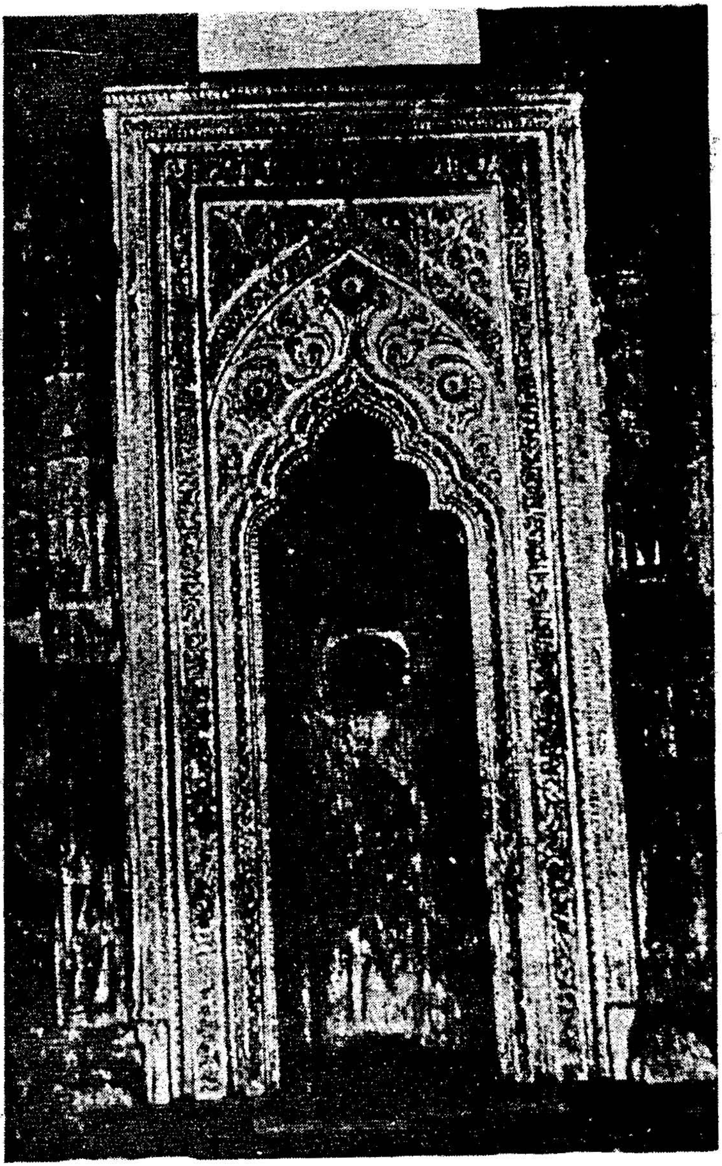

আলোকচিত্র ১০। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ মিহরাব

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১১। আড়হাই দিনকা ঝোঁপড়া মসজিদ ঃ কোনার বুরুজ

www.pathagar.com

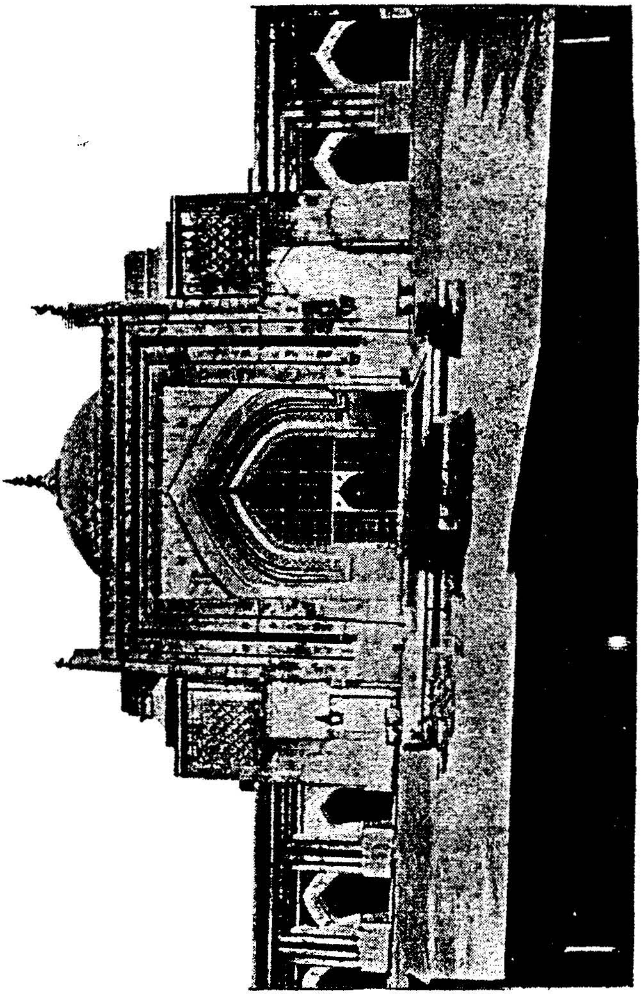

আলোকচিত্র ১২। বদাউনের জামি মসজিদ (একাধিক বার সংস্কারের পর) নামাজগৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১৩। জালালীর জামি মসজিদ (একাধিক বার সংস্কারের পর)

www.pathagar.com

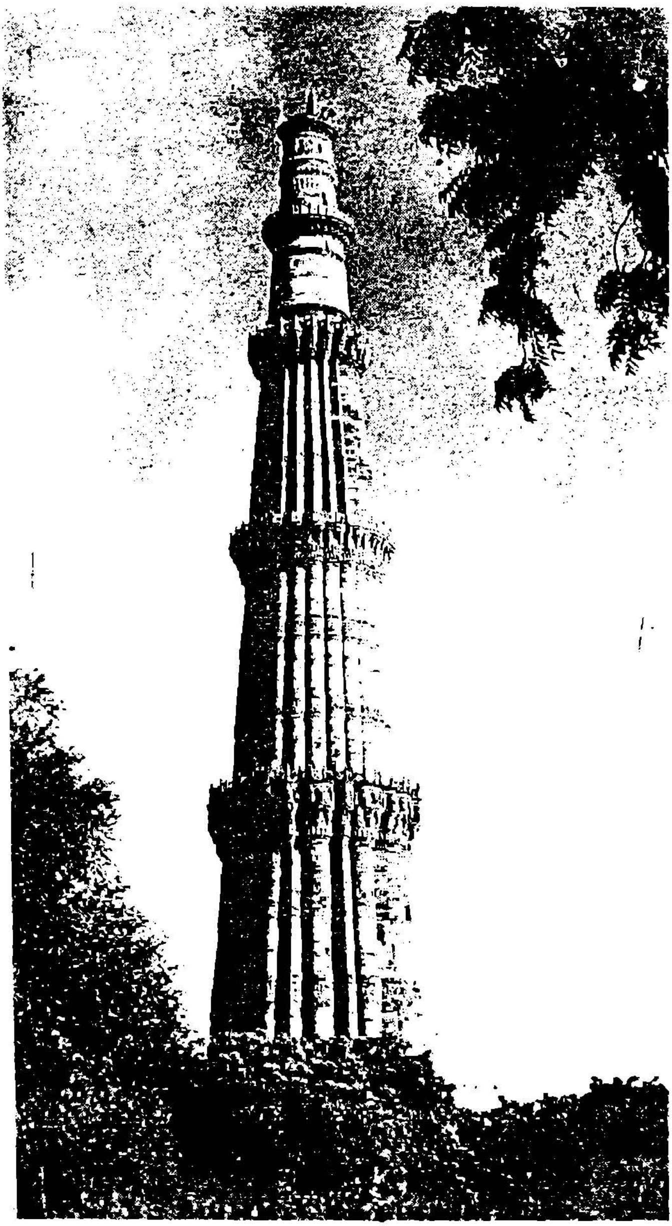

আলোকচিত্র ১৪। কুতুব মিনার ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

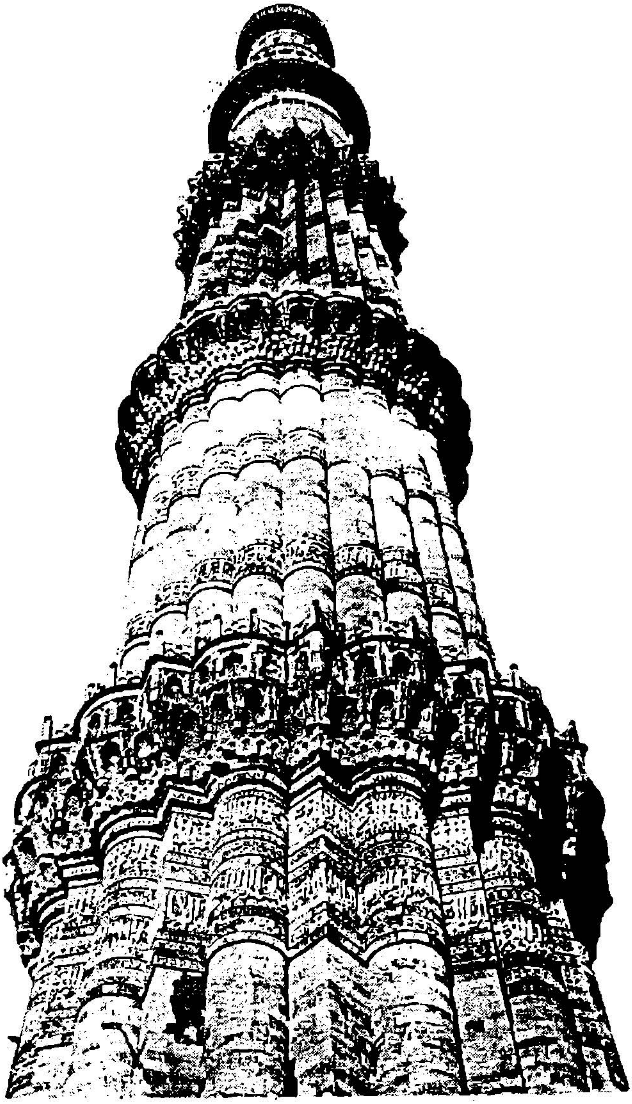

আলোকচিত্র ১৫। কুতুব মিনার ঃ খোদিত অলঙ্করণ; খাত নকসা (flutings) এবং স্তালাকতাইত ঠৈক্‌না (stalactite bracket) সহ ঝুল বারন্দা (balcony)

www.pathagar.com

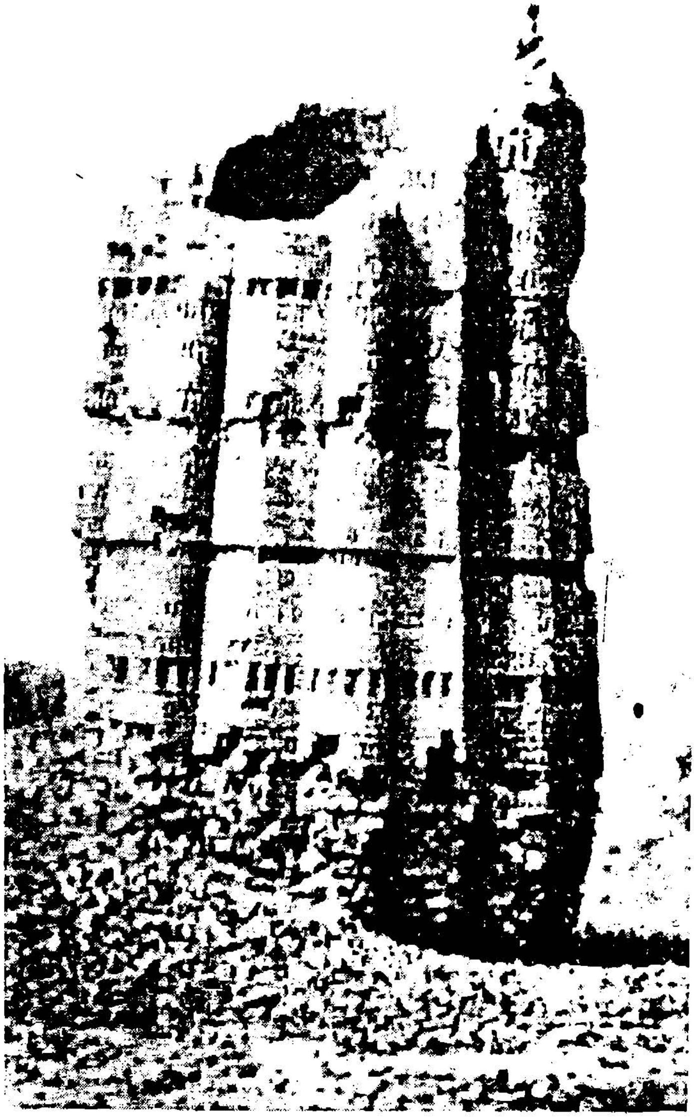

আলোকচিত্র ১৬। মিনার ঃ খাজা সিয়া পস

www.pathagar.com

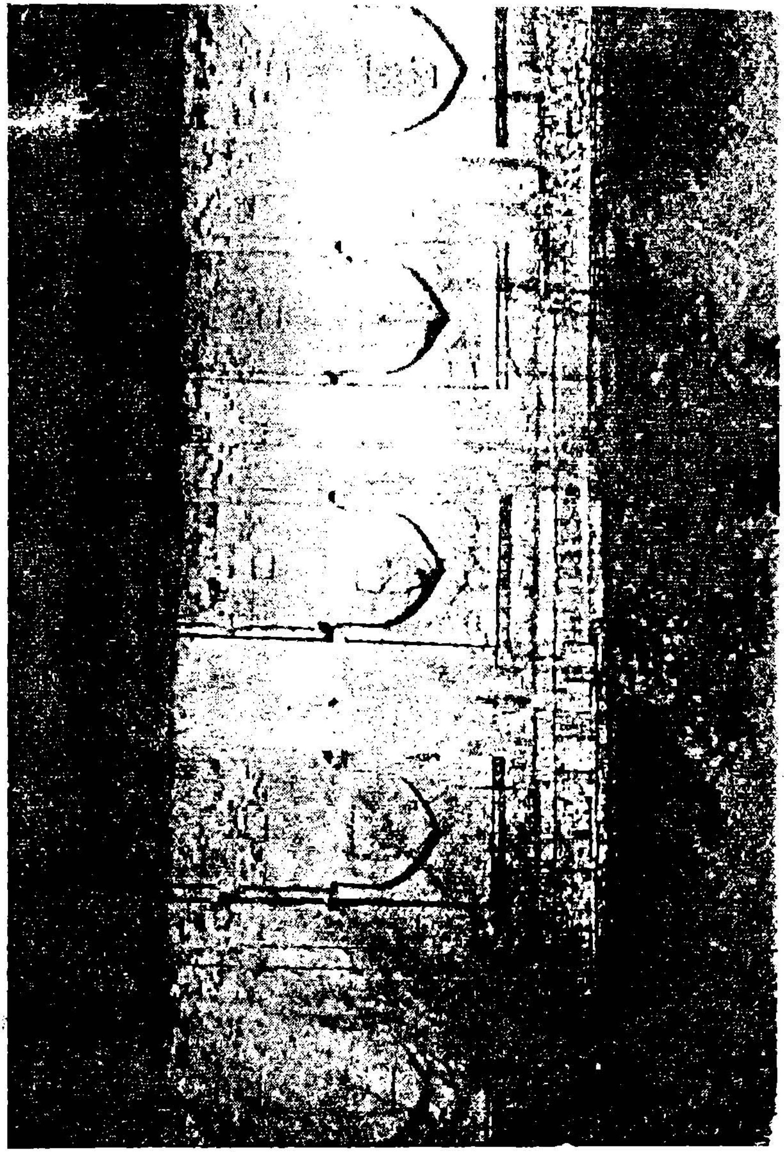

আলোকচিত্র ১৭। শামসী ঈদগাহ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১৮। সুলতান ঘাঁটি ঃ সাধারণ দৃশ্য (পূর্বদিক হইতে)

www.pathagar.com

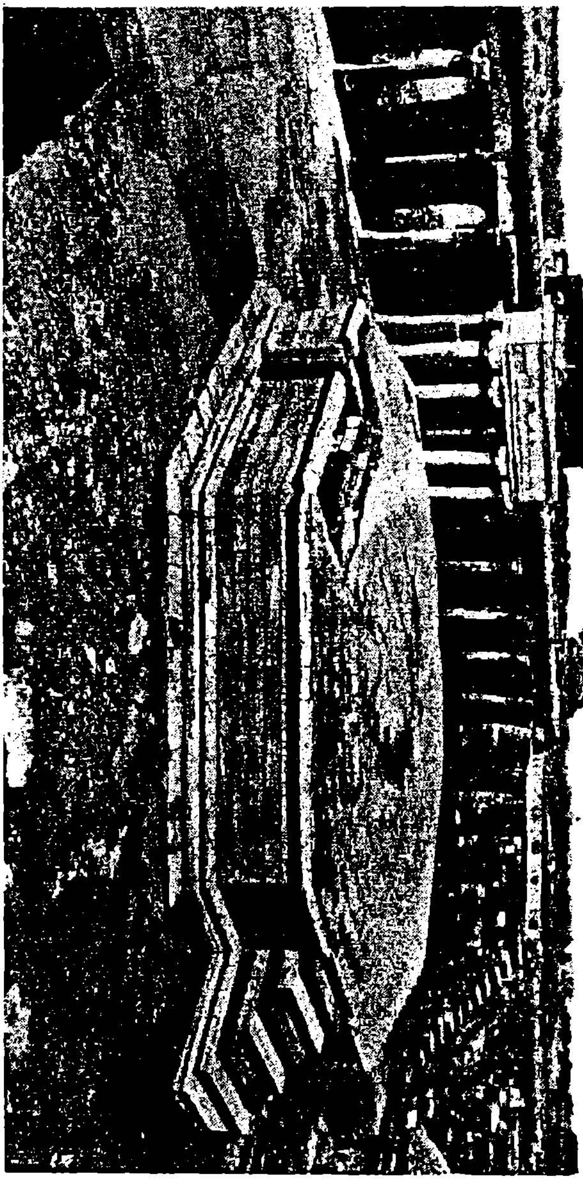

আলোকচিত্র ১৬। সুলতান ঘরি ঃ ভূগর্ভস্থ সমাধি কক্ষের উর্ধাংশ ও মিহরাব
সম্বলিত পশ্চিম দিকের আচ্ছাদিত অংশ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ২০। সুলতান ঘারি ঃ মহিষ ও অশ্বমস্তক শোভিত নকশা সম্বলিত সদন

www.pathagar.com

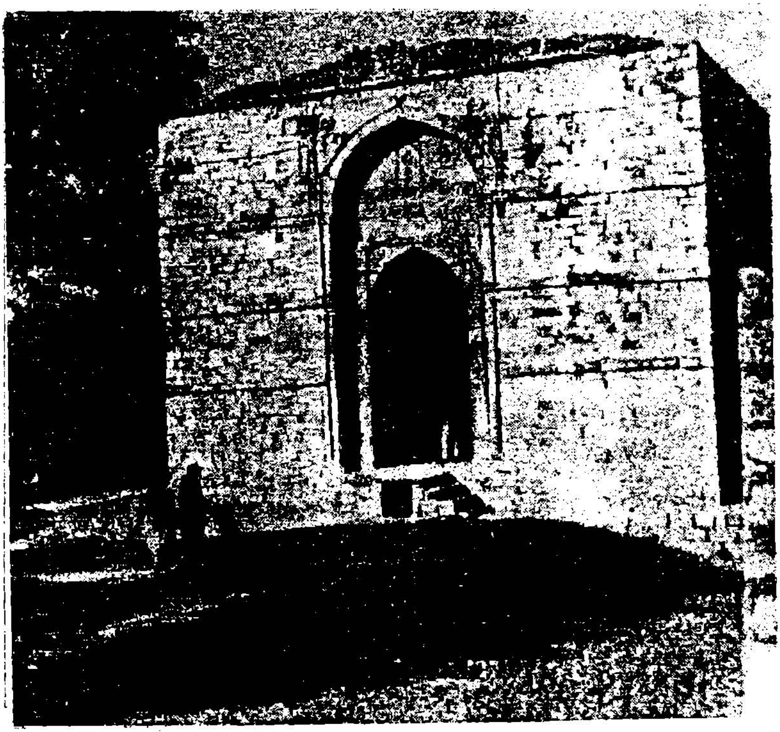

আলোকচিত্র ২১। ইলতুৎমিশের সমাধি ঃ দক্ষিণ দিক হইতে

www.pathagar.com

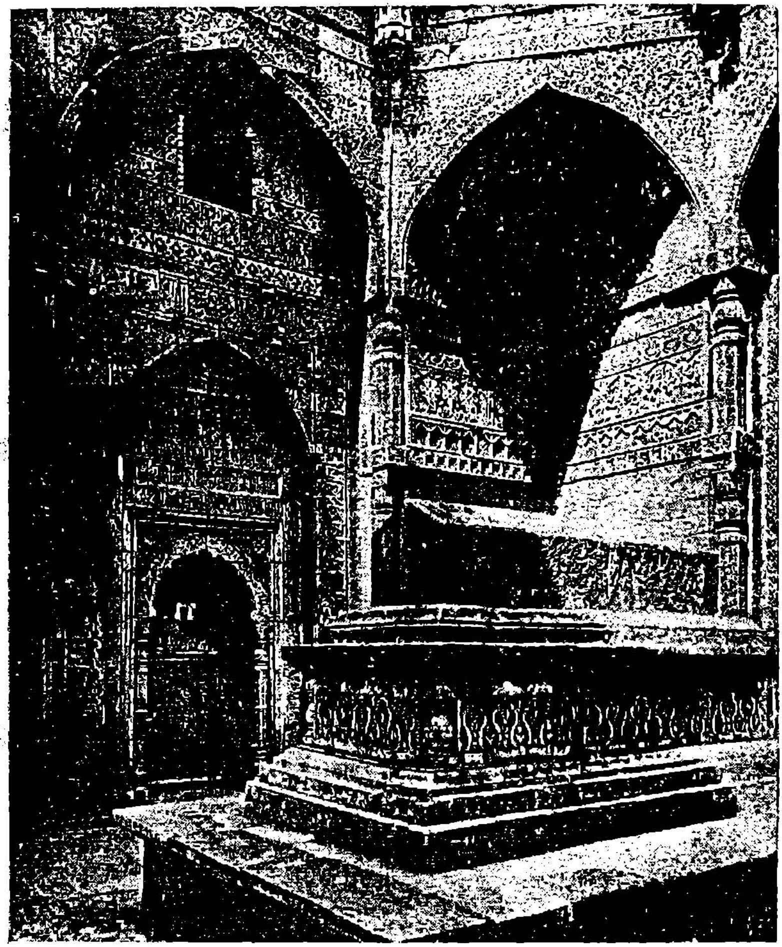

আলোকচিত্র ২২। ইলতুৎমিশের সমাধি ঃ অভ্যন্তরস্থ কেন্দ্রীয় মিহরাব
ও প্রস্তর খোদাই নকসা

www.pathagar.com

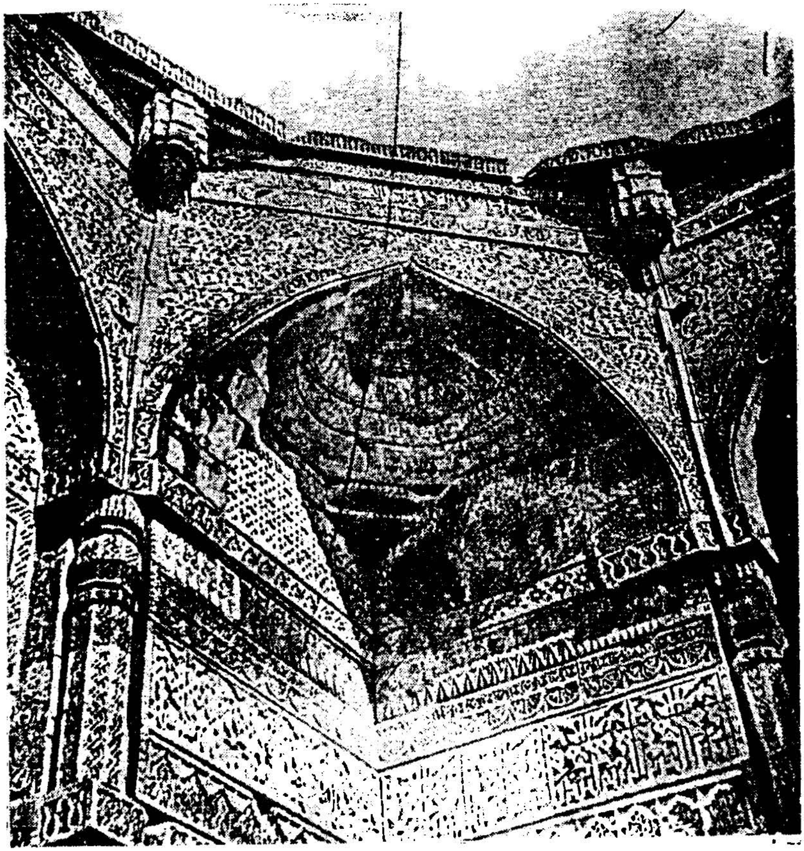

আলোকচিত্র ২৩। ইলতুৎমিশের সমাধি ঃ অবস্থান্তর পর্যায়ে (phase of transition) স্কুইঞ্চের ব্যবহার

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ২৪ । গিয়াস উদ্দিন বরবনের সমাধি ঃ ধ্বংসাবশেষ
(দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে)

www.pathagar.com

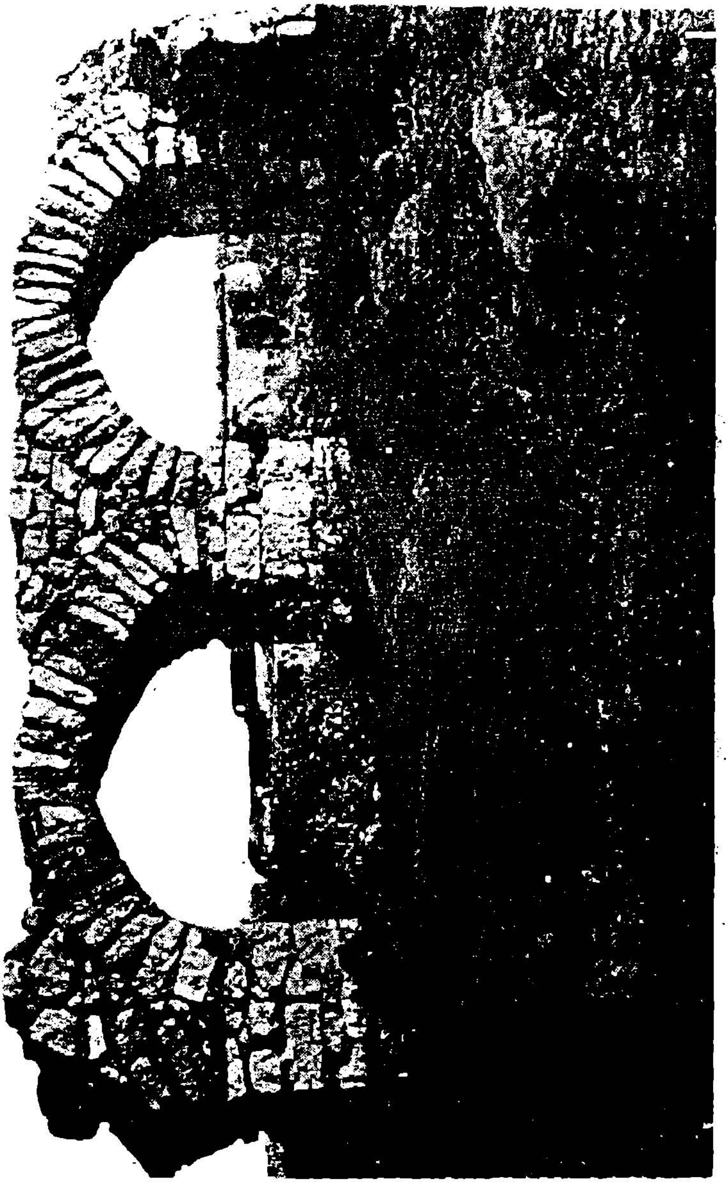

আলোকচিত্র ২৫। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি ঃ ভুসোঁয়া খিলানের ব্যবহার

www.pathagar.com

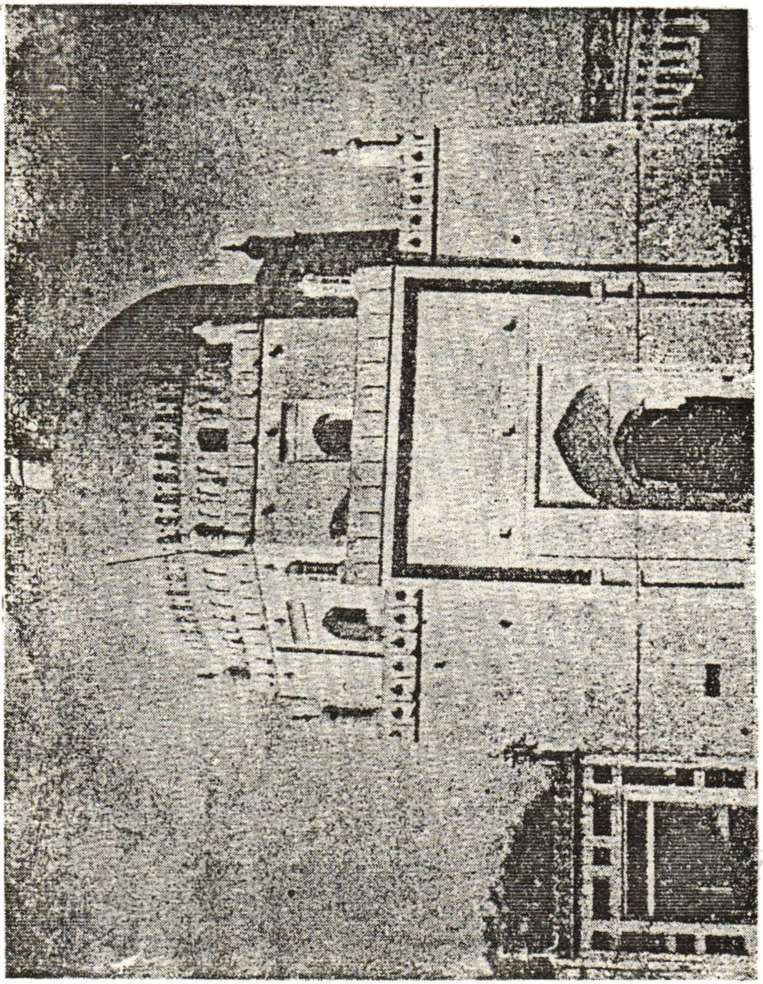

আলোকচিত্র ২৬। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

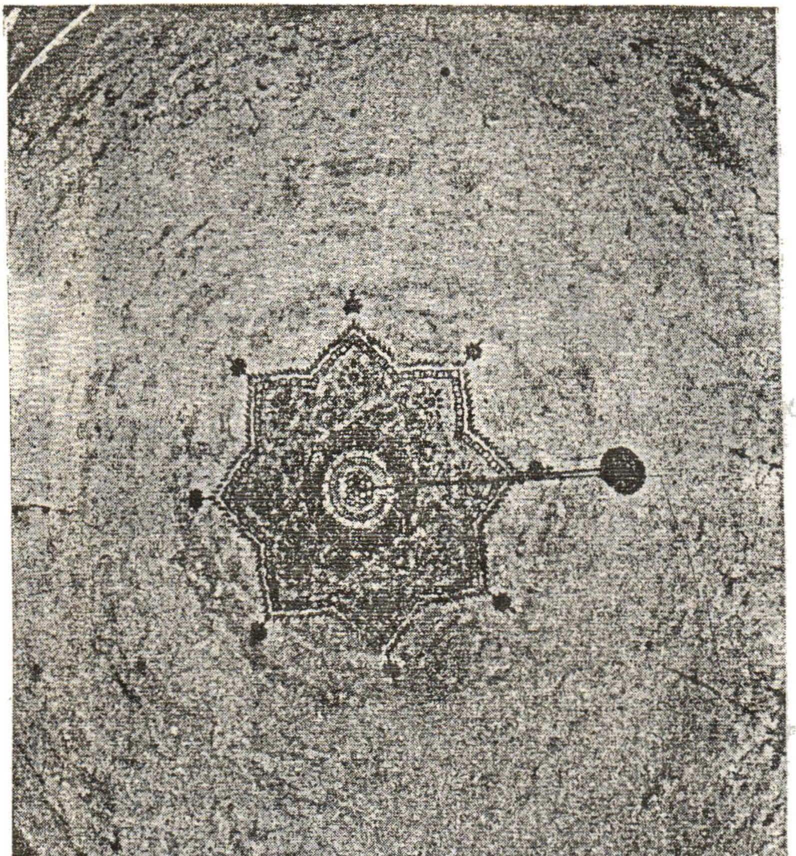

আলোকচিত্র ২৭। বাহাউদ্দিন জাকারিয়ার সমাধি ঃ গম্বুজ গর্ভের 'শামসা' নকশা

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ২৮। শাহীদ শহীদের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

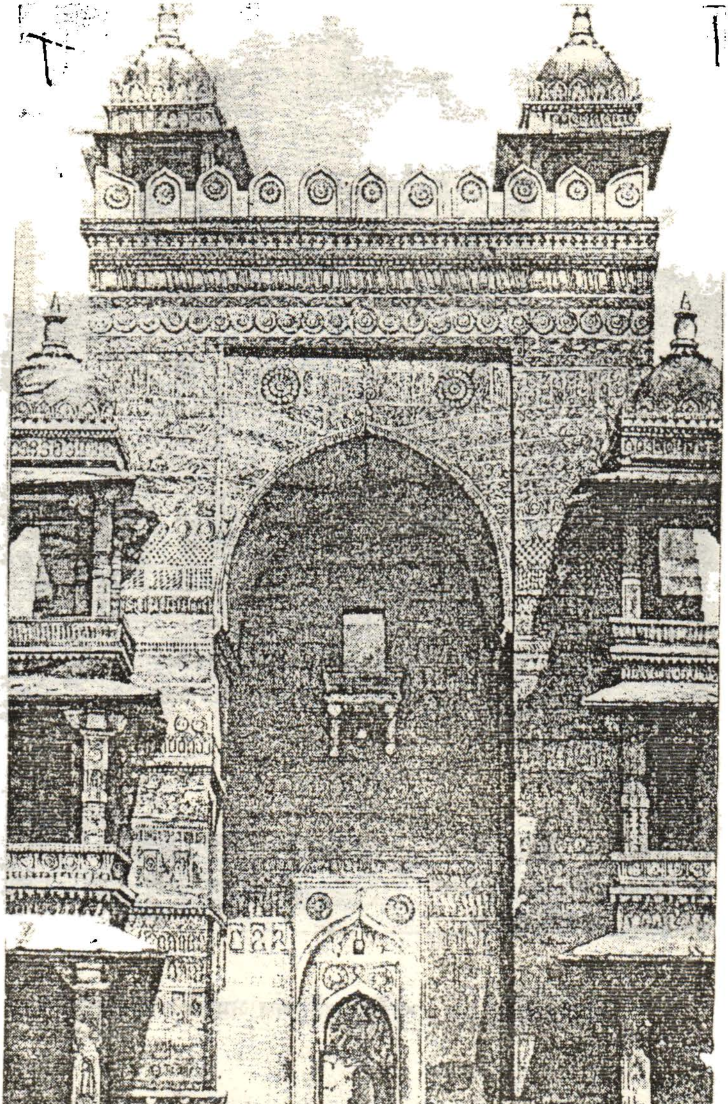

আলোকচিত্র ২৯। আতারকিন কা দরওয়াজা : সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

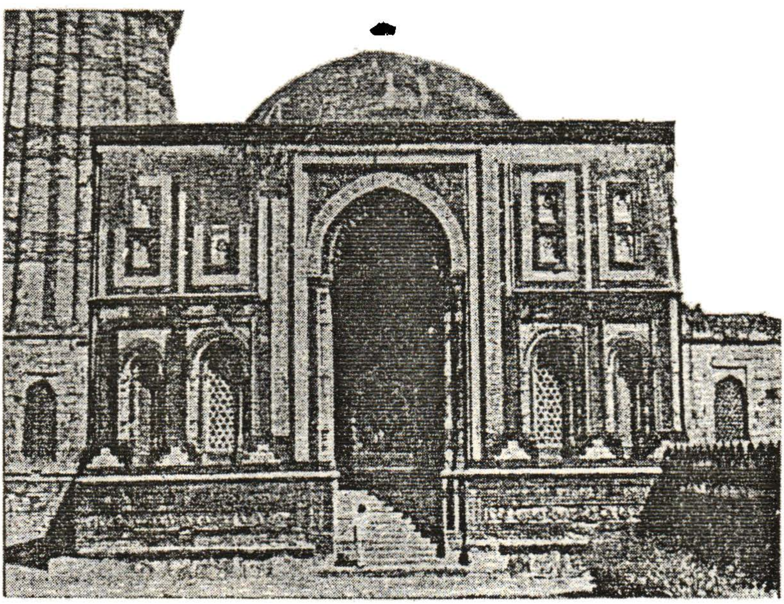

আলোকচিত্র ৩০। আলাই দরওয়াজা ঃ দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

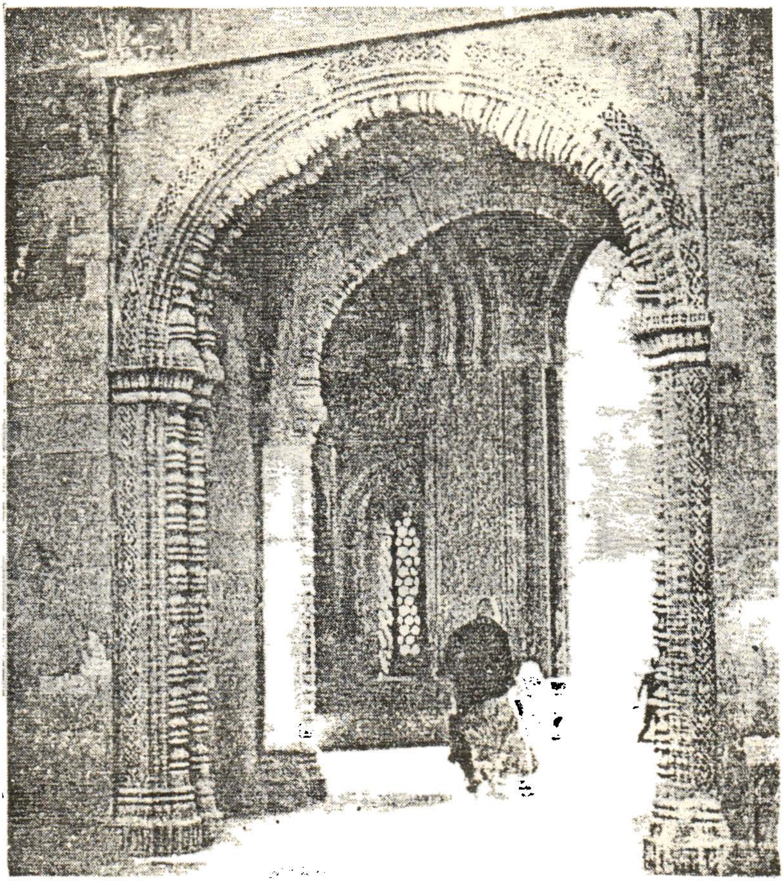

আলোকচিত্র ৩১। আলাই দরওয়াজা ঃ উত্তর দিকের প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

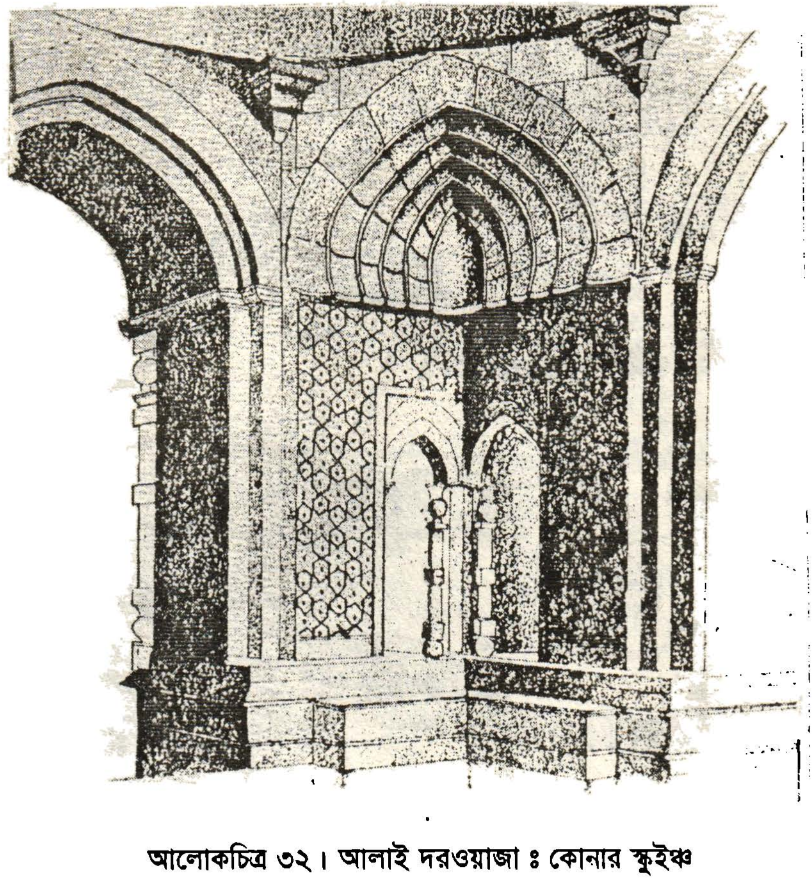

আলোকচিত্র ৩২। আলাই দরওয়াজা ঃ কোনার স্কুইঞ্চ

www.pathagar.com

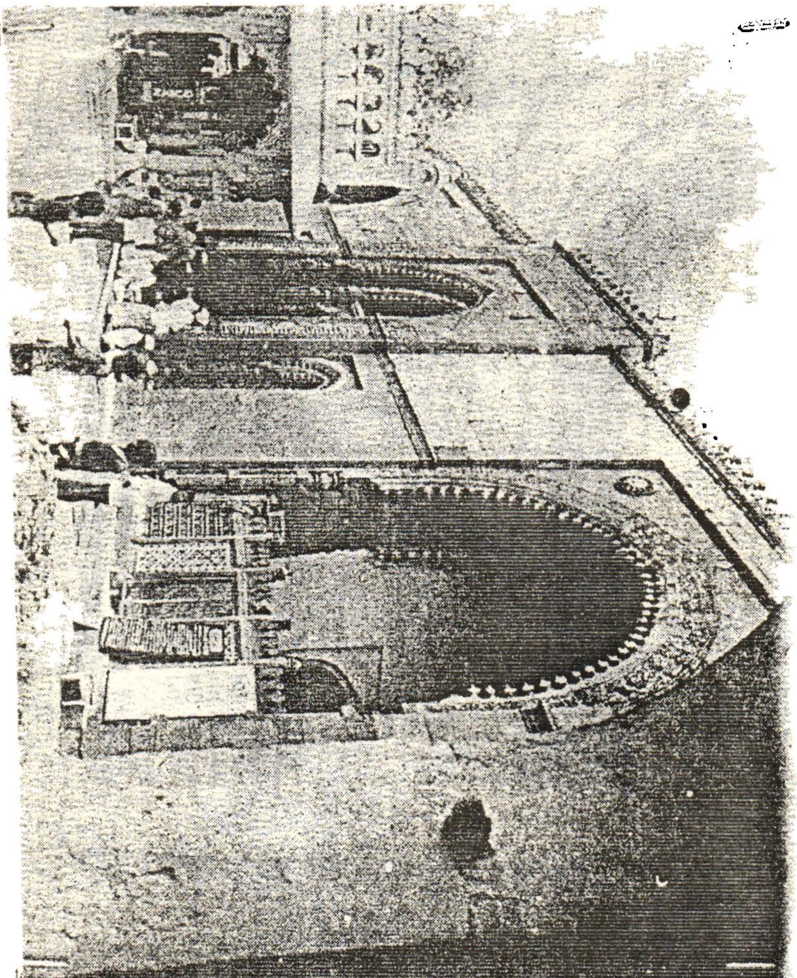

আলোকচিত্র ৩৩। জামাত খানা মসজিদ : নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য-(facade)

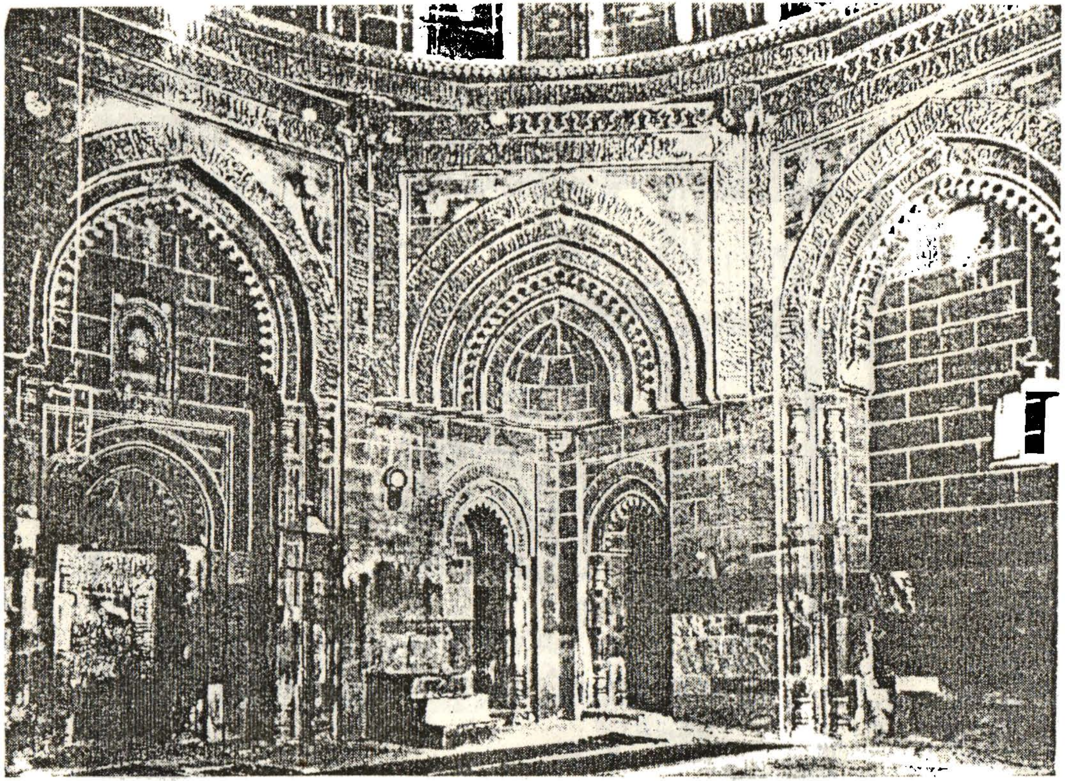

আলোকচিত্র ৩৪। জামাত খানা মসজিদ ঃ কুলঙ্গী সম্বলিত স্কুইঞ্চ খিলান

www.pathagar.com

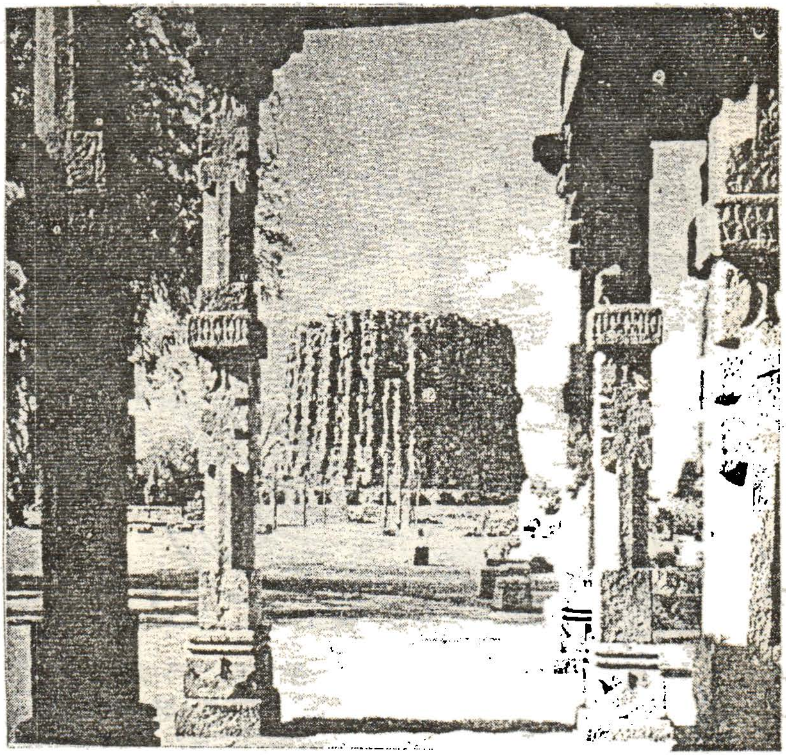

আলোকচিত্র ৩৫। আলাই মিনার (অসমাপ্ত) ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

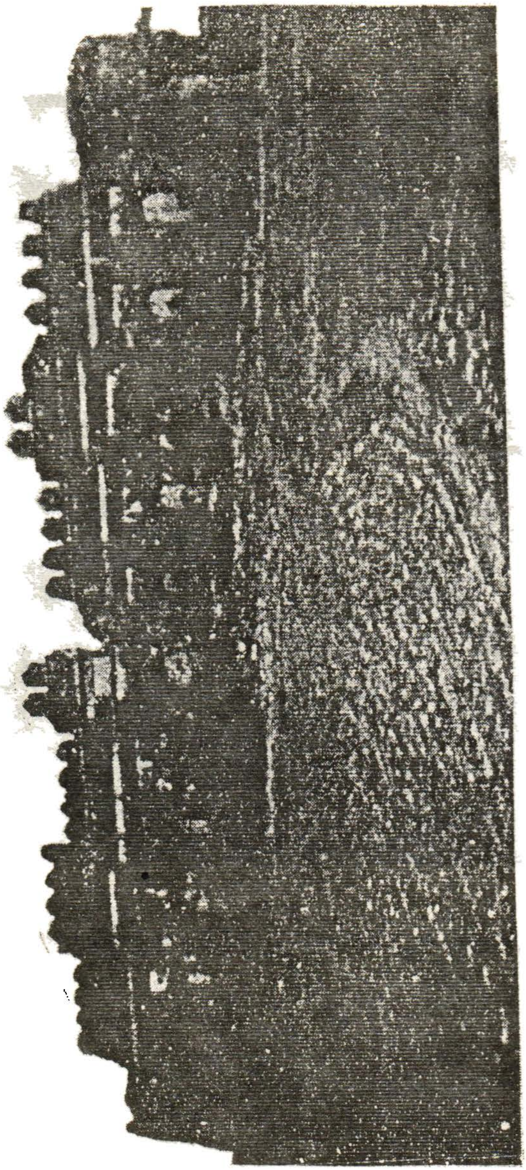

আলোকচিত্র ৩৬। রাপুরি ঈদগাহ ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

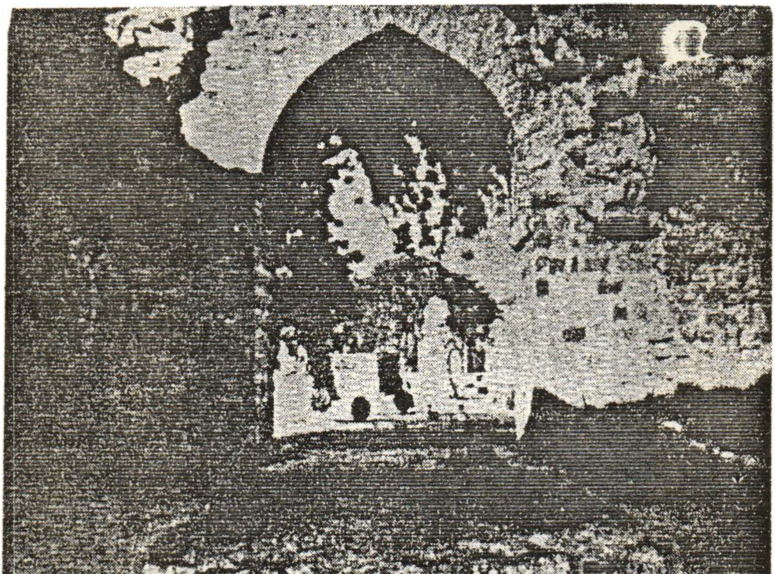

আলোকচিত্র ৩৭। আলাউদ্দিন খলজীর তথাকথিত সমাধি

www.pathagar.com

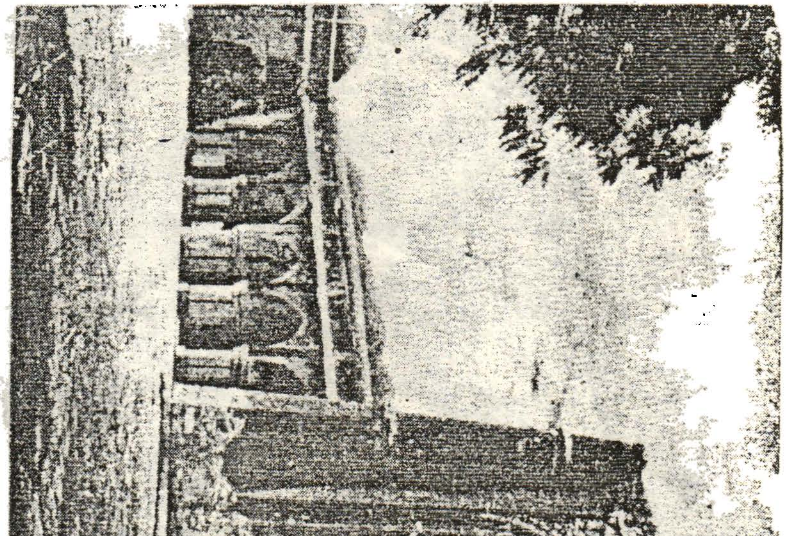

আলোকচিত্র ৩৮। বেগম পুরী মসজিদ ঃ পাইলন সহ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

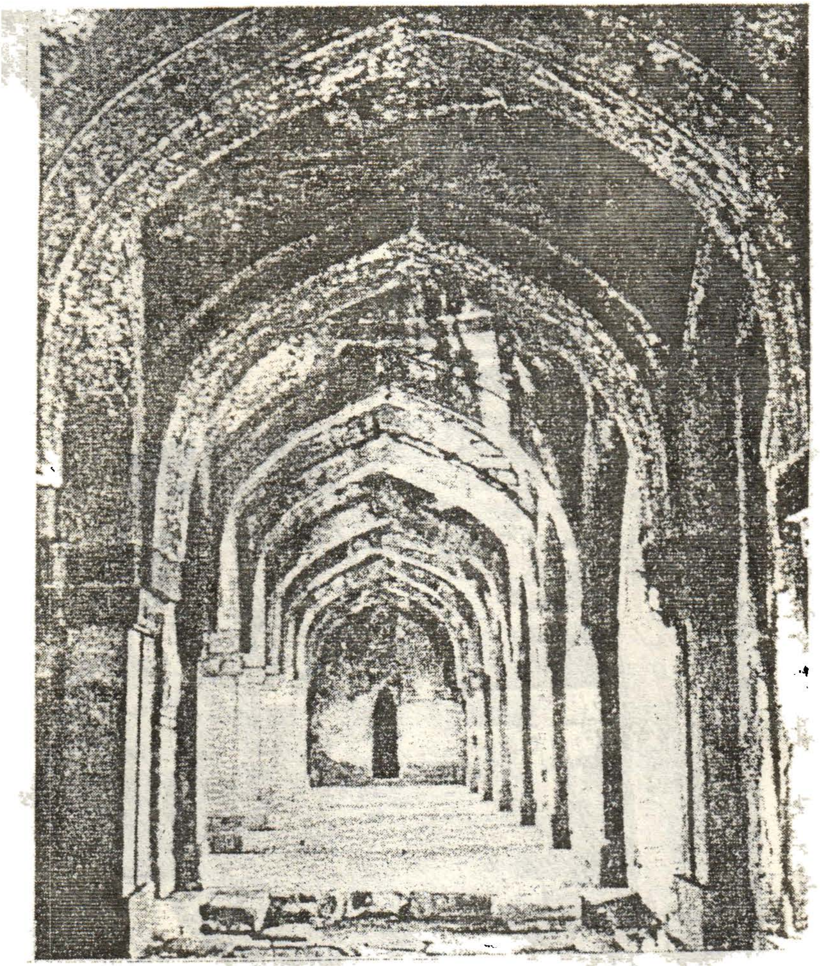

আলোকচিত্র ৩৯। বেগম পূরী মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের আইল

www.pathagar.com

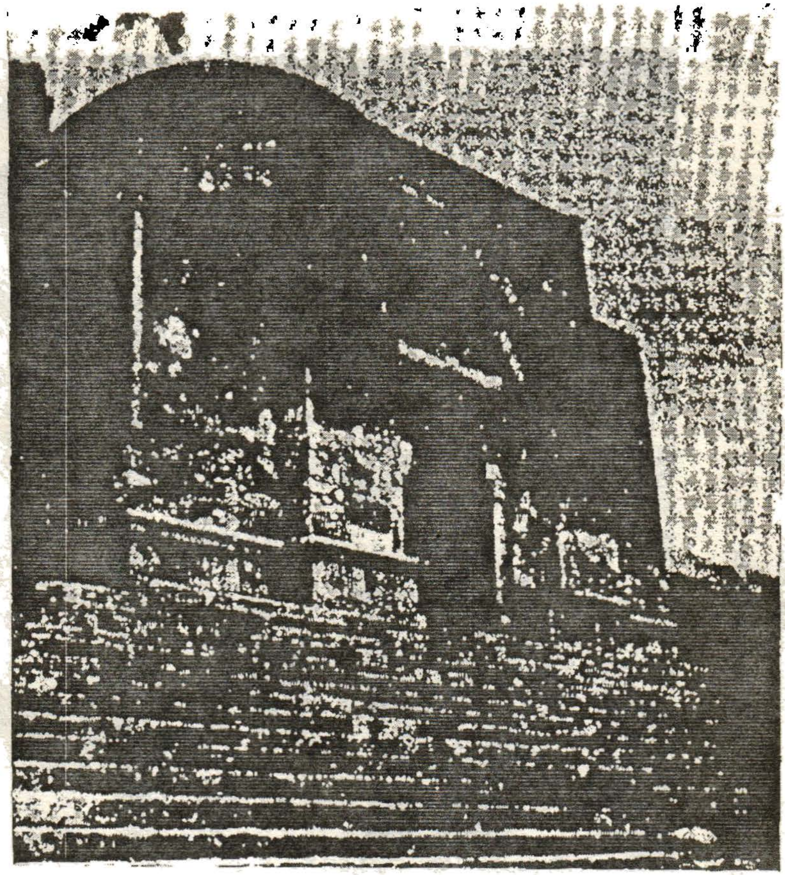

আলোকচিত্র ৪০। বেগম পূরী মসজিদ : পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

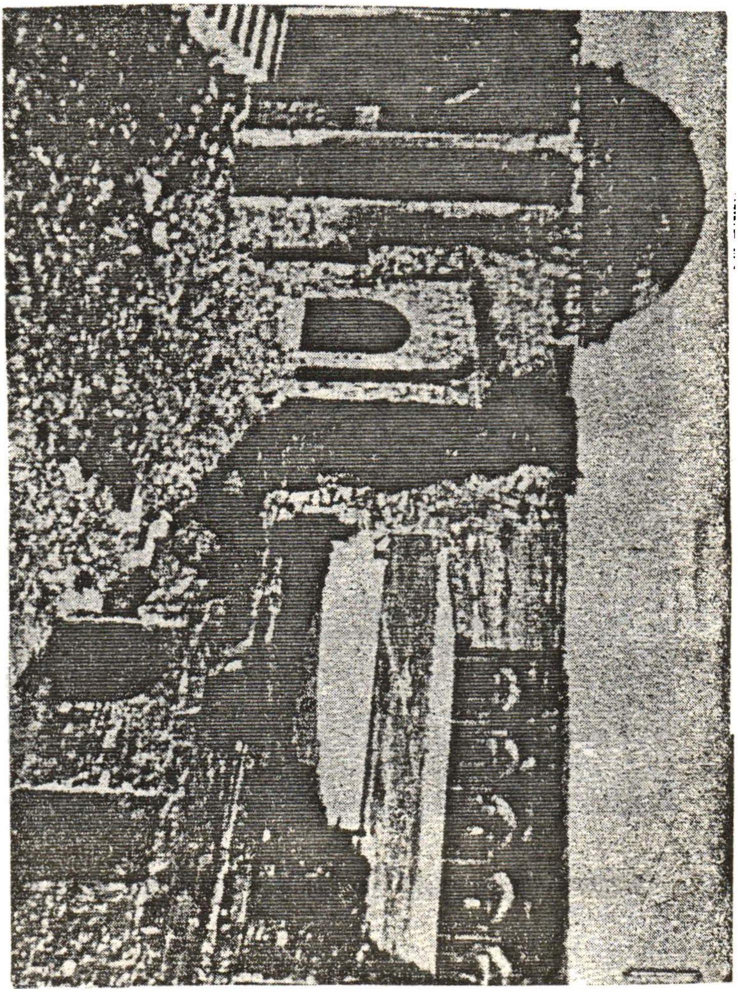

আলোকচিত্র ৪১। জামি মসজিদ, কোটিলা ফিরোজ শাহ্ ঃ প্রবেশ পথ ও মসজিদের ভগ্নাবশেষ

www.pathagar.com

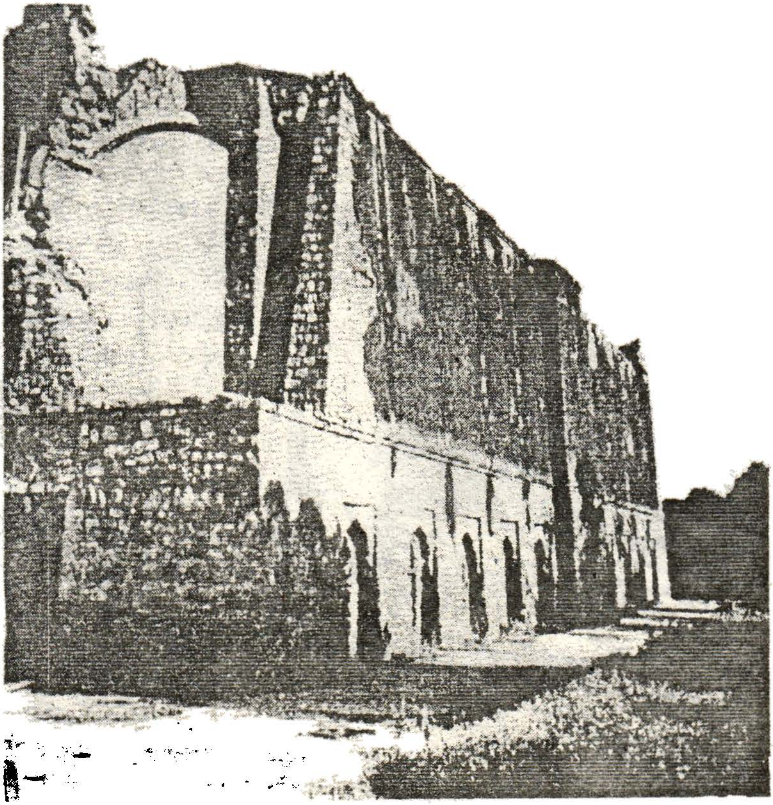

আলোকচিত্র ৪২। জামি মসজিদ, কোটলা ফিরোজ শাহ্ ঃ
কিবলা প্রাচীরের পশ্চাত ভাগের দৃশ্য

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৪৩। জামি মসজিদ, কোটলা ফিরোজ শাহ্ ঃ কিবলা প্রাচীরের অভ্যন্তরীণ স্থান

www.pathagar.com

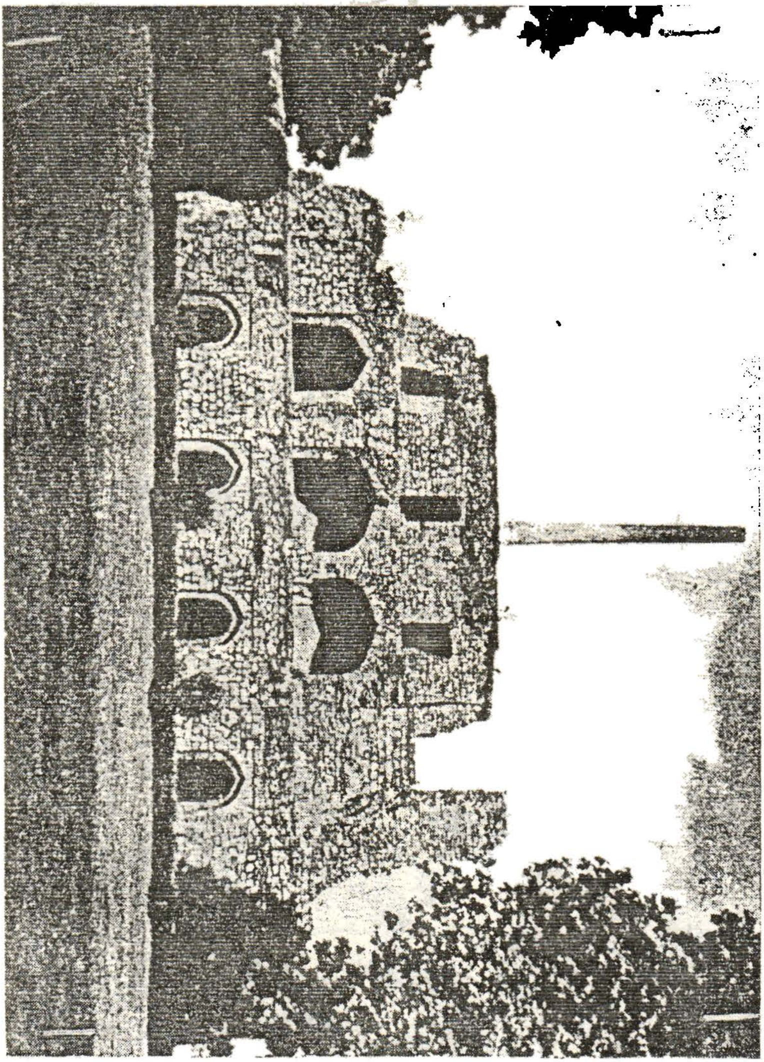

আলোকচিত্র ৪৪। জামি মসজিদ, কোটলা ফিরোজ শাহ্ঃ লাট পিরামিড

www.pathagar.com

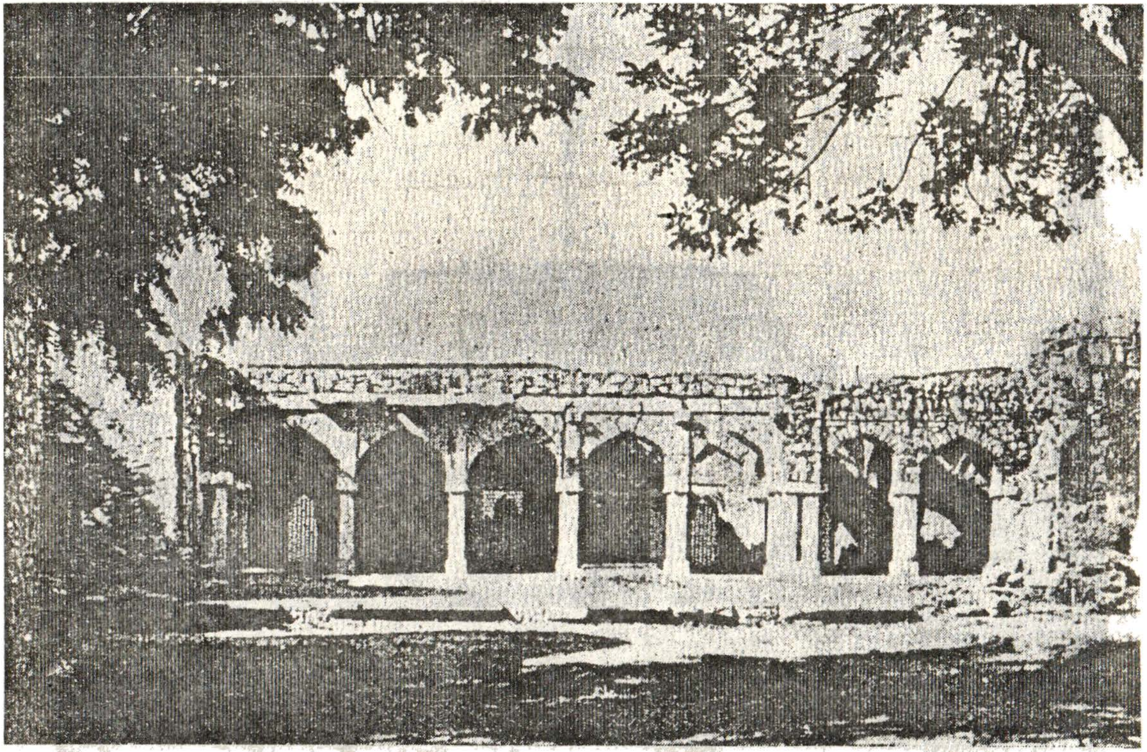

আলোকচিত্র ৪৫। জামি মসজিদ, হাওয-ই-খাস ঃ পূর্ব দিক হইতে

www.pathagar.com

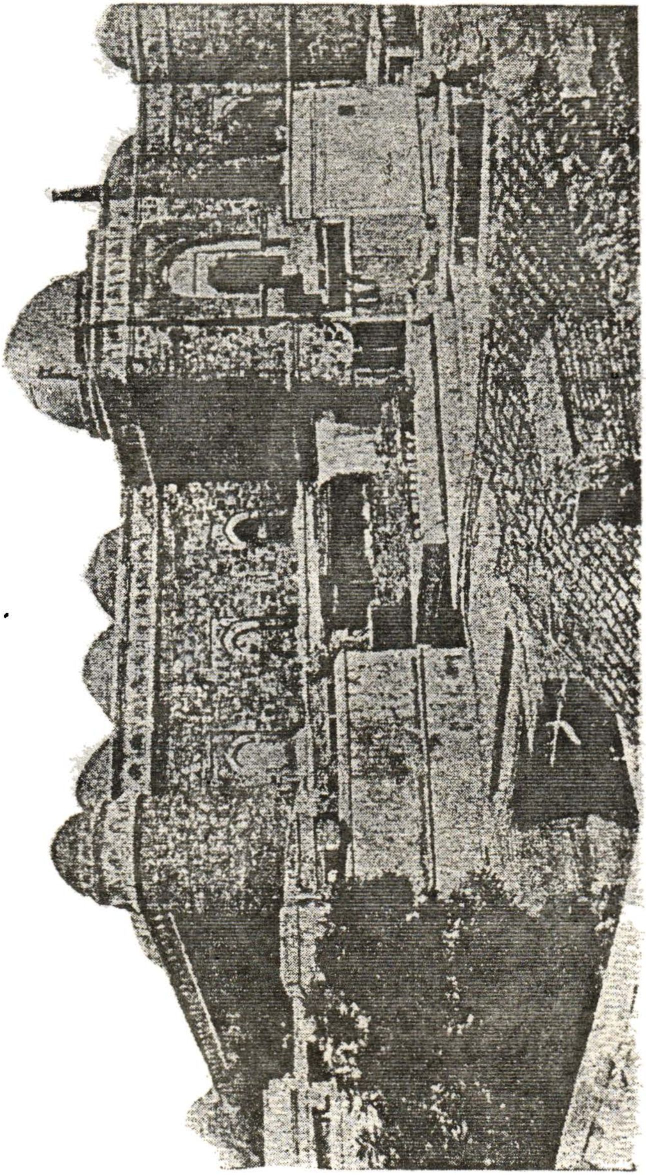

আলোকচিত্র ৪৬। কালান মসজিদ (নিজামউদ্দিন) ঃ সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিক হইতে)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৪৭। কালান মসজিদ (নিজাম উদ্দিন) ঃ অভ্যন্তরীণ অঙ্গন ও বে' সমূহ

www.pathagar.com

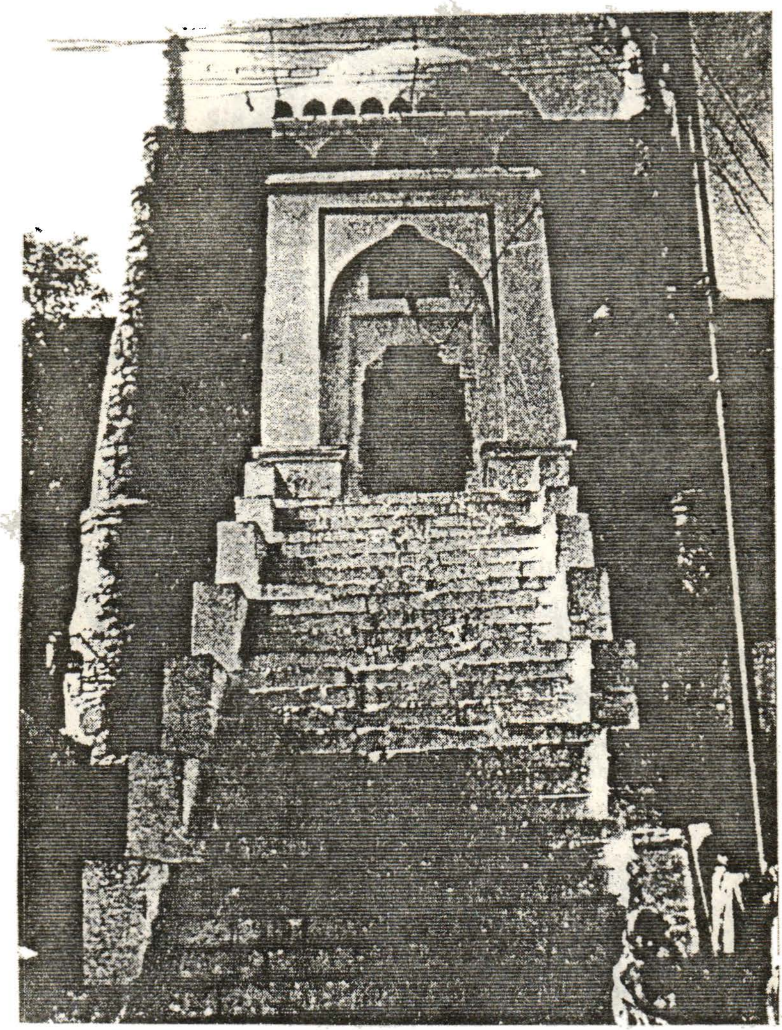

আলোকচিত্র ৪৮। কালান মসজিদ (নিজাম উদ্দিন) ঃ পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

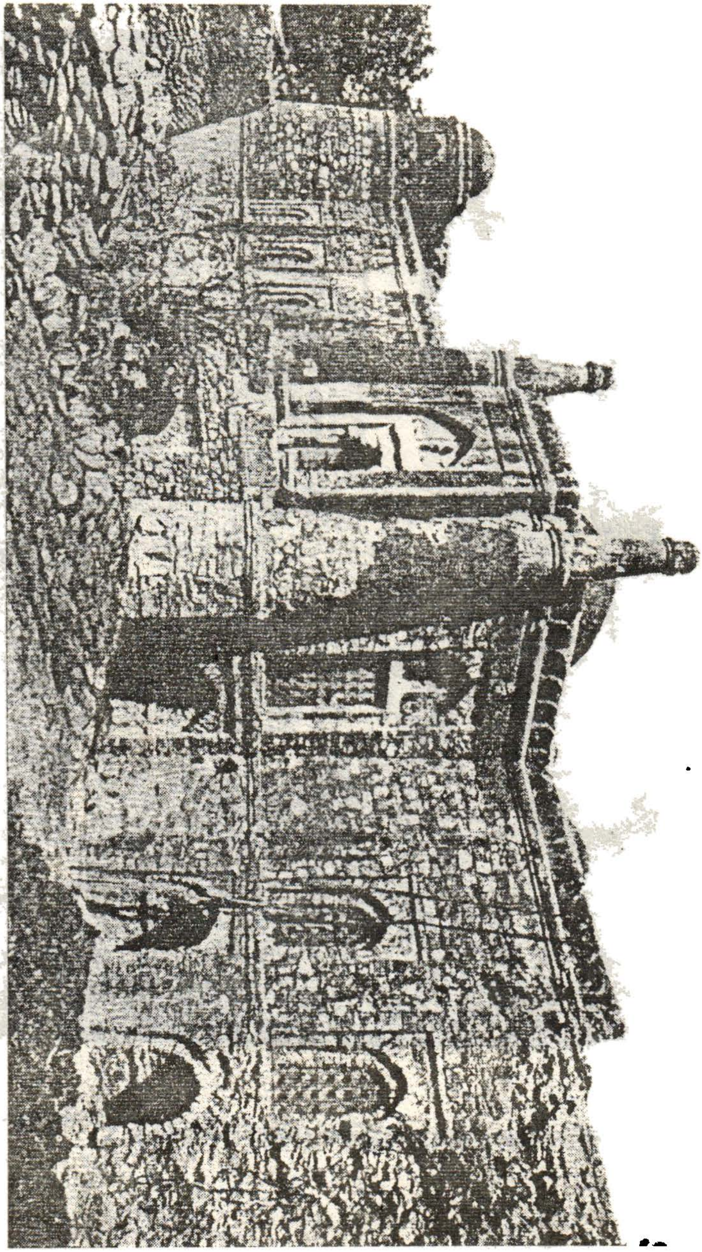

আলোকচিত্র ৪৬। খিড়কী মসজিদ : সাধারণ দৃশ্য (উত্তর-পূর্ব দিক হইতে)

www.pathagar.com

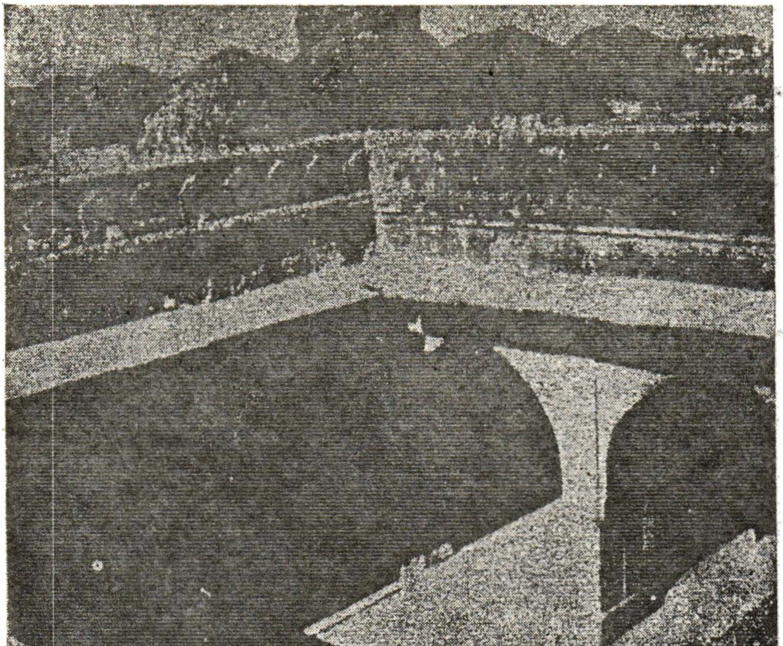

আলোকচিত্র ৫০। খিড়কী মসজিদ ঃ অভ্যন্তরীণ অঙ্গন

www.pathagar.com

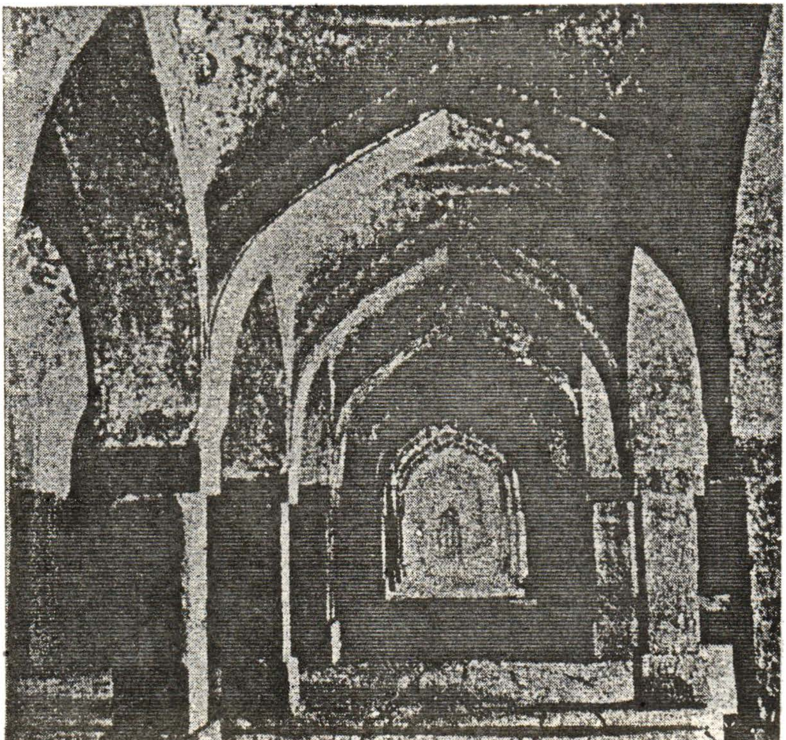

আলোকচিত্র ৫১। খিড়কী মসজিদ ঃ আইলের দৃশ্য

www.pathagar.com

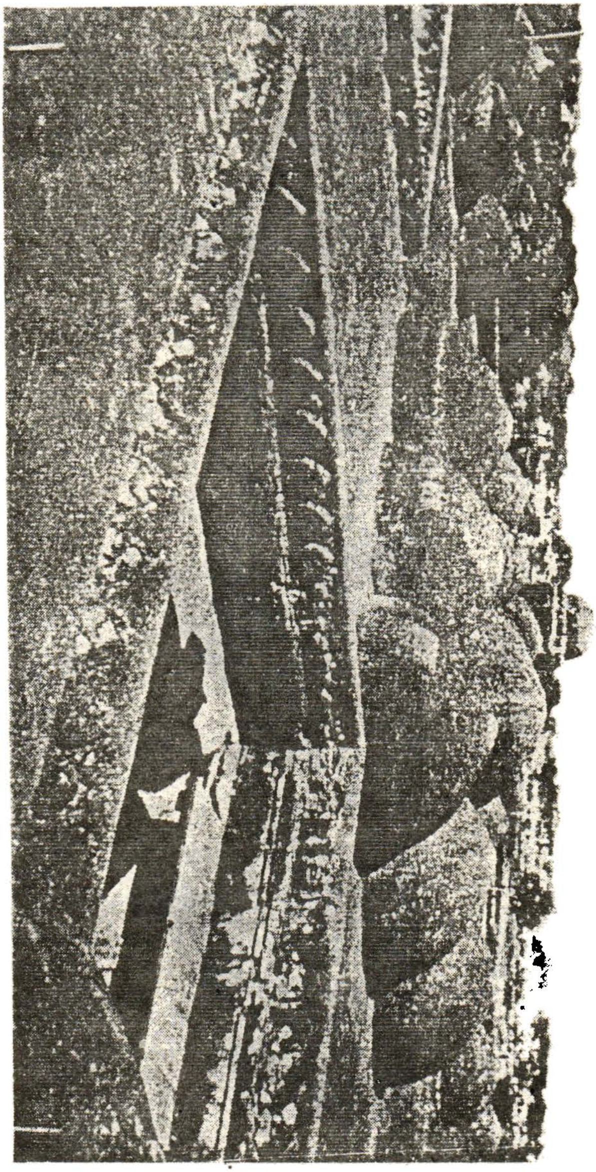

আলোকচিত্র ৫২। খিড়কী মসজিদ ঃ অনুচ্চ গম্বুজ ও কোঁকড় সহ ছাদের দৃশ্য

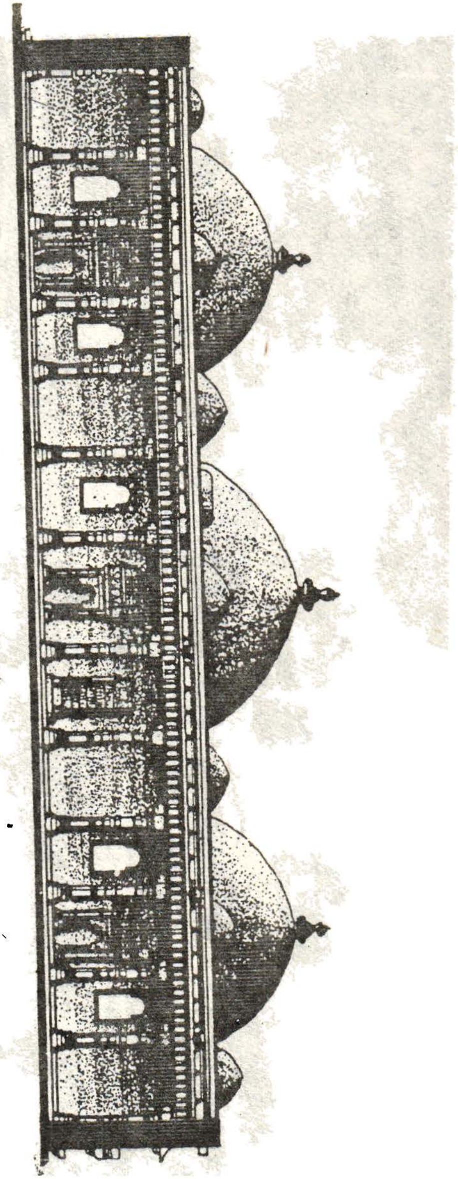

আলোকচিত্র ৫৩। ভারুচ জামি মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

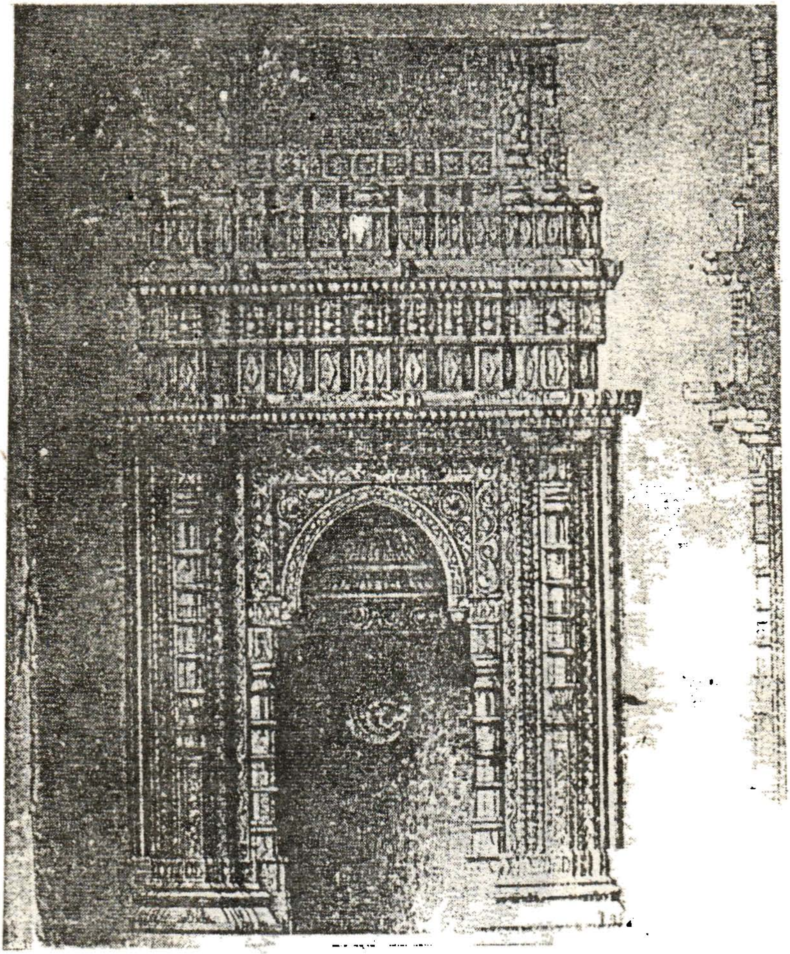

আলোকচিত্র ৫৪ । ভারুচ জামি মসজিদ ঃ মিহরাব

www.pathagar.com

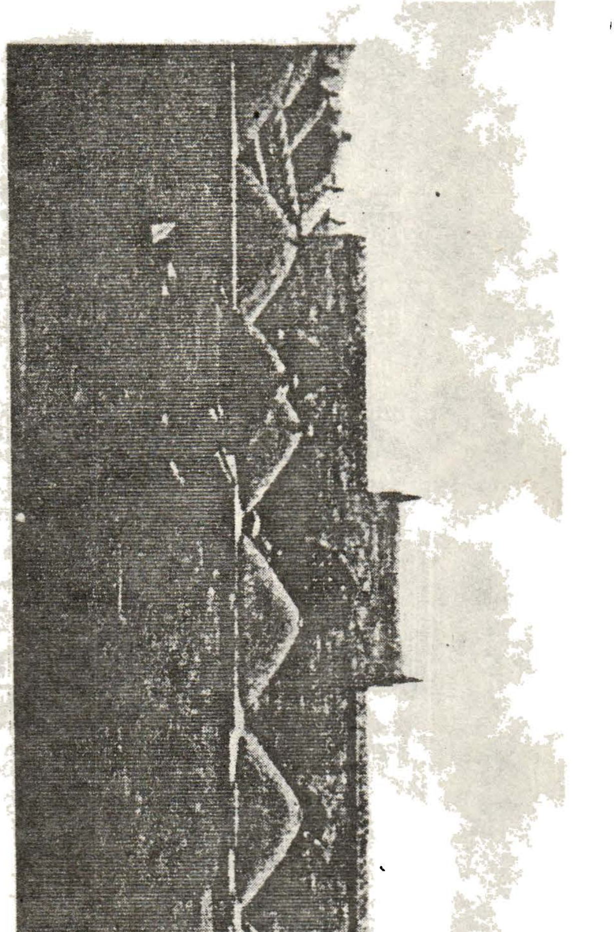

আলোকচিত্র ৫৫। ক্যাম্বে জামি মসজিদ ঃ সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ সহ)

www.pathagar.com

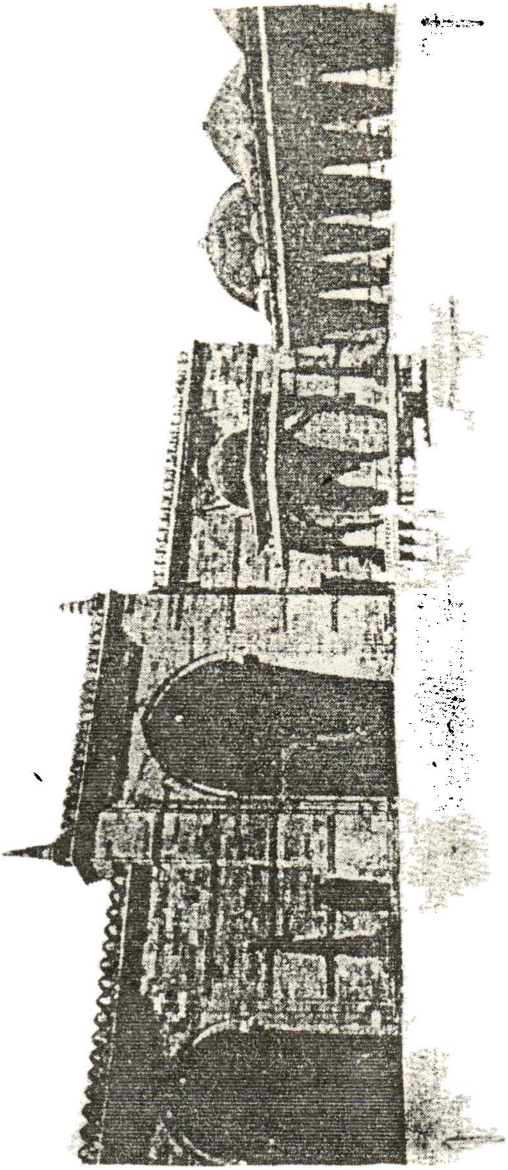

আলোকচিত্র ৫৬। ক্যাম্বে জামি মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

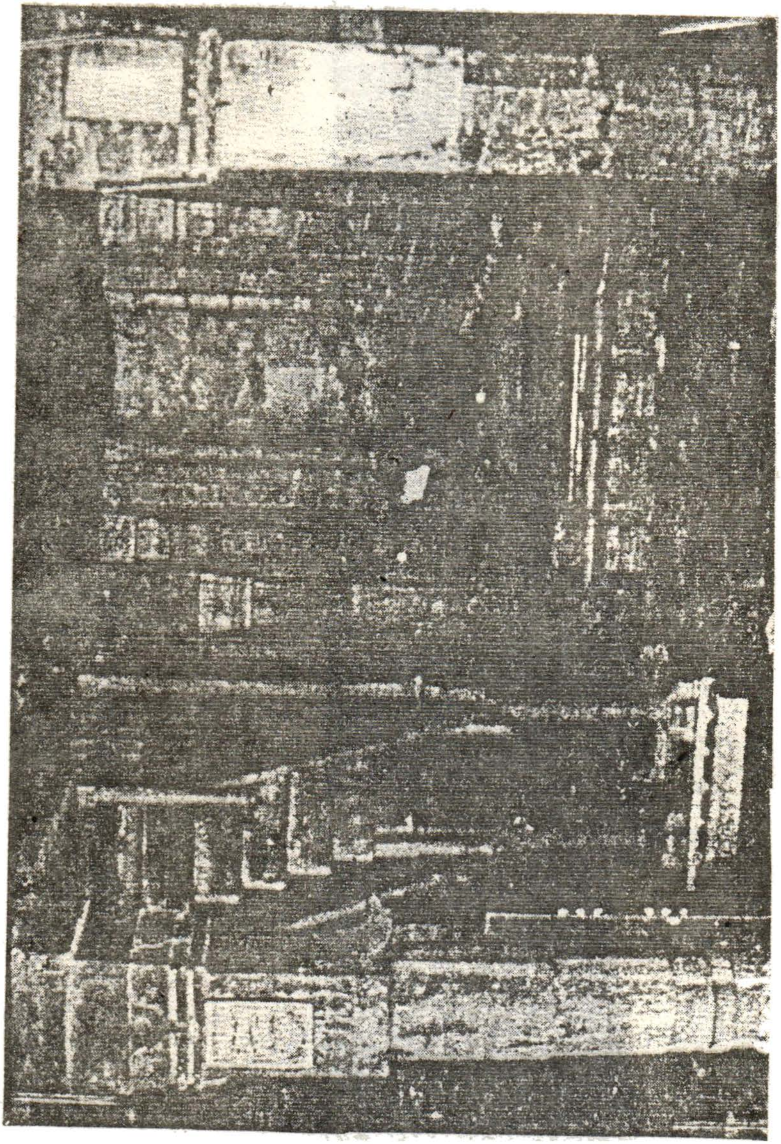

আলোকচিত্র ৫৭। ক্যাম্বে জামি মসজিদ ঃ মিহরাব ও মিম্বার

www.pathagar.com

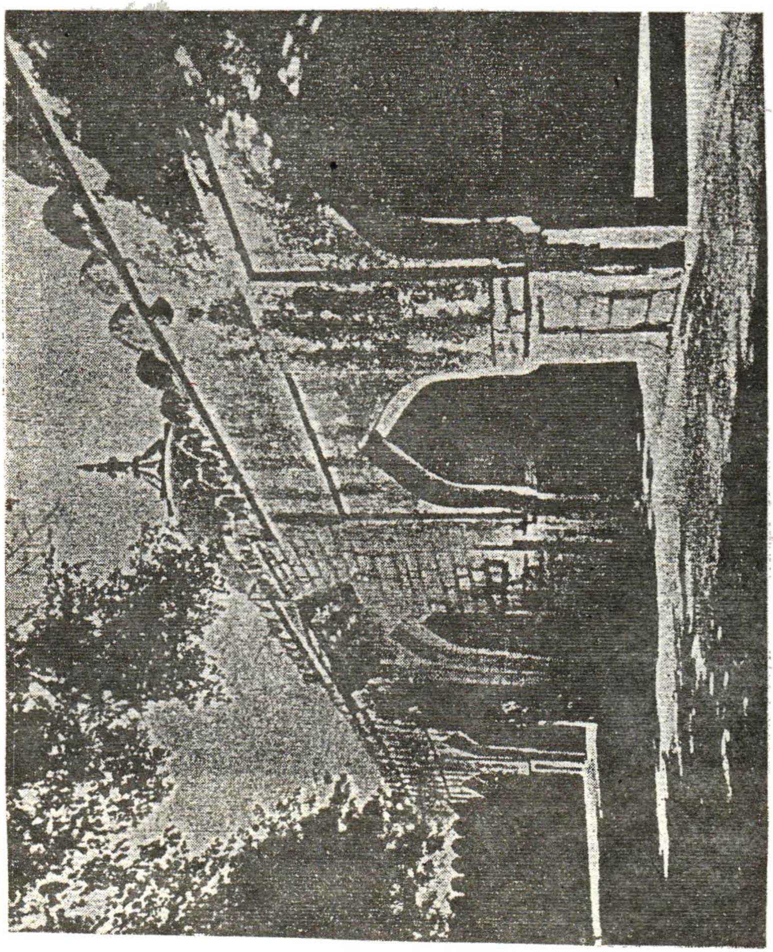

আলোকচিত্র ৫৮। ইরিচ জামি মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৫৯। ইরিচ জামি মসজিদ ঃ মিহরাব

www.pathagar.com

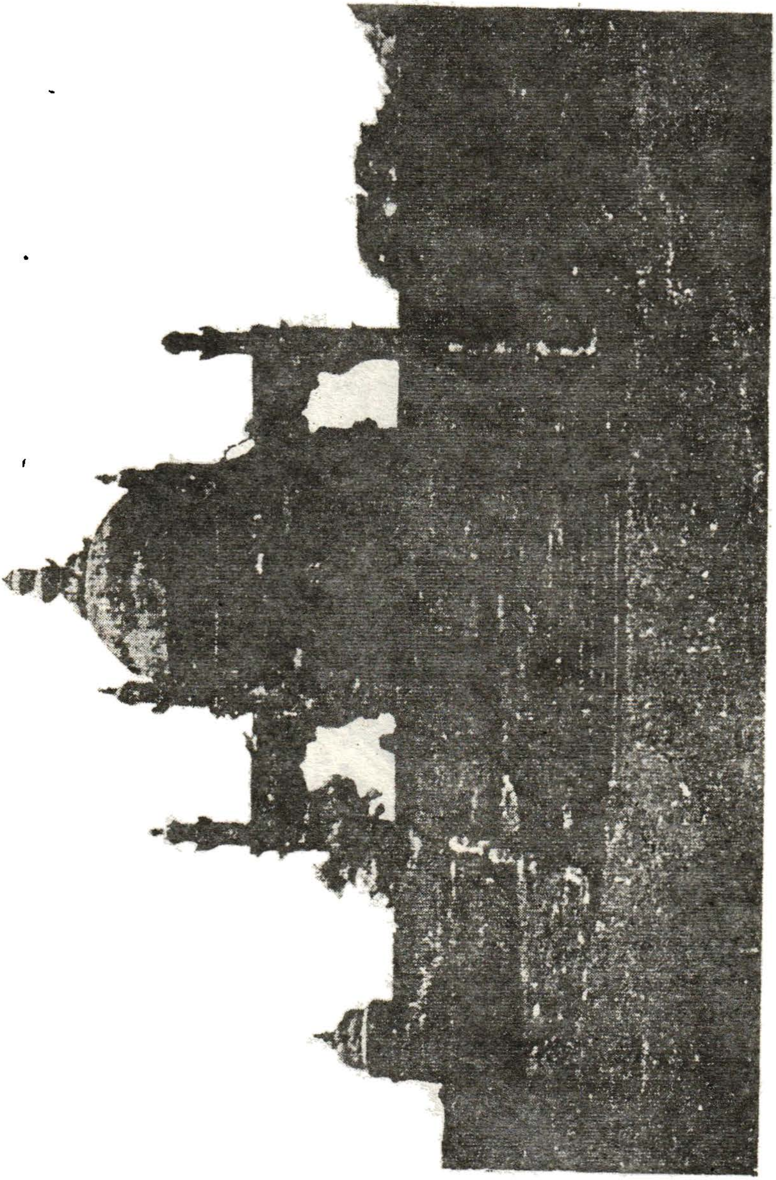

আলোকচিত্র ৬০। ভারুচ ঈদগাহ্ ঃ সাধারণ দৃশ্য (পূর্ব দিক হইতে)

www.pathagar.com

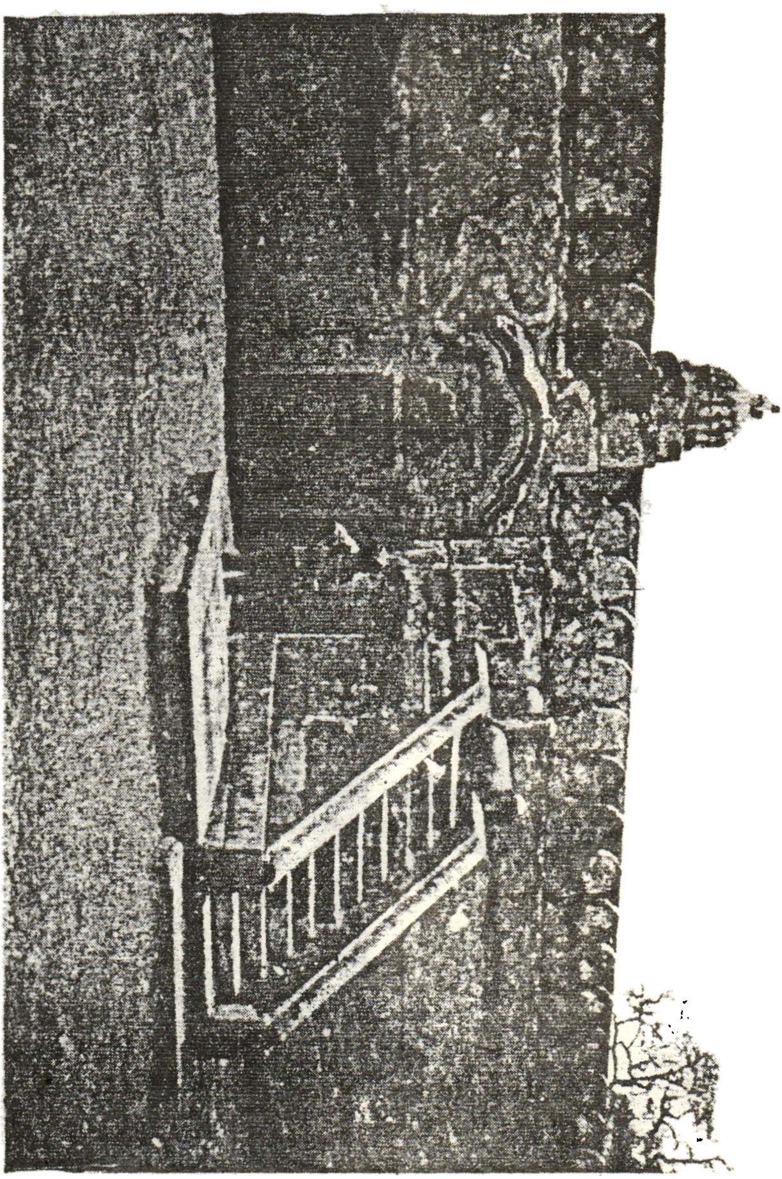

আলোকচিত্র ৬১। ভারুচ ঈদগাহ্ঃ মিহরাব ও মিম্বার

www.pathagar.com

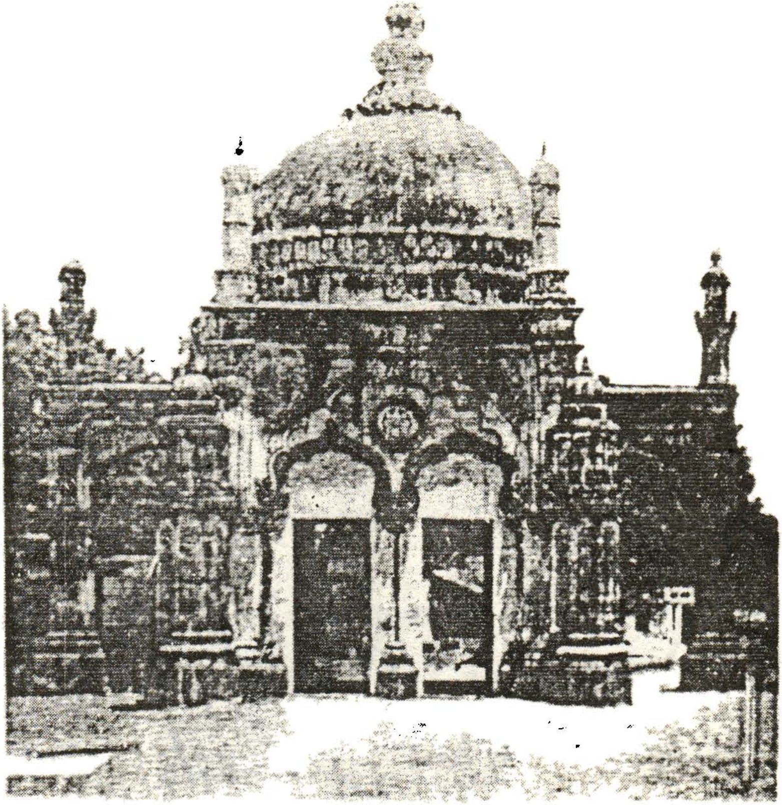

আলোকচিত্র ৬২। ভারুচ ঈদগাহ্ ঃ প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৬৩। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি : সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

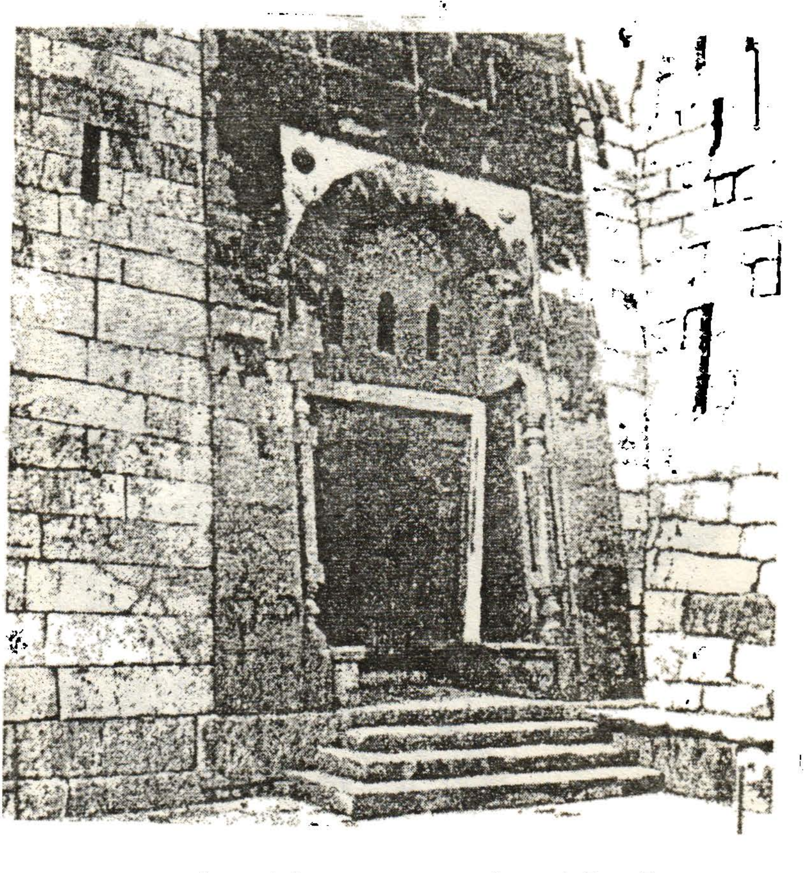

আলোকচিত্র ৬৪। গিয়াস উদ্দিন তুগলকের সমাধি ঃ বেষ্টনী প্রাচীরে প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

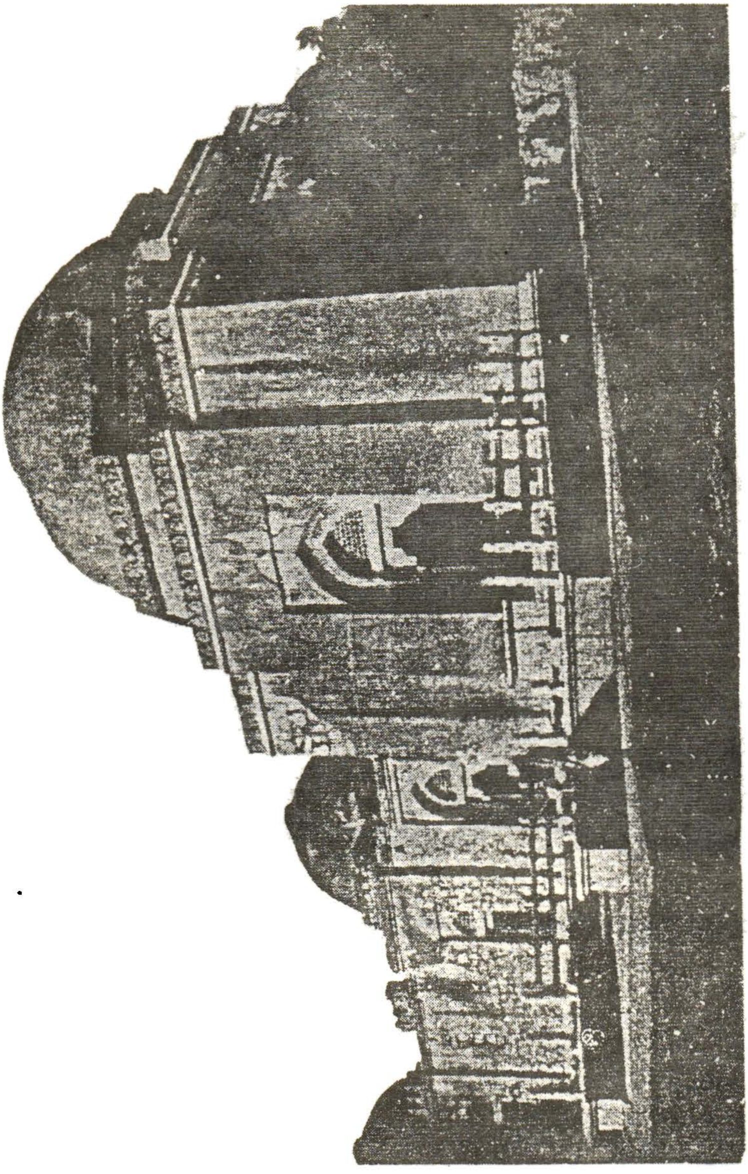

আলোকচিত্র ৬৫। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

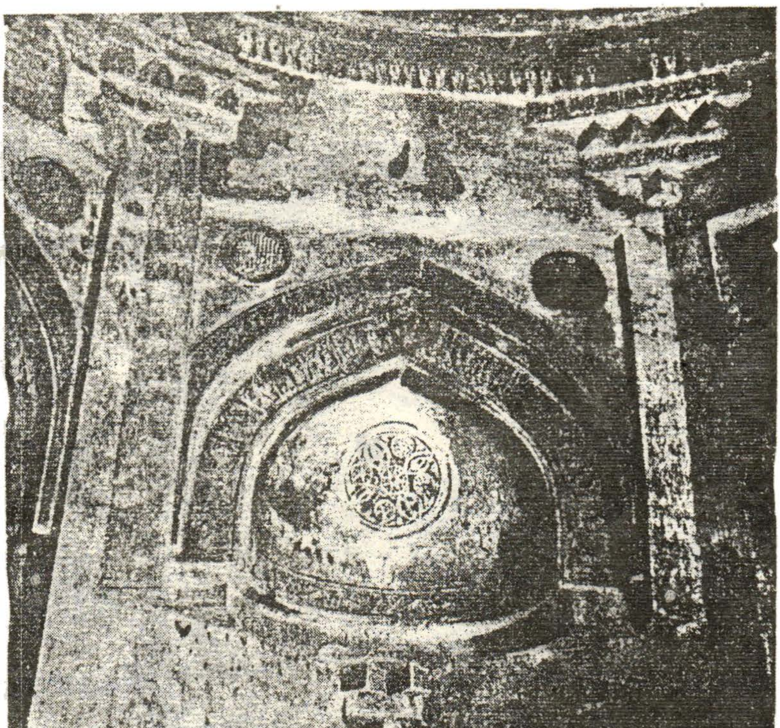

আলোকচিত্র ৬৬। ফিরোজ শাহ্ তুগলকের সমাধি ঃ অবস্থান্তর পর্য্যায়ের স্কুইঞ্চ

www.pathagar.com

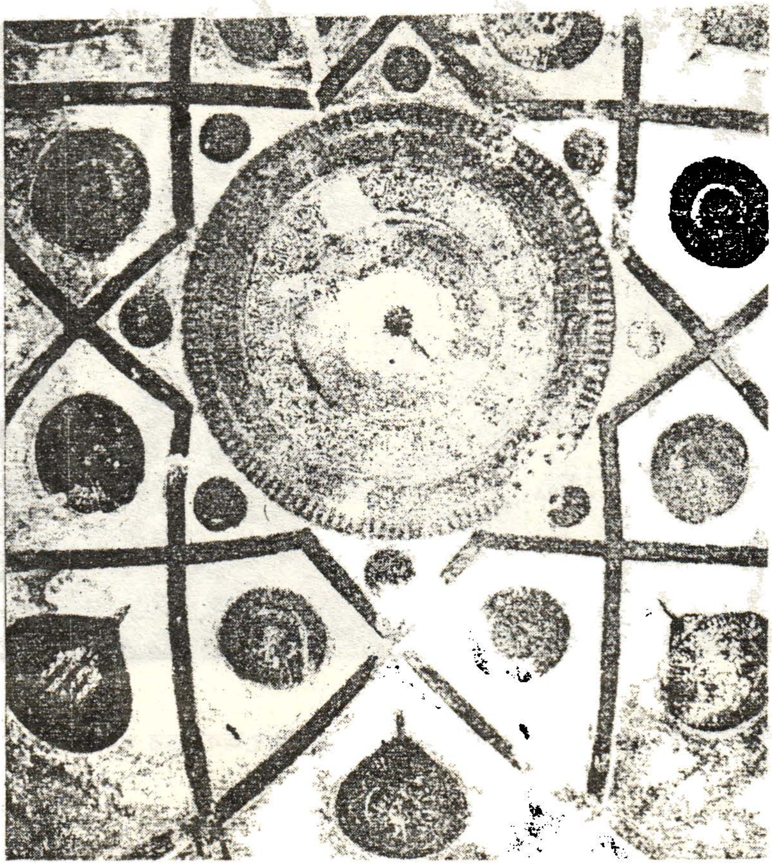

আলোকচিত্র ৬৭। ফিরোজ শাহ তুগলকের সমাধি ঃ গম্বুজ গর্ভের অলঙ্করণ

www.pathagar.com

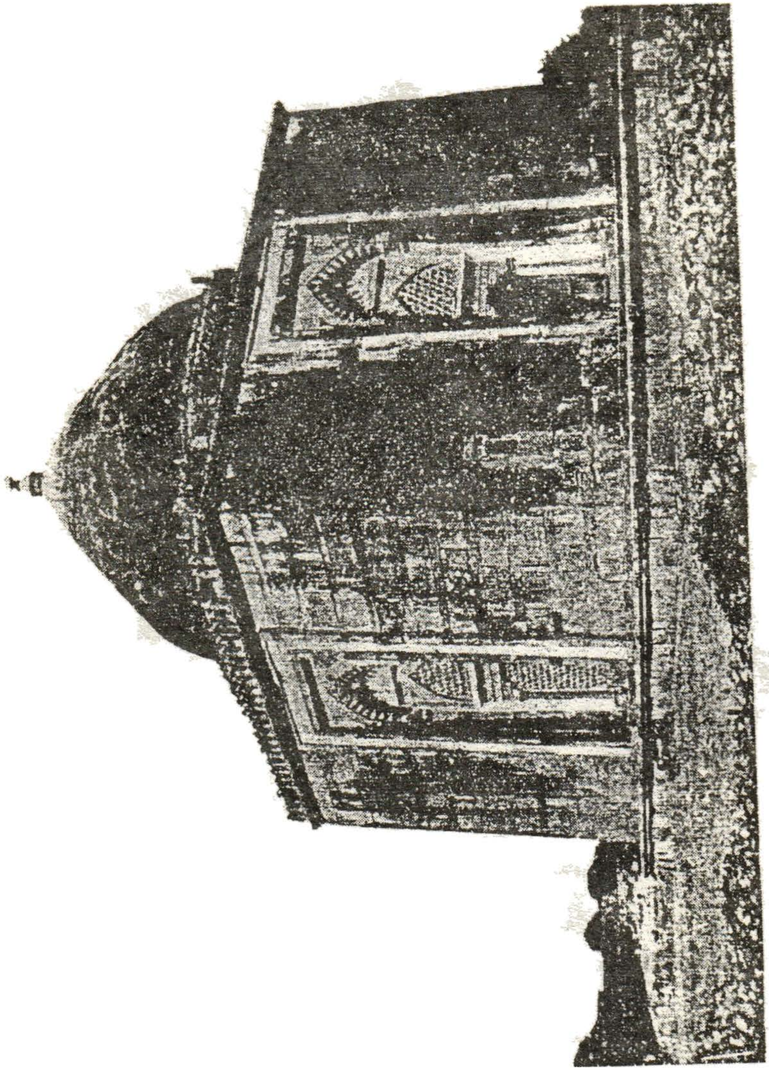

আলোকচিত্র ৬৮। শেখ কবির উদ্দিন আউলিয়ার সমাধি

www.pathagar.com

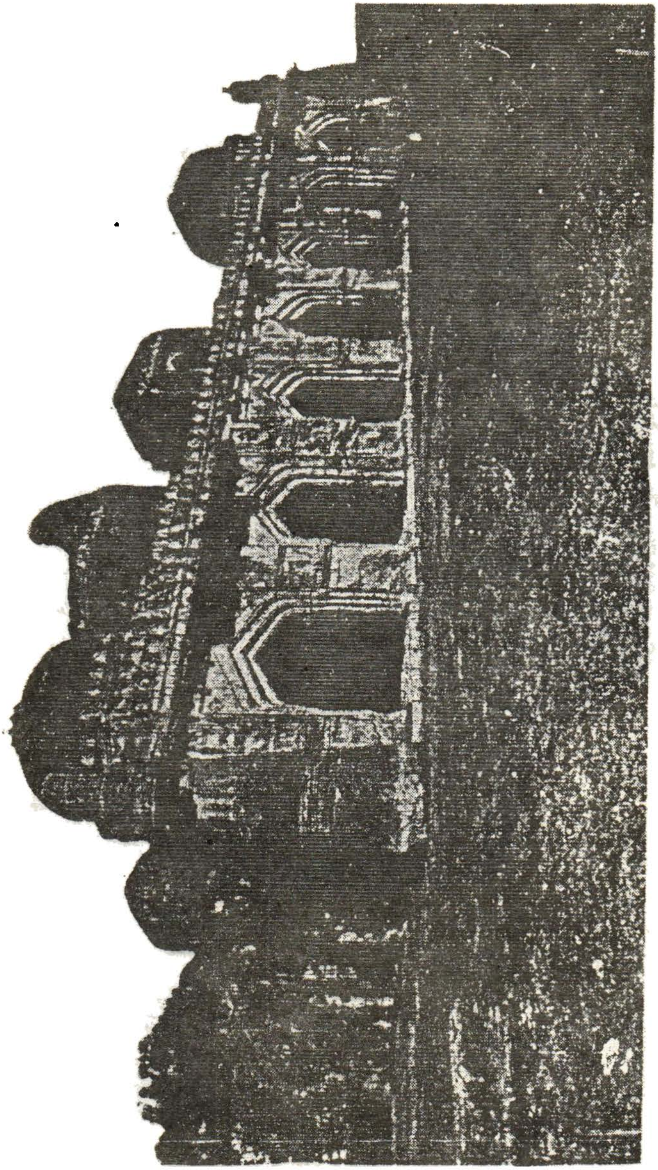

আলোকচিত্র ৬৬। চৌরাশী গুম্বজ ঃ সাধারণ দৃশ্য (দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে)

www.pathagar.com

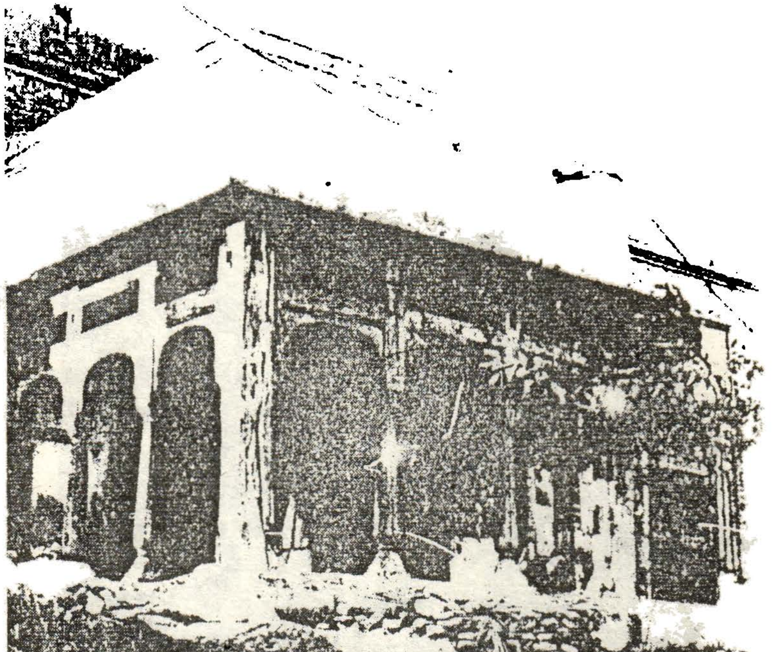

আলোকচিত্র ৭০। রাজন কাত্তালের সমাধি ঃ প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

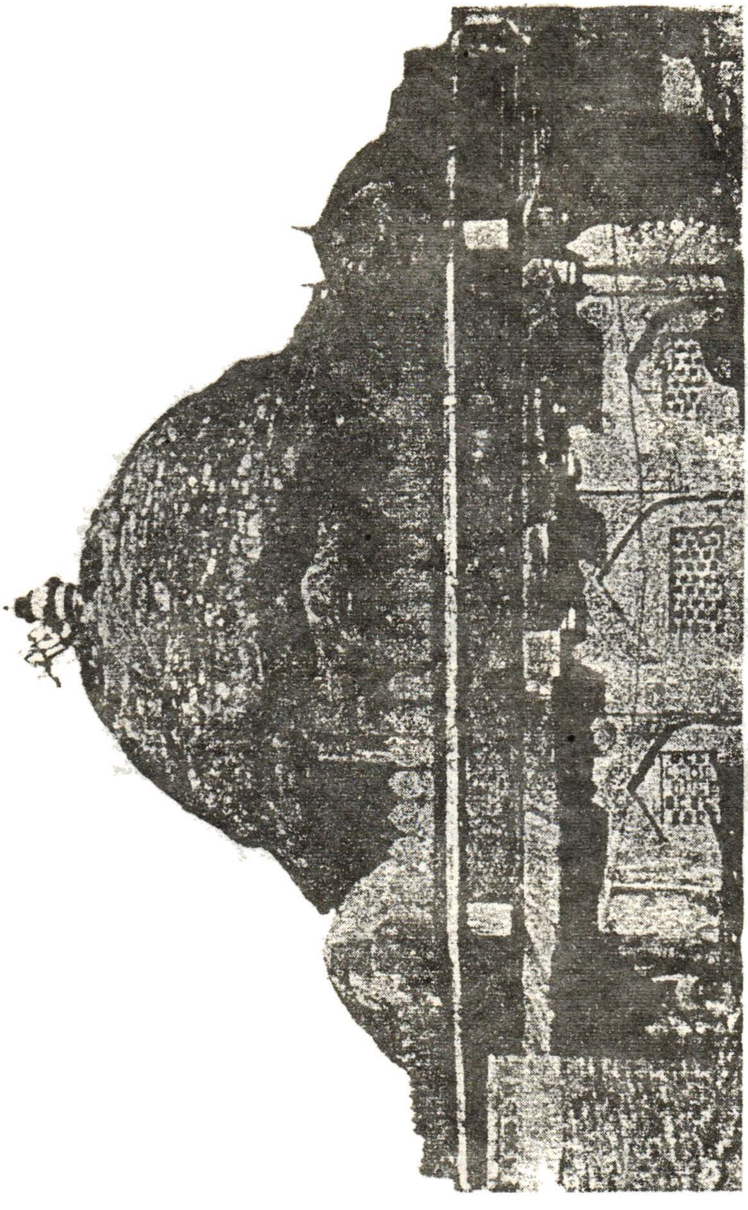

আলোকচিত্র ৭১। খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি

www.pathagar.com

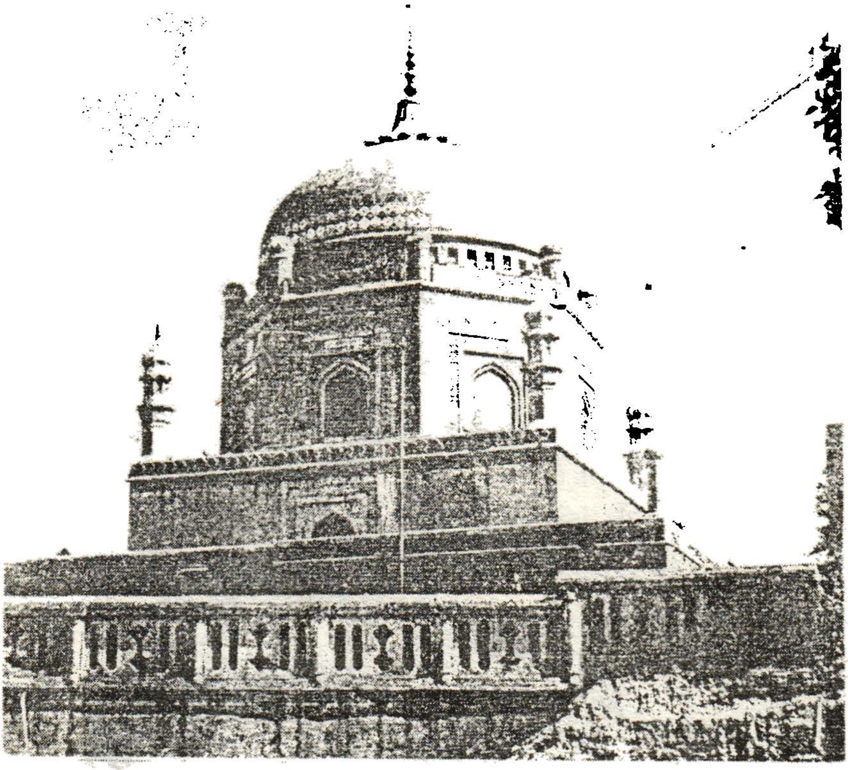

আলোকচিত্র ৭২। শাম্‌স সাব্‌জওয়ারীর সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য (দঃ পঃ দিক হইতে)

www.pathagar.com

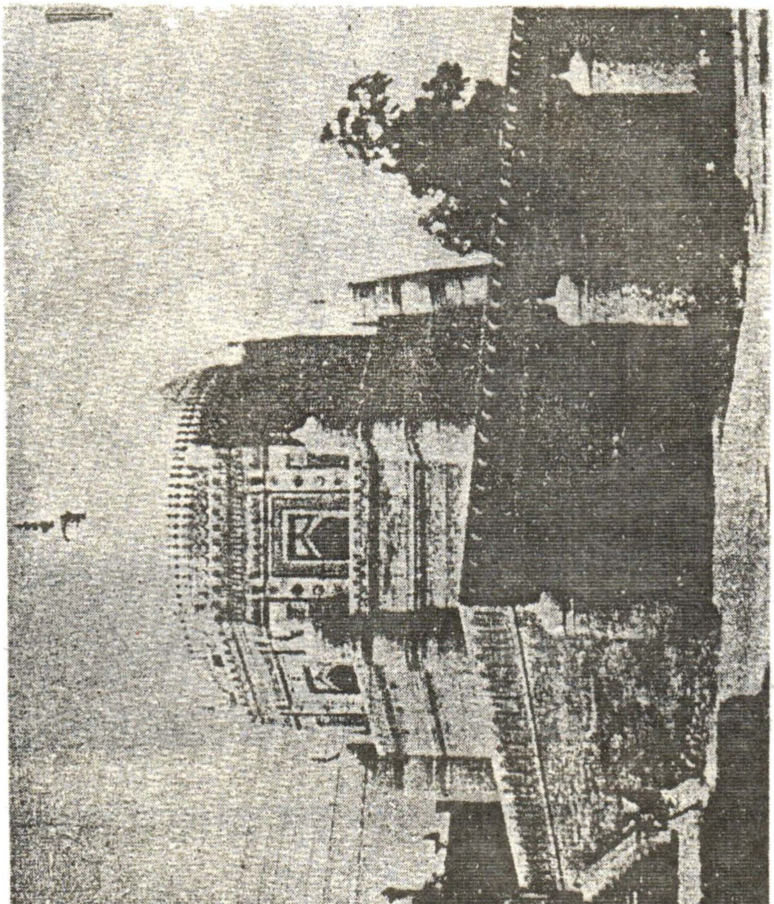

আলোকচিত্র ৭৩। রুকন্-ই-আলমের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

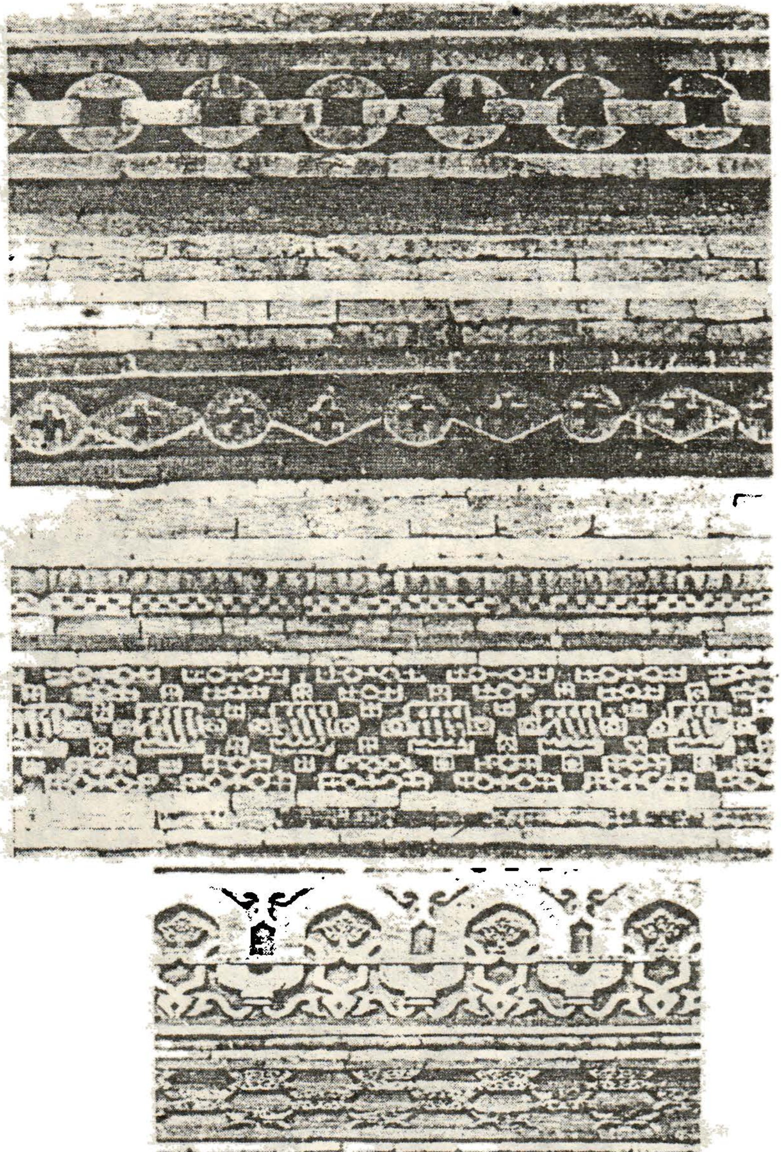

আলোকচিত্র ৭৪। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি : বহির্গাত্রের কর্তিত-ইষ্টক অলঙ্করণ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৭৫। রুক্‌ন-ই-আলমের সমাধি ঃ অভ্যন্তরের জেল্লাদার (glazed) টালি অলঙ্করণ

www.pathagar.com

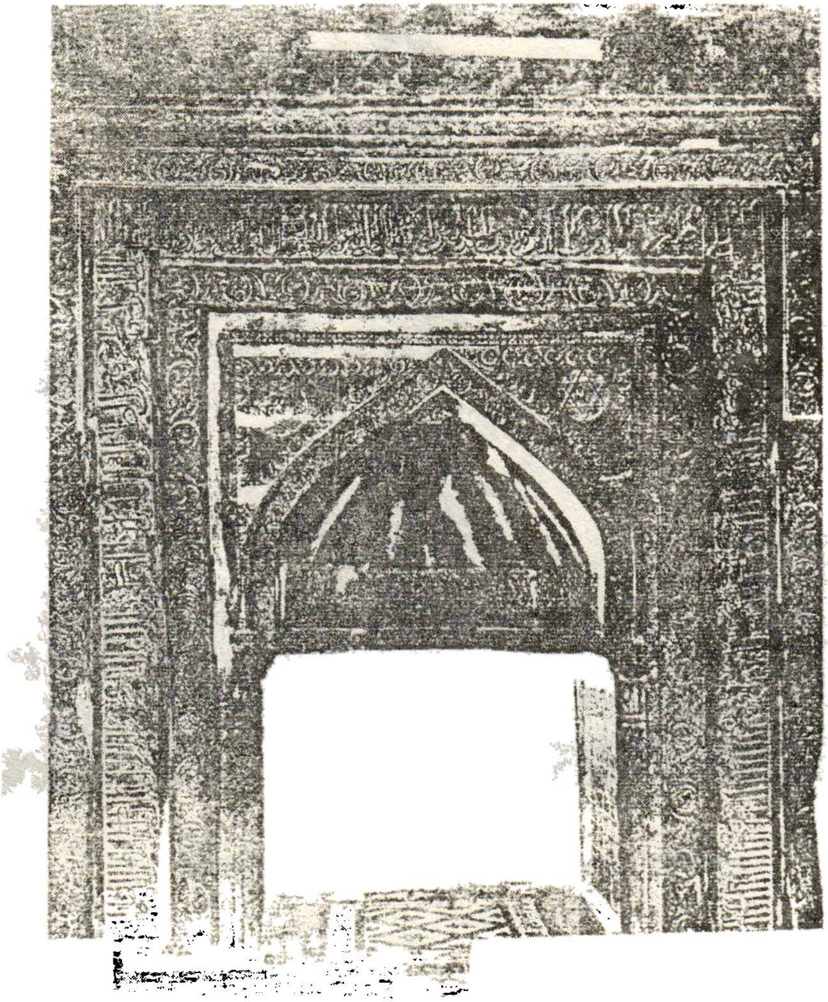

আলোকচিত্র ৭৬। রুকন-ই-আলমের সমাধি ঃ কারুকার্য্যখচিত কাষ্ঠ মিহরাব

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৭৭। বাহাউল হালিমের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

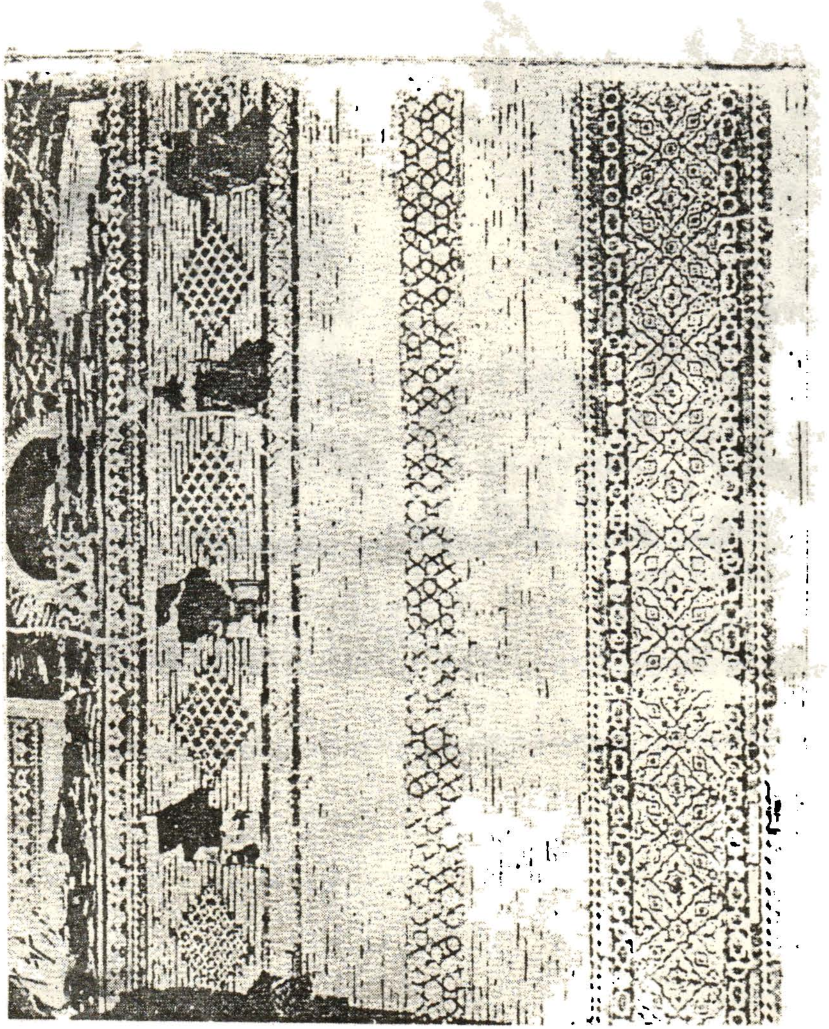

আলোকচিত্র ৭৮। বাহাউল হালিমের সমাধি ঃ কর্তিত ইষ্টক ও জেল্লাদার (glazed) টালি অলঙ্করণ

www.pathagar.com

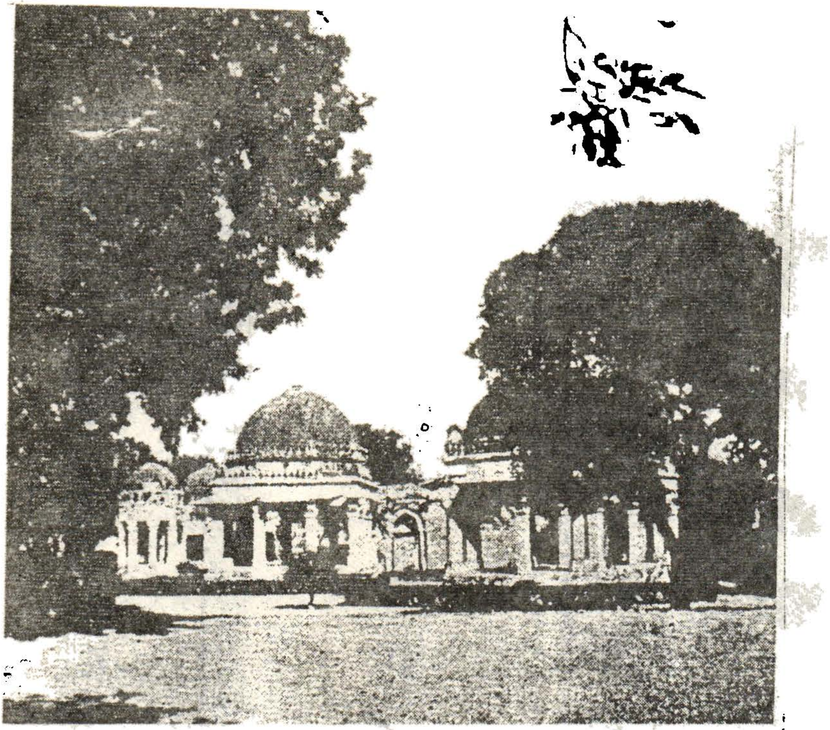

আলোকচিত্র ৭৯। হাওয-ই-খাসের চন্দ্রাতপ সমাধি (tomb-pavilion)

www.pathagar.com

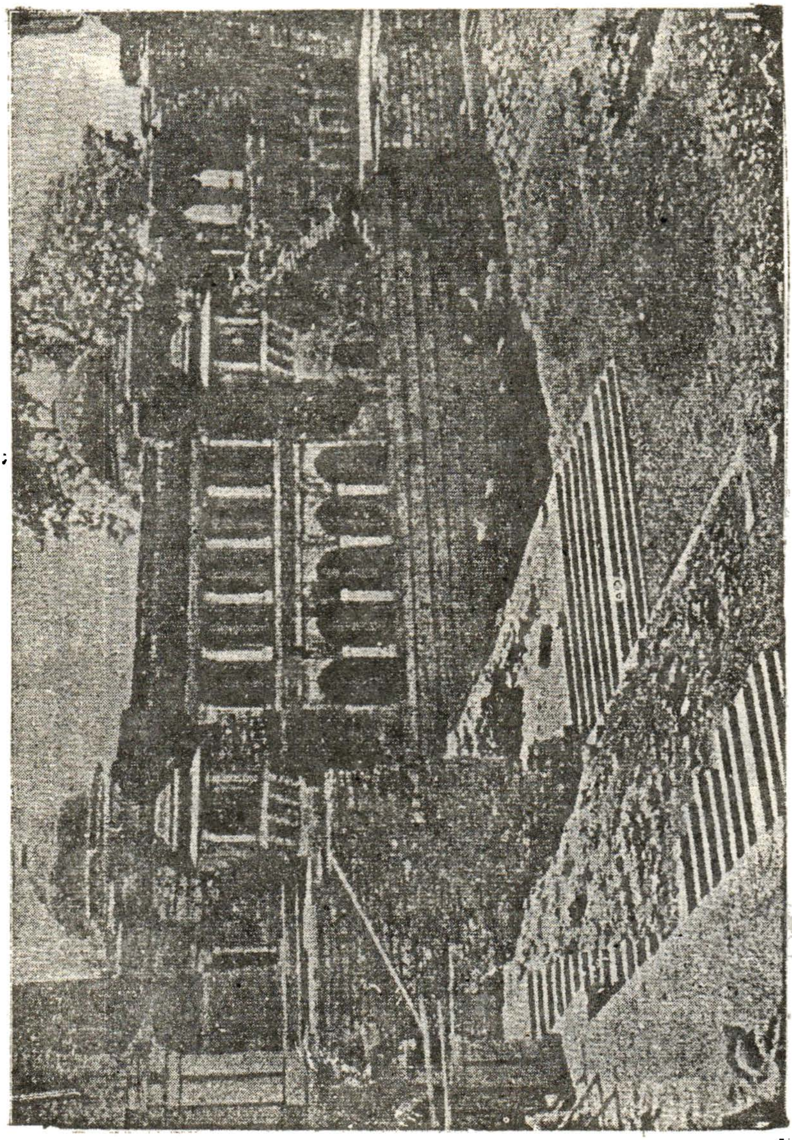

আলোকচিত্র ৮০। হাওজ-ই-খাসের মাদ্রাসা

www.pathagar.com

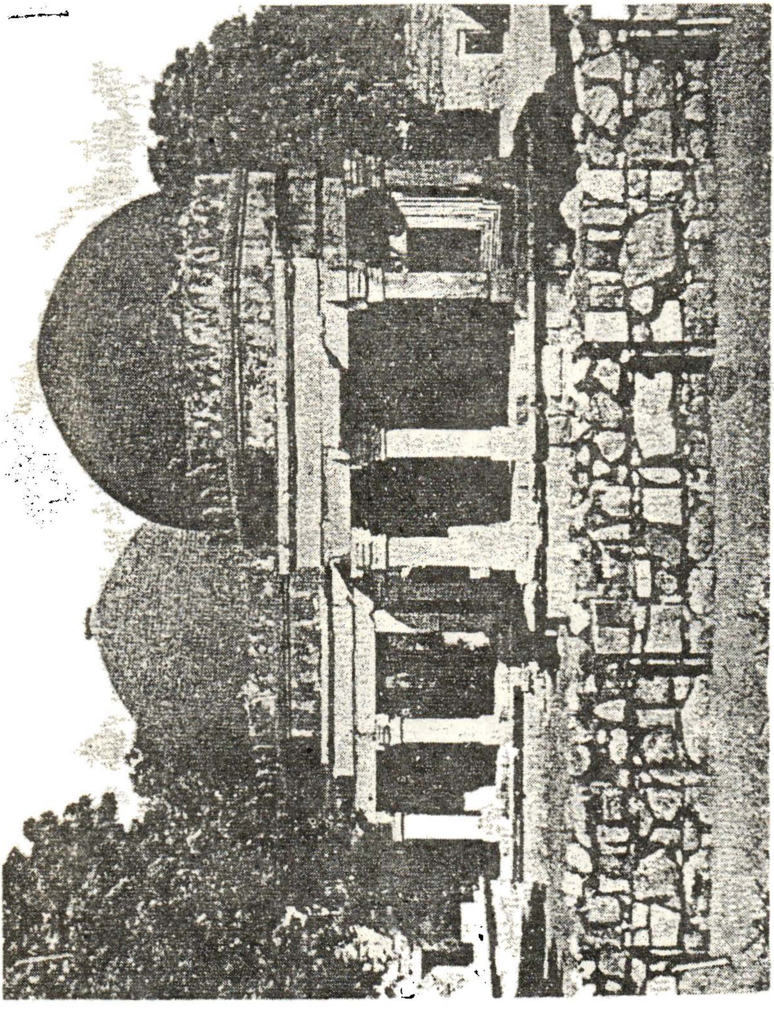

আলোকচিত্র ৮১। হাওয-ই-খাসের মাদ্রাসা ঃ সমাবর্তন হল ঘর

www.pathagar.com

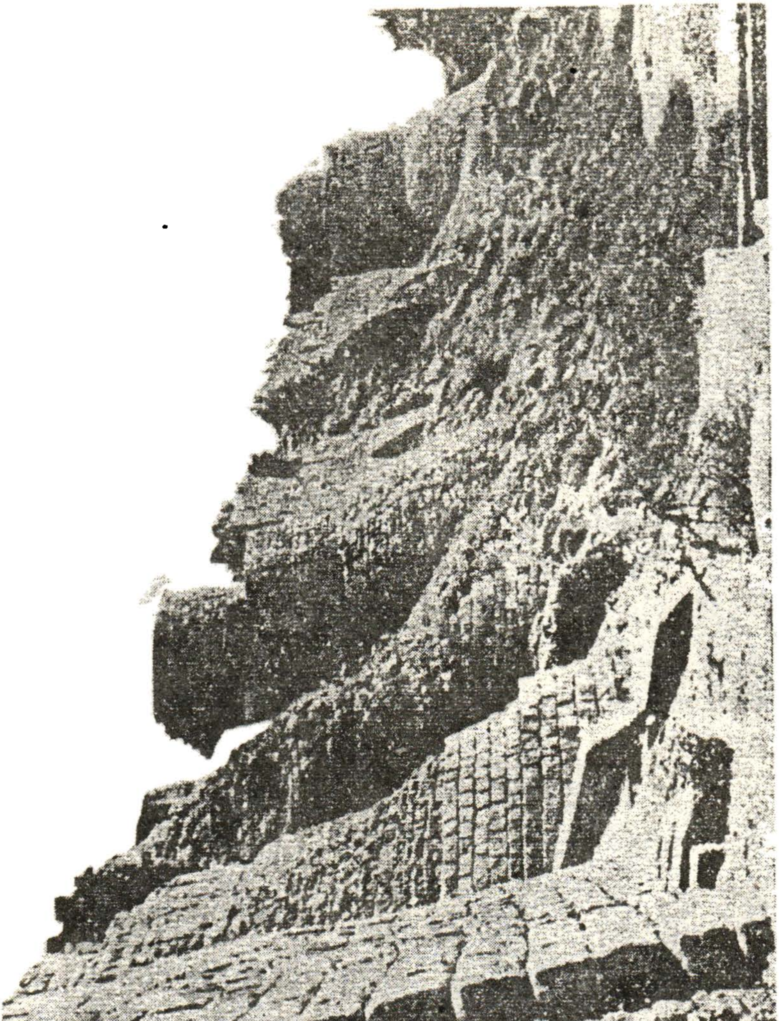

আলোকচিত্র ৮২। তুগলকাবাদ ঃ অতিকায় বুরুজসহ বেষ্টনী প্রাচীরের অংশ বিশেষ

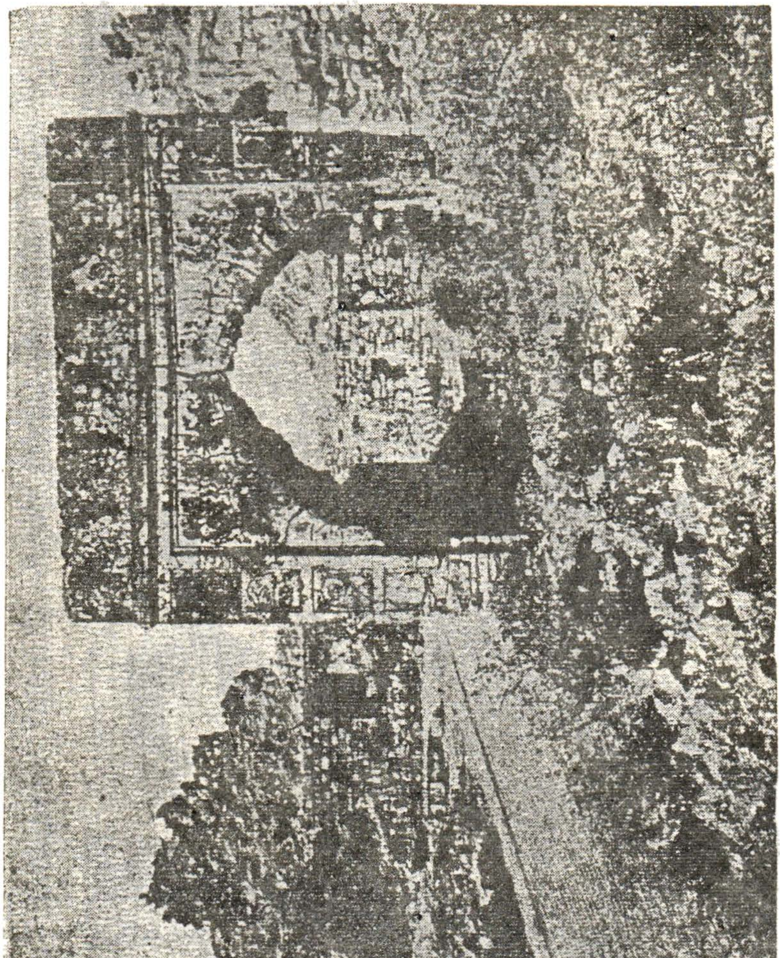

আলোকচিত্র ৮৩। তুগলকাবাদ ঃ খাঁজ খিলাজ (cusped arch) সম্বলিত একটি প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

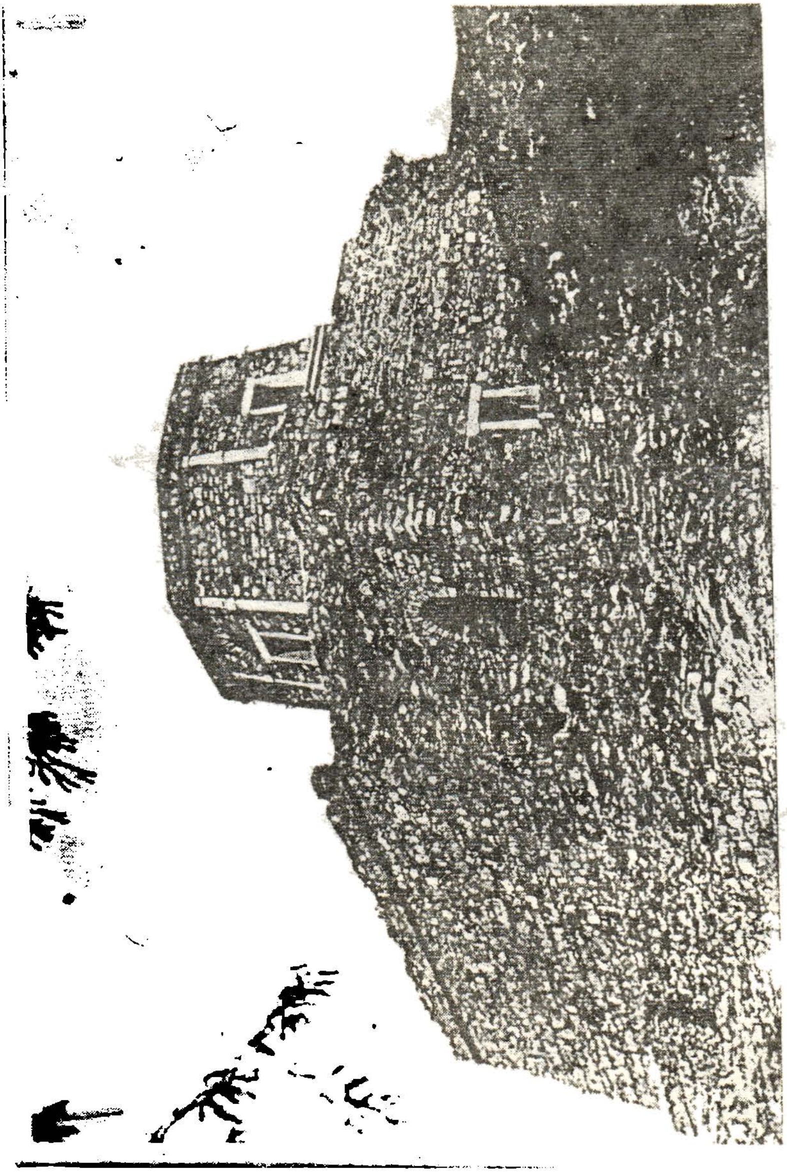

আলোকচিত্র ৮৪। বিজয় মণ্ডল

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৮৫। কোটলা ফিরোজ শাহ ঃ ভগ্নদশাগ্রস্ত একটি ইমারত

www.pathagar.com

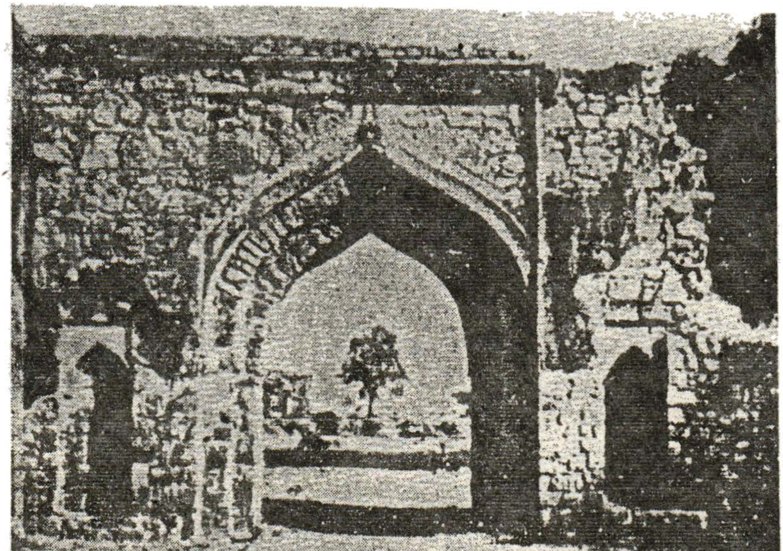

আলোকচিত্র ৮৬। কোটলা ফিরোজ শাহ্ ঃ প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

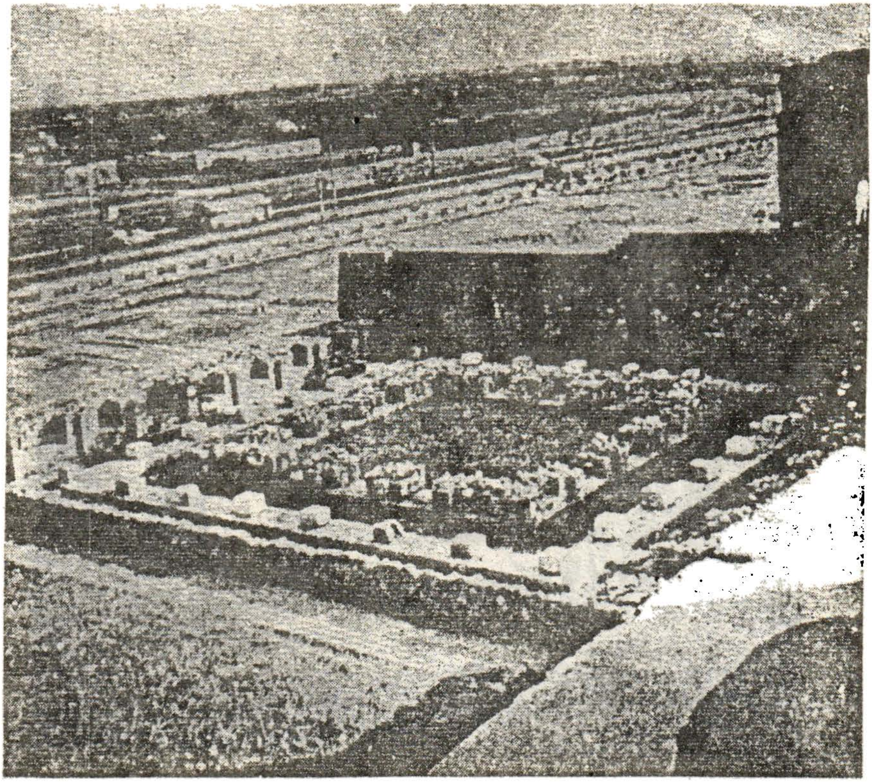

আলোকচিত্র ৮৭। কোটলা ফিরোজ শাহ ঃ সংবর্ধনা হল ঘরের ধ্বংসাবশেষ

www.pathagar.com

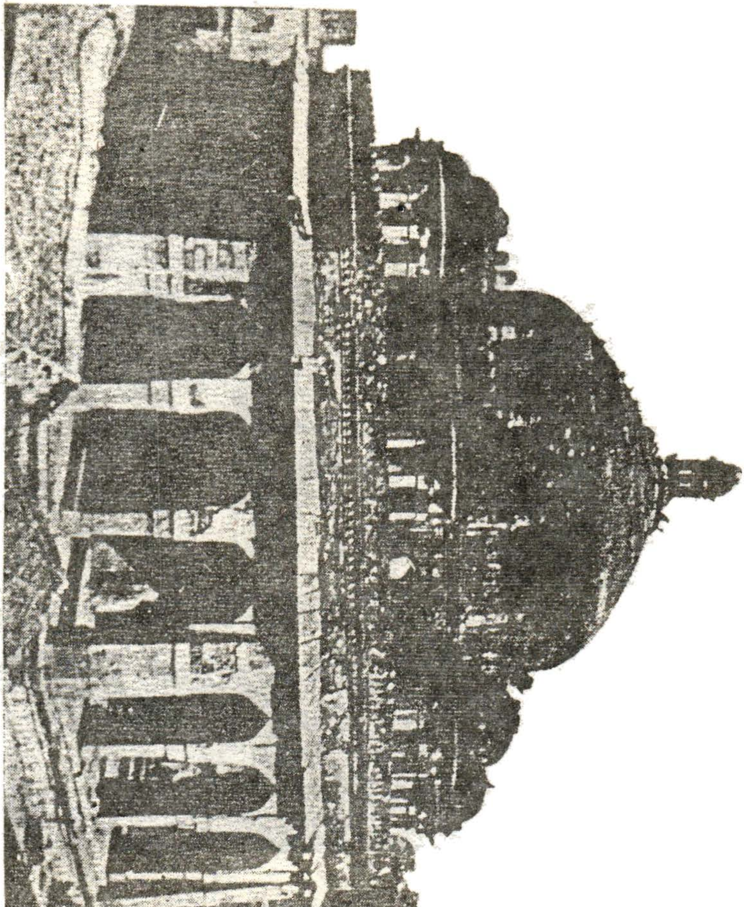

আলোকচিত্র ৮৮। মুবারক শাহ সৈয়দের সমাধি

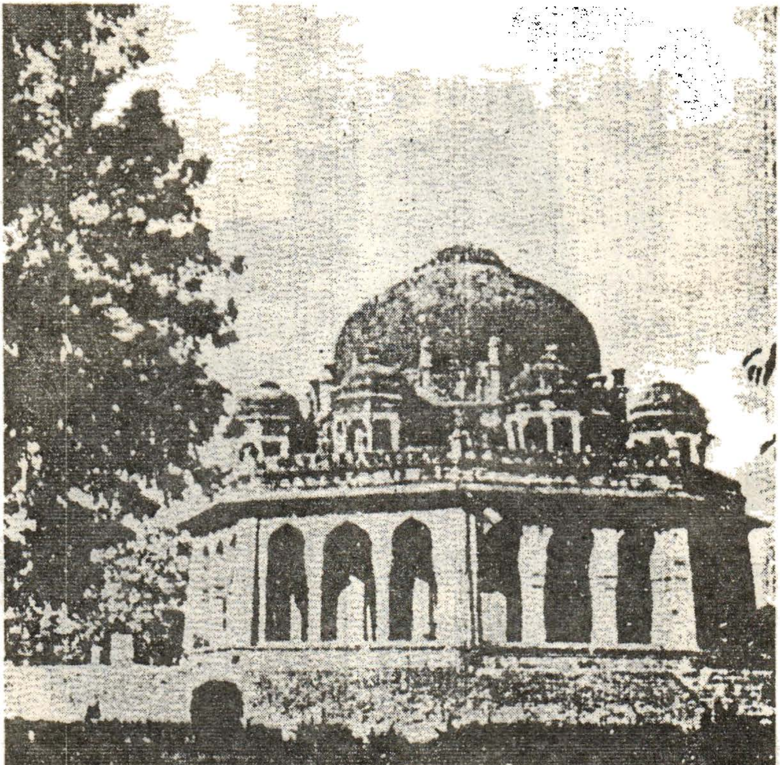

আলোকচিত্র ৮৯। মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি

www.pathagar.com

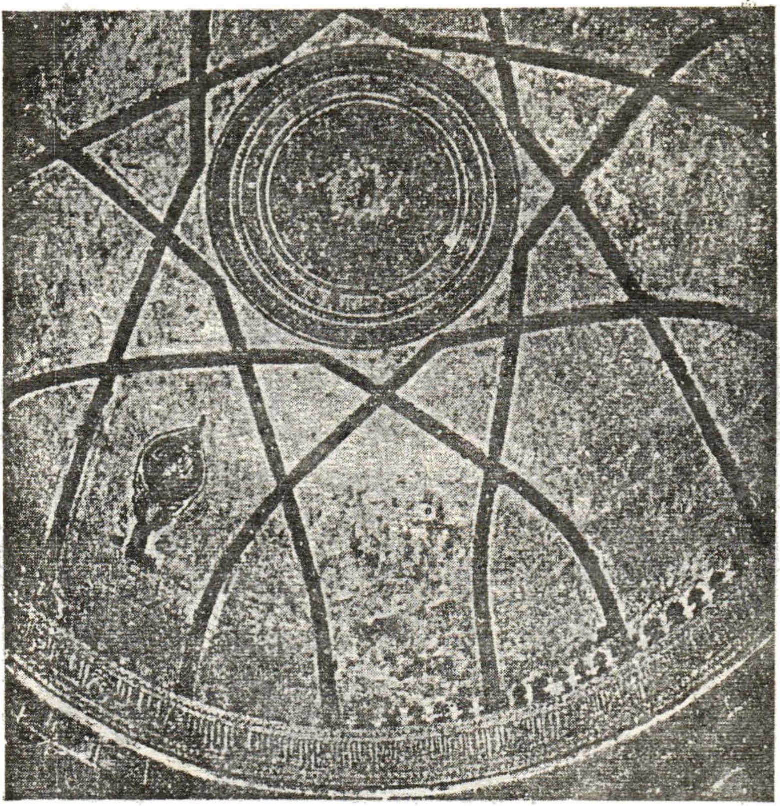

আলোকচিত্র ৯০। মুহাম্মদ শাহ সৈয়দের সমাধি ঃ গম্বুজ গর্ভের অলঙ্করণ

www.pathagar.com

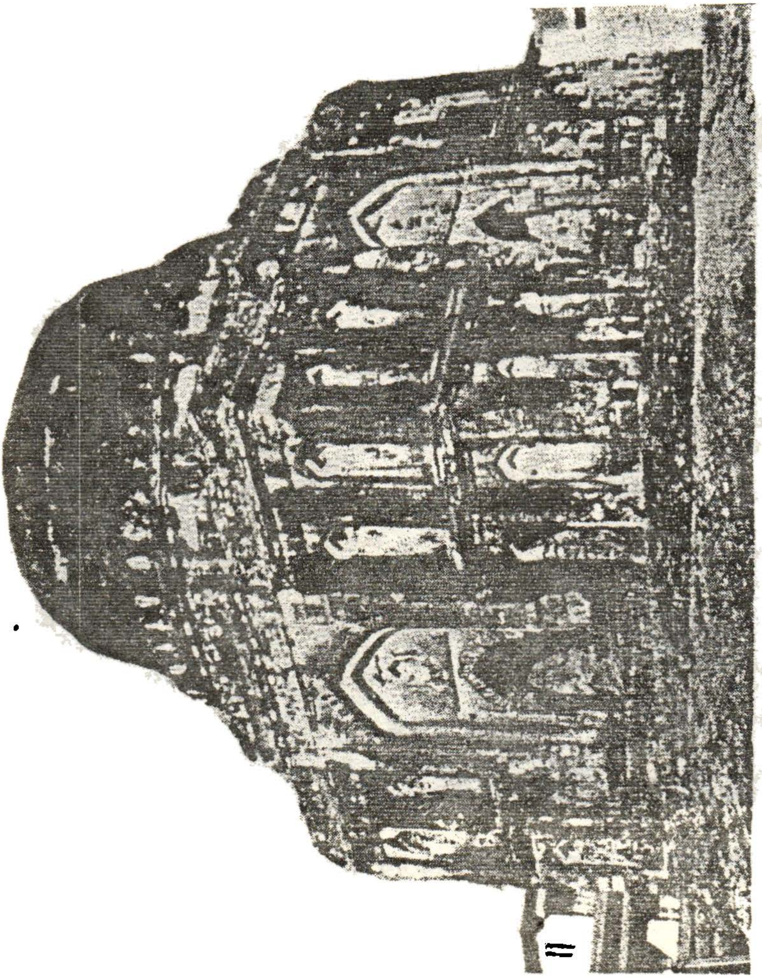

আলোকচিত্র ৯১। কালিখান কা গুম্বদ

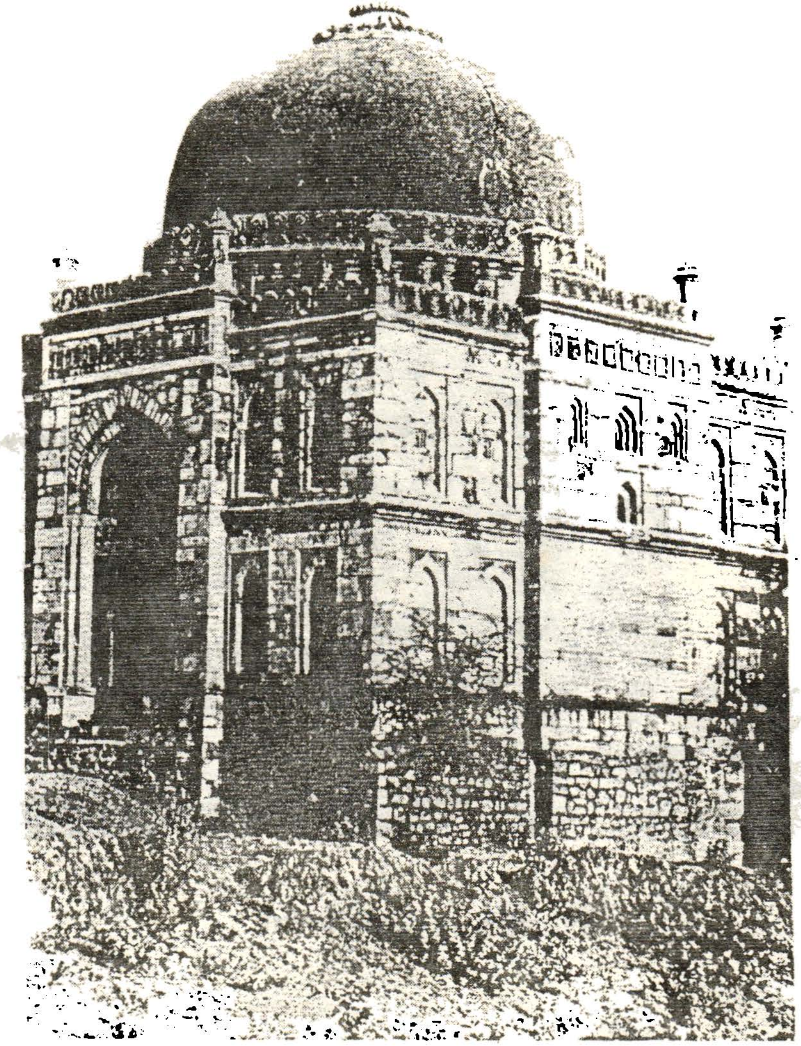

আলোকচিত্র ৯২। শীশ গুম্বদ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৯৩। দাদী কা গুম্বদ

www.pathagar.com

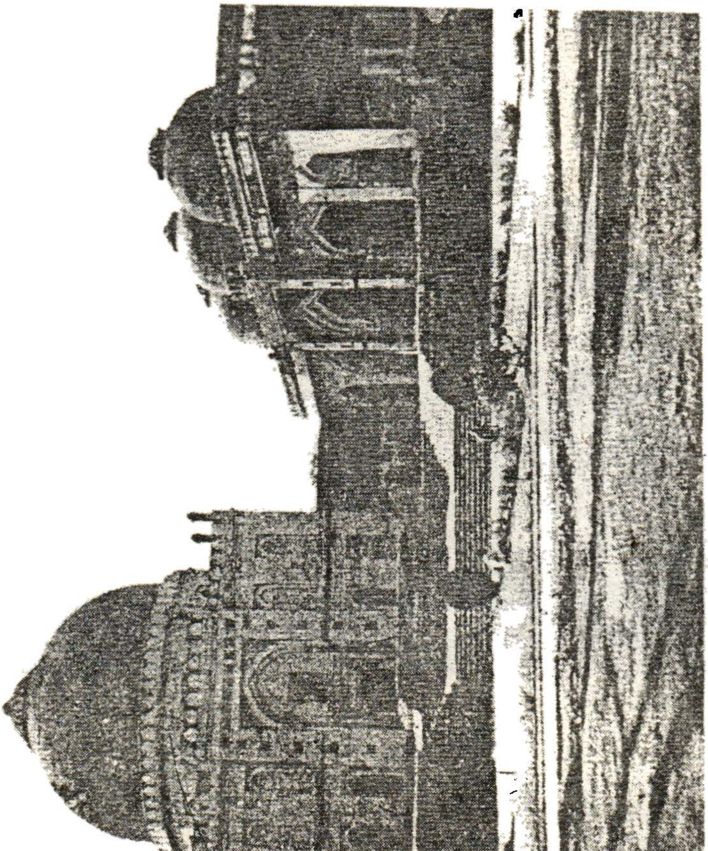

আলোকচিত্র ১৪। বড় গুম্বদ (ডাইনে বড় গুম্বদ মসজিদ)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ৯৫। ছোটি খান কা গুম্বদ

www.pathagar.com

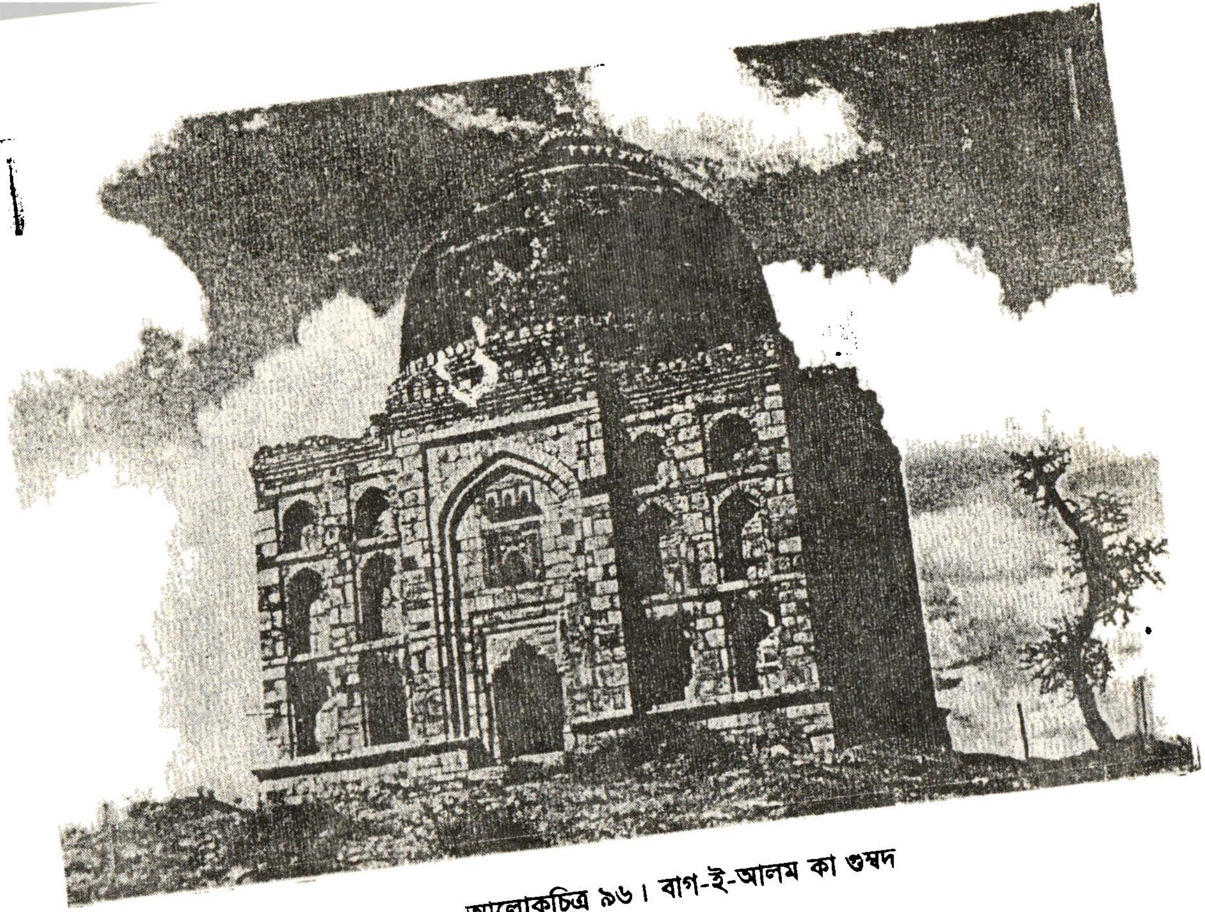

আলোকচিত্র ৯৬। বাগ-ই-আলম কা গুম্বদ

www.pathagar.com

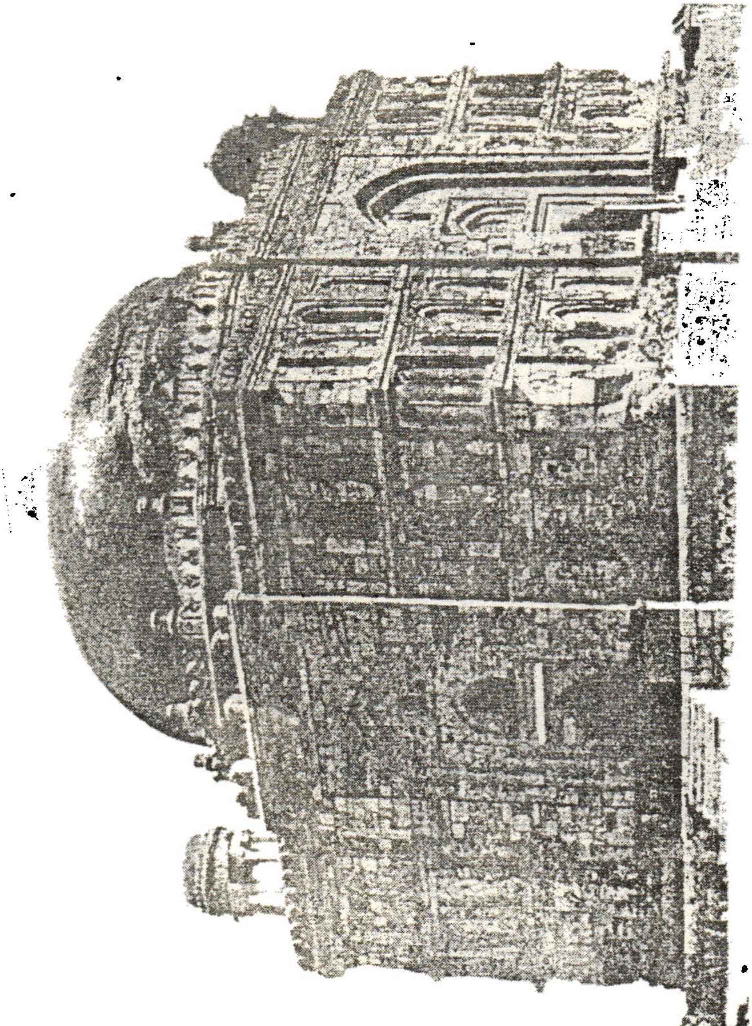

আলোকচিত্র ৯৭। বড়ে খান কা গুম্বদ

www.pathagar.com

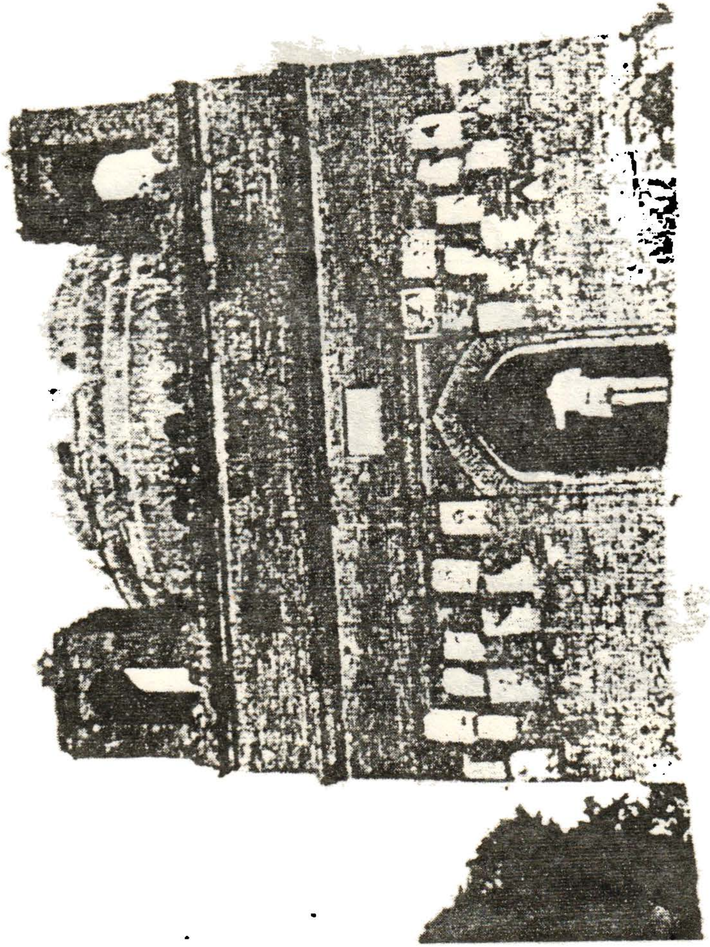

আলোকচিত্র ৯৮। মাখদুমা জাহানের সমাধি

www.pathagar.com

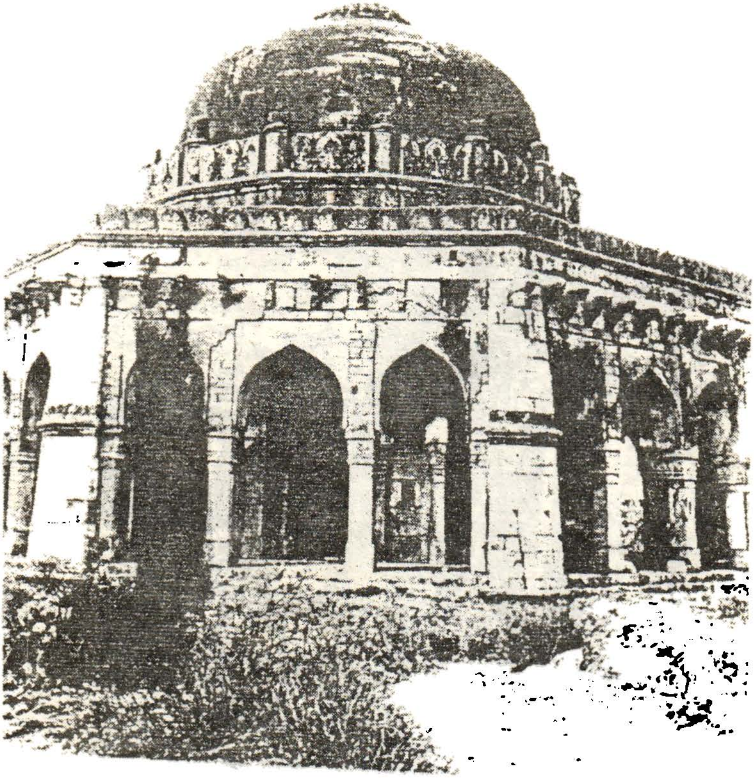

আলোকচিত্র ৯৯। সিকান্দার লোদীর সমাধি

www.pathagar.com

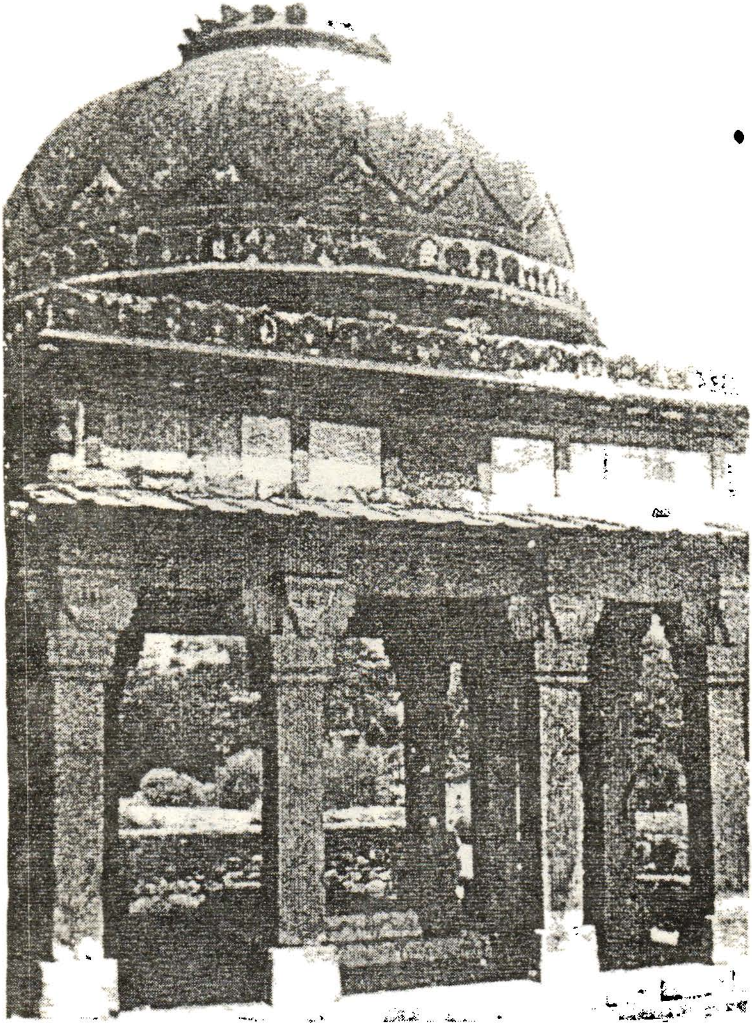

আলোকচিত্র ১০০। রাজন কি বাইনের চন্দ্রাতপ সমাধি (tomb-pavilion)

www.pathagar.com

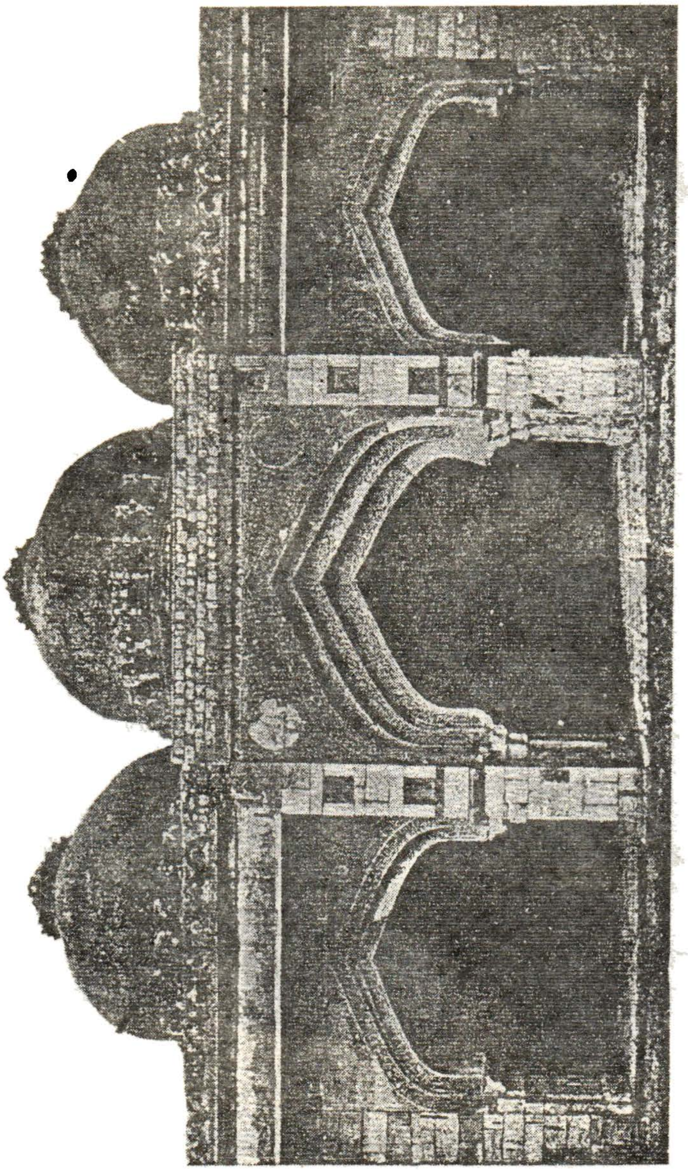

আলোকচিত্র ১০১। বড়া গুম্বদ মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

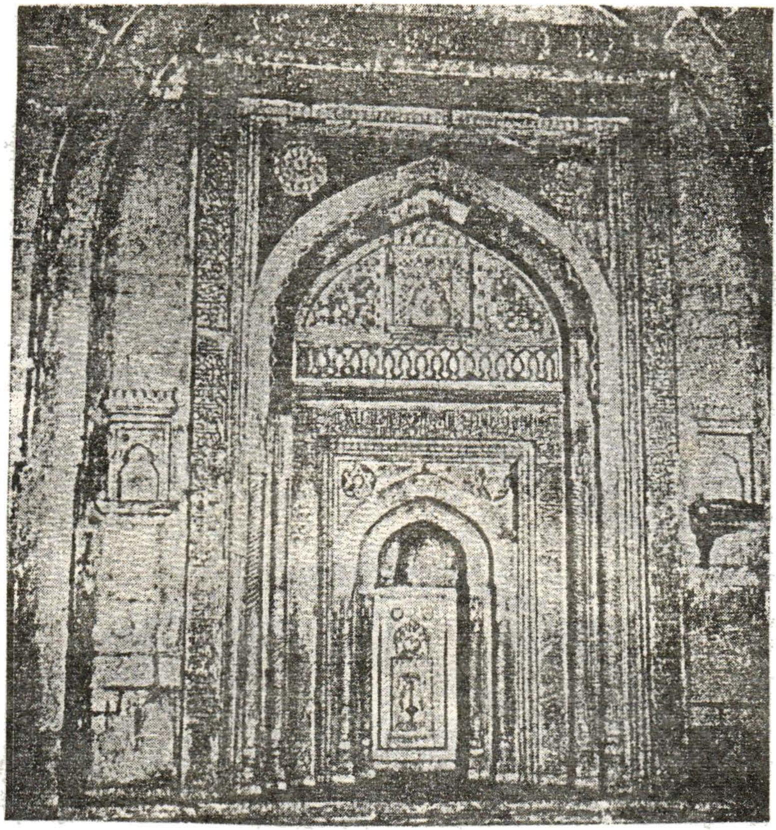

আলোকচিত্র ১০২। বড়া গুম্বদ মসজিদ ঃ কেন্দ্রীয় মিহরাব

www.pathagar.com

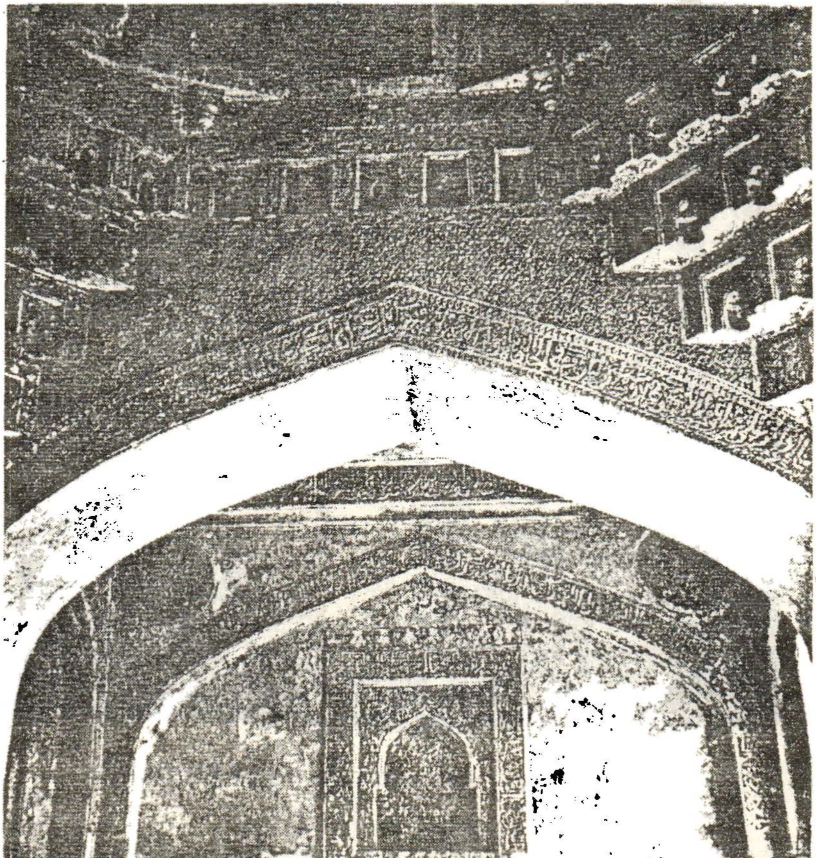

আলোকচিত্র ১০৩। বড়া গুম্বদ মসজিদ : ক্রমপ্রলম্বন (corbelling) পদ্ধতিতে নির্মিত পান্দানতিফ (pendentive)

www.pathagar.com

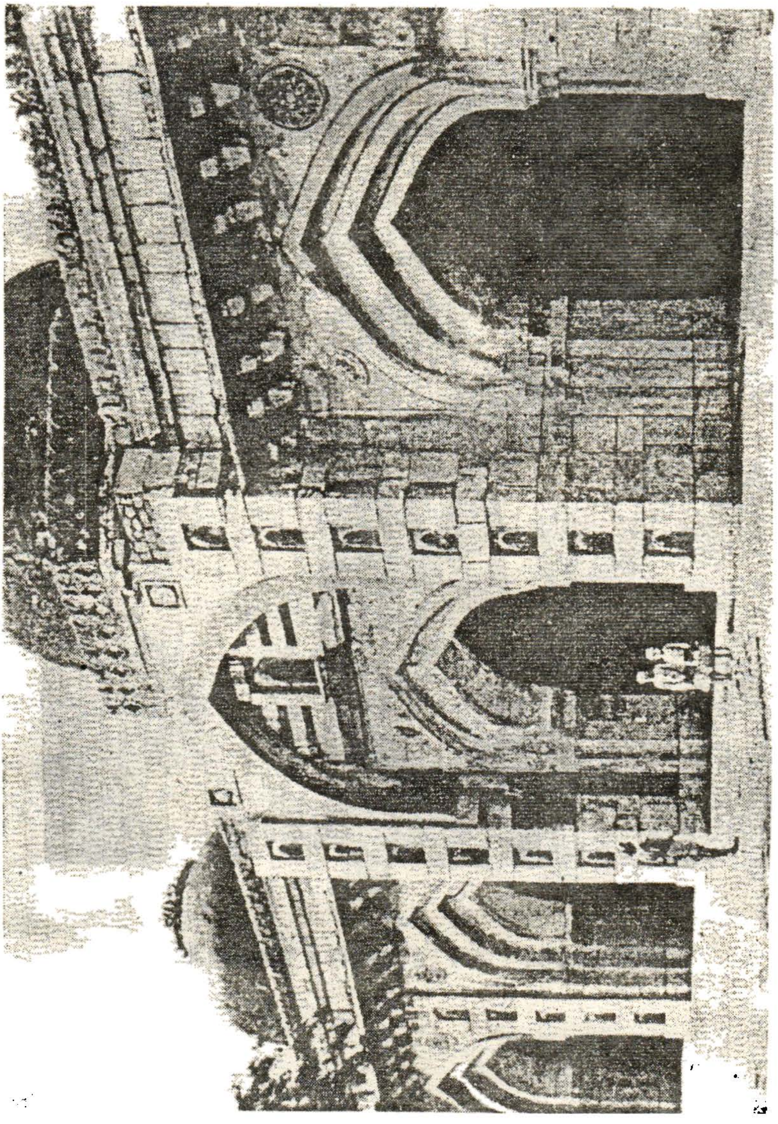

আলোকচিত্র ১০৪। মথ কি মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

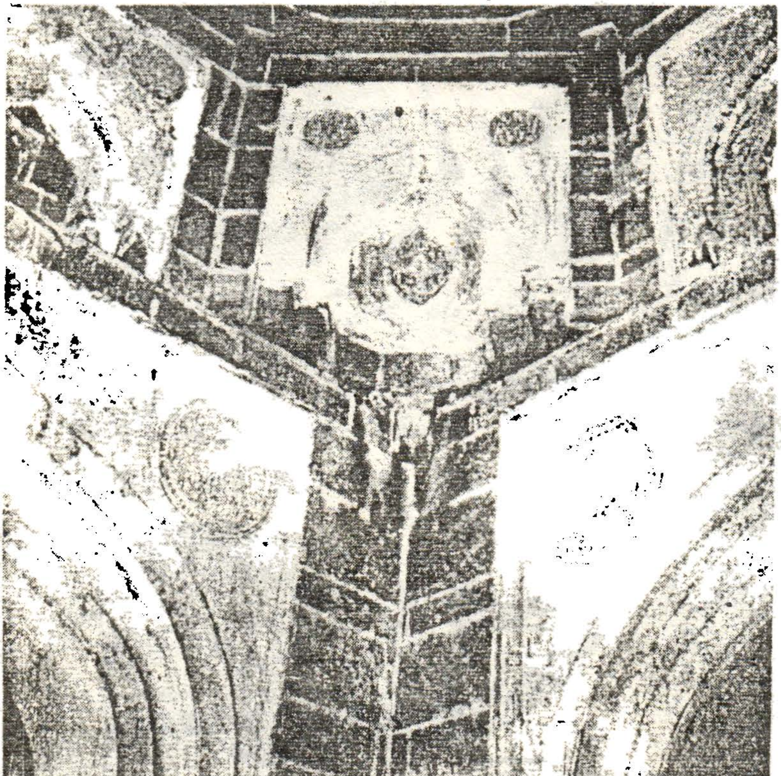

আলোকচিত্র ১০৫। মথ কি মসজিদ ঃ স্কুইঞ্চের ব্যবহার

www.pathagar.com

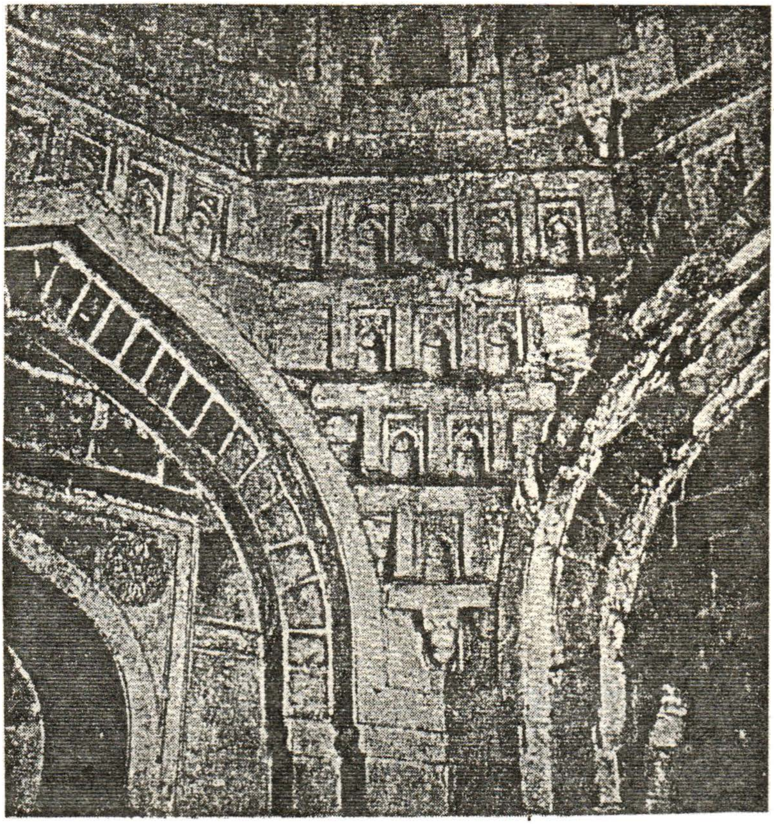

আলোকচিত্র ১০৬। মথ কি মসজিদ ঃ ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত পান্দানতিফ

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১০৭। মথ কি মসজিদ ঃ কোনার দ্বিতল বুরুজ

www.pathagar.com

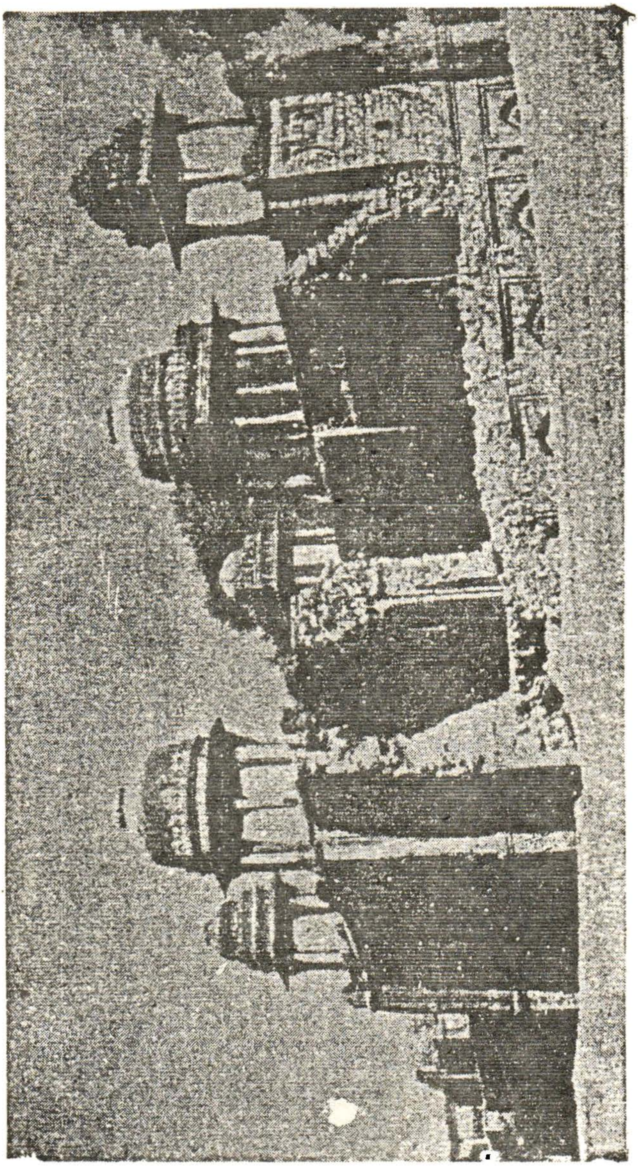

আলোকচিত্র ১১০। জাহাজ মহল ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

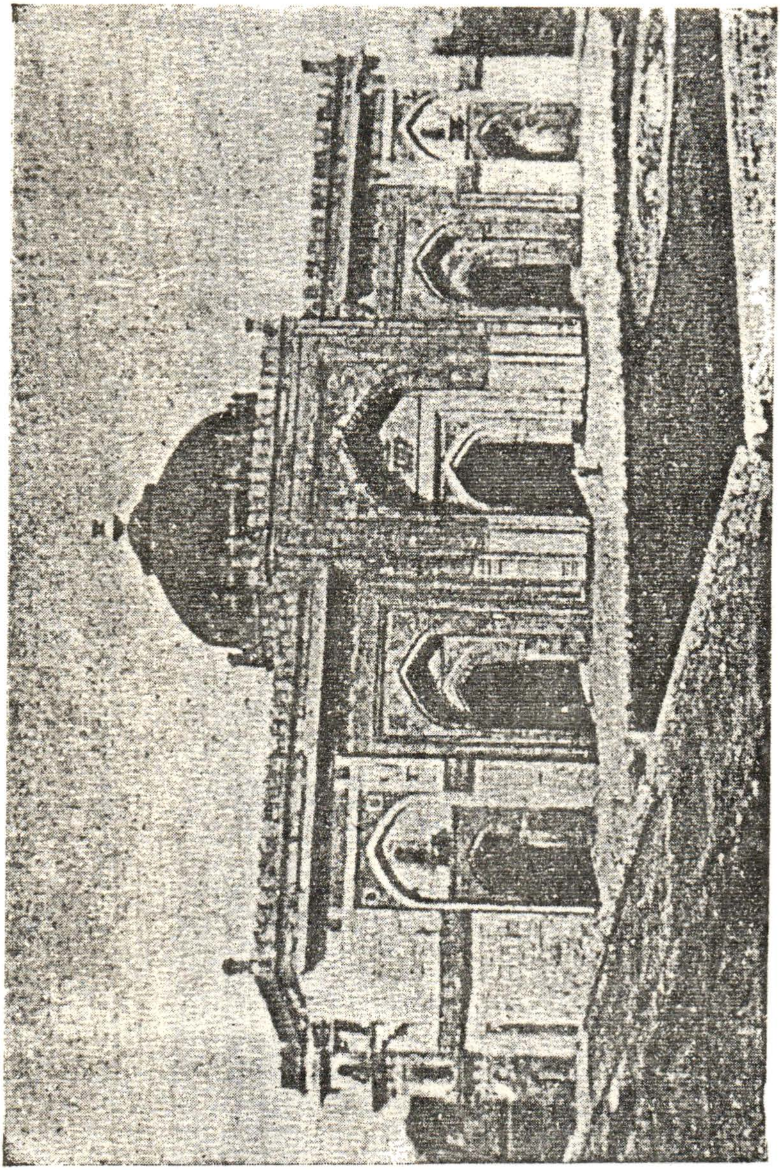

আলোকচিত্র ১১১। কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ ঃ নামাজ গৃহের সম্মুখ দৃশ্য (facade)

www.pathagar.com

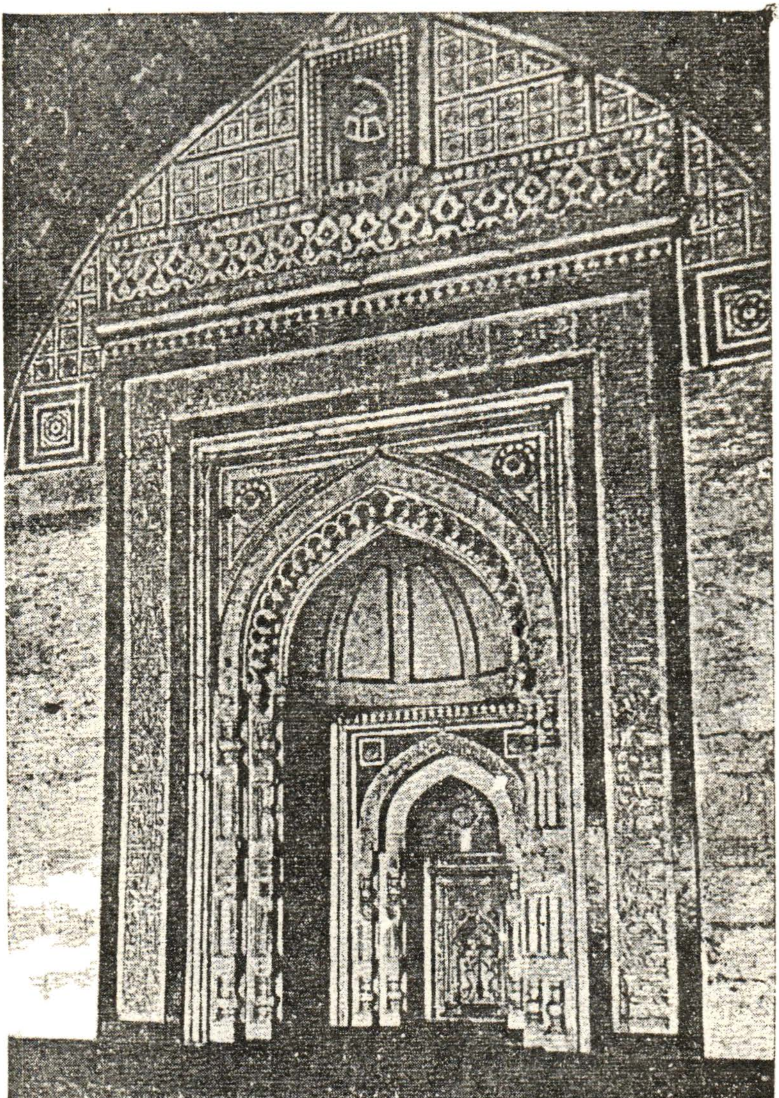

আলোকচিত্র ১১২। কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ ঃ কেন্দ্রীয় মিহরাব

www.pathagar.com

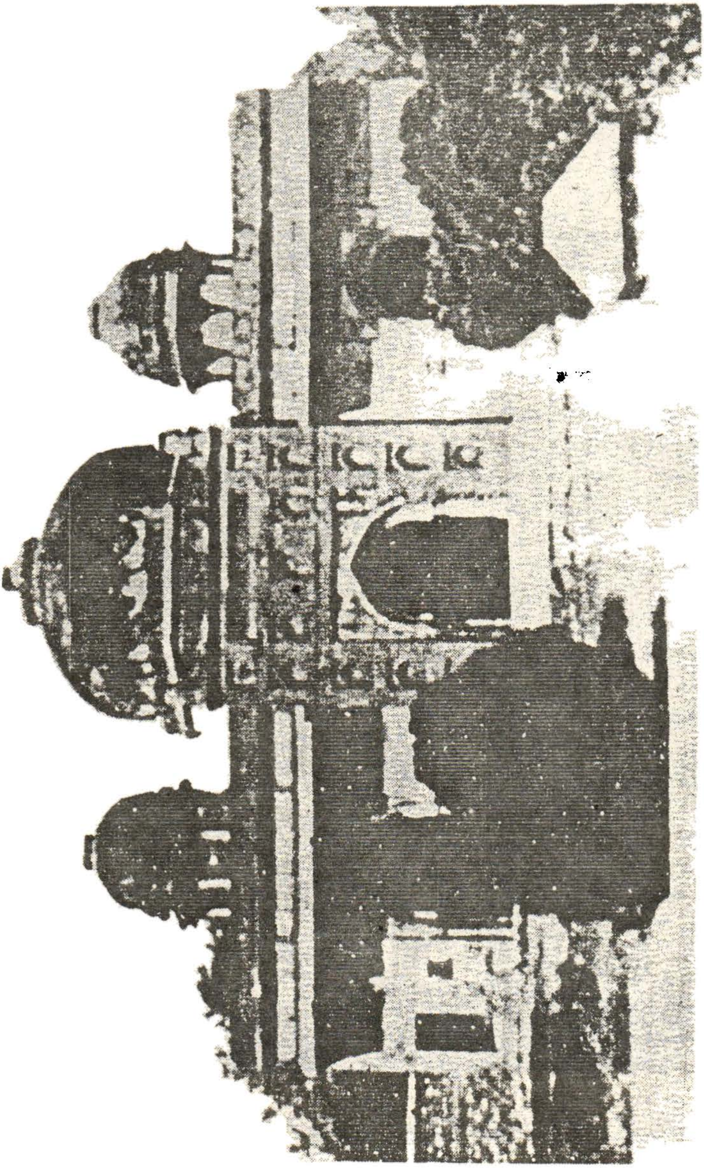

আলোকচিত্র ১১৩। ঈসা খাঁর মসজিদ ঃ সাধারণ দৃশ্য

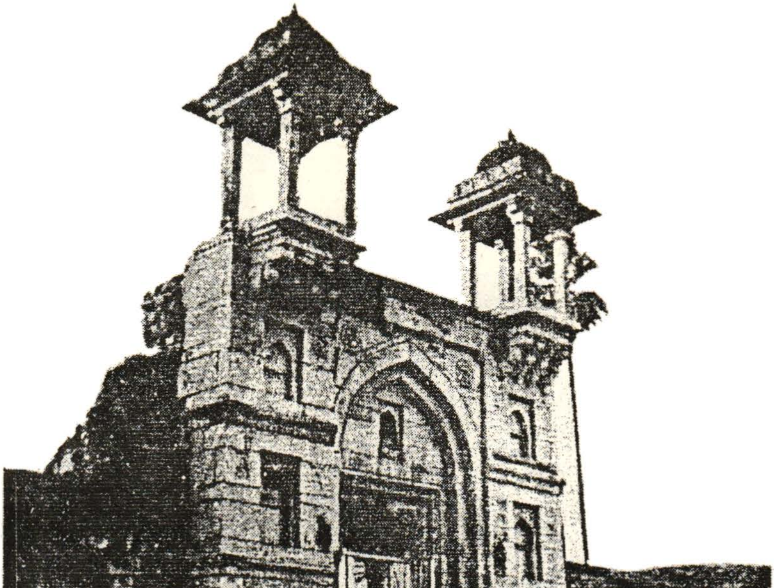

আলোকচিত্র ১১৪। আলাউল খানের সমাধি ঃ প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

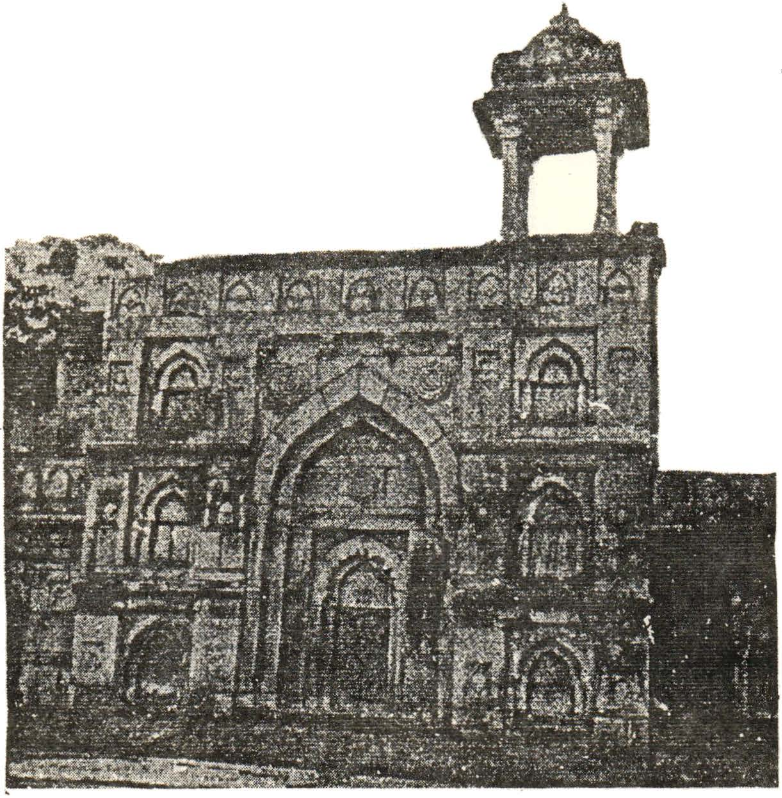

আলোকচিত্র ১১৫। আলাউল খানের সমাধি : পশ্চিম প্রাচীরের মিহরাব

www.pathagar.com

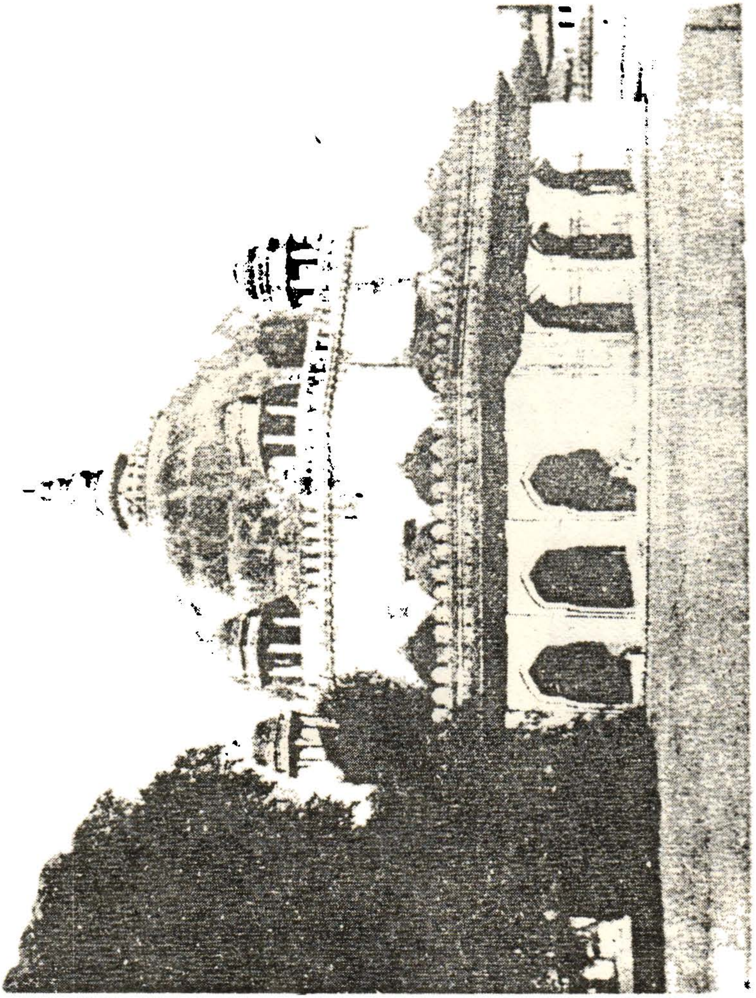

আলোকচিত্র ১১৬। হাসান খান সুরের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

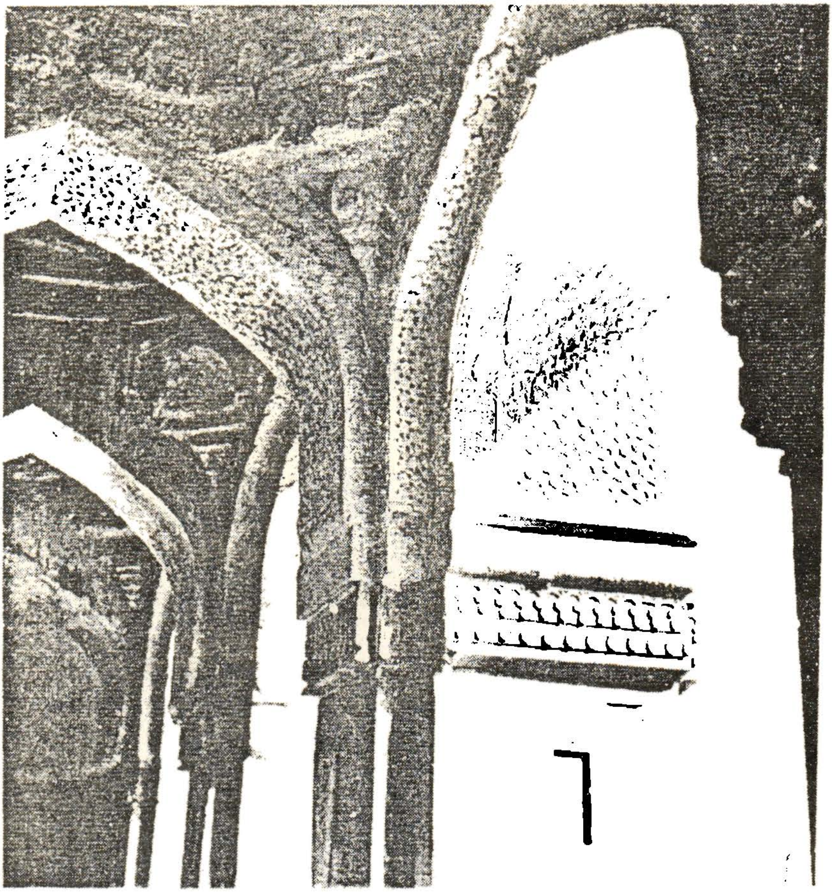

আলোকচিত্র ১১৭। হাসান খান সূরের সমাধি ঃ বারান্দায় কর্তিত পলেস্তারার অলঙ্করণ

www.pathagar.com

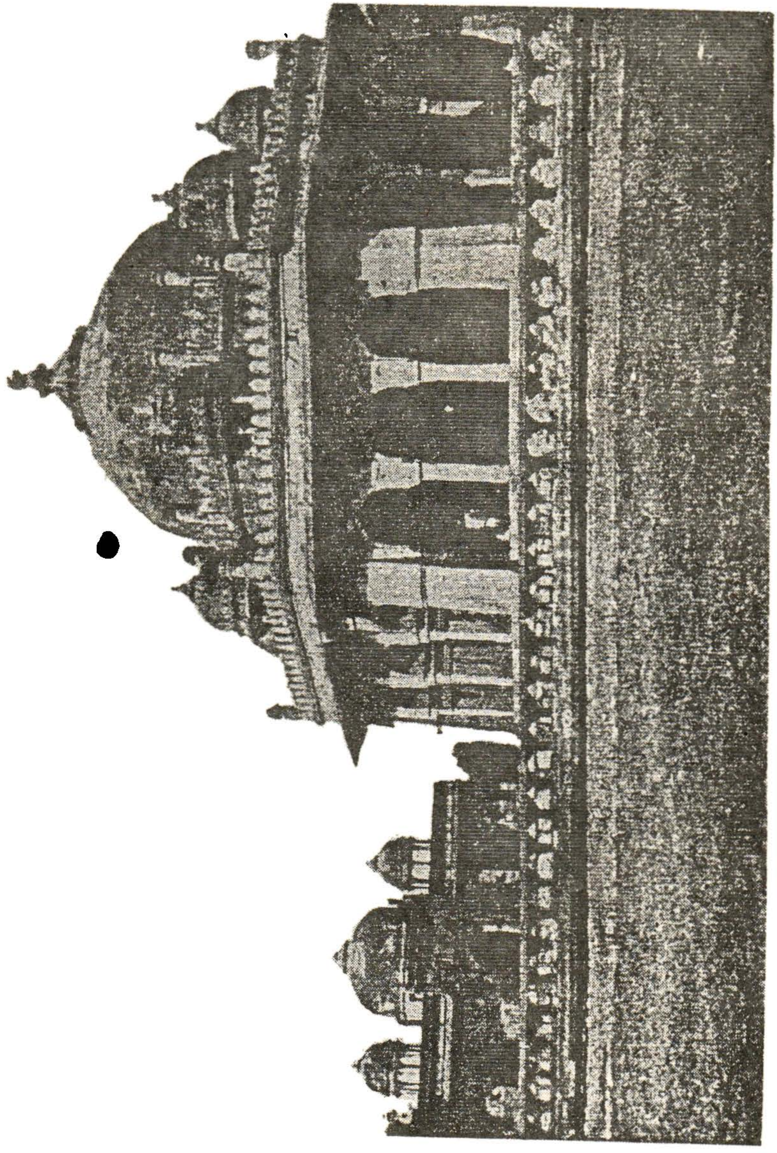

আলোকচিত্র ১১৮। ঈসা খাঁনের সমাধি (বামে ঈসা খাঁনের মসজিদ)

www.pathagar.com

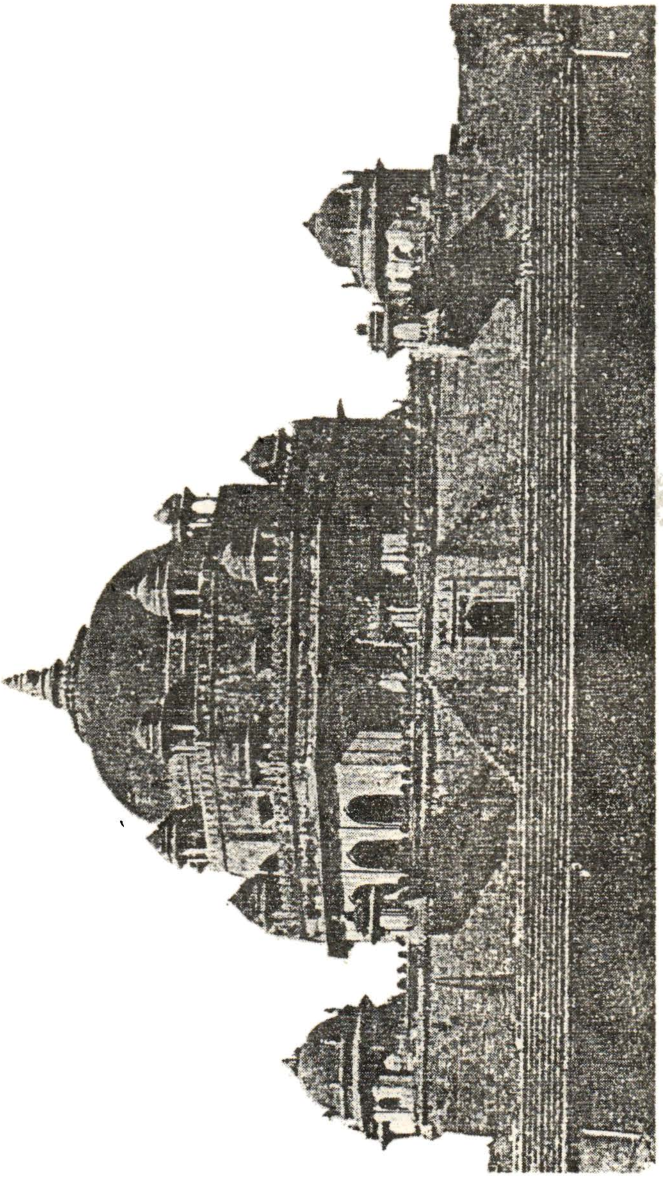

আলোকচিত্র ১১৬। শের শাহের সমাধি ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

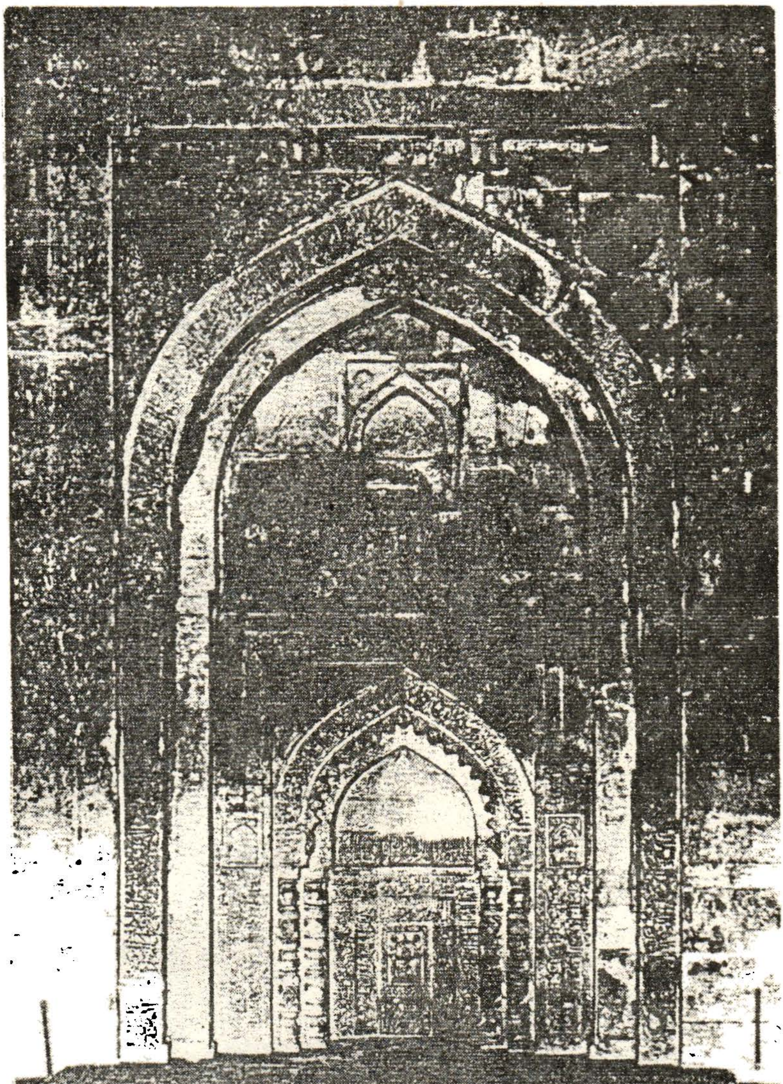

আলোকচিত্র ১২০। শের শাহের সমাধি ঃ মিহরাব

www.pathagar.com

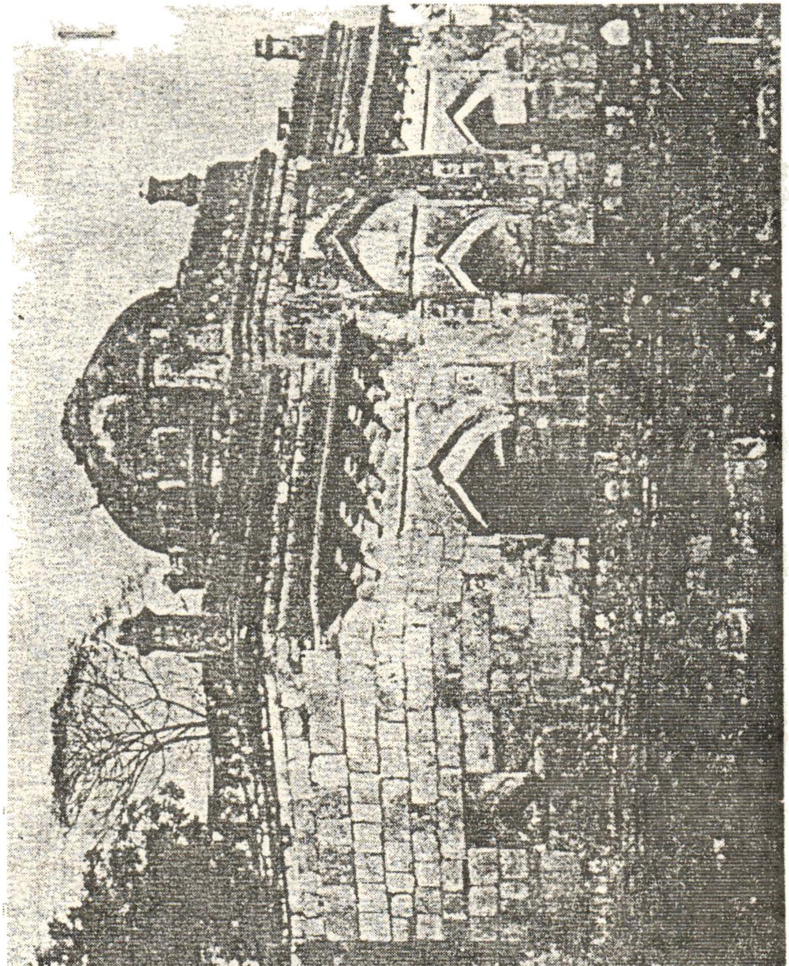

আলোকচিত্র ১০৬। নীলী মসজিদ ঃ সাধারণ দৃশ্য (দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে)

www.pathagar.com

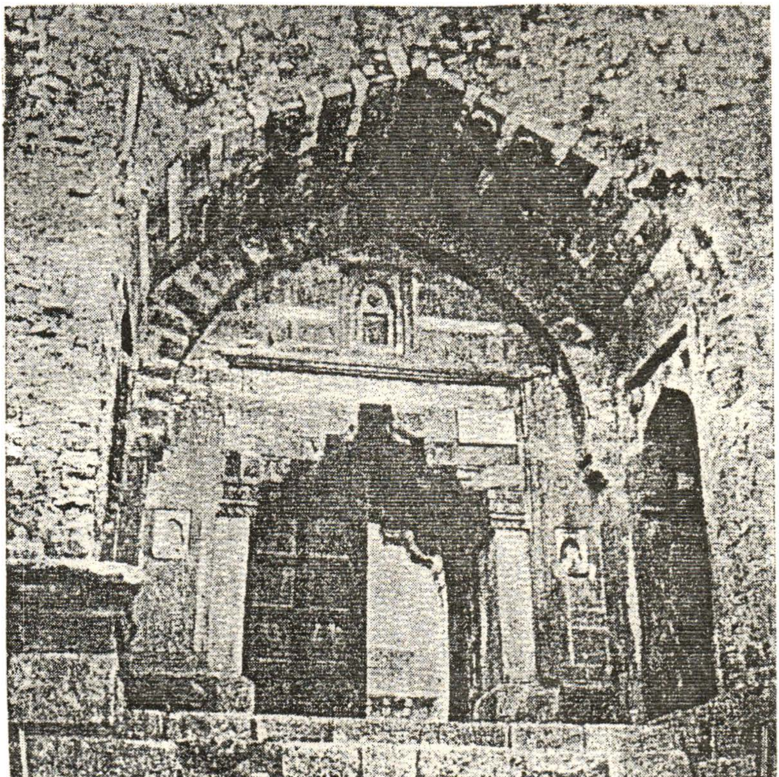

আলোকচিত্র ১০৮। মথ কি মসজিদ ঃ প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

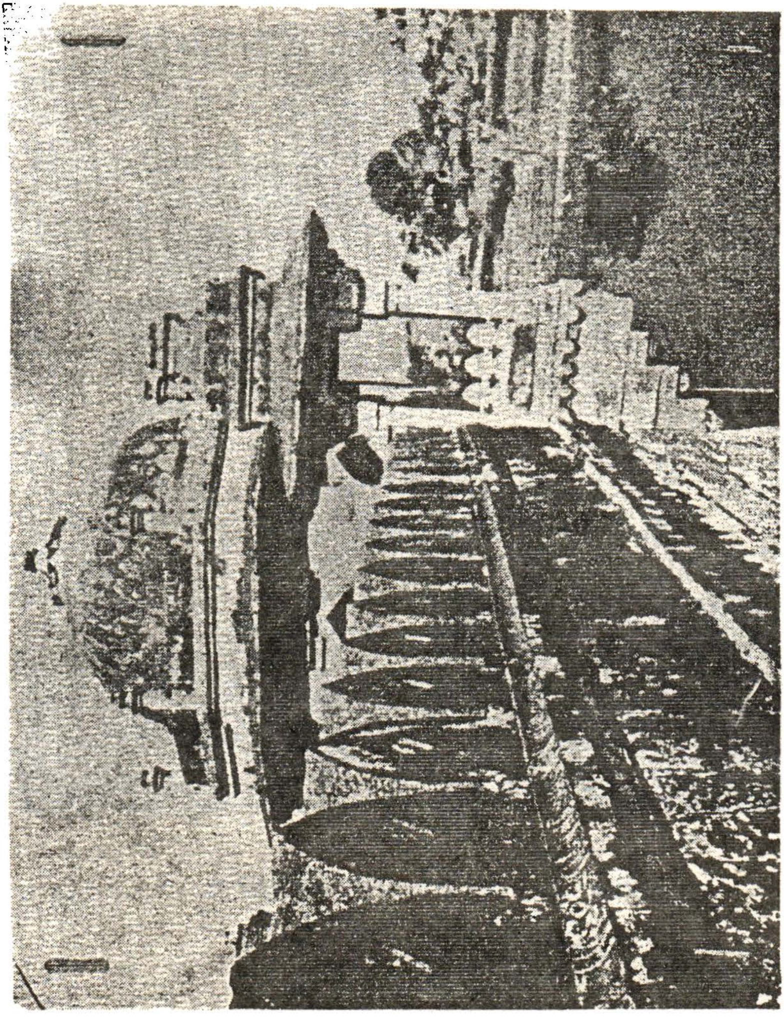

আলোকচিত্র ১২১। শের শাহের সমাধি ঃ বেষ্টনী প্রাচীরে বহির্গত বাতায়ন (oriel window)

www.pathagar.com

আলোকচিত্র ১২২। ইসলাম শাহের সমাধি (অসমাপ্ত)

www.pathagar.com

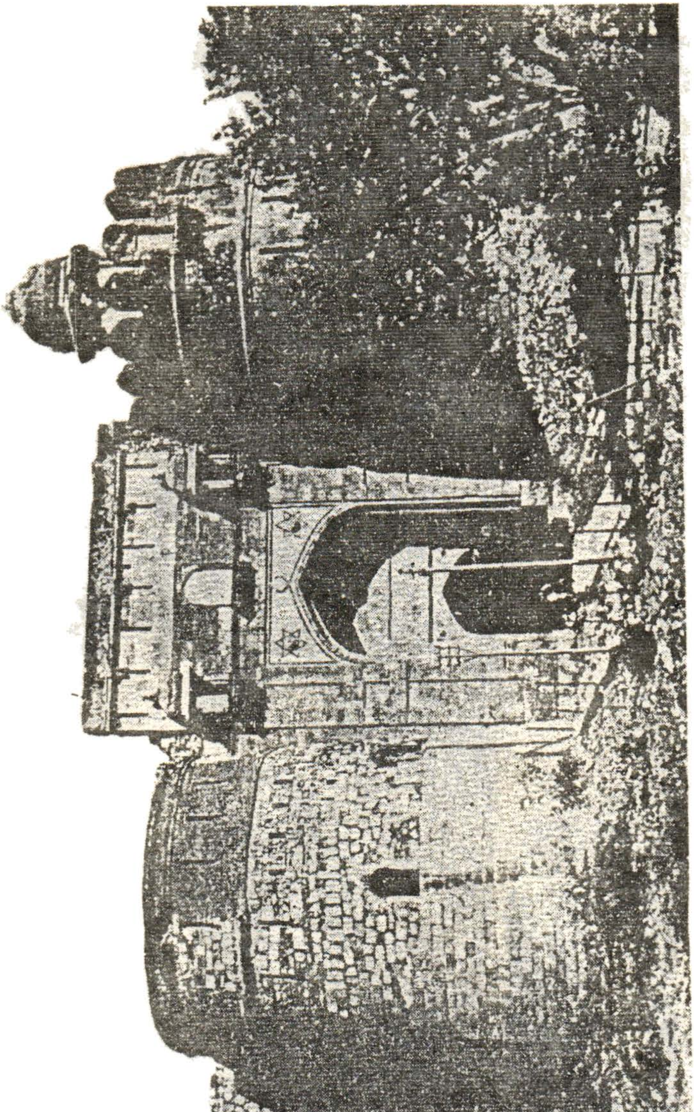

আলোকচিত্র ১৯৩ ঃ পুরানা কিলা ঃ প্রধান প্রবেশ পথ

www.pathagar.com

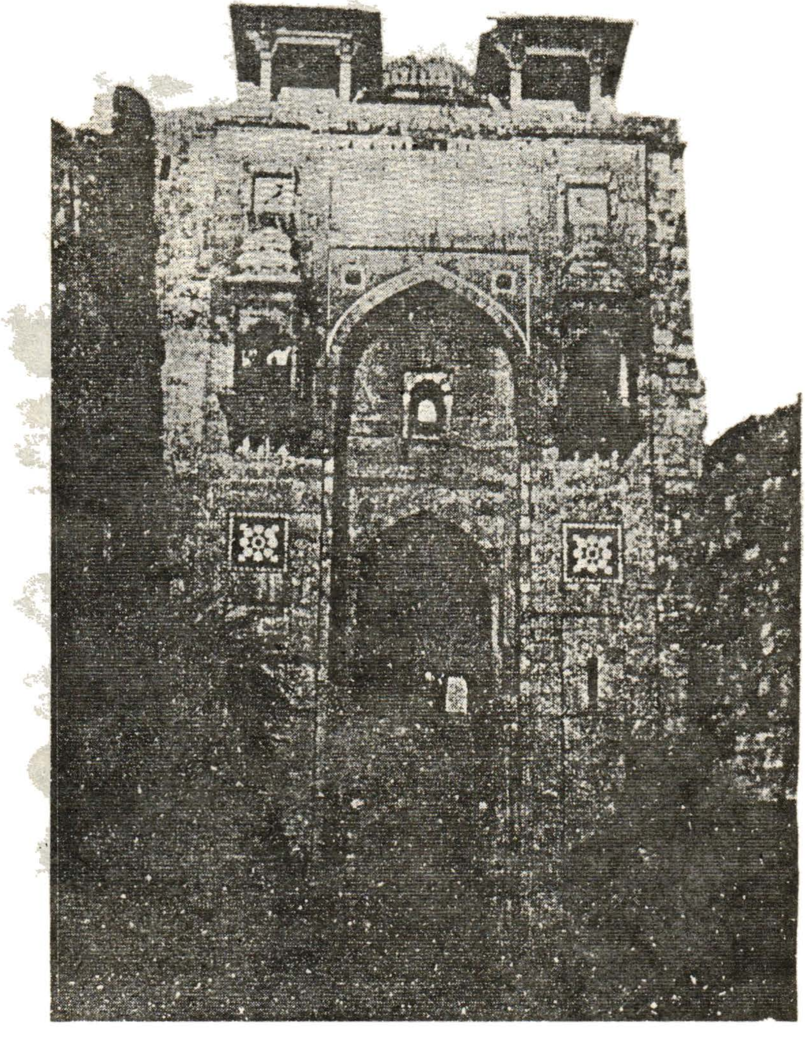

আলোকচিত্র ১২৪। পুরানা কিলা ঃ তালাকি দরওয়াজা

www.pathagar.com

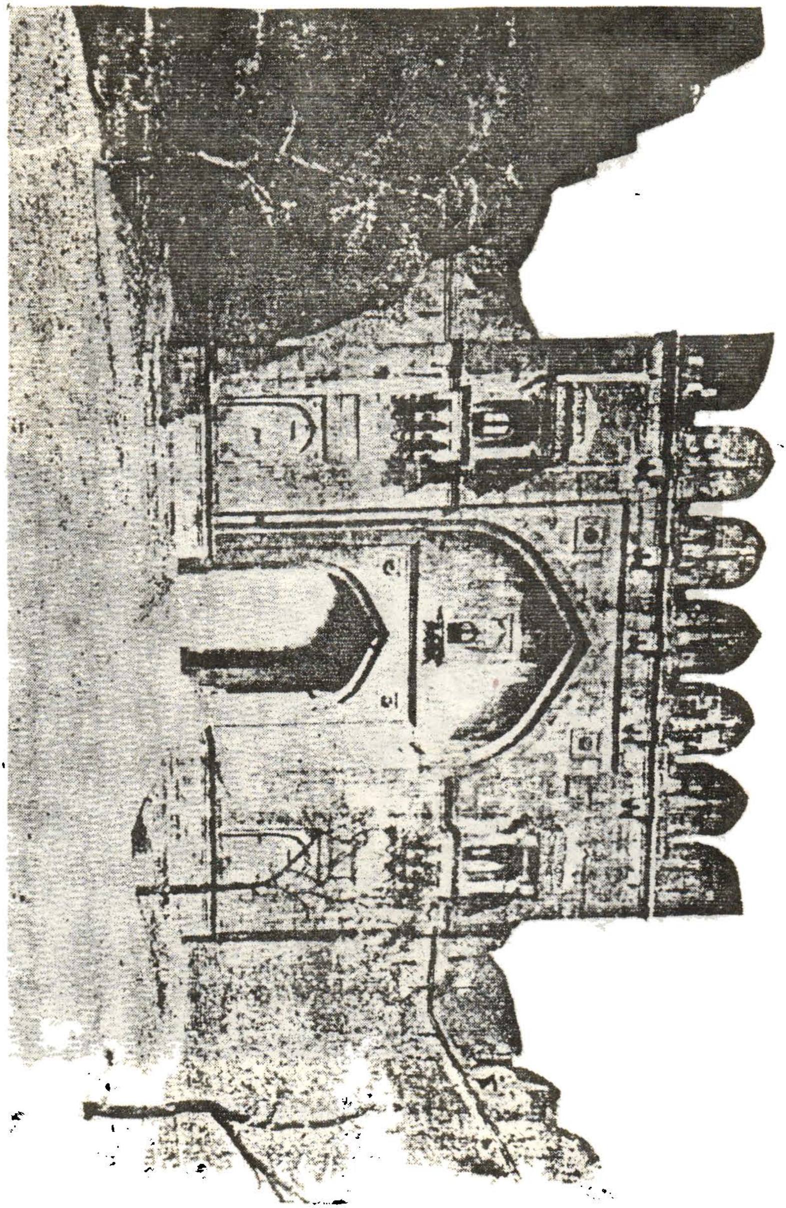

আলোকচিত্র ১২৫। রোটাস দুর্গ ঃ সোহাল গেইট

www.pathagar.com

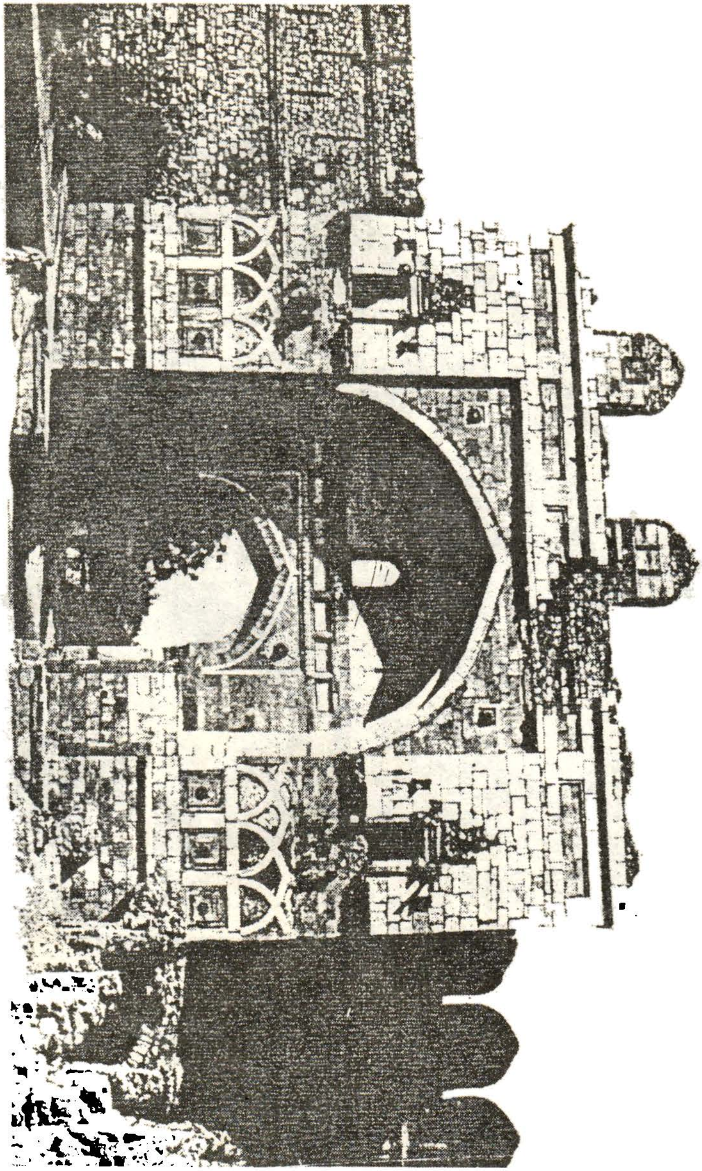

আলোকচিত্র ১২৬। শের শাহ তোরণ বা লাল দরওয়াজা ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

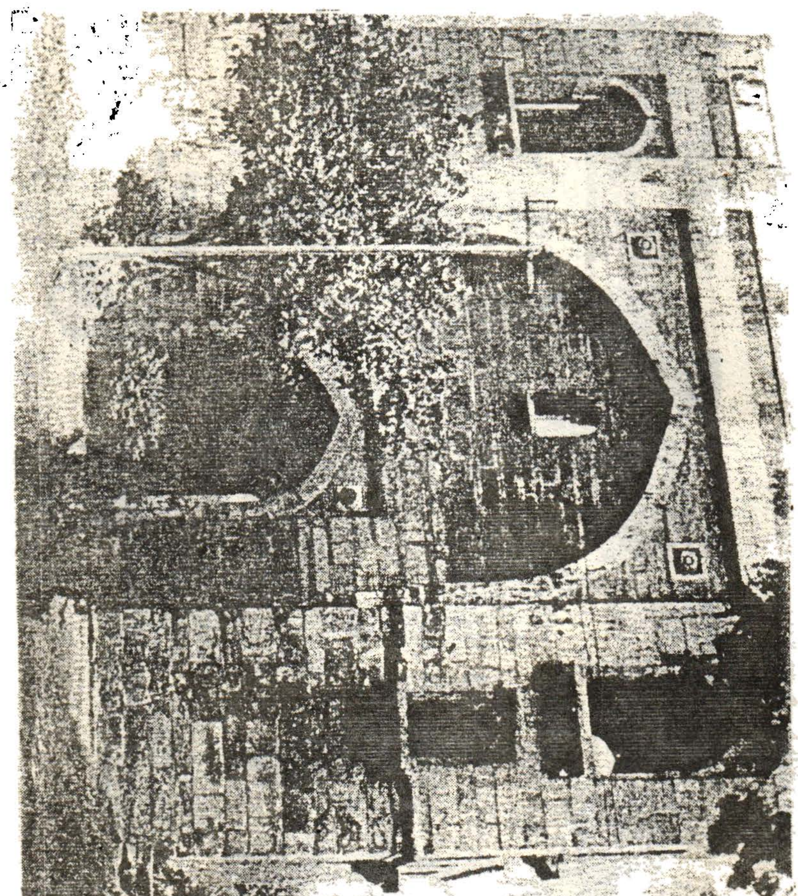

আলোকচিত্র ১২৭। গুমটী দরওয়াজা ঃ সাধারণ দৃশ্য

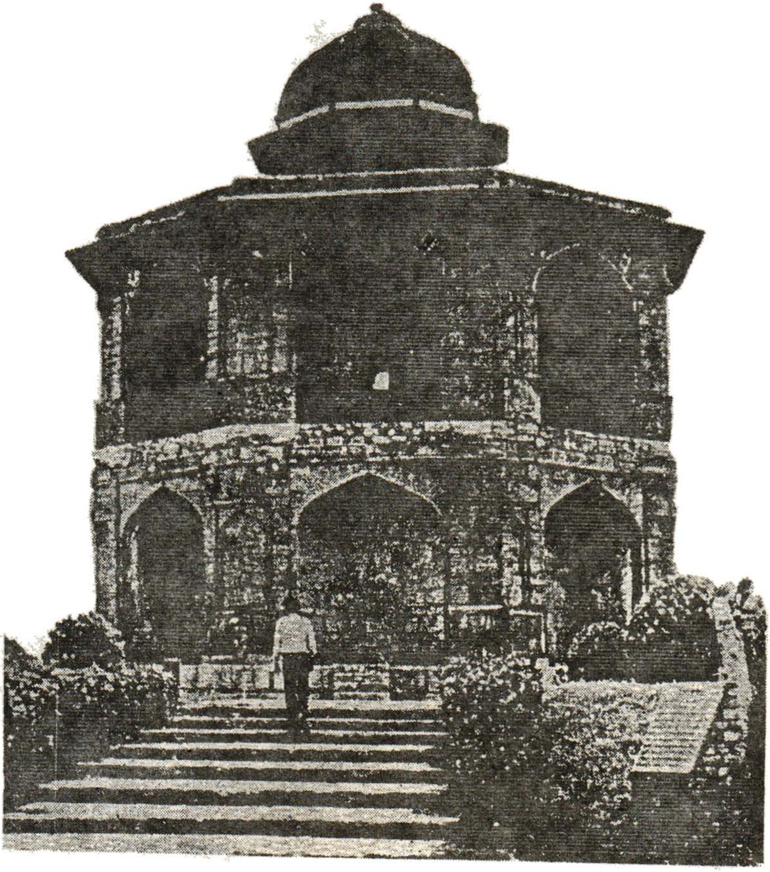

আলোকচিত্র ১২৮। শের মন্ডল ঃ সাধারণ দৃশ্য

www.pathagar.com

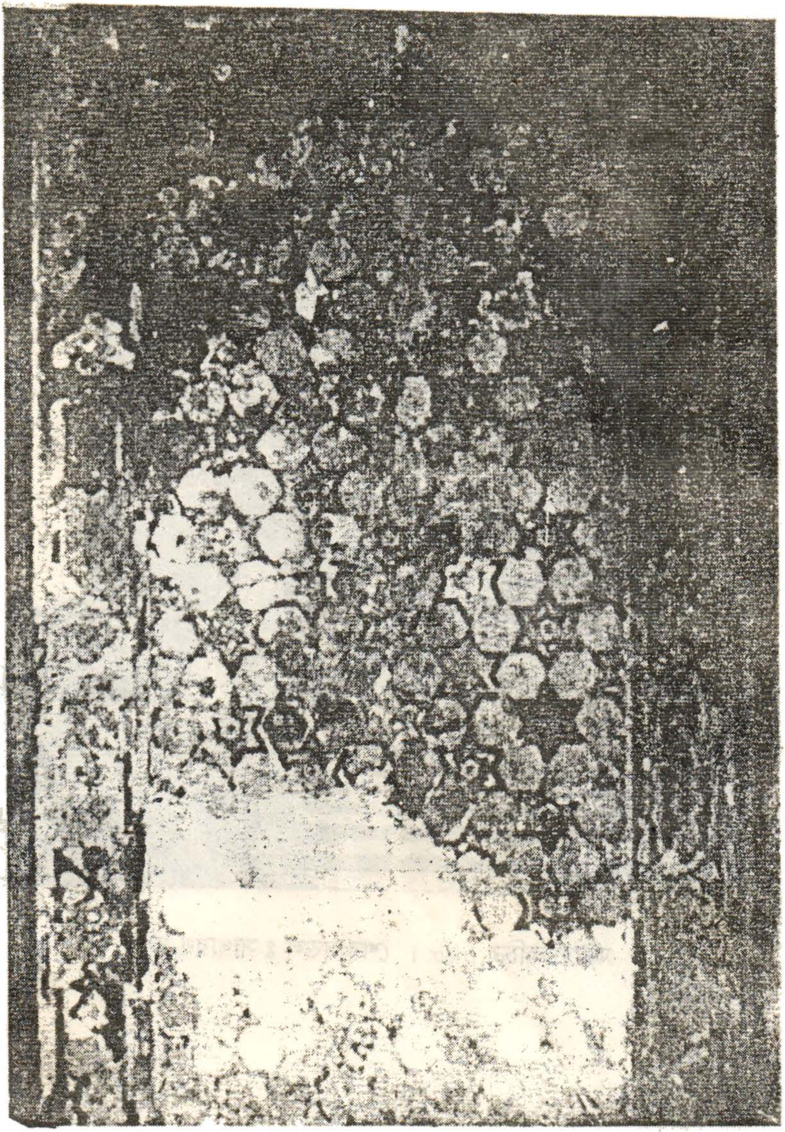

আলোকচিত্র ১২৬। শেখ মণ্ডল ঃ দ্বি-তলের জেম্মাদার টালি অলংকরণ

ইফা—২০১৪-২০১৫—প্র/৩৫৭১(রা)—৩,২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন
[প্রতিষ্ঠাতা ঃ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]